CONTENTS

5. REFERENCE PERIOD. 15-18

i) Reference notice given of by Shri Amal Mallik and Shri Ratimohan Jamatia, regarding the incident of assultation over Shri Sanjay Acherjee, Reporter of Dainik Sambad, Melagarh by Police in the whole night or 16-8-96 at Melagarh P. S.
Shri Samar Choudhury, Minister-in-charge of the Home Department, agreed to make a statement on 17-8-96 in this regard.

ii) Reference notice given of by Shri Samir Deb Sarkar, regarding the problems of admission in the Schools and Colleges.
Shri Anil Sarker, Minister-in-charge of the Department of Education agreed to make a statement on 26-8-96 in this context.

iii) Reference notice given of by Shri Subal Rudra regarding shortage of teacher in the Schools of remote areas.
Shri Anil Sarkar, Minister-in-charge of the Department of Education agreed to make a statement in this context on 26-8-96.

6. CALLING ATTENTION

1. Shri Samar Choudhury, Minister-in-charge of the Home Department agreed to make Statement on 22-3-96 on the calling attention notice given of by Shri Pabitra Kar, regarding the incident of kidnepping of Bindu Debnath of Noabadi Market on 17-8-96 and also laterly kidnepping of Brajendra Deb Brama and Subodh Deb Barma assulting over them who were rescued at last.

10. PRESENTATION OF BUDGET ESTIMATES FOR 1996-97 22-:

1. Presentation of Budget Estimates for the year 1996-97 by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister.

11. CONGRATULATORY MOTION — adopted :

Subject : Regarding extension of Railway in Tripura.

12. PAPERS LAID ON THE TABLE. 32-10'

i) Written replies given to the Starred Questions.

ii) Written replies given to the Un-Starred Questions.

## CONTENTS

Tuesday, the 20th August, 1996.

6. ASSENT TO BILLS 27—29

i) The Tripura Contigency Fund ( 2nd Amendment ) Bill, 1994 ( Tripura Bill No. 1 of 1994.)

ii) The Tripura Appropriation ( No.2 ) Bill, 1994 ( Tripura Bill No. 2 of 1994)

iii) The Tripura Appropriation Bill, 1994 ( Tripura Bill No. 3 of 1994)

iv) The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1995. ( Tripura Bill No. 5 of 1995)

v) The Tripura Appropriation (No. 4 ) Bill, 1995 ( Tripura Biil No. 6 of 1995 )

vi) The Tripura Appropriation ( No. 5 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 7 of 1995 )

vii) The Tripura Appropriation ( No. 6 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 8 of 1995 )

viii) The Tripura Appropriation ( No. 7 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 9 of 1995 )

xi) The Tripura Appropriation ( No. 8 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 10 of 1995 )

x) The Tripura Appropriation ( No, 2 ) Bill 1996 ( Tripura Bill No. 3 of 1996 )

xi) The Tripura Appropriation ( Vote on account) Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 2 of 1996.

7. GOVERNMENT BILL— Passed- 27—29

The Tripura Ancient Monument and Archadlogical Sites and remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 )

# CONTENTS

## Wednesday, the 21st August, 1996.

**Thursday, the 22nd August, 1996.**



i) Shri Ratan Chakraborty, raised the instences of murders decoity etc. occured successively in Agartala town area during the recent time and overall law-and-order situation prevailing in the state.

Shri Samar Choudhury, Minister-in-charge of the Home Department, made a brief statement in regard thereto and informed the House about the steps taken by the state Government.

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 19th August, 1996.

## PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 14 Ministers and 36 Members.

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

**Mr. Speaker :—** Hon'ble Members, I would like to inform the House that the Hon'ble Chief Minister has authorised to Hon'ble Deputy Chief Minister Sri Baidyanath Majumder to perform the duties and discharge the functions relating to the business of the Departments allocated to him in the current Session of the Tripura Legislative Assembly Commencing from 19th August, 1996 during his absence for and on behalf of him.

## MATTER RAISED BY MEMBER

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী ( বনমালীপুর) :—** মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি, আমরা সবাই একটা অবরুদ্ধ নগরী আগরতলার মধ্যে বাস করছি। আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি এখানে আছেন, বিধানসভার যে উদ্দেশ্যে আমরা আসি মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত করার জন্য কিন্তু ত্রিপুরার সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং ব্যাপক অবনতির মধ্য দিয়ে আজকে কয়েকটি প্রশ্ন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যার আশু সমাধান না হলে এই বিধানসভার ইজ্জত, গৌরব সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষ করে এই সভারই একজন সিটিং মেম্বার শ্রী প্রনব দেববর্মা গত জানুয়ারী মাস থেকে এখন পর্য্যন্ত যাকে আমরা একবারের জন্যও এই হাউজে দেখতে পাইনি, অথচ সরকার তার সদুত্তর কিছুতেই দিতে পারছেন না। হতে পারে আমরা বিরোধী পক্ষে আছি কিন্তু একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এতদিন ধরে তার কোন খবর নেই। সেই দিন বাংলাদেশ থেকে বলা যে ঐ খানে উগ্রপন্থীর কোন ঘাটি নেই। তা হলে বুঝতে হবে প্রণব বাবু ত্রিপুরাতেই আছেন যোগব্রত চক্রবর্ত্তী মারা গেলেন। এখানে থেকে শোক দেওয়া হল। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন উনি মারা গেছেন বিবৃতি দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, এই সব ব্যাপারে প্রশ্ন আছে, পরে তা বলতে পারবেন।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** আরক্ষা দপ্তরের কাছে তথ্য আছে ১১ তারিখ মারা গেছে। তার ডেট সার্টিফিকেট কে দেবে ?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, এই ব্যাপারে আপনাদের বলার সুযোগ আছে।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি তেলিয়ামুড়াতে থাকেন সেই তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলায় আসা যায়না। এইভাবে আমরা হাউজে এসে কি করব ? এইভাবে মানুষের ধন সম্পদ, জীবন, মান ইজ্জত সমস্ত কিছু লুট হয়ে যাচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য তা পরে বলতে পারবেন। আপনি বসুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** আমরা প্রশ্ন উত্তর কি জন্য করি ? মানুষের স্বার্থে করি। আজকে মানুষ সর্বক্ষেত্রে বিপন্ন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি বসুন। আপনি বসুন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** এই আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। তা আগেই আলোচনা করতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী, তার মীমাংসা না হলে সভার কাজ চলা নিরর্থক হয়ে যাবে।

**শ্রী কেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ):—**মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা ইচ্ছা করলে নোটিশ দিতে পারেন, কি জানতে চান সেই ব্যাপারে। এই ভাবে বে-আইনীভাবে তো তা হয় না।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ( আগরতলা ) :—** এই ব্যাপারে সরকার কি করেছেন ?

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** আপনারা বসুন। বিধানসভায় এসেছেন আলোচনা করার জন্য। তা করতে পারবেন। আপনারা বসুন। আলোচনার ব্যাপারে অনেক সুযোগ আছে। তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারবেন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার:—** এই ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আমি এডমিট করেছি। এখন আপনারা বসুন। প্রশ্ন উঠলে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** এখানে আলোচনার সুযোগ আছে।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** আপনি বসুন। আপনি কিছুই জানেন না। আপনি শুধু কৈলাসহর চেনেন। অন্য কিছু চেনেন না।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা বসুন। বিধানসভার একটি নিয়ম আছে। সে নিয়ম মত বিধানসভাকে চলতে দিন। আলোচনার স্কোপ আছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** বিধানসভার রুলস্ অ্যাণ্ড প্রসিডিউর আমরাও কিছু বুঝি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ইজ্জত নিয়ে খেলা চলতে পারে না, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার অপহরণ বাণিজ্য চলছে। মানুষ আজকে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া যেতে কিংবা আগরতলা থেকে বিশালগড় যেতে সাহস করছে না। এই চলছে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** এ ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আমি এড মট করেছি।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ( বাগমা ) :—** প্রণব বাবুকে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লুকিয়ে রেখেছেন ?

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** যোগব্রত বাবু ৫ তারিখ মারা গেলেন।

(গণ্ডগোল)

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

( মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীসহ সমস্ত বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষ ত্যাগ )

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ( কদমতলা ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার; অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৩।

**মিঃ স্পীকার :—** অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৩।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৩।

### প্রশ্ন

১। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য সরকার কবে নাগাদ স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

২। বর্তমানে প্রতি মাসে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং প্রয়োজন কত ?

### উত্তর

১। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নীতি অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সাময়িক কালের জন্য অভাব পূরণ হতে পারে। যথা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের অভাব পূরণ হতে পারে যদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ কোটা অনুযায়ী পাওয়া যায়।

### উত্তর

২। প্রতি মাসে বিদ্যুতের গড় প্রয়োজন ৩৭০ লক্ষ ইউনিট। নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ১৯৯৬-৯৭ ইং সনের উৎপাদনের মাসিক গড় লক্ষ্যমাত্রা ২৪০ লক্ষ ইউনিট।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—** আমরা পত্রিকায় দেখছি, গত ৯ই আগষ্ট থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত কাঞ্চনপুরে কোন বিদ্যুৎ ছিল না ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এটা কি কারণে হয়েছিল ? যান্ত্রিক কোন গোলযোগ না বিদ্যুতের স্টক ছিল না বলে ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, বিদ্যুতের কোন স্টক থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়। কাঞ্চনপুরের ব্যাপারে আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ :** (রাধাকিশোরপুর) :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, ১৯৯৪-৯৫ইং সালে বিদ্যুতের যে চাহিদা ছিল তার তুলনায় ১৯৯৫-৯৬ইং সালে চাহিদার পরিমাণ কত বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বিদ্যুতের গ্রাহকের সংখ্যা কত এবং বিদ্যুতের ইউনিট বিক্রি বাবত কত রেভেনিউ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীসুধন দাস ও শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীসুধন দাস** (রাজনগর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ** (মন্ত্রী ) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

**প্রশ্ন**

১) আগরতলা হইতে বাংলাদেশের উপর দিয়ে সড়ক পথে কলকাতার যোগাযোগ করার পরিকল্পনা কতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে, এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নিকট কোন তথ্য আছে কি ?

**উত্তর**

১) ভারত সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্বেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে এই ব্যাপারে কোনরকম আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে নূতন সরকার দেবগৌড়া সরকার আসার পর এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলছেন। কিছুদিন আগেও ভারত সরকারের বিদেশ সচিব বাংলাদেশ গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের বিদেশ সচিব দিল্লীতে এসেছেন। উনি স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে তারা মোটামুটি এই বিষয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সমস্ত বিষয়গুলি নির্ভর করছে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের কথাবার্তার উপর বাংলাদেশের সরকার এই বিষয়ে গঙ্গার জলবন্টন চুক্তিটা বার বার নিয়ে আসছেন। আমরা জানতে পেরেছি আমাদের বিদেশ মন্ত্রী কিছুদিন পর বাংলাদেশে যাবেন, এই বিষয়ে কথা বলবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিবহণ মন্ত্রীরা আগামী ২৪ তারিখে গৌহাটিতে মিটিং করবে। সেখানে এই বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীসুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস :—** এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩ স্যার।

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ** (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩ স্যার।

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট মোট কয়টি টি. আর. টি. সি বাস চালু ছিল এবং ঐ সমস্ত বাসের মধ্যে বর্তমানে কয়টি চালু আছে ?

২) ১৯৯৩ইং সালের মার্চের পর কয়টি নতুন বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে ?

৩) টি. আর. টি. সি বাসে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ আছে কি ?

**উত্তর**

১) ১৯৯৩ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত টি. আর. টি. সি'তে ৫৫টি বাস চালু অবস্থায় ছিল। উক্ত ৫৫টি বাসের মধ্যে বর্তমানে ১২টি বাস চালু অবস্থায় আছে।

২) ১৯৯৩ইং সালের মার্চের পর ৩২টি নতুন বাস নামানো হইয়াছে। ২৭টি ডিষ্ট্রিক্ট টাইপ বাস এবং ৫টি সুপার ডিলাক্স বাস। ইহা ব্যতীত ৫টি বাস নবীকরণ করিয়া বিগত ১৯.৬.৯৬ইং হইতে টাউন বাস সার্ভিস হিসাবে চালু করা হইয়াছে।

৩) একমাত্র টি. আর. টি. সি টাউন বাসেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ আছে।

**শ্রীসুধন দাস :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নতুন টি. আর. টি. সি যেগুলি চালু করা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলির সাথে টি. আর. টি. সি'র যোগাযোগ হয়নি সেই সমস্ত জায়গায় টি. আর. টি. সি বাস চালু করবে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, মহিলাদের জন্য বাসে সংরক্ষণের দাবী অনেক দিনের। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বাস চলাচলের ক্ষেত্রে সীট পাবার ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা হয়। শুধুমাত্র টি. আর. টি. সি'তেই নয় বেসরকারী বাসগুলিতেও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি. আর. টি. সি বাস সংযুক্ত করার জন্য মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন এটা ন্যায় সঙ্গত এবং যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু টি. আর. টি. সির বাস স্বল্পতার জন্য আমরা এই কাজ করতে পারছি না। আমরা আশা করব নূতন আর্থিক বছরে কিছু বাস প্রতিটি ব্লক হেড কোয়াটার্সের সঙ্গে সংযোগ করা হবে।
মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা টাউন বাসের জন্য করতে পারি কিন্তু লাইন বাসের জন্য করতে গেলে কিছু অসুবিধা আছে। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব করেছেন এটা পরীক্ষা করে দেখব কি করা যায়।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্ম্মা ( সালেমা ) :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কমলপুর সাব-ডিভিশনে এখন টি. আর. টি. সি. বাস দুই দিনে একটা করে যায়। আমবাসা থেকে কমলপুর পর্যান্ত যে লোক্যাল সার্ভিস আছে তারও একই অবস্থা। গণ্ডাছড়া থেকে আমবাসা যে লোক্যাল সার্ভিস আছে সেটাও রেগুলার সার্ভিস দেওয়া হয় না। আগরতলা থেকে ডাইরেক্ট গণ্ডাছড়া যাওয়ার যে সার্ভিস বাস ছিল সেটা দিয়েও ডাইরেক্ট গণ্ডাছড়া যাওয়া যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই সমস্ত বাস সার্ভিস চালু করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমবাসা থেকে কমলপুর যে বাস সার্ভিস আছে এটা পুরানো বাস তাই প্রায় সময় নষ্ট হয়ে যায়। আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়ার যে বাস সার্ভিস আছে সেটা আগরতলা থেকে এসকর্ট নিয়ে যে সমস্ত বাসগুলি আছে একই এসকর্টের মধ্য দিয়ে সব সময় সেই বাসটা নিয়ে যেতে পারছে না। আমরা স্কটের সঙ্গে টাইম মেইনটেইন করে চালাবার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা চেষ্টা করছি বাসগুলি দ্রুত সারাই করে সার্ভিস রেগুলার করার জন্য।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ( কল্যাণপুর ) :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫৫টি বাস চালু অবস্থায় ছিল। বাকী বাসগুলি কি কনডেম ঘোষণা করা হয়েছে না কি অবস্থায় আছে ? আমরা লক্ষ্য করেছি বড়জলায় টি. আর. টি. সি. বাসের যে গ্যারেজ আছে সেখানে বহু বাস একটা অব্যবস্থার মধ্যে পড়ে আছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন যাবৎ গুদামজাত হয়ে নষ্ট হচ্ছে। এইভাবে একটা অব্যবস্থার মধ্যে চলছে ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরছে এবং এইগুলি কাজে লাগছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতায় আসার পর টি. আর. টি. সিতে মাত্র ৫৫টি বাস চালু অবস্থায় ছিল এবং এর মধ্যে ২৮টি বাস একেবারে অকেজো অবস্থায় ছিল।
আর ২৫টা বাস আমরা অল্প পয়সায় মেরামত করার জন্য প্রথম ১৫টা আমরা কারখানাতে পাঠিয়েছি। বেসরকারী কারখানায়ও আমরা দিয়েছি। আর ক্যাটুস মেটেরিয়েলস্ যেগুলি আছে আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেখছি এগুলির কোন কাগজপত্র বা হিসাবপত্র নেই। কাগজপত্র যখন আমরা খুঁজে পেলামনা, তখন আমরা বলেছি যা আছে অ্যাকুজিটিং

একটা কমিটি করে কি রেইট হতে পারে, কি রেইটে অকশান দেওয়া যেতে পারে সেই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। আমরা এখন অকশান দিয়ে দেব।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পর এখন পর্যান্ত যেমন আগরতলা পর্যান্ত রেল আসেনি, তেমনি স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পর আজ পর্যান্ত কদমতলা টু আগরতলা পর্যান্ত টি, আর, টি, সি বাস চালু হয়নি। আমরা বাস পাব কিনা আজকে জানতে চাই।

**শ্রীরনজিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী )** :— স্যার, কদমতলা টু আগরতলা বাস সার্ভিস চালু ছিলনা, কদমতলা থেকে ধর্মনগর বাস সার্ভিস ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কদমতলা থেকে আগরতলা পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার জন্য এই ব্যাপারে পরিকল্পনা আমরা দেখব বিবেচনা করে কাজটা করা যায় কিনা।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** :— স্যার, আগরতলা টু কমলপুর রেগুলার বাস সার্ভিস চা করার ব্যাপারে জবাব পাইনি। ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে। এটার জবাব পাইনি।

**শ্রীরনজিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী )** :— এই বিষয়টা আমরা দেখব। দেখে আমরা জানিয়ে দেব।

**শ্রীসমীর দেব সরকার ( খোয়াই )** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগরতলা থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত কাগজেপত্রে কয়টা টি, আর, টি, সি বাস চালু আছে। আমরা জানি একটাও যায়না। শুধু নিত্য যাত্রীদের জন্য নয়, ডাক ব্যবস্থা অচল প্রায়, ৫-৭ দিনে একটা চিঠি যায়না। কাগজপত্রে কয়টা বাস চালু আছে সেটা জানতে চাই।

**শ্রীরনজিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী )** :— খোয়াইতে টি, আর, টি, সি মেইন সার্ভিস একটাই আছে। নিয়মিত চলাচল করার জন্য আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি এবং এই সার্ভিস মাঝে মাঝে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তার জন্য উনারা সময়মত কাগজপত্র পাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে আরও কমপ্লেইন পেয়েছি। কমপ্লেইন পাওয়ার পর আমরা এই ব্যবস্থাটা যাতে রেগুলার হয় তার জন্য চেষ্টা করছি।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৯ স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৯

**প্রশ্ন**

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে পদ্মভূড়া পঞ্চায়েতের বালার বেড় গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্য বোল্ডার কেসা কিংবা হানা নির্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

২। বিবেচনা করে থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১। এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীসমীর দেবসরকার** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি যতটুকু জানি খোয়াই নদীর পারমানেণ্ট যে ব্রিজ বড়মুড়াতে হয়েছে, তার যে উত্তর পশ্চিম অংশে বিরাট গ্রাম, সেই গ্রামের প্রায় ১০০ এর মত বাড়ী নদীর ভাঙ্গনের ফলে সেটা নদীর গর্ভে চলে গেছে। দপ্তর জানেনা। মাননীয় মন্ত্রী খোয়াইতে মিটিং করেছেন। মিটিং-এর পরে দপ্তরের কর্মকর্তারা ছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সেখানকার অ্যাসিসটেণ্ট ইনজীনিয়ার অ্যাসিমেট করে পাঠিয়েছেন দপ্তরের কাছে। হয়ত উপরের স্তর থেকে নির্দেশ গেছে, সেই নির্দেশ অনুযায়ী এসেছে। পরিকল্পনা

আছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে দপ্তর কিভাবে ব্যাপারটাকে দেখছেন? দ্বিতীয়তঃ অ্যাসটিমেট পাঠানো হয়েছে জনস্বার্থে একশ-এর মত বাড়ী উঠে যাচ্ছে বৎসরের পর বৎসর। এইগুলি আমরা চোখের সামনে দেখছি। সেই যে অ্যাসটিমেট পাঠানো হয়েছে সেটা বিবেচনা করে অবিলম্বে কাজ করানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) :—**মিঃ স্পীকার স্যার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, বিশেষ করে এই প্রশ্নটা খোয়াই মিটিং-এ এসেছিল। কারণ সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রন দেখার দায়িত্বে একজন অফিসার আছেন এবং সেখানে যখনই পাবলিক দাবী করে তখনই তারা সেখানে এটা করা যায় কিনা। দেখে, দেখে প্রাথমিকভাবে একটা এষ্টিমেট আসলেই কিন্তু কাজগুলি দপ্তর করতে পারে না। দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় টাকা না থাকলে দপ্তর সে কাজটা করতে পারে না। সম্ভবত তারা এষ্টিমেট করে এটা পাঠিয়েছে, এখন এটার এপ্রোভেলের প্রশ্ন আছে, এপ্রোভেল হলে পর প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হলে বা দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকলে তখন সেগুলি করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :—**স্যার, ২য় প্রশ্ন যেটা ছিল আমার সাপ্লিমেন্টারীতে সেটা হচ্ছে, একশত পরিবার এই গ্রাম থেকে উঠে যাচ্ছে। স্যার, এই জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ? স্যার, সেখানকার একশতর মত পরিবারের বসতবাড়ী নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে বলে আমি যে কথাটা এখানে বলেছি সেটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং দেখে যদি সত্য হয় তো তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) :—**মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাষ্টিমেট যেহেতু পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হবে এবং আমাদের কোন রকম আর্থিক সুবিধা থাকলে এটা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, প্রয়োজনীয় টাকার প্রয়োজন। কিন্তু দোলুবাড়ীতে এমন একটা ঘটনা আছে যেটার টেণ্ডার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ হয়নি। তারপর স্যার, ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের একটা ভার আছে আভাঙ্গাতে এটারও একটা সাইড নিয়ে যাচ্ছে নদী, তবু সেখানে কোন কাজ হচ্ছে না যে কাজটা দেখে আমরা মনে করতে পারি যে ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের এমন কোন কাজ দেখা যাচ্ছে না যে কাজটা দেখে আমরা মনে করতে পারি যে ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট নামে একটা দপ্তর আছে। এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ সব গ্রামগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের বাজেটে স্বাভাবিক-ভাবে যে টাকা থাকে সেটা দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নদী ছড়াতে যেভাবে ভাঙ্গন ধরেছে, যেভাবে বসতবাড়ী ভাঙ্গছে শহর ভাঙ্গছে, বাজার ভাঙ্গছে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রন করার মত অর্থ আমাদের কাছে নাই। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে টাকা বাজেটে থাকে তা দিয়ে কিছু কিছু কাজ করা যায়। গত দুই তিন বছর ধরে আমরা কিছু টাকা পাচ্ছি বি এল ই পি থেকে, এবছরও কিছু টাকা পাব এবং সেই টাকা থেকে আমরা কিছু টাকা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য দিয়েছি। আশা করা যায় এবার আরও কিছু বেশী কাজ হাতে নেওয়া যাবে। অনেক জায়গায় ভেঙ্গেছে, তবে সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ নাই।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :—** স্যার, যেটার টেণ্ডার হয়ে গেছে সেটার কথা বলছি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—** টাকা পয়সা আসলে পরে হয়ে যাবে।

**মিঃ স্পীকারঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার কোশ্চান নাম্বার—৪৫।

**প্রশ্ন নং(১):—** শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের স্বল্প পুঁজিতে ঠিকেদারী কাজ দেবার জন্য যে ডিড রেজিষ্ট্রেশান করানো হয়েছিল তারমধ্যে তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতি বেকার যুবক-যুবতীদের সংখ্যা কত ?

**উত্তর:—** পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১২,১৩৮ জন তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের জন্য রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ৭,৯১১ জন হচ্ছেন তফসিলী উপজাতি এবং ৪,২২৭ জন তফসিলী জাতী।

**প্রশ্ন নং(২):** এই ডি ড প্রথায় তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতি বেকার যুবক-যুবতীদের কাজ প্রদানের জন্য কোন বিশেষ সংস্থান আছে কি ?

**উত্তর :—** হ্যাঁ, প্রতি ৬টি কাজের মধ্যে ২টি তফসিলী উপজাতি এবং ১টি তফসিলী জাতির জন্য আর বাকি ৩টি সাধারনের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

**প্রশ্ন নং(৩)—** থাকিলে ১৯৯৬ ইং সনের এপ্রিল পর্যন্ত কতজন তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতি যুবক-যুবতীকে এই প্রথায় কাজ দেওয়া হয়েছে ?

**উত্তর :—** ৫,২৭৭ জন তফসিলী উপজাতিকে এবং ২৪৯৬ জন তফসিলী জাতিকে কাজ দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে, এই ডিড ফার্মগুলিকে পূর্ত দপ্তরের ফর্ম ১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোন ভাবে বা সিষ্টেমে কাজ দেওয়া হয় কি না এবং তফসিলী উপজাতিদের এই ফর্ম ১১ ছাড়া অন্য কোনভাবে কাজ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী):—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই ডিড্ ফার্মগুলিকে সাধারণতঃ ফর্ম ১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে ডিড্ ফার্ম নেই সেখানে এস, টি, যারা আছেন তাদের জন্য আমরা আলাদা ব্যবস্থা করেছি। ডিডফার্ম ছাড়াও ইন্ডিভিজুয়েলী এস, টি. দের যাতে কাজ দেওয়া যায় সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে চাই যে, শুধু গত বছরেই এই রকম ইন্ডিভিজুয়েলী ট্রাইবেলস্দের আমরা কাজ দিয়েছি মোট ১,৬৯৫ জনকে। যার টাকার মূল্য হচ্ছে ১কোটি ৯৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা—এটা আমরা শুধু গত বছরেই দিয়েছি। এটা ডিড ফার্মে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তার থেকে আলাদা—গত এক বছরেই এটা দিয়েছি।

**শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর ) :—** পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী আমরা দেখেছি যে এই ডিডফার্মের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র পূর্ত দপ্তর এবং কৃষি দপ্তরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য আর কোন কোন দপ্তরের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বছরে এই ডিড্ফার্মের মাধ্যমে কাজ দেওয়া যাবে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো- রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত হলো যে প্রতি বছরে ৮০ হাজার টাকার এবং প্রতি কাজের মূল্য ২০ হাজার টাকা করে এই ডিড্ফার্মের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি এই আর্থিক সীমা ২০ হাজার টাকার অনেক কাজই দেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এই ক্ষেত্রে এই কাজের আর্থিক সীমা ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী ):—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ডিড্-ফার্মের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের আর কোন কোন দপ্তর থেকে কাজ সৃষ্টি করে দেওয়া যেতে পারে সে জন্য হাই লেভেলে একটি মিটিং হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করে ডিড্-ফার্মের মাধ্যমে দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া পূর্ত দপ্তরে যে দুইটি উইং যেমন ওয়াটার রিসোর্সেস্ এবং পি, এইচ সি, তারা গত বছরে প্রচুর কাজ দিয়েছেন। তারা গত বছরে প্রায় ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার কাজ দিয়েছেন। এবং তারমধ্যে এস, সি,—১৬৯ জন, এবং এস, টি,—৩৬৪ জন আর জেনারেল—৯৫১১ টি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য যে জিনিষটি জানাতে চাই সেটা হলো পূর্ত দপ্তর থেকে এখন পর্য্যন্ত শুধু মাত্র ডিডের মাধ্যমে ৯ কোটি, ৯৮ লক্ষ, ৪৮ হাজার টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে-গত বছরের হিসাব অনুসারে।

**শ্রীসুবল রুদ্র** (সোনামুড়া) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে তফসিলী জাতি এবং উপজাতি বেকারদের ডিডের মাধ্যমে পূর্ত দপ্তর থেকে ঠিকাদারী কাজ বণ্টন করা হয়েছে। কাজ-গুলির গুনগত মান কি ধরণের হয়েছে সেটা পূর্ত দপ্তর থেকে ভাল করে খোঁজ করে দেখা হয়েছে কিনা? পাশাপাশি আর একটি জিনিষ যেটা এখানে বলতে চাই সেটা হলো সত্যি-সত্যিই কি তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য বণ্টন হওয়া কাজগুলি নিজেরা করতে পেরেছে, নাকি তারা অন্য কারোও কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে? আমরা যতটুকু জানি সেটা হলো পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে বরাদ্দকৃত কাজগুলি তারা অন্যদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। এই যদি চলতে থাকে তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা কি ব্যাহত হবে না? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :—স্যার, আমি দপ্তরের মন্ত্রী। কিন্তু আমার পক্ষে কি এটা দেখা সম্ভব? বা খবর রাখা সম্ভব? বিভিন্ন স্থান থেকে জন প্রতিনিধি যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এই ব্যাপারটার উপর নজর রাখতে পারেন। তবে আমি বেসরকারীভাবে এটুকু বলতে পারি যে বিভিন্ন জায়গাতে এগুলি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সেগুলি পূর্ত দপ্তর বন্ধ করতে পারবে না। তবে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে, কাজের গুণগত মান ঠিক হচ্ছে কিনা এটা অবশ্যই আমরা আরো বেশী করে দেখার উপর গুরুত্ব দেব।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন তাতে আমরাও মনে করি পূর্ত দপ্তরের অনেক কাজ রয়েছে। এবং তারা সেটা করে। কিন্তু স্যার, তফ্‌সিলী জাতি এবং উপজাতিদের কাজের যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে ঠিকভাবে তারা এখনও কাজ পাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বহু কাজ আজ টেণ্ডারের গ্যাড়াকলের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে—কাজই করানো যাচ্ছে না। এই ভাবেতো পড়ে থাকতে পারে না। কাজেই ছোট-খাট ডিডের মাধ্যমে কাজ করালে কাজও তাড়াতাড়ি হয় এবং বেশ কিছু বেকার ছেলে কাজ পেয়ে যায়। নয় থেকে দশ লক্ষ টাকার কাজগুলি টেণ্ডার দিয়ে না করিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বেকারদের দিয়ে করালে আমার ধারণা ভালই হবে। অন্তত: রাস্তার কাজগুলি বা আর্থ ওয়ার্কগুলি ডিড ফার্মগুলিকে দিয়ে করানো যেতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, টেণ্ডার বন্ধ করে দিয়ে আট-দশ লক্ষ টাকার কাজগুলি অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে করানো সম্ভবপর নয়। এটা কোন জেনারেল পলিসি হতে পারে না। তাছাড়া টেণ্ডার কল হওয়ার পর নানা টেকনিক্যাল কারনে সেটা এক-আধটু দেরী হতেই পারে। কিন্তু একটা বড় রাস্তা তাই বলে

পার্ট-পার্ট করে দিয়ে ডিড ফার্মগুলিকে দিয়ে করানো যায় না। ডিড ফার্মকে দিয়ে বিশ হাজার টাকার বেশী কাজ করানো যায় না।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা** ( আশারামবাড়ী ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে, ৫ হাজার ২৪৪ জন উপজাতি এবং ২ হাজার ৯৬ জন তফসিলী জাতিকে ডিডের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলি কি শহরের মধ্যে দেওয়া হয়েছে নাকি গ্রামের মধ্যেও দেওয়া হয়েছে ? কারণ গ্রামের মধ্যে পি, ডাব্লি উ, ডি,র কাজ এই তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখিনি তারজন্য বলছি। তাই এই কাজগুলি কোথায় কোথায় হয়েছে ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, এই ধরণের হিসাব এখন দেওয়া সম্ভব না। কারণ প্রশ্নটা যেরকম হয়েছে, প্রশ্নটা হচ্ছে যে, ডিডের মাধ্যমে তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে ? তারমানে হচ্ছে ১৯৯৩ সাল থেকে এই পর্য্যন্ত হিসাবটা আমি দিয়েছি।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য অনেক ব্লকে হয়েছে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— আর টাকার অংক যেটা বলেছি সেটা শুধু গত বছরের। এটা অতিরিক্ত ইনফরমেশান হিসাবে আমি দিয়েছি।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** ( মাতাবাড়ী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :—৪৭ ;

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার; এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :—৪৭।

**প্রশ্ন**

১। সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঘমারা গ্রামটি সব চাইতে নিকটবর্তী বাজার ( পুরাতন বনকুল বাজার ) থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ?

২। ইহা কি সত্য এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বনকুল বাজার থেকে বাঘমারা হয়ে বিলোনীয়া মহকুমার কোয়াইফাং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ করা হয়েছিল তারপর বন্ধ হয়ে যায় ?

৩। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি এবং কবে নাগাদ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হবে ?

**উত্তর**

১। পুরাতন বনকুল হইতে বাঘমারার দূরত্ব ১০.৪২ কিঃ মিঃ।

২। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে পুরাতন বনকুল বাজার থেকে বাঘমারা পর্যন্ত মাটি কেটে রাস্তার কাজ শুরু করা হয় এবং আনুমানিক ১০-কি. মি. রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। ৮০ সালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাকি কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কোয়াইফাং থেকে বনকুল পর্যন্ত ভায়া বাঘমারা ১৭.৫২ কি. মি.।

৩। বর্তমানে কোয়াইফাং থেকে বাঘমারা বাজার পর্যন্ত ৭.০২ কি. মি. মাটি কেটে রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে প্রায় ৩ কি. মি. রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং বাকি কাজ মার্চ, ৯৭-এর মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রাস্তার কাজ বনকুল থেকে শুরু হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন যে, ৮০ সালে এই রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে যায় রাজ্যে একটা দাঙ্গাজনীত কারণ যেমিকে বা উগ্রপন্থী কারণ দেখিয়ে এটা ঠিক কিনা ? এবং পরবর্তী সময় এই সম্পূর্ণ রাস্তা জঙ্গল হয়ে যায় এবং মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং বর্তমানে এই রাস্তাটির অবস্থা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জানাবেন কিনা ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি বলেছি ১৯৭৯-৮০ সালে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখন কোয়াইফাং থেকে কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে, তিন কিলোমিটার মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হয়েছে। অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে যতটুকু আমার হাতে আছে আমি সেটা বলেছি। বনকুল হইতে কোয়াইফাং পর্যন্ত রাস্তাটি প্রায় ১৭·০২ কি. মি. দীর্ঘ মোট ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৪ শত টাকা মঞ্জুরীকৃত রাস্তাটির মাটির কাজ ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রায় ১০·৪২ কি. মি. বনকুল হইতে বাঘমারা পর্যন্ত অংশের মাটির কাজ ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। রাস্তাটির বাকি অংশের কাজ এবং ২০ মিঃ দীর্ঘ তিনটি এস, পি, টি ব্রিজ নির্মাণের কাজ সহ চালু কাজের জন্য আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যার জন্য এষ্টিমেট তৈরী করা হবে রাস্তাটি বাঘমারা-কোয়াইফাং পর্যন্ত ৭ ০২ কি. মি. অংশের মাটির কাজ বর্তমান এগ্রিমেণ্ট অনুসারে হইতেছে। এরমধ্যে কোয়াইফাং হইতে প্রায় তিন কিলোমিটার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই অংশে মোট ১১০ মিঃ দীর্ঘ তিনটি এস, পি, টি, ব্রিজ নির্মাণ করার প্রযোজনে এস্টিমেট তৈরী করা হবে। খুবই স্পর্শকাতর এলাকা হওয়ার ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কাজের অগ্রগতি হচ্ছেনা।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে যে, এই রাস্তাটি যে কণ্ট্রাকটারকে দেওয়া হয়েছে সে এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না করেই কণ্ট্রাকটার তার বিল নিয়ে গেছেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? তার সঙ্গে আমি আরেকটা সাপ্লিমেণ্টারী করছি তা হল—এই যে রাস্তাটি ১৯৮০ সনের পর থেকে দীর্ঘ দিন সম্পূর্ণ ডিস-লিংক হয়েছিল। সেটা রাস্তাই ছিল না। বর্তমানে ব্লক থেকে ই. এ. এস. এর টাকা দিয়ে এই রাস্তা থ্রো—করা হয়েছে। অতি সত্বরই এই রাস্তাটি পি. ডাব্লিও. ডি. কাজ শুরু করতে পারে। যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে। যেহেতু কাজটা ওয়ার্ক প্রসেসে আছে—তা অতিসত্বর ধরা যায় কিনা? এই কাজটা আরম্ভ করলে বাঘমারা কোয়াইফাং-এর জনগণের অনেক উপকার হবে। সেই কাজটা অতিসত্বর ধরা হবে কিনা?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, কাজ না করে টাকা নিয়ে গেছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে তা আমি খবর নিয়ে দেখব। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ব্লক কিছু কাজ করেছে কিনা সেই তথ্যও আমার কাছে নেই। তবে আমি বলেছি যে ৭.০২ কি. মি. এটার কাজ শুরু হয়েছে, এবং কিছু কাজ হয়েছে। বাকী কাজ চলছে এবং এস. পি. টি. ব্রীজ যে কয়টা লাগবে দুইটি স্টেজে দেখা যায়—তিনটে তিনটে ৬টা এস. পি. টি. ব্রীজ লাগাবো আমরা তার এষ্টিমেইটটস্ করে অর্থের সংস্থান অনুযায়ী কাজ করব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

**শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

**প্রশ্ন নং ১.** আগরতলা হইতে গৌহাটী পর্যন্ত চলাচলকারী প্রাইভেট সুপার বাসগুলি যে ভাড়া নেয় তার জন্য সরকারের অনুমোদন আছে কিনা ?

**উত্তর :—** আগরতলা হইতে গৌহাটী পর্যন্ত প্রাইভেট সুপার বাস বলতে কোন বাস চলাচল করে না।

**প্রশ্ন নং ২.** যদি থাকে তবে প্রতি কিলোমিটারে কি হারে ভাড়া নিতে পারে ?

**উত্তর :—** ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠেনা।

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার জানা মতে আগরতলা হতে গৌহাটী পর্য্যন্ত ১০, ১২টা সুপার গাড়ী চলে। কিন্তু এটার ভাড়া সরকার নিয়ন্ত্রণ করে কি না ? আমাদেরকে প্রায় সময়ই এই সুপারে যেতে হয়। আগরতলা থেকে কুমারঘাটের ভাড়া ৩০ টাকা, আর আগরতলা থেকে বাঘবাসা পর্য্যন্ত ভাড়া ৫০ টাকা। মাঝখানে কোন স্টপিজ নেই। প্রায় ৩০ কি. মি. দূরে আপনি ৫০ টাকা দিয়ে যেতে পারেন। আর কুমারঘাট থেকে পেচারথল নামলেও আপনাকে ৫০ টাকা দিতে হবে। এর কোন নিয়ন্ত্রণ সরকারের আছে কি না, তা আমি জানি না। এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কোন সুপার চলে না কিন্তু আমি জানি চলে। এই তথ্য যদি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে না থাকে তা হলে তা পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কিনা ? সেই অনুরোধ আমি মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে রাখছি।

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা করেছেন যে, আগরতলা থেকে কোন প্রাইভেট সুপার চলে না তবে অল ইণ্ডিয়া টুরিস্ট বাস এই নামে প্রাইভেট কোম্পানীগুলি বাস চালাচ্ছে। তবে এই বাসগুলির ক্ষেত্রে কিছু বেনিয়ম আছে। এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বাসগুলির পারমিট আসাম সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। তারা আসাম সরকারের কাছ থেকে এই বাসগুলির পারমিট নিয়ে আসে। আসাম সরকারের পরিবহন মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং ইণ্টার স্টেইটস্ বাস এর যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম হল আসাম সরকার যতগুলি বাসের পারমিট দিবে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও ঠিক ততগুলি বাসের পারমিট দিবে।

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিছু বে-নিয়ম আছে। এগুলিকে নিয়মের মধ্যে আনা যায় কিনা সে ব্যাপারে আমরা আলাপ আলোচনা করে দেখব। টুরিষ্ট বাসের নিয়ম হচ্ছে, প্রেসে-ঞ্জারকে জায়গায় তুলবে এবং জায়গায় নামিয়ে দেবে। মাঝখানে কোন ষ্টপেজ থাকবে না। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, ওরা বে-নিয়ম করছে। ট্যুরিষ্ট পাকসারী বাসের ভাড়ার নিয়ম হচ্ছে, প্রতি কিলো মিটার ৪০ পয়সা। এতে গৌহাটী পর্য্যন্ত ভাড়া হবে ২৪০ টাকা। কিন্তু ওরা ভাড়া নিচ্ছে, ৩১০ টাকা। এই বিষয়ে আমরা মিটিং ডেকেছি। কোন কোন জায়গায় পানিশমেণ্ট হয়েছে আসাম সরকার যদি পারমিট ক্যান্সেল করেন, তবে আমরা পারমিট দেব।

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** ষ্টপেজ না থাকা সত্বেও ওরা ষ্টপেজ দিচ্ছে এবং ইচ্ছামত ভাড়া নিচ্ছে। ইচ্ছামত ভাড়া নিলেও কোন টিকিট দিচ্ছে না। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** ওরা বলছে, ওরা টিকিট দেবে না। সেজন্য বিষয়টা আমরা টেক-আপ করছি, যাতে কিছুটা সুরাহা করা যায়। আমরা টি. আর. টি. সি. বাড়াবার চেষ্টা করছি, এবং কিছু পারমিট দেবারও ব্যবস্থা করছি।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** দেখা যাচ্ছে, আসাম সরকার এই টুরিষ্ট বাসের পারমিট দিচ্ছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, সরকারও পারমিট দেওয়ার ব্যাবস্থা করছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ন্যাশনাল পারমিট যে রাজ্য ও দিতে পারে সেটা কি এতদিন জানা ছিল না ? কিংবা আমরা এর আগে দিতে পারতাম না ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এই বিষয়ের জানতে চাই।

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** পারমিট দেবার ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। তবে টুরিষ্ট বাস চালাবার জন্য যে নিয়ম সে নিয়ম পূরণ করতে হবে। আর এই নিয়মগুলি পূরণ করতে হবে বলেই তারা ত্রিপুরা সরকার থেকে পারমিট নেয়নি। ইণ্টার ষ্টেট্ পারমিট নেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি। আসাম,

মেঘালয় থেকে যত সংখ্যকই চলুক না কেন, নিয়ম মত আমরাও ঠিক ততটা চালাতে পারব। আমরা চালাবার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং :— ১২৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১২৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে কতটি ডিভিশান ও সাব-ডিভিশন আছে।

২। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিভিশান বা সাব-ডিভিশান বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, থাকিলে কোথায় কোথায় হবে।

৩। তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের অন্তর্গত কল্যাণপুরে প্রমোদনগর এলাকায় একটি সাব-ডিভিশান খোলার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

উত্তর

১। রাজ্যে পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে ৩৬টি ডিভিশান এবং ১১৪টি সাব-ডিভিশান আছে।

২। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিভিশান এবং সাব-ডিভিশান বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

৩। তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের অন্তর্গত কল্যাণপুরে প্রমোদনগর এলাকায় কোন সাব-ডিভিশান খোলার পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ডিভিশান এবং সাব-ডিভিশানগুলির সংখ্যা দিলেন আমি যতটুকু জানি এগুলি ৩০ বছর আগের। পূর্ত্ত দপ্তরের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ডিভিশানগুলি বড় হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সাব-ডিভিশানগুলিও বাড়ানো দরকার। কল্যাণপুরের প্রমোদনগরে পূর্ত্ত দপ্তরের একটা সাব-ডিভিশান খোলার দাবী দীর্ঘদিনের। আমরা লক্ষ্য করেছি ৩০ বছর আগে প্রমোদনগরে পি. ডাবলিউ. ডির কোন কাজকর্ম ছিল না। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ঐ এলাকায় প্রচুর কাজকর্ম হয়েছে। কল্যাণপুরে আগে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। রামচন্দ্রঘাট, ছনখলা, খাইজলবাড়ী প্রভৃতি এলাকাগুলি বিরাট প্রতি বছর এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হচ্ছে। ওখানে ৪০ লক্ষ টাকার বেশী কাজ প্রতি বছরে হচ্ছে। ফলে আছে যেখানে বছরে ৪০ লক্ষ টাকার কাজ হবে। সেখানে একটা সাবডিভিশান খোলা যায়। পূর্ত্ত দপ্তরের তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের অসংখ্য কাজ থাকা সত্বেও ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এবং ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের কর্মযজ্ঞকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য কল্যাণপুরের প্রমোদনগরে একটা সাব-ডিভিশান খোলার চিন্তা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আপাততঃ ওখানে সাব-ডিভিশান খোলার কোন চিন্তা সরকারের নেই।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়া মহকুমার পি. ডাবলিউ. ডির একটা মাত্র সাব-ডিভিশান এই যাবৎ চলছে। সোনামুড়া বিরাট একটা সাব-ডিভিশান। একটা সাব-ডিভিশানের পক্ষে ওখানে কাজ করা অসুবিধা। কথায় কথায় অফিসাররা বলেন এত বড় সাব-ডিভিশানের পক্ষে সব কাজ দেখা আমাদের পক্ষে

সম্ভব নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জানার বিষয় এই মহকুমায় জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে ওখানে একাধিক সাব-ডিভিশান খোলা যায় কিনা। এছাড়া ওখানে যে সাব-ডিভিশান চলছে তার ডিভিশান হল উদয়পুরে ৩নং ডিভিশান। উদয়পুরে বসে সোনামুড়ার কাজকর্ম পরিচালনা করা হচ্ছে। দপ্তর ইচ্ছা করলে সোনামুড়ার জনগণের কথা চিন্তা করে এই সাব-ডিভিশানের কাজকর্ম সোনামুড়াতেই বসে করা যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টা বিবেচনা করবেন কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, সোনামুড়ার বিষয়টি আমি পরীক্ষা করে দেখব।

**মিঃ স্পীকার :—** প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES—'A' & 'B'.

**শ্রীসমীরদেব সরকার :—** স্যার, বিধানসভার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা কোথায়? বিরোধী দলনেতাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উনি কি রাজ্যে আছেন?

**শ্রীমতিলাল সাহা :—** স্যার, অপোজিশান লীডার না থাকলেও চলবে। আমরা যারা অপোজিশান মেম্বার আছি আমরাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু সরকার পক্ষে রাজ্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব যাদের হাতে তাঁদের নেতা আছেন কিনা আমি জানতে চাই।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি একটা প্রশ্ন তুলতে চাই। গত পরশু দিন দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক শ্রী সঞ্জয় আচার্য্যের উপর যেভাবে আক্রমণ হয়েছে এবং সেই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আগরতলা থেকে টিম অব্ জার্নালিষ্ট ঐখানে থানায় খবরাখবর করতে যায় বিশেষ করে যারা সংবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন যেমন আমরাও এই সমস্ত খবরাখবর করতে থানায় যাই তেমনি উনারাও গিয়েছিলেন। যাদেরকে আমরা তৃতীয় স্তম্ভ বলে জানি সেই সাংবাদিকদের উপর কিছুদিন আগেও সেক্রেটারিয়েটে একটা রুলস চালু হতে চলেছিল কিন্তু সাংবাদিকরা তার তীব্র প্রতিবাদ করায় সেটা করা সম্ভব হয়নি। তখন আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আবার আমরা আতংকিত এবং স্তম্ভিত কারণ যেভাবে সাংবাদিকের উপর আক্রান্ত হয়েছে। যাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসী সমস্ত খবরাখবর পায় এবং আমরাও সমস্ত খবরাখবর পাই তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য যে ঘটনা করা হচ্ছে সেই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কিনা এর জন্য লিডার অব্ দি হাউসের হস্তক্ষেপ দাবী করছি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** এখানে স্যার, সাংবাদিকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেটা এনকোয়ারী করব। বিচার বিভাগীয় তদন্তের কোন প্রশ্ন আসে না।

## OBITUARY REFERENCES

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে পাঁচটি স্মৃতি তর্পন আছে। আমি পর্যায়ক্রমে সেগুলো পাঠ করছি এবং প্রতিটি স্মৃতি তর্পন পাঠের শেষে সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ২ ( দুই ) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে প্রাক্তন বিশিষ্ট বিধায়ক মংসাজাই মগ গত ৬ই এপ্রিল ১৯৯৬ ইং সকাল ৭ টায় উত্তর ত্রিপুরা কুলাইস্থিত সাংনালীছড়া নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্য-জনিত রোগে ভুগছিলেন।

প্রাক্তন বিধায়ক মংসাজাই মগ ১৯০৯ সালের ১৭ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন ভূমিহীন ক্ষেত

মজুর। ১৯৫২ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য রূপে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্য কাউন্সিলে সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত আইন চালু হওয়ায় কুলাই গাঁওসভায় পর পর দুইবার প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সদস্য ভুক্ত হয়ে খোয়াই জিলা কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রাক্তন প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

**মিঃ স্পীকারঃ** – আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া গত ২২শে এপ্রিল ১৯৯৬ইং বেলা ২টায় নয়াদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

হিতেশ্বর শইকিয়া ১৯৩৪ সালে আসামের নাজিরায় জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাসে এম এ পাশ করেন। রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯৭২ সালে আসাম বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে। পরে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও ১৯৮০ সালে আনোয়ারা তৈমুর মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮৬ সালে তিনি মিজোরামের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৯০ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন উঠে যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয়বার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে নেতার প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

( দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয় )

**মিঃ স্পীকারঃ**— নিলম সঞ্জীব রেড্ডী। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নিলম সঞ্জীব রেড্ডী গত ১লা জুন, ১৯৯৬ইং সন্ধ্যা ৭টায় ব্যাঙ্গালোর শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর।

নিলম সঞ্জীব রেড্ডী ১৯১৩ সালের ১৯শে মে অন্ধ্রপ্রদেশের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে তিনি তৎকালীন মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়েছিলেন গণ পরিষদেও। দু'দফায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করা ছাড়াও ১৯৬০ সালে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে কেন্দ্রে প্রথমে ইস্পাত ও খনি মন্ত্রক এবং পরে পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে রেড্ডী লোকসভার অধ্যক্ষ হন। জরুরী অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়াল কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ পদে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন। ১৯৭৭

সালের জুলাই মাসে সর্বসম্মতি ক্রমে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এই বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গনকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

( দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয় )

**মিঃ স্পীকার** —সেনপ্রসাদ মলসই। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ( মার্কসবাদী) এর কাঞ্চনপুর বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সেনপ্রসাদ মলসই গত ২৯শে জুলাই ১৯৯৬ইং বিকাল ৫টায় শিলচর রেডক্রস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

সেনপ্রসাদ মলসই ১৯৪৩ সালে কাঞ্চনপুরের গছিরাম পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন এবং ঐ বছরই তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ( মার্কসবাদী ) এর সদস্য পদ পান। ১৯৭৪ সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যান্ত তিনি জি. এম. পির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৮৩ এবং ১৯৯৩ সালে দুবার কাঞ্চনপুর কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট বিধায়ক ও নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গনকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

( দুই মিনিট নীরবত পালন করা হয় )

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেন প্রসাদ মলসই সি, পি, আই এম-এর মেম্বার ছিলেন এই কথাটা শোক প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হোক।

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীমতী অরুণা আসফ্ আলী।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট বর্ষীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী 'পদ্মবিভূষণ' অরুণা আসফ আলি দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৯শে জুলাই, ১৯৯৬ইং বিকাল ৩°৪৫ মিনিটে নয়া দিল্লীর রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

অরুণা গাঙ্গুলী ১৯০৯ সালের ১৬ই জুলাই অবিভক্ত পাঞ্জাবের কালকায় এই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লাহোর ও নৈনিতালের খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করার পর ১৯ বছর বয়সে সে আসফ আলিকে বিয়ে করেন। মুম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাংক গ্রাউণ্ডে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে জঙ্গি রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে অরুণা আসফ আলি আত্মপ্রকাশ করেন। এর আগে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জেল খেটেছিলেন—১৯৩২ সালে। ১৯৪২ সালে আন্দোলনে ব্যাপক ধর-পাকড়ের সময় গ্রেপ্তার এড়িয়ে এই

আত্মগোপন-কাহিনী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মগোপন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে বছর তিনেক পরে বাম সোসালিষ্ট গোষ্ঠি গঠন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি সি পি, আইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা হন। ১৯৫৮ সালে দিল্লী পুরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে দিল্লীর প্রথম মহিলা মেয়র হন। এর কিছুদিন পরেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে, প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রকাশনার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সোবিয়েত ইউনিয়নের লেনিন শান্তি পুরস্কার পান।

১৯৮৩ সালে অশান্ত পাঞ্জাবের সংহতির জাঠা মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী সংহতি পুরস্কার এবং ১৯৯১ সালে তঁ.কে জওহরলাল নেহেরু পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

এই বিশিষ্ট বর্ষীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর নিকটতম আত্মীয় পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অতপর সভার মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতী অরুনা আসফ আলির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ তিনটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন উঁনার নাম উল্লেখ করছি আমি যে সদস্য মহোদয়কে আহ্বান করব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করবেন। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বিষয়বস্তুটি হলো—"১৩.৮.৯৬ইং রাত্রে মেলাঘর থানায় দৈনিক সংবাদের মেলাঘরস্থিত সাংবাদিক সঞ্জয় আচার্য্যকে পুলিশ কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে মারধর করার এবং সারা রাত্র তাকে নির্জলা উপবাসে থাকতে বাধ্য করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উঁনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উঁনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামীকাল বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** অপর একটি নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য সমীরদেব সরকার। আমি এখন মাননীয় সদস্য সমীরদেব সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উঁনার নোটিশটির বিষয়বস্তুটি বলার জন্য।

**শ্রীসমীরদেব সরকার :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়বস্তুট হলো — "বিভিন্ন স্কুল কলেজে ছাত্র ভর্তির সমস্যার সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উঁনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উঁনার বক্তব্য রাখতে পারবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ২৬শে আগষ্ট উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** অপর আর একটি নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়। আমি এখন উনাকে নোটিশটির বিষয়বস্তু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীসুবল রুদ্র :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়বস্তুটি হলো— "প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা সম্পর্কে ."

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা প'র করে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ২৬শে আগস্ট উত্তর দেব।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :** - আমি তিনটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

**শ্রীপবিত্র কর ( খয়েরপুর ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ১৭. ৮. ৯৬ইং তারিখে জিরানীয়া থানাধীন নোয়াবাদী বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিন্দু দেবনাথ উগ্রবাদীদের দ্বারা অপহরন হওয়া ও পরবর্তী সময়ে নোয়াবাদী বাজার থেকে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ও সুবোধ দেববর্মাকে অপহরন করা ও মারধোর করা ও পরে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টি উপর আগামী ২২. ৮. ১৯৯৬ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** অপর যে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি পেয়েছি সেটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

**শ্রীসমীরদেব সরকার :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ১৬ মে খোয়াই মহকুমার রথটীলা বাজারে এন. এল. এফ. টি উগ্রপন্থী কর্তৃক জি. এম. পি নেতা চন্দ্রমোহন দেববর্মা ও অপর সাতজন নিরীহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে খুন করা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২২.৮ ৯৬ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৮শে আগষ্ট, বুধবার ১৯৯৬ইং পর্যান্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটি" যে সময় নির্দষ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটিতে ঠিক হয়েছে এবং আপনি হাউসের প্রধান। এইবার যে সময়টুকু দেওয়া হয়েছে বাজেট অধিবেশনে আলোচনার জন্য, আজকে বাজেট পেশ হবে পরশুদিন তার আলোচনা আমি বুঝতে পারছি না, আমি একজন মেম্বার হিসাবে বলছি যে, এত অল্প সময়-এর বাজেট বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন বিধানসভায় বা কোন পার্লামেন্টের কোন হাউসে হয়নি। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার ক্ষমতা আছে অন্তত এক দু'দিন যদি বাড়ান তাহলে আমাদের বিস্তারিত আলোচনার সুবিধা হবে বা বাজেট অধিবেশনের আলোচনা যদি একটু বাড়িয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় সদস্যদের পক্ষে সুবিধা হবে।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** শুনুন, শুনুন বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটিতে ...

**শ্রীমতিলাল সরকার ( কমলাসাগর ) :—** আজকে বিকেলে প্রেজেনটেশন হবে বাজেট কালকে গেপ পরশু দিন থেকে আলোচনা। আপনারা বলুন অন্যান্য বাদ। আগের যে রেকর্ড দেখা গেছে বাজেট প্রেজেনটেশানের পর দু-দিন সময় থাকত দেখার জন্য। তৃতীয় দিন থেকে আলোচনা। কিন্তু এভাবেই এই প্রথম দেখলাম ...

**মিঃ স্পীকার :—** সময়টা আপনাদের ঠিকই আছে।

**শ্রীমতিলাল সাহা :—** সময়ের প্রশ্ন হচ্ছে না, এই বারেই প্রথম দেখলাম।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** শুনুন বি, এ, সি, কমিটি ... ... ।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** স্যার, সময় ঠিক না এই কারণে। বিগত অধিবেশনগুলিতে আমরা দেখেছি শুক্রবার দিন পেশ করা হয় বাজেট শনিবার দিন বন্ধ থাকে। পরবর্তী সময় দেখা যায়।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি বি, এ, সির মেম্বার, আপনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে আপনি বলেছেন এবং আলোচনাও হয়েছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** আমরা তখন বলেছিলাম যে, এর সাথে আমরা একমত নই।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** শুনুন আলোচনা করুন। আপনাদের যে সময় আছে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বাড়ানো হবে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** প্রথা মত বি, এ, সি, যেটা পাঠিয়েছে সেটা সভার অনুমোদন-এর কথা, সাধারণতঃ আমরা তাই করে থাকি। কিন্তু এখানে এবার একটা ব্যতিক্রম এই জন্য যে, আপনারা এখানে লিডার অব্‌ দি হাউস হিসাবে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা সিনিয়র মিনিষ্টার যারা আছেন আপনারা দীর্ঘকাল বিধানসভায় আছেন।

আমার প্রশ্ন একটা বাজেট পেশ হবে কারণ এখানে আমরা যারা বিরোধী দলে আছি আমাদের শক্তি শাসক দলের তুলনায় একধম নগন্য। সেখানে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। ব্যাপার হচ্ছে আলোচনার সময় একটু বাড়ানো আপনি আপনার ক্ষমতায় করতে পারেন করলে আমরা খুশী হব।

**মিঃ স্পীকার :—** এটাতো ২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাস করুন এবং তারপর বলছি যে ... .. ।

**শ্রীঅমল মল্লিক** (বিলোনীয়া) :— না স্যার, আমাদের আগাগোড়া বক্তব্য একই ছিল যাতে স্কোপ দেওয়া হয়।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** আলোচনার সময়টা ২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দিয়েছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় আপনি বলুন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৯৬ইং তারিখ হইতে ২৮শে আগষ্ট, বুধবার ১৯৯৬ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমীর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি যা দেখতে পাচ্ছি টেবিলে যে কাগজ বিতরণ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ২৪ তারিখ পর্যন্ত যথেষ্ট সময় আলোচনার। ২৭ তারিখ কিছুক্ষণ সময় ২ ঘণ্টা সাধারণ আলোচনার পর তারপর শুরু হচ্ছে কাট মোশান। কাজেই সাফেশিয়ান টাইম।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ" বিবেচনা ও পাশ করা বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে আগষ্ট সোমবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৮শে আগস্ট বুধবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য 'বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৮শে আগষ্ট বুধবার, ১৯৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—:** এখন রিপোর্টটি হাউজে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজেনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— বিজনেস, এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

( এই রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। )

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জানতে চাই, আমাদের কাট্ মোশান দেওয়ার সুযোগ—এখানে আপনার ফন্ট আছে, আপনি পরিষ্কার করে বলে দিন যে আমরা কোন কাট-মোশান দিতে পারব না।

এতে আমি সন্তুষ্ট হব। সেইদিন বার বার আমি বলেছি যে আমাদের কার্ট মোশান দেওয়ার মত সুযোগ নেই।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তো সময় পাচ্ছেন।

একটা এনাউন্স মেন্ট

RESIGNATION FROM MEMBERSHIP OF LEGISLATIVE ASSEMBLY

Mr. Speaker :— As required under Rule 364 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I like to inform the House that Sri Bajuban Reang, a Member of this House has resigned from his seat w. e. f. 15th May, 1996. I have accepted his resignation.

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker :— Now the question before the House :

Laying of a copy of the Seventh Annual Report and Accounts for the year 1989-90 of the Tripura Rehabilitation Plantation Co-poration Ltd. as required under sub-section (3) of Section 619A of the Companies Act. 1956.

এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Sri Aghor DebBarma ( Minister ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the house. A copy of the Seventh Annual Report and Accounts for the year 199-980 of the Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Ltd. as required under Sub-section (3) of Section 619A of the Companies Act. 1956.

Mr Speaker :— Now the question before the house :

Laying of a copy of the Tenth Annual Report and Accounts for the year 1985-86 of the Tripura Forest Development and Plantation corporation Ltd. as required under sub-section(3) of Section 619A of the companies Act. 1956.

এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Sri Fayzure Rahaman ( Minister ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the house— A copy of the Tenth Annual Report and Accounts for the year 1985-86 of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd. as required under sub-section 3) of Section 619A of the Companies Act, 1956.

Mr. Speaker :— Now the question before the house :

Laying of a copy of the Tripura Excise ( Third Amendment ) Rules, 1996, as required under sub-section (3) of section 88 of the Tripura Excise Act. 1987.

এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

**Sri Keshab Majumder** ( Minister ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the house — A copy of the Tripura Excise ( Third Amendment ) Rules, 1996, as required under sub-section (3) of Section 88 of the Tripura Excise Act. 1987.

GOVERNMENT BILL—Introduced

**মিঃ স্পীকার** :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : "The Tripura, Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996. )" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

"The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 )." এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

**মিঃ স্পীকার** :— এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 )."

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

( এই সভা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো )।

**মিঃ স্পীকার** :— আজকের সভায় পেশ করা অ্যানুয়াল রিপোর্টস্, রুলস, এবং উত্থাপিত বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

PRESENTATION OF BUDGET ESTIMATES FOR—1996-97

**মিঃ স্পীকার** :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধ সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মূখ্যমন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের নিয়মিত বাজেট উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

২। গত ৩ (তিন) বছর ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পরিচালনা ও বিচক্ষণতা ভারত সরকার এবং যোজনা কমিশন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছে এবং পুরস্কৃতও হয়েছে। ১৯৯৩এর এপ্রিলে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, গ্রামীণ ও শহর এলাকার স্থানীয় সংস্থা, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণ এখানকার বন্ধুভাবাপন্ন এবং জনগণের কল্যাণের প্রতি সজাগ প্রশাসনের প্রতি তাদের নিরবচ্ছিন্ন আস্থাকেই প্রতিফলিত করেছেন। একটি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে জাতীয় স্তরে যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে সদস্যগণ অবগত আছেন। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থতহবিলের নির্দেশে কেন্দ্রের পূর্বতন সরকার গরীবদের স্বার্থের পরিপন্থী যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন তা এরাজ্যের ও দেশের জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা আশা করি এরাজ্য এবং এই অঞ্চল যে অবিচার ভোগ করেছে বর্তমান সরকার তার প্রতিকার করবেন এবং এই রাজ্যকে দেশের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের সমপর্য্যায়ে নিয়ে আসার জন্য এর সার্বিক উন্নয়নে উপযোগী এক নীতি অনুসরণ করবেন।

৩। কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে রেলমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণাকে এ রাজ্যের জনগণ গভীর উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। এটা দীর্ঘদিনের এক দাবী যার জন্য এ রাজ্যের জনগণ কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম করেছেন। এটা আশা যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সত্যি আগরতলায় রেল পৌঁছে যাবে এবং এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সম্পদ, লোক-লস্কর এবং সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন। আমরা এ ব্যাপারেও আশাবাদী এবং প্রত্যয়ী যে, আমাদের অন্যান্য যেসব দীর্ঘদিনের অপূরিত দাবী রয়ে গেছে সেগুলিও অনুরূপভাবে দ্রুত অনুকূল বিবেচনা পাবে যাতে করে এ রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। সদস্যগণ অবগত আছেন যে এ রকম কিছু দাবী-দাওয়ার মধ্যে রয়েছে সাব্রুম পর্যন্ত ৪৪ নং জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ ও আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ককে দু-লেনের করা, ও, এন, জি, সি-র গ্যাস অনুসন্ধান কাজের গতি বৃদ্ধি করা ও কম দামে গ্যাস দেবার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করা, ত্রিপুরা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রী ও মাল পরিবহনের জন্য ট্রানজিট ব্যবস্থা, ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, এ, ডি, সি এলাকায় 'ইনার লাইন পারমিট' চালু করা আগরতলা বিমান বন্দরের উন্নয়ন, আগরতলা থেকে উড়ানের সংখ্যা বাড়ানো এবং কমলপুর ও কৈলাশহরে বিমান পরিষেবা চালু করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে ভারতীয় সংরক্ষিত বাহিনীর দু'টি ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা, রাজ্য পুলিশ বাহিনী এবং তার অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ, আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পুনরুজ্জীবন, শরণার্থীদের দ্রুত বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো প্রভৃতি। এছাড়া, রাজ্য সরকার সড়ক, কাঠের সেতুগুলির পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, জল সরবরাহ, সেচ ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতির মতো পরিকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এককালীন অনুদান হিসাবে ভারত সরকারের কাছে ৫০০ কোটি টাকার এক অতিরিক্ত বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়েছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের জন্যও রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকার বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছেন। যেহেতু এসব পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা ছাড়া দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ত্রিপুরার মতো একটি সম্পদহীন রাজ্যের যেখানে মাথা পিছু আয় সবচেয়ে কম, পরিকাঠামো সবচেয়ে দুর্বল, যেখানে গ্রামীণ জনগণের ৭৩.৫৮ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে—উন্নয়ন সম্ভব নয় তাই এসব বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের জন্য আমরা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবো।

৪। আমি নিজে এবং আমার সহযোগী গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী আহুত 'ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা' সম্পর্কিত সভায় যোগ দিয়েছিলাম। অধিবেশন ২০০০ সালের মধ্যে সাতটি কর্মসূচী রূপায়ণের সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ শতাংশকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আনা, পূর্ণ শতাংশকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের আওতায় আনা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা গৃহহীন গরীব পরিবারের জন্য জন-আবাসন সহায়তা, মিড-ডে মিল কর্মসূচীর সম্প্রসারণ, গ্রাম ও জনবসতি এলাকায় সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জন্য সুষ্ঠু গণ-বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অধিবেশন সুপারিশ করেছে যে, প্রতিটি রাজ্য তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য সাতটি ন্যূনতম প্রাথমিক সেবার মধ্যে যে কোন তিনটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন। রাজ্যের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পানীয় জলের সুযোগ, জন-আবাসন এবং গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ এই তিনটি প্রাথমিক ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য নিয়োজিত করা হবে। পানীয় জলের সংস্থানকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কেন প্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে-তার কারণগুলো সদস্যগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করবেন। ত্রিপুরার গ্রামে ও শহরাঞ্চলে আবাসনের ব্যাপক অপ্রতুলতা রয়েছে এবং যেহেতু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সামগ্রিকভাবে আমাদের এক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ

হয়েছে তাই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে একে আমরা দ্বিতীয় স্থানে রেখেছি। উঁচু-নীচু পাহাড়ী এলাকা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনবসতির কারণে বিশেষ করে প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায়, প্রাথমিক সেবা এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে কার্যকর গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমাদের পরিকাঠামোগত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগকে তৃতীয় অগ্রাধিকারে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধুমাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রেই নয়, ন্যূনতম প্রাথমিক সেবার জন্য চারটি ক্ষেত্রেও পূর্ণ শতাংশ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে পরিকল্পনা দপ্তর এই প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের জন্য সংযোগ রক্ষাকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

৫। মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করবেন, যে, উন্নয়নের জন্য শান্তির একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের শান্তির পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনিতে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচন, যে ভাবে ৮০ শতাংশ ভোটদান সহ, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হল তা প্রমাণ করে, যে, রাজ্যের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতিতে প্রগাঢ় আস্থা রয়েছে। বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ১ জুলাই থেকে ১০ জুলাই, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স কর্তৃক আহুত এই ১০ দিনের বন্‌ধকে ঘিরে অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স-এর অনুপজাতিদের প্রতি হুমকি এবং উপজাতি জনগণের প্রতি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের হুমকি সঞ্জাত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এটা মূলত সম্ভব হয়েছে, শান্তির জন্য বৃহদংশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিক সমর্থন এবং যথোপযুক্তভাবে নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীদের চেষ্টায়। দু'টি সামান্য ঘটনা ছাড়া কোন বড় ধরণের ঘটনা এসময়ে হয়নি। ছোটখাট ঘটনাগুলির প্রভাব স্থানীয়ভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। আসন্ন বিপদকে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এই বন্‌ধ রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনে কোন সাড়া ফেলতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করতে পেরে আমি খুশী, যে, সহায় সম্পদের প্রতিকূলতা সত্বেও রাজ্য সরকার বৈরী তৎপরতা দমনের জন্য টি. এস. আরের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন গঠন করছেন। এই নতুন ব্যাটেলিয়নের নিয়োগ পর্ব ও খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। রাজ্য সরকার এটা স্বীকার করেন, যে, নিরাপত্তার দিক থেকে রাজ্যের সমস্যার প্রতি নূতন কেন্দ্রীয় সরকার এখন কিছুটা নজর দিচ্ছেন। আমরা আশা করব, বৈরী তৎপরতা সম্পর্কিত পরিস্থিতি সামলাতে অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও বেশী সহায়তা পাওয়া যাবে। যদিও সারা রাজ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বৈরী দমনে কিছু সফলতাও অর্জন করা গেছে, তবুও বৈরী দমন তৎপরতা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। কারণ বৈরীরা সীমান্তের ওপারে প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, চলাচল ও সরবরাহ জনিত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। মাননীয় সদস্যগণ দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে পারেন যে, গত সাত মাস ধরে এই সভার একজন সদস্য ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকে অপহরণ করে রাখা হয়েছে। আমরা সীমান্তের ওপারে অবস্থিত বিভিন্ন বৈরী দলের শিবির সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য কেন্দ্র সরকারের গোচরে নিয়েছি। একই সঙ্গে, যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করেছি যাতে এসব শিবির ভেঙ্গে দিয়ে, বৈরীদের ধরে এনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আমরা আশা করব, এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ সহায়তা আরও কার্যকরভাবে রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে আমাদের সক্ষম করে তুলবে। ফলে বর্তমানের চেয়ে বেশী কার্যকরভাবে তাদের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে, যা তো উন্নয়ন-যজ্ঞের সহায়ক হবে। এদিক থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিতে আমি এই খসড়া বাজেটে পুলিশের জন্য ৬৬.৯৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখার প্রস্তাব করেছি, যেখানে গত আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০.৬১ কোটি টাকা এবং পরে সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৫.২৩ কোটি টাকা।

৬। নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণে রাজ্যের জনগণকে সামিল করতে আমাদের সরকার চির প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত এবং পৌরসংস্থার মতো নির্বাচিত সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরাই ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থার শক্তির স্তম্ভ। এটা মনে রেখেই, এ, ডি, সি কে আর্থিক সহায়তাদান সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর বাড়ানো হচ্ছে। পঞ্চায়েতগুলো যাতে তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পঞ্চায়েত দপ্তরের জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ২৩.০৫ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরের বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৪.৯৯ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে নিয়োজিত প্রথম রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

৭। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে এই সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিটি জনপদে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার বিষয়টিকে এই সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে গত কয়েক বৎসরে আমরা উল্লেখজনক সাফল্য অর্জন করেছি। যাই হোক, আমরা এখনও রাজ্যের সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এই সমস্যা, বিশেষ করে উপজাতি এলাকায়, তীব্রতর। রাজ্যের সকল জনপদে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার সময় নির্দিষ্ট কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। আমি আশা করি আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এর সাফল্য সংবাদ এই সভাতে আমরা জানাতে পারব। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা প্রকল্পের মধ্যে এটি সর্বপ্রধান এবং আমি এই মহতী সভাকে আশ্বাস দিতে পারি, যে এই কর্মসূচী রূপায়ণে অর্থ কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। রাজ্যের সর্বত্র বিশেষতঃ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু রাখতে এই সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই বাজেটে, পর্যাপ্ত পরিমাণ সংস্থান রেখেছি এবং আমরা আরও বেশী পরিমাণে বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে ক্রমাগত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী, যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনায় এবং পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সমাজে দরিদ্রতম অংশের জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেটে এজন্য ৪৯.২৩ কোটি টাকার সংস্থান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। সমবায়গুলিকে শক্তিশালী করা আমাদের কর্মসূচীর অন্যতম একটি গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং ত্রিপুরা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক যাতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে তারজন্য পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এ ব্যাপারে নাবার্ডের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭-এর বাজেট প্রস্তাবে, সমবায় দপ্তরের জন্য ১৮.০৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। গত আর্থিক বছরের বাজেটে এর পরিমাণ ছিল ১০.৪৭ কোটি টাকা।

৯। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখ থেকে রাজ্যে বনভূমি জরীপের কাজ শুরু করতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সভা অবগত আছেন যে, দখলদারদের অধিকার সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই রাজ্যে বনাঞ্চল, বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। বন সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ায়, পূর্ববর্তী ভুল সংশোধনের যে ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে ছিল, তাও সংকোচিত হয়ে গেছে। এই কারণেই রাজ্যের সব বনাঞ্চল জরীপের কাজ হাতে নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে দখলদারদের চিহ্নিত করা, কোন্ সময়ে কোন্ ধরণের জীবিকা তারা গ্রহণ করে, এইসব তথ্য সংগৃহীত হবে এবং পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার লক্ষ্যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজস্ব বিভাগের জন্য ২৮.৯৫ কোটি টাকা

বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে, যেখানে গত আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ ছিল ২০.৮২ কোটি টাকা।

১০। পূর্ত বিভাগ ( সড়ক ও নির্মাণ ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাঠের সেতুর স্থলে আর, সি, সি, / লোহার সেতু নির্মাণের কাজ চালু রাখবে। রাজ্যের প্রধান জেলা সড়কগুলিকে পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নত করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। নব গঠিত ধলাই জেলার সদর কার্যালয় এবং নব গঠিত মহকুমা ও ব্লক সদর সমূহের কার্যালয়ে বাসগৃহের খুব অভাব রয়েছে। এইসব স্থানে আরও বাসগৃহ নির্মাণে গুরুত্ব দেয়া হবে। এই বিভাগের জন্যে বাজেট বরাদ্দে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ১২১.৪০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, যা গত আর্থিক বছরে ছিল ৯৮.২৭ কোটি টাকা।

১১। আমরা সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছি যেসব ক্ষেত্রকে, এদের মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও বিদ্যালয় শিক্ষা। শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এক বিরাট সংখ্যক পদ সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এইসব পদে শিক্ষক নিয়োগ পর্ব শেষ হলে শিক্ষক-ছাত্র আনুপাতিক হারে উল্লেখযোগ্য উন্নত হবে। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ থেকে 'ষ্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং'-কাজ শুরু করেছে। বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারের একাডেমিক শাখা হিসেবে এটি কাজ করবে। গবেষণা, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে স্কুলশিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধি করতে এই কাউন্সিল সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক জেলাভিত্তিক দুইটি প্রতিষ্ঠান মঞ্জুরী পেয়েছে। এদের মধ্যে একটি স্থাপিত হবে উত্তর ত্রিপুরায় এবং আরেকটি স্থাপিত হবে দক্ষিণ ত্রিপুরায়। জাতীয় মানের স্তরে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নীত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করেছেন। এই বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান চালু রয়েছে। খেলা-ধুলার সুযোগ বাড়ানো, স্কাউটস্ ও গাইডস্ এবং যোগ-অভ্যাস পুনরুজ্জীবনে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জেলাগুলিতে খেলাধূলার জন্যে আরও পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষাখাতে তথা উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ এবং ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী খাতে মোট ২৩৩.৫২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে। গত আর্থিক বছরে বরাদ্দ ছিল ১৯১.৬৮ কোটি টাকা।

১২। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে বিগত দিনগুলিতে। প্রতিটি ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আরও দুইটি ইউনিট চলতি আর্থিক বছরে রুখিয়াতে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি পরিবহণ জনিত সমস্যার কারণে রামচন্দ্র নগরে নেপকো'র ( NEEPCO ) ইউনিটগুলি নির্দিষ্ট সময়ে চালু করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। এখানে পূর্ত কর্মের আনুষঙ্গিক কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। শুখা মরশুম এলেই বদরপুর থেকে যন্ত্রপাতি পরিবহন করে রামচন্দ্রনগরে নিয়ে আসা হবে। আমরা আশা করছি রামচন্দ্রনগরের চারটি ইউনিটের মধ্যে অন্তত দুইটি ইউনিট চলতি আর্থিক বছরে চালু হবে। উৎপাদিত বাড়তি বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন ও বন্টনের জন্যে অনেকগুলি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ১৫২.৩৩ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১৩। শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলিকে যথাযথ কাজে লাগানোর বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগরতলা পুর এলাকায় বর্জ্য পদার্থকে কাজে লাগানোর উপর একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরীর কাজ চলছে। পুর্নব্যবহার যোগ্য শক্তি উৎপাদনক্ষম সরঞ্জাম দেয়ার জন্য পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার তিনটি বিভিন্ন ব্লকের তিনটি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। চলতি ১৯৯৬-৯৭ বছরে শাখান পাহাড়ে ৫০০টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে। শক্তির অপ্রচলিত উৎসকে কাজে লাগিয়ে উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলার আদিমজাতি অধ্যুষিত গ্রামে ( পি, জি, পি ভিলেজে ) ৫৩৭টি বাড়িতে সৌর চালিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং ৪০টি সমষ্টি উন্নয়নমূলক বিদ্যুত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের জন্যে ১.৫৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১৪। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জন্যে ৮২'৪৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৪৮'৪০ কোটি টাকা। বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে মূলত ক্ষুদ্র সেচের একটি বিশেষ প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে। এটি নির্ভর করছে যোজনা কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদন ও বরাদ্দ পাওয়ার উপর।

১৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য ৫২.৫৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৪৭.২১ কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া ছাড়াও জি, বি, হাসপাতালে সুযোগ সুবিধা বাড়াতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। চলতি বছরে তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি কম্যুনিটি হেলথ সেন্টার খোলা হবে এবং আরও ৮০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হবে।

কৈলাশহরের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল এবং কমলপুর ও ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালগুলিতে আল্ট্রা সোনগ্রাফিক ক্লিনিক, কার্ডিয়াক ক্লিনিক এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের সুযোগ সম্প্রসারণকরে আধুনিকীকরণ করা হবে।

১৬। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য এই বাজেটে ৭৩.৬৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, যেখানে গত বছর তা ছিল ৫৫'৬৩ কোটি টাকা। তপশিলভুক্ত জাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জনগণের কল্যাণের জন্য বাজেট যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। এইসব দুর্বল অংশের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

১৭। বনক্ষেত্রে, বন সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থা কার্যকরী করে তুলতে গ্রামীণ জনগনকে, বিশেষ করে উপজাতিদের, সামিল করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা, ডিসেন্ট্রালাইজড পিপলস নার্সারী এণ্ড ফার্ম ফরেষ্ট্রির মতো গণমুখী বনায়ন কর্মসূচীর উপর, ১৯৯৬-৯৭ সালের কর্মসূচীতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ৫০০০ হেক্টর জমি বনায়নের আওতায় আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যানটেশন করপোরেশন, যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার প্ল্যানটেশান পরিচালন ও উৎপাদনে নিয়োজিত, ইতিমধ্যেই ৯৫০০ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এরমধ্যে রয়েছে তপশিলী এবং উপজাতিদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য ২২৩৮ হেক্টর বাগান। এই কর্পোরেশনের বার্ষিক রাবার উৎপাদন প্রায় ১৮৫০ মেঃ টন এবং এর বিক্রয় মূল্য ৬'৫ কোটি টাকা। এন ই সির আর্থিক সহায়তার এই করপোরেশন ডায়োস-কোরিয়া প্ল্যানটেশনের একটি প্রকল্প বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রূপায়িত করেছে। ইতিমধ্যে, পরীক্ষামূলকভাবে আনন্দনগরে ডায়োজেনিন নিষ্কাষনের কারখানা চালু করা হয়েছে। এই খসড়া বাজেটে বন দপ্তরের জন্য ১৪'৮১ কোটি টাকার সংস্থান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৮। ১৯৯৬-৯৭ সালে, ১৩০০ বেকার যুবককে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হবে। শিল্প সংস্থা স্থাপনে টি, আই, ডি, সি আর্থিক সহায়তা দিতে থাকবে। রাবার ভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ রাজ্যের বর্তমান পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলতে রাবার বোর্ডের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, যাতে শিল্পোদ্যোগীরা রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়তে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত নির্দেশন ও সহায়তা পান। টি, এস, আই, সি, সেইল-এর সহযোগিতায় আগরতলায় একটি স্টক-ইয়ার্ড স্থাপনে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে। ত্রিপুরা জুট-মিল-এর কাজ অর্থপূর্ণভাবে উন্নীত করা হবে। চা শিল্প সম্প্রসারণে, যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, আরো পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্য থেকে বাংলাদেশে রপ্তানী বাড়াতে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিল্প দপ্তরের জন্য বাজেটে ১৩.৬৫ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। হস্তচাঁত, হস্তশিল্প ও রেশম চাষ উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকবে।

১৯। তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের তথ্য শাখার আধুনিকীকরণ ও একে আরো কার্যকর করে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আগরতলায় বালিকা, বগাফায় পান্থনিবাস, লেম্বুছড়ায় টুরিস্ট লজ, কমলাসাগর ও আগরতলায় ক্যাফেটেরিয়া চালু করা সহ পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বাড়াতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আগরতলা, নীরমহল ও উদয়পুরের পর্যটন কেন্দ্রের উন্নতিসাধন করা হবে। উদয়পুরে বালিকা নির্মাণ এবং নীরমহল প্রাসাদ সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে। তথ্য, সংস্কৃতিও পর্যটন দপ্তরের জন্য এই বাজেটে ৪'৭১ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রথাগত ধান্য জমির ৫০'০০০ হেক্টর জমি উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষের জমিতে রূপান্তর করার এক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ৬'৬ লক্ষ টন করতে কৃষি দপ্তর এক উচ্চাশাপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরী করেছে। খাদ্যশস্যের এই উৎপাদন মাত্রা ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ৫'৯ লাখ টন। ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৯৯৫-৯৬ সালের ৪৭২০ টন ও ৮৪৮৫ টন থেকে বাড়িয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে যথাক্রমে ১০'৬২০ টন ও ১৮'০০০ টন ধরা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ফলোদ্যানের প্রচুর উন্নতি সাধন করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্প যেমন বীজ-চারা প্রভৃতি বিতরণ করা হবে, তার উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে করা হবে ৩৮'০০ লক্ষ যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ১৭.৮ লক্ষ। ট্রু-পটেটো সীডের উৎপাদনও বাড়িয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে করা হবে প্রায় ৩০০ কিলোগ্রাম। এর উৎপাদন ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল ১০৮ কিলোগ্রাম এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৬৯ কিলোগ্রাম। বর্তমান বছরে টিস্যু কালচার লেবরেটরির মাধ্যমে গড়ে তোলা ৮ ০০ লক্ষ চারা এই দপ্তর বিতরণ করবে। সম্প্রতি ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রণালয় আয়োজিত সর্ব ভারতীয় আনারস প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার আনারসই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। ৯টি চালু ওয়াটার শেড প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকার উপজাতিদের বৃহদংশের জনগণের উপকারের জন্য আরও প্রকল্প মঞ্জুর করতে কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করেছেন। কৃষি দপ্তরের জন্য এই বাজেটে ৫২.৫৩ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

২১। রাজ্যে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ২৪,৯০০ মেঃ টন। ফলে এক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৭,৩০০ মেঃ টন। দপ্তর তার সম্প্রসারণ তথ্য হাতে কলমে শিক্ষা কর্মসূচী এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, চালু রাখবে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৬০০ হেক্টর অব্যবহৃত জলাশয় এবং ৫৫ হেকটর নতুন জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনার জন্য এই দপ্তরের এক কর্মসূচী রয়েছে। যে সব জেলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে পূর্ণ সময় নিয়োজিত এমন ৪০০ জেলেকে মাছ ধরার মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরার সরঞ্জাম দেওয়া হবে। মাছ ধরাই যাদের একমাত্র কাজ নয় এমন ১০০০ জেলেকেও এই উদ্দেশ্যে মাছ ধরার সরঞ্জাম দেওয়া হবে। মৎস্য দপ্তরের জন্য এই বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৬'৬৯ কোটি টাকার। একইভাবে, প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কৃত্রিম প্রজনন, মুরগিছানা শুকরছানা ইত্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই বাজেটে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের জন্য ১৩'৯৭ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২২। শহরাঞ্চলে জন-পরিষেবার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য পানীয় জল সরবরাহ, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বর্জ্য পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর শহরাঞ্চলীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী এবছর ধর্মনগর ও উদয়পুরে রূপায়িত করা হবে। ছোট ও মাঝারী শহরের সুসংহত উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ বছর খোয়াইঘাট, তেলিয়ামুড়া এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। শহর এলাকার গরীবদের আবাসনেও এ বছর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এই বাজেটে শহর উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ১১.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৩। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ১৯৯৬'-এর মার্চ মাসে ভোট-অন-একাউন্টের মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ সালের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হয়েছিল। তাই, আমি এসব বরাদ্দের বিস্তারিত পুনরালোচনায় যাচ্ছিনা।

২৪। যেহেতু জনসাধারণের সম্প্রতি অতিরিক্ত কোন করের বোঝা বহন করার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত নয়, তাই আমরা কোন অতিরিক্ত কর আরোপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত বছরের তুলনায় এবার রাজ্য রাজ্যের রাজস্ব খাতে আয় বাড়বে শুধুমাত্র বিনিময় এবং সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য। ১৯৯৬-৯৭ বছরে কর খাতে রাজস্ব ধরা হয়েছে ৫৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ছিল ৫০'২৪ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধি মূলত বিক্রয় কর খাতে সংগ্রহ বাড়ার জন্য-এক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা এই ঊর্ধ্বগতি বজায় রাখতে চেষ্টা করবো। ১৯৯৬-৯৭-র কর বহির্ভূত খাতে অনুমিত রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছে ৩৭'২৮ কোটি টাকা। গত বছরের বাজেটে ছিল ৩৩-২০ কোটী টাকা। রাজ্যের নিজস্ব কর ও কর-বহির্ভূত খাতে মোট রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছে ৯৬.৯০ কোটি টাকা।

২৫। আয়ের অন্যান্য প্রধান সূত্র হচ্ছে দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয়কর ও আবগারি শুল্কের অংশ। ১৯৯৬-৯৭ এ ৪৭'৬৩ কোটি টাকা আয়করের অংশ হিসাবে পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। যেখানে গত বছর পাওয়া গিয়েছিল ৪৫'৩২ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে ১৯৯৬-৯৭ এ কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের অংশ হিসাবে ২৬৬'৩৯ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে যেখানে গত বছরের পরিমাণ ছিল ২৮৫,৯৭ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত ঘাটতির জন্য প্রাপ্তব্য অনুদান হবে ১৭২'৯৮ কোটি টাকা যেখানে গত বছর পাওয়া গিয়েছিলে ২১৮-৯২ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ৩.৩৭ কোটি টাকা যেখানে গত বছর এই খাতে পাওয়া গিয়েছিল ৩'১৮ কোটি টাকা। এছাড়া ভারত সরকারের কাছ থেকে অন্যান্য খাতে আয় এবং বায়োত্তর অনুদান হিসাবে ১৭.৮৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে যেখানে ১৯৯৫-৯৬-এর সংশোধিত বরাদ্দে ধরা হয়েছিল ১৭.৩১ কোটি টাকা। বিভিন্ন ঋণ এবং প্রদত্ত অগ্রিমের পরিশোধ থেকে আয় ধরা হয়েছে ১২৯'৭৬ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ছিল ৯৬,৮২ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ছিল ৭১.৩২ কোটি টাকা। পরিকল্পনা সহায়তা থেকে ৩৩৮,৫৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে যেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে পাওয়া গিয়েছিল ২৯৬.২৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সহায়ক প্রকল্প এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্প সহ মোট পরিকল্পনা সহায়তা ধরা হয়েছে ৪৭৮.২২ কোটি টাকা। পাব্লিক একাউন্টের উদ্বৃত্ত অংশ এবং ওপেনিং ব্যালেন্স সহ সমস্ত আয়ের সর্বমোট পরিমাণ হচ্ছে ১২৬০.৫২ কোটি টাকা।

২৬। ১৯৯৬-৯৭-এর নীট অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১২৬০.৫২ কোটি টাকা যা উপরে উল্লেখিত সর্বমোট আয়ের সমান। ১৯৯৫-৯৬-এর বাজেট বরাদ্দে ১১৬৪.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালের এই ব্যয় বরাদ্দ গত বছরের বাজেট বরাদ্দের থেকে ৮ শতাংশ বেশী। প্রস্তাবিত এই ১২৬০.৫২ কোটি টাকার মোট ব্যয়ের মধ্যে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে অনুমিত ব্যয় ৩৭০.০০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সহায়ক প্রকল্প এবং এন. ই. সি প্রকল্প সহ মোট পরিকল্পনা ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৬৪.৪৯ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯৬.০৩ কোটি টাকা; যেখানে গত বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬১৯.৯৩ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ১২ শতাংশের কিছু বেশী। ঋণ পরিশোধের জন্য ১২৩-৫৮ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে. পেনসন এবং অবসর কালীন সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য ৩৯.২৫ কোটি টাকা, চাকরী শরনার্থীদের জন্য ১০.৪৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বাকী টাকা রাখা হয়েছে সকল দপ্তরের বিভাগীয় কাজের জন্য।

২৭। স্যার, এখন আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভার বিবেচনা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্মিলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের ( ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৯৬-৯৭ইং) উপর ছাটাই প্রস্তাব ( কাট মোশানস্ )-এর নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী ২১শে আগষ্ট বুধবার ১৯৯৬ ইং তারিখ বেলা ৫ ( পাঁচ ) ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** স্যার, ২০ তারিখের মধ্যে বাজেট পুরাপুরি দেখে, বিশেষ করে কাট মোশানস্-গুলি বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়। কাজেই ২১ তারিখ-এ যেহেতু আমাদের জমা দিতে হবে, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেইদিনও আপনাকে আমি বলেছিলাম আপনার খেয়াল আছে কিনা জানিনা। সেই দিন আমি বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিংয়ে বলেছিলাম যে, আমাদের কাট মোশানস্ দেওয়ার সময় নেই, আমরা কাট মোশানস্ দেব না।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, ২৩ তারিখ থেকে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শুরু হবে। স্যার কাট মোশানস্-এর সময় একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** সেইদিন এত বলার পরও।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** কাট মোশানস্ জমা দেওয়ার অবধিটা আপনারা যেটা ২১ তারিখ ঘোষনা করেছেন এটাকে ২২ তারিখ করে দিন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** সময় বাড়াবেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** ২৩ তারিখ ডিসকাশান, ২২ তারিখ দুইটা পর্য্যন্ত সময় করে দেওয়া যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, একটা কথা আমরা আপনার কাছে পরিষ্কারভাবে পেশ করছি যেহেতু বি, এ, সি, মিটিং হয়ে গেছে সেইহেতু এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নেই। বক্তব্য একটা জায়গায় যে, হাউস যদি একদিন সময় বাড়ানো হয় তাহলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ মাননীয় মুখ্য সচেতক মহোদয়ও সময় বাড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু এই সবগুলি দপ্তর এইভাবে যদি কাট মোশানস্ এনে আলোচনা করতে হয় তাহলে মিনিমাম আপনাদের একদিন বাড়াতে হবে। অন্যথায় আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বলছি আমরা কাট মোশানস্-এ অংশ গ্রহণ করব না।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ):—** স্যার এটা যুক্তিহীন হবে, এটাতো কোন যুক্তি না, এর কোন অর্থ হয় না।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** সাধারণ আলোচনা থাকবে কিন্তু কাট মোশানস্-এর সময় যেটুকু দেওয়া হয়েছে এতে হয় না।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** অসুবিধা কি, কম সময় থাকছে কোথায়?

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া** :—সেইদিন আমি বার বার এই অসুবিধার কথা বলেছিলাম স্যার, কিন্তু সেইদিন আপনারা আমাদের কথা গ্রাহ্য করেন নি।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে ২২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত কাট মোশানস-এর সময় আপনারা পাবেন। দিয়ে দিন এবং আলোচনার সময় আমার দিক থেকেও আমি দেখব আপনাদের আরও কিছু সময় দেওয়া যায় কি না। বি, এ, সি, মিটিংয়ে আমি বলেছি যে, ২ ঘন্টা বাড়ানো হবে। দেড় ঘন্টা উনারা বলেছেন আমি বলেছি ২ ঘন্টা পাবেন। তারপরেও কিছু দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা যাবে।

গণ্ডগোল

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীয়া ):— স্যার, এটা কি জি, আর, নাকি দশ টাকা পাঁচ টাকা, এটা কি জি, আর?

**মিঃ স্পীকার** :— জি, আর-এর প্রশ্ন না।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার যুক্তিহীন কথাবার্তার অর্থটা কি, এটা কি হচ্ছে?

( গণ্ডগোল )

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— এখানে দায়িত্বশীল সদস্যরা এসেছেন দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে। এই যে, জি, আর, এইসব কি কথাবার্তা?

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— জি, আর-এর কথাইতো। দশ মিনিট দিলাম, পাঁচ মিনিট দিলাম এটা কি? বার বার আমরা বি, এ, সি মিটিং-এ বলেছি।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের এসেমব্লি রুলসে আছে এটা।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— স্যার, এই বাজেটটি স্টাডি করার জন্য এসেমব্লি রুলস অনুসারে কি দু-দিনও সময় পেতে পারি না? কারণ ২০ তারিখে তো আমরা হাউজের পূর্ব নির্দিষ্ট অন্যান্য বিজনেস নিয়েই ব্যস্ত থাকব। এই বাজেটটি যদি আমরা পড়ারই সময় না পাই তাহলে বাজেটের খুঁটিনাটি, ভাল-মন্দ কিছুই না বুঝে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কতটুকু কি বলতে পারব? কাজেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে এভাবে হেয় না করে আমাদের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে স্যার। সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। গায়ের জোরে কিছু একটা চাপিয়ে দেবেন আর আমরা সেটাই মেনে নেব— এটা কিন্তু হতে পারে না স্যার। আপনাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই হবে। ভেবে দেখুন আবারও একবার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এসেমব্লি রুলসে প্রত্যেকে নিশ্চয়ই তার সুযোগ নেবেন এবং পাবেন। এই নিয়ে অযথা কিছু বলার কি রয়েছে?

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— সেই সুযোগটা কে দেবে আমাদের? আপনি নাকি মাননীয় অধ্যক্ষ? কে দেবেন এটা? ক্ষমতাটা কি আপনার?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— রুলস অনুসারেই আপনারা সেটা পাবেন। এতে কি বলার আছে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— স্যার, বি. এ. সিতে আমাদের বক্তব্য গ্রাহ্য হয়নি বলে আমরা বি. এ. সির সিদ্ধান্তকে বিরোধিতাও করছি না। কিন্তু জনস্বার্থে ডিসকাশনের জন্য যে সময়টা চাওয়া হয়েছে সেটা দেবেন কিনা আপনার ব্যাপার স্যার। আজকে সেটা চাওয়া কি আমাদের অপরাধ মনে করছেন আপনারা?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** না, না, নিশ্চয়ই না—কেন সেটা আমরা অন্যরকম ভাবব ? এই নিয়ে মাননীয় সদস্য উনার বক্তব্য রাখতেই পারেন ।

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে—অনেক হয়েছে। আপনারা সবাই বসুন।

## CONGRATULATORY MOTION—Adopted.

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার পরিচালনা বিধির ১৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আমি একটি অভিনন্দন প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই।

আমার প্রস্তাবটি হলো :— "দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থাকার পর বর্তমান কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বর্তমান অর্থবর্ষে রেল বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে রাজ্যের জনগণের দাবী পূরনে যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তারজন্য এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও প্রকাশ করছে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবেন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, আমরাও এই ব্যাপারে একমত। এই প্রস্তাবের প্রতি আমাদের পূর্ণ এবং আন্তরিক সমর্থন আছে। তবে সাথে সাথে আমাদের অনুরোধ থাকবে, সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কথাও যেন থাকে।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** এটার সঙ্গে যুক্ত করতে অসুবিধা আছে। এখন আমরা সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মুখ্য সচেতক কর্তৃক আনীত অভিনন্দন প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

এই সভা আগামী ২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৯৯৬ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 8

**Name of Member :— Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১ইং এনোমেলি সাব-কমিটির রিপোর্ট মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ৬ ( ছয় ) সদস্য "এনোমেলি কমিটির" নিকট জমা দিয়েছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এনোমেলি কমিটি উক্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সরকারের নিকট জমা দিয়েছেন কিনা।

৩। যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তার কারণ কি এবং কবে নাগাদ চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। এনোমেলি কমিটি বর্তমানে এনোমিলি সাব্ কমিটির পেশ করা রিপোর্ট'টি পরীক্ষা করিতেছেন। নানা জটিলতার জন্য বিষয়টি চূড়ান্ত করিতে সময় নিচ্ছে। কবে নাগাদ এনোমিলি কমিটি তাহার পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ শেষ করিবেন এবং সরকারের নিকট তাহার সুপারিশ সহ রিপোর্ট পেশ করিবেন, তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14

**Name of M. L. A. — Sri Umesh Ch. Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Water Resources & PHE" Deptt. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— ধর্মনগরে কয়েক হাজার একর জমির ফসল রক্ষা করার জন্য কুত্তী নদীকে 'গজার বিল' নামক স্থানে ডাইভার্ট করে কালাগাঙের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

১। উত্তর :— এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হইবে ?

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 18

**Name of M. L. A. :— Sri Umesh Ch. Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleasrd to state :—

প্রশ্ন :— ১) ধর্মনগর মহকুমার কোর্ট Building নির্মানের কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি ?

উত্তর :— ১) ঠিকাদার কাজ না করার জন্য বন্ধ আছে।

প্রশ্ন :—২) রাজ্যে আরও কোন মহকুমার Court Building নির্মানের কাজ বন্ধ হয়ে আছে কি না ?

উত্তর : ২) বর্তমানে নেই।

প্রশ্ন :—৩) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে ?

উত্তর :— ৩) ধর্মনগর মহকুমার কোর্ট বিল্ডিং এর কাজ আগামী আর্থিক বর্ষে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 22

**Name of M. L. A.— Sri Sudhan Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources & PHE" Deptt. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য, পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য রাজ্যে কিছু নতুন ডিপ টিউবওয়েল বসানো হবে।

১। উত্তর :—হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন :—যদি সত্য হয় তবে কোন বিভাগে কয়টি ? (নাম সহ)

২। উত্তর :—বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নে বর্ণিত স্থানগুলিতে গভীর নলকূপ খননের পরিকল্পনা আছে।

অমরপুর

১। কাওয়ামাড়া
২। বৈরাগী দোকান
৩। বুবরুবিয়া ( গামাকো গ্রাম )
৪। সরুবং ( কাসকারী )

বিলোনীয়া

১। পূর্ব মুহুরীপুর
২। গর্জনটিলা
৩। মহুর মুখ
৪। কাঠালছড়ি

সদর ( আগরতলা )

১। ফটিকছড়া ( নোয়াপাড়া )
২। গামছা কোবড়া
৩। জিরানীয়া ( বিনাপানী স্কুল সংলগ্ন )
৪। মান্দাই—২
৫। রাণীরবাজার—২
৬। চম্পকনগর ( এ ডি সি )

বিশালগড়

১। গোপীনগর

খোয়াই

১। বগাবিল
২। রতনপুর
৩। রামচন্দ্রঘাট ( চেবরী বাজার সন্নিকট )
৪। কমলনগর
৫। কুঞ্জবন
৬। লক্ষীনারায়নপুর
৭। আমপুরা

সাব্রুম

১। ফুলছড়ি
২। সিন্দুক পাথর
৩। সোনাইছড়ি

কৈলাসহর

১। ফটিকরায়—২
২। কামরাঙ্গাবাড়ী
৩। কুমারঘাট রেল কলোনী
৪। কুমারঘাট—২
৫। নেপালটিলা

ধর্মনগর

১। নরেন্দ্রনগর ( ব্রহ্মছড়া সন্নিকট )
২। পানিসাগর—২

কমলপুর

১। মেন্দী, ২। চানকাপ,
৩। পানগুয়া
৪। কমলপুর—২

সোনামুড়া

১। মানিক্যনগর
২। খাস চৌমুহনী
৩। কেমতলী
৪। রামছড়া বাজার ( শামুকছড়া সন্নিকট )

## PAPERS LAID ON THE TABLE
( Question and Answer )

### Admitted Starred question No.26

Name of M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the water Resources & PHE Deptt. be Pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য খোয়াই শহরের অফিস টিলাস্থিত ডিপ্‌ টিউবওয়েল পুরনো হওয়ায় যে কোন সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে ?

১। উত্তর :— আপাততঃ এমন কোন সম্ভাবনা নাই।

২। প্রশ্ন : — সত্য হইলে উপরোক্ত ডিপ টিউবওয়েলটি পুনঃ খনন করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কি না ?

২। উত্তর : — হ্যাঁ, শুরু করার পরিকলপনা ছিল। কিন্তু অবশেষে প্রয়োজন না পরায় খননের কাজ শুরু করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন :— যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ এই ডিপ টিউবওয়েলটি পুনঃ খনন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উত্তর :— প্রয়োজন দেখা দিলেই নতুন কুপ বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

### ADMITTED STARRED QUESTION NO. 34

Name of M.L.A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১) ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে কয়টি কাঠের সেতুকে বক্স কালভার্ট কিংবা পাকা সেতুতে রূপান্তরিত হয়েছে ?

উত্তর :— ১) ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে মোট ১১৪টি কাঠের সেতুকে বক্স কালভার্ট এবং পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এর মধ্যে ৭৬টি বক্স কালভার্ট এবং ৩৮টি পাকা সেতু।

প্রশ্ন :— ২) ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে মোট কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :— ২) ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে ২৩৩টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে ১৫৮টি বক্স কালভার্ট এবং ৭৫টি পাকা সেতু।

### ADMITTED STARRED QUESTION. 48

Name of M.L.A. :— Sri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১) সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত শিলাছড়ি থেকে হরিনা বাজার রাস্তাটির দুরত্ব কত কিলোমিটার ?

উত্তর :— ১) উক্ত রাস্তাটির দূরত্ব ৪৪ কিলোমিটার।

প্রশ্ন :— ২) ইহা কি সত্য এই রাস্তাটির মাত্র কয়েক কিলোমিটার অংশ খারাপ থাকায় শিলাছড়ি এলাকার ১০ হাজারেরও বেশী লোককে অমরপুর উদয়পুর ও বিলোনীয়া হয়ে সাব্রুমের সহিত যোগাযোগ করতে হয় ?

উত্তর :— ২) বর্তমানে রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী। তবে মগরুমছড়া থেকে ঘোড়াকাপ্পা পর্যন্ত জীপ চলাচল করতে পারে।

প্রশ্ন :— ৩) সত্য হয়ে থাকলে সরকার কবে নাগাদ এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— ৩) ১৯৯৭-৯৮ ইং এর মধ্যে সমস্ত রাস্তাটি বড় গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 91

**Name of Member :—Sri Anil Chakma,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ-এর মধ্যে টাকা খরচ করতে না পারায় বিভিন্ন দপ্তরের টাকা ফেরত গিয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে রাজ্যে মোট কত টাকা ফেরত গিয়েছে এবং কোন কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে ?

উত্তর

১। ১৯৯৬ সালের ৩১শে মার্চ-এর মধ্যে টাকা খরচ করতে না পারায় বিভিন্ন দপ্তরের কোন টাকা ফেরত যায়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 94

**Name of the M.L.A. :— Sri Anil Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে নতুন কোন টি আর. টি. সি. বাস ক্রয় করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। বর্তমানে কতটি টি.আর.টি, সি. রাস্তায় চলতি অবস্থায় রয়েছে ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরে T.R.T.C.তে নিম্নবর্ণিত নতুন গাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা আছে :—

ক) অর্ডিনারী বাস— ২০টি

খ) ডিলাক্স বাস— ৫টি

গ) ট্রাক— ৫টি

ঘ) লাইট ভিহিকেল ২টি।

২। বর্তমানে ৫৫টি বাস রাস্তায় চালু আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No :— 108

Name of M. L. A :— **SRI MATI LAL SAHA.**

**Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. D. be pleased to State :—**

**প্রশ্ন :—** ১) কমলাসাগর বিধানসভা অঞ্চল অন্তর্গত মধুপুর বাজার হইতে কামথানা বাজার ভায়া কৈয়াডেপা রাস্তা, তপোবন আশ্রম হইতে চাম্পামুড়া বাজার রাস্তা এবং কোনাবন হইতে কামথানা বাজার রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

**উত্তর :—** ১) মধুপুর বাজার হইতে কামথানা বাজার ভায়া কৈয়াডেপা রাস্তা এবং কোনাবন হইতে কামথানা বাজার রাস্তা, মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা বর্তমানে নেই, তবে তপোবন আশ্রম হইতে চাম্পামুড়া বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা আছে ।

**প্রশ্ন :—** ২) যদি থাকে তাহলে কতদিনের মধ্যে উক্ত রাস্তাগুলির কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর :—** ২) তপোবন আশ্রম হইতে চাম্পামুড়া বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটির এষ্টিমেট তৈরী হয়েছে এবং তার মঞ্জুরী পাওয়া গেলে কাজ আরম্ভ হবে ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 110

Name of M.L.A :— Sri Mati Lal Saha.

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.Deptt. be pleased to state :—**

**প্রশ্ন :—** ১) ইহা কি সত্য যে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার উত্তম চৌমুহনী হইতে ফুলতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি কিছু কিছু অংশ খুব খারাপ হয়ে আছে ?

**উত্তর :** ১) হ্যাঁ, রাস্তাটির কিছু অংশ খারাপ আছে ।

**প্রশ্ন :—** ২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত রাস্তাগুলি কতদিনের মধ্যে মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর :—** ২) বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে উক্ত রাস্তাগুলির মেরামতির কাজ হবে বলে আশা করা যায় ।

Admitted Starred Question No. 119

**Name of the Member :—Shri Amal Mallik**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :**

**QUESTION**

১। ত্রিপুরা সরকার অবগত আছেন কি যে দেশে অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার তাদের কর্মচারীদের জন্য নূতন করে বেতন কমিশন গঠন করেছেন ।

২। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সমিতিগুলির বারংবার আবেদন নিবেদন সত্বেও নূতন করে বেতন কমিশন গঠন না করা ও অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুর না করার সুনির্দিষ্ট কারণ কি ?

৩। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা দূরীকরণে অতিসত্বর বেতন কমিশন গঠনের জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করা ও অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুর করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। হঁ্যা, রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিষয়ে অবগত আছেন।

২ ও ৩ রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্ত্বেও তার কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া পূরণের জন্য আন্তরীক ভাবে আগ্রহী এবং ৪র্থ ত্রিপুরা বেতন কমিশন গঠন করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No : 120

Name of the Member — **Sri Amal Mallik,**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—**

QUESTION

১) তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ কি?

ANSWER

১) তৃতীয় বেতন কমিশনার রিপোর্টের প্যারা ১৯.১.২৩-এ কমিশন চিকিৎসা ভাতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইল—

সর্বস্তরের কর্মচারীদের জন্য সম্পূর্ণ চিকিৎসা বাবদ খরচ প্রদান পুনরায় চালু করা। ইহা ছাড়া আরো একটি সুপারিশ হইল সাধারণ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা ভাতা প্রতিমাসে ২০ টাকা হইতে বাড়াইয়া প্রতিমাসে ৪০ টাকা করা।

কিন্তু সরকার কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই।

তবে পরবর্তী সময়ে ১/৪/৯১ তারিখ হইতে চিকিৎসা ভাতা বাড়াইয়া প্রতিমাসে ৩০ টাকা করা হইয়াছিল।

বর্তমানে সরকার কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) উপরোক্ত কারণে প্রশ্ন উঠে না।

৩) আর্থিক সংকটজনিত কারণে সরকার এখনও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

Admitted Starred Question No. 138

**Name of Members :— 1) Sri Makhanlal Chakraborty**

**2) ,, Ramendra Ch. Debnath**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the power Department be pleased to state : —**

**প্রশ্ন**

১। বর্তমান ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে কোন কোন ব্লকে কতটি গ্রামে কত বৈদ্যুতিক লাইন হিসাব সম্প্রসারণ করতে হবে। ( ব্লকভিত্তিক গ্রামের নামসহ বৈদ্যুতিক লাইনের হিসাব )

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত এ. ডি. সি-এড়িয়ায় শ্রীরাম পাড়া, নমজা বাড়ী, দক্ষিণ মহারাণীপুর, রামদয়াল ঠাকুর বাড়ী এবং তুরক রুবিয়া সাধু পাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলিতে দীর্ঘদিন আগে বিদ্যুৎ লাইন পৌঁছার পরেও এখন পর্যন্ত লাইনগুলি চালু করা হয় নাই, ফলে বিদ্যুতের তার চুরি হুক লাইনের মাধ্যমে বে আইনীভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাইতেছে?

৩। যদি সত্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমান ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে ২৭টি ব্লকে মোট ৩০ কিলোমিটার ১১ কে, ভি, লাইন এবং ১৫০ কি, মি, এল, টি লাইন সম্প্রবারণ করা হবে।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে প্রতিটি ব্লক এরিয়াতে লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিম্নরূপ :—

( নতুন গ্রাম ও হ্যামলেট ছাড়া )

| ব্লকের নাম | বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|
| | ১১ কে. ভি. লাইন | এল. টি. লাইন | |
| ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা | | | |
| ডুকলি | ১ কি. মি. | ৬ কি. মি. | ৭ কি. মি. |
| জম্পুইজলা | ১ | ৬ | ৭ |
| বিশালগড | ২ | ৬ | ৮ |
| মোহনপুর | ১ | ৬ | ৭ |
| জিরানীয়া | ১ | ৬ | ৭ |
| মান্দাইনগর | ১ | ৬ | ৭ |
| খোয়াই | ১ | ৬ | ৭ |
| তুলাশিখর | — | ৬ | ৬ |
| তেলিয়ামুড়া | ১ | ৬ | ৭ |
| মেলাঘর | ২ | ৬ | ৮ |
| মোট— | ১১ কি. মি. | ৬০ কি. মি. | ৭১ কি. মি. |
| খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা | | | |
| মাতাবাড়ী | ২ কি. মি. | ৫ কি. মি. | ৭ কি. মি. |
| কিল্লা | ১ | ৫ | ৬ |
| অমরপুর | ১ | ৫ | ৬ |
| বগাফা | ১ | ৫ | ৬ |
| রাজনগর | ১ | ৫ | ৬ |
| মনুবাজার | ১ | ৫ | ৬ |
| রূপাইছড়ী | ১ | ৫ | ৬ |
| করবুক | ১ | ৫ | ৬ |
| গণ্ডাছড়া | ১ | ৫ | ৬ |
| মোট— | ১০ কি মি. | ৪৫ কি. মি. | ৫৫ কি. মি. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা | | | |
| পেচারথল | ১ কি. মি. | ৫'৫ কি. মি. | ৬'৫ কি. মি. |
| দমদা | ১ | ৫'৫ | ৬'৫ |
| পানিসাগর | ২ | ৫'৫ | ৭'৫ |
| কদমতলা | ১ | ৫'৫ | ৬'৫ |
| কুমারঘাট | ১ | ৬ | ৭ |
| মোট— | ৬ কি. মি. | ২৮ কি. মি. | ৩৪ কি. মি. |
| ঘ) ধলাই জেলা | | | |
| মনু | ১ কি. মি. | ৫'৫ কি. মি. | ৬'৫ কি. মি. |
| ছামনু | ১ | ৫'৫ | ৬'৫ |
| সালেমা | ১ | ৬ | ৭ |
| মোট— | ৩ কি. মি. | ১৭ কি. মি. | ২০ কি. মি. |
| সর্বমোট— | ৩০ কি. মি. | ১৫০ কি. মি. | ১৮০ কি. মি. |

ব্লকগুলির ভিতরে কোন কোন গ্রামগুলিতে লাইন সম্প্রসারিত হবে তা পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারণ করার পর উল্লেখ করা সম্ভব।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে এই লাইনগুলির মেরামত করে পুনরায় চালু করা হবে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 148

**Name of M.L.A. :— Sri Amitabha Dutta.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন:—** ১) রাজ্যে সব কয়টি পি, ডব্লিউ, ডি, ডিভিসানে স্থায়ী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আছে কি ?

**উত্তর:—** ১) না।

**প্রশ্ন:—** ২) যদি না থাকে তাহলে কোন কোন বিভাগে কোন দিন থেকে নেই ?

**উত্তর:—** ২) মোট ১৩টি বিভাগে নেই। উক্ত ১৩টি বিভাগের নাম এবং তারিখ নিম্নে দেওয়া গেল।

| ডিভিশনের নাম | যে তারিখ থেকে নির্বাহী বাস্তুকার নেই। |
|---|---|
| ১) গোমতী সিভিল ডিভিশন | ২৫-১০-৯৫ |
| ২) অমরপুর ডিভিশন | ২৫-২-৯৪ |
| ৩) সাউর্দান ডিভিশন নং-৩ | ২৮-১১-৯৫ |
| ৪) গোমতী কেনেল ডিভিশন | ২-১১-৯২ |
| ৫) এম, আই, ডিভিশন নং-৩ | ২৪-১১-৯৫ |
| ৬) পুলিশ ইঞ্জিনীয়ারিং সেল | ৪-১০৯৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৭) | পি, এইচ, ডিভিশন নং-২ | ১১-৭-৯৪ |
| ৮) | প্ল্যানিং ডিভিশন ( ১ম সার্কেলের অধীনে, কুমারঘাট ) | ৪-৮-৯৫ |
| ৯) | পি, ডব্লিউ ডি, ষ্টোর ডিভিশন | ৩১-.-৯৫ |
| ১০) | যন্ত্র হেড ওয়াক্ স ডিভিশন | ৭-৩-৯৪ |
| ১১) | পি, এইচ, ই ডিভিশন নং-৩ | ১৮-১-৯১ |
| ১২) | নর্দান ডিভিশন ধর্মনগর | ১৮-১০-৯৩ |
| ৩। | রিগ ডিভিশন | ৩১-৩-৯৪ |

**প্রশ্ন:**— ৩) স্থায়ী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ না করার কারন কি ?

**উত্তর :**—৩) নির্বাহী বাস্তুকার পদে পদোন্নতির জন্য একজন সহকারী বাস্তুকারের সাত বছরের অভিজ্ঞতা থাকা ও বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

১০০ পয়েন্ট রোস্টার অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক তপশিলীভুক্ত উপজাতি ও তপশিলীভূক্ত জাতি না প্রার্থী থাকায় ও পদ পূরনের ব্যাপারে মাননীয় উচ্চ আদালতে পর পর কয়েকটি কেইস হওয়ায় পদ পূরনে দেরী হয়েছে।

বর্তমানে পদ পূরন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কারন ইতিমধ্যে অনেকেই সার্ভিস রুল অনুযায়ী এই পদের যোগ্য হয়েছেন।

**Admitted starred Question No.153**

**Name of M.L.A. :— Sri Amitabha Datta.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Water Resources & PHE" Deptt. be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর শহরের পশ্চিমাঞ্চলকে বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য শুকনাছড়ায় ডাইভার্ট স্কীম গ্রহণ করা হয়েছিল ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ।

**প্রশ্ন**

২। সত্য হয়ে থাকলে, কবে নাগাদ নেওয়া হয়েছিল ?

**উত্তর**

২। এই কাজের জন্য ১৯৮৮-৮৯ সনে ২৯,৭৬,০০০ টাকার একটি এ্যাষ্টিমেটের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল।

**প্রশ্ন**

৩। বর্তমানে সেই পরিকল্পনা কি অবস্থায় আছে ?

**উত্তর**

৩। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে স্কীমটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 157

Name of the Member—Sri Prasanta Deb Barma.

| Question | Answer. |
|---|---|
| ১। জোট সরকারের আমলে দুর্নীতি জন্য কোন অফিসারের বিরুদ্ধে vigijance organisation তদন্ত করছে কি ? যদি করে থাকে তবে কত জনের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে এবং দুর্নীতি প্রমানে কত জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? | ১। হ্যাঁ। Vigilance Organisation ১৯৮৮-৯৩ইং সময়ে (জোট সরকারের আমলে) দুর্নীতির জন্য মোট ৩৬ জন IAS/TCS অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে। তাদের মধ্যে প্রাথমিক তদন্তে মোট ৯ জন Tcs অফিসাসের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আইনানুসারে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত ৯ জন অফিসারের বিরুদ্ধে যথাবিধি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। তাঁদের মধ্যে এযন পর্যন্ত ১ জন TSC-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২। ইহাকি সত্য যে শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য TCS [illegible] বিরুদ্ধে দুর্নীতির জন্য Vigilance Organisation তদন্ত করছে ? | ২। হ্যাঁ। vigilance Organisation শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য। TCS Gr-I, ত্রিপুরা জোট মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থাকাকালীন সময়ে তাহার বিরুদ্ধে আনিত নীতির অভিযোগগুলি তদন্ত করছে। কিছু অভিযোগেরউপর Vigilance Organisation অন্তর্বর্তী তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে। চুড়ান্ত রিপোর্ট এখনও পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। |
| ৩। যদি করে থাকে তবে তদন্ত সাপেক্ষে Suspension করা হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে তর কারণ কি ? | ৩। না চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর এই বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। |

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 188.

Name of M. L. A. :— Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deprt. be pleased to State :—

প্রশ্ন :— ১) কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত ছৈলেংটা, শাখান, শেরমন রোড তৈরী করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর :— ১) উপরোক্ত রাস্তাগুলি পূর্ত বিভাগের আওতাধীন নহে। উহা এ, ডি, সি-র অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন :— ২) থাকিলে কবে পর্যন্ত শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর :— ২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন :— ৩) না থাকিলে—কারণ ?

উত্তর :— ৩) ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 189

**Name of MLA :—Sri Ratimohan Jamatia**

Will the Hon'ble Ministar-in charge of the Transport Department be please to state :—

## প্রশ্ন

১। আগরতলা ছাওমনু, আগরতলা ছৈলেংটা এবং আগরতলা মনু পর্যন্ত টি-আর-টি-সি বাস চালানোর কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে কারণ ?

## উত্তর

১। আগরতলা ছাওমনু, আগরতলা ছৈলেংটা এবং আগরতলা মনু পর্যন্ত টি-আর-টি-সি বাস চালানোর বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। গাড়ির স্বল্পতার জন্য বর্তমানে ঐ রুটগুলিতে বাস চালানো সম্ভব হইতেছে না। ভবিষ্যতে নূতন গাড়ি সংযোজিত হইলে উপরোক্ত রুটগুলিতে বাস চালানোর কথা বিবেচনা করা যাইবে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 190

**Name of M. L. A. :— Sri Ratimohan Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Water Resources & PHE" Deptt. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য, তুইওয়ান্দাল ডিপ টিউবওয়েলটি ১৯৯৩ সালে বোরিং এবং কনষ্ট্রাকশান হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত চালু হয় নাই.

১। **উত্তর :—** হ্যাঁ।

২। **প্রশ্ন :—** সত্য হইলে তার কারণ কি এবং

২। **উত্তর :—** আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতায়ন এবং পাম্পসেট বসানোর কাজ চলিতেছে। ইহা ছাড়া বহিস্থঃ বৈদ্যুতিকরণের কাজও শেষ হয় নাই।

৩। **প্রশ্ন :—** কবে পর্যন্ত উক্ত ডিপ টিউবওয়েলটি চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

৩। **উত্তর :—** খুব শীঘ্রই প্রকল্পটি সেচের জন্য চালু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 193

**Name of M. L. A. :— Sri Sudhir Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

**প্রশ্ন :—** ১) কমলপুর মহকুমার আমবাসা হইতে মরাছড়া রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর :— ১) আমবাসা হইতে মরাছড়া যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত। তবে রাস্তা আরও উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে।

প্রশ্ন :— ১) যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে কাজের অগ্রগতি কতটুকু ?

উত্তর :— ২) রাস্তাটি উন্নতি সাধনের জন্য রিকার্পেটিং, কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করা ও ২টি বড় ছড়ার উপর 'বেইলী টাইপ ব্রীজ' নির্মাণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

ক) রি-কার্পেটিং এর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

খ) ৬টি পাকা সেতু নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১টির কাজ শেষ হয়েছে। ১টির কাজ চলছে এবং বাকী।

গ) ৪টি ব্রীজের জন্য দরপত্র পাওয়া গেছে।

ঘ) দুইটি 'বেইলী ব্রীজের' মধ্যে ১টির জন্য কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন :— ৩) উক্ত আমবাসা হইতে মরাছড়া রাস্তায় হালাহালি, সালেমা, শান্তিরবাজার এবং কুলাই প্রভৃতি স্থানে ধলাই নদীর উপর পাকা সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর :— ৩) সালেমাতে পাকা সেতু নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে : অন্যত্র কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

প্রশ্ন :— ৪) থাকিলে তা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর :— ৭) বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ দিকে কাজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

Admitted starred Question No. 199

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath,

With the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administateion Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গোহাটিতে ত্রিপুরা সরকারের নিজস্ব জায়গা আছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ জায়গায় ত্রিপুরা ভবন তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য,

২। হ্যাঁ পরিকল্পনা আছে। বর্তমান জায়গাটি জলাভূমি এবং বহুতল বাড়ী নির্মানের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, রাজ্য সরকার আসাম সরকারকে গৌহাটিতে ত্রিপুরাভবন নির্মাণ করার জন্য এই জায়গায় পরিবর্তে একটি উপযুক্ত, জায়গা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 201

Name of Member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :

Admitted Starred Question No. 201

Name of Member :— Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আণ্ডার সেক্রেটারীদের বাসভবনে নিয়মনীতি অনুযায়ী সরকার খরচে টেলিফোন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কতজন আণ্ডার সেক্রেটারীদের বাড়িতে আছে এবং

৩। ঐ সব আণ্ডার সেক্রেটারীদের নামের তালিকা।

উত্তর

১। প্রয়োজন ভিত্তিক দেওয়া হয়ে থাকে।

২। ৩ ( তিন ) জনের বাড়ীতে আছে।

৩। নামের তালিকা নিম্নরূপ :—

ক) শ্রীযুক্ত এ. কে. মুখোপাধ্যায়, অবর সচিব।
—অর্থদপ্তর, মহাকরণ প্রশাসন, ত্রিপুরা।

খ) শ্রীযুক্ত ডি. এম. জমাতিয়া, অবর সচিব,
—আইন দপ্তর, মহাকরন প্রশাসন, ত্রিপুরা।

গ) শ্রীযুক্ত কর্ণজিৎ দাস, অবর সচিব,
—লোকসেভা আয়োগ ত্রিপুরা।

Admitted Starred Question No. 202.

Name of M. L. A. :— Sri Ratanlal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of 'Water Resources & PHE' Deptt. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— মোহনপুর ব্লকের অধীন নোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লুগমিছড়া বাধটি তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

১। উত্তর :— এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন : — যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred question No.209

Name of M. L. A.— Sri Amitabha Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Water Resources & PHE" Deptt. be pleased to state :—

1, Question :— Whether it is the responsibility of the PHE Deptt. to execute the water supply scheme including construction of Treatment Plant. at Dharmanagar against the administrative approval and expenditure sanction for Rs.1,34.67,000/- which was accorded by the PHE Deptt. vide No.3(87)IFCE(W)/85 (S dated 16.4.91.

1. Answer :—Yes, the work will be executed by the PHE Deptt.

2. Question :—If so, it may kindly be stated in confirmation that Nagar Panchayet Dharmanagar is not required to arrange any fund for execution of the above scheme.

2. Answer :—It was decided earlier that the fund required for the work will be arranged by Nagar Panchayet and accordingly Nagar Panchayet received Loan from LIC. State Govt; has now decided to provide fund for ubarn water Supply Projects. Dharmanagar Nagar Panchayet may not require to arrange any more fund for the work,

ANNEXURE—B

Admitted Un-starred Question No.I

Name of Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ইং থেকে ১৯৯৬ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত কোন্ কোন্ মহকুমার কয়টি গ্রামে কত কিলোমিটার বিদ্যুতের এল. টি, লাইন সম্প্রসারিত করা হয়েছিল ( গ্রামের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )

২। উক্ত সম্প্রসারিত নতুন এল, টি, লাইনগুলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ গ্রামে কতজনকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য নতুন লাইন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং থেকে ১৯৯৬ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৭টি মহকুমায় ৬১৭টি গ্রামে মোট ৭১৬'৪৩৭ কি: মি: বিদ্যুতের এল. টি. লাইন করা হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক গ্রামের সংখ্যা সংযোজন ক'তে এবং মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যুতের এল. টি. লাইন সম্প্রসারণের হিসাব সংযোজন খ'তে দেওয়া হইল।

২। মহকুমা ভিত্তিক বৈদ্যুতিকৃত গ্রামগুলির নূতন এল. টি. লাইন থেকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য নতুন লাইন ( কানেকশান ) এর আলাদা হিসাব দপ্তরে রাখা হয় না। বৎসর ভিত্তিক নতুন এল. টি. লাইন থেকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দেওয়া নতুন লাইনের হিসাবের তথ্য সংগ্রহাধীন।

সংযোজন 'ক'

ক) ( মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যুতায়ীত গ্রামের হিসাব ( ১৯৯৩-৯৪ইং থেকে ১৯৯৫-৯৬ ইং পর্যন্ত )

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | গ্রামের সংখ্যা | এল, টি, লাইনের পরিমান |
|---|---|---|---|
| ১। | সদর | ১০০ টি | ১৩৪' ২৮ কি: মি: |
| ২। | বিশালগড় | ৪৮ টি | ৬৬২' ৬৭ কি: মি: |
| ৩। | সোনামুড়া | ৪২ টি | ৫৭'৬৫১ কি: মি: |
| ৪। | খোয়াই | ৮৫ টি | ৯৩'৯৪৯ কি: মি: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | উদয়পুর | ১৮ টি | ১৯° ২ কিঃ মিঃ |
| ৬। | অমরপুর | ৬১ টি | ৬৬° ৪৭ কিঃ মিঃ |
| ৭। | বিলোনীয়া | ৬৯ টি | ৬৭° ৬৫ কিঃ মিঃ |
| ৮। | সাব্রুম | ৮ টি | ৮ কিঃ মিঃ |
| ৯। | গণ্ডাছড়া | ২ টি | ৪৯ কিঃ মিঃ |
| ১০। | কমলপুর | ৪৮ টি | ৫১° ৬১ কিঃ মিঃ |
| ১১। | লংতরাই | ৩৪ টি | ৩২° ৬৩ কিঃ মিঃ |
| ১২। | কৈলাশহর | ৩৯ টি | ৪৭° ১৬ কিঃ মিঃ |
| ১৩। | কাঞ্চনপুর | ৪৫ টি | ৪৫° ৬৭ কিঃ মিঃ |
| ১৪। | ধর্মনগর | ১৮ টি | ১৯ কিঃ মিঃ |
| সর্বমোট | | ৬১৭ টি | ৭১৬°১৩৭ কিঃ মিঃ |

**'সংযোজন-' 'খ'**

বৈদ্যুতিক বিভাগ —৩

| ক্রমিক | বিদ্যুৎআয়িত গ্রামের | সেন্সাস কোড নং | ব্লকের নাম | এল টি লাইনের পরিমান কিঃ মিঃ | সন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | সিথজয় চৌধুরী পাড়া | ৩৭ | খোয়াই | ১.০০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ২। | নূতন বৈদ্য বিল | ২১৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৩। | লংকা পাড়া বাড়ী | ৫৯ | ,, | ১.৯০ | ,, |
| ৪। | লুঙ্গাইয়া বস্তি | ২১৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫। | অমৃতদাস বৈষ্ণব | ২০৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬। | ওরালা বাড়ী | ৩২৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭। | মুক্তার বাড়ী | ২২৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮। | মহিম চৌঃ পাড়া | ৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৯। | খেরিয়াঙ্গ বাড়ী | ৩১২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০। | রামকুমার তালুকদার বস্তি | ২৪০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১। | সতীঘাট রাম চৌঃ পাড়া | ৩৩ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ১২। | খেংরু বাড়ী | ৫৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩। | বীরচন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৫৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৪। | নরুচন্দ্র বাড়ী | ২৪৪ | ,, | ১.০০ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫। | সত্যরাম বাড়ী | ২৩৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৬। | ধমুবস্তি | ২১২ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৭। | উমেশ চন্দ্র পাড়া | ১৯৮ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৮। | তেঘরিয়া বাড়ী | ৮২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৯। | দুখ্যা চৌঃ পাড়া | ৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২০। | দেবচান্দ বাড়ী | ২৫৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২১। | সব সিং বাড়ী | ২৩২ | ,, | ১.০০ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ২২। | বাধন সর্দার পাড়া | ২৪২ | | ১.০০ | ,, |
| ২৩। | পশ্চিম লক্ষীছড়া | ৩০৭ | ,, | ১.০০ | ঐ |
| ২৪। | ভগীরথ বাড়ী | ২৫৮ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ২৫। | রাজচন্দ্র সাধু পাড়া | ৮৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২৬। | বজেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ১২৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২৭। | নবীন চন্দ্র পাড়া | ৯০৯ | ,, | ১.৫০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ২৮। | মণি চৌঃ পাড়া | ১২৩ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ২৯। | গঙ্গামনি পাড়া | ১৯৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৩০। | পশ্চিম সোনাতলা | ১৪৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩১। | পূর্ব সোনাতলা | ১৪৬ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ৩২। | নবকৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ১৩৯ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৩৩। | গর্ণকি পশ্চিম রাজনগর | ১৩৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩৪। | কাতলাবাড়ী | ১৩৮ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৩৫। | বরাদিল | .৪০ | ,, | ১.২ | ,, |
| ৩৬। | রামকুমার বাড়ী | ৩১৫ | তেলিয়ামুড়া | ১.০০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ৩৭। | ওরিদয় দেববর্মা পাড়া | ৮১১ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৩৮। | দুর্জচরণ পাড়া | ৭২১ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৩৯। | বিজয় চৌঃ পাড়া | ৭৪৭ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৪০। | পঞ্চানন্দ পাড়া | ৭২৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪১। | নন্দ কুমার পাড়া | ৭২২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪২। | নরেন্দ্র চন্দ্র পাড়া | ৭২৫ | ,, | .৭৫ | ,, |
| ৪৩। | কৃষ্ণভক্ত পাড়া | ৪৬৩ | ,, | ১৫০ | ,, |
| ৪৪। | বসন্ত সাধু পাড়া | ২০৭ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৪৫। | কালিনগর | ৫৭৩ | জিরানীয়া | ১.৫০ | ,, |
| ৪৬। | রামমোহন পাড়া | ৫৭৭ | ,, | ২.২০ | ,, |
| ৪৭। | নারায়ণ বাড়ী | ৭৭৬ | ,, | ২.০৪ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৮। | বস্তিকোবড়া পাড়া | ৬৯২ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৪৯। | ডুখিয়াকোবরা পাড়া | ৭৩১ | জিরানীয়া | ০.৫৩৭ | ১৯৯৩-৯৬ |
| ৫০। | সেত পাড়া | ৬২৬ | ,, | ৩.১০ | ,, |
| ৫১। | সূর্য্য পাড়া | ৭৩৩ | ,, | ১.১৩ | ,, |
| ৫২। | দেব সিং ঠাকুর পাড়া | ৬৯৯ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৫৩। | দেব প্রসাদ পাড়া | ৭০৯ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ৫৪। | ভদ্রগিষ্টি পাড়া | ৭৯৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫৫। | কালাচন্দ্র কোবরা পাড়া | ৭৮৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫৬। | ইঙ্গলিয়া পাড়া | ৭১৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫৭। | নব সর্দার পাড়া | ৭১২ | ,, | ১.১০ | ,, |
| ৫৮। | বস্থরাম পাড়া | ৭৩৮ | ,, | ১.৫৬ | ,, |
| ৫৯। | বেগুরাম বাড়ী | ৬৩৫ | ,, | ১.৭০ | ,, |
| ৬০। | গোপালনগর | ৮৭৯ | ,, | ১.০৫ | ,, |
| ৬১। | রাম সাধু ঠাকুরপাড়া | ৮৮৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬২। | সোনাছড়া সিপাই পাড়া | ৯৭৯ | ,, | ১.৪০ | ,, |
| ৬৩। | জয়রাম ঠাকুর পাড়া | ৭২১ | ,, | ২.৭৫ | ,, |
| ৬৪। | বসুরাম পাড়া | ৬২৩ | ,, | ১.০২৪ | ,, |
| ৬৫। | চিন্তা কোবরা পাড়া | ৮৭৩ | ,, | ১.২৭৫ | ,, |
| ৬৬। | কৃষ্ণ শঙ্কর ঠাকুর পাড়া | ৫৮৪ | ,, | ২.৩০ | ,, |
| ৬৭। | রাজ কোবরা পাড়া | ৮৯১ | ,, | ০.৩৪ | ,, |
| ৬৮। | কৃষ্ণচন্দ্র কোবরা পাড়া | ৮৯০ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ৬৯। | চিন্তা কোবরা পাড়া ( ২ ) | ৯৫৮ | ,, | ১.৩০০ | ,, |
| ৭০। | মনকরই পাড়া | ৮৮৭ | ,, | ১.২২ | ,, |
| ৭১। | খামার বাসা | ৯৫৭ | ,, | ১.৭১০ | ,, |
| ৭২। | ভগবান কোবরা পাড়া | ৬৫৯ | ,, | ০.৬৭০ | ,, |
| ৭৩। | রূপচন্দ্র পাড়া | ৬৯৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৪। | মোহন্ত কোবরা পাড়া | ৬৯৫ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৭৫। | হরিচন্দ্র পাড়া | ২০ | জিরানীয়া | ০.২৫৭ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ৭৬। | রাম মানিকা পাড়া | ১৫২ | ,, | ০.৯০৭ | ,, |
| ৭৭। | রামদুর্গা পাড়া | ১৮১ | ,, | ২.২৪০ | ,, |
| ৭৮। | ত্রিপেন্দ্র পাড়া | ১৪৩ | ,, | ১.৮৫০ | ,, |
| ৭৯। | উচ্চুমুড়া | ৩৬ | ,, | ১. ২৬ | ,, |
| ৮০। | বকলাই বাড়ী | ১১৫ | ,, | ০. ৬৪ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮১। | বাগান চৌঃ পাড়া | ১৩৭৮ | বিশালগড় | ১. ০০ | ,, |
| ৮২। | কালিকান্ত চৌঃপাড়া | ১৪০২ | ,, | ০. ৭০ | ,, |
| ৮৩। | গয়াচরণ পাড়া | ১১১৮ | ,, | ০. ৭৫ | ,, |
| ৮৪। | বৈদ্যরাম পাড়া | ১৪৩০ | ,, | ০. ৭৫ | ,, |
| ৮৫। | রামমঙ্গল চৌঃপাড়া | ১১৭৮ | ,, | ৩ | ,, |
| ৮৬। | শ্যামসুন্দর পাড়া | ১০৮৪ | ,, | ০. ৫০ | ,, |
| ৮৭। | মরণঞ্জয় সর্দার পাড়া | ১০৭০ | ,, | ০. ৫৫ | ,, |
| ৮৮। | নবীন ঠাকুর পাড়া | ১০০৬ | ,, | ১. ৬০ | ,, |
| ৮৯। | বুদ্ধিচন্দ্র পাড়া | ১০৪৩ | ,, | ১. ৪০ | ,, |
| ৯০। | রামকৃষ্ণ পাড়া | ১৪০৫ | ,, | ২. ৬৬ | ,, |
| ৯১। | সাধুরাম পাড়া | ১৩৫১ | ,, | ০. ৭৫ | ,, |
| ৯২। | বাজার ঠাকুর পাড়া | ১৪০৬ | ,, | ১. ২৫ | ,, |
| ৯৩। | ভক্ত কোবরা পাড়া | ১৩৩৬ | ,, | ১. ০৫ | ,, |
| ৯৪। | অকিরাই বাড়ী | ১১০২ | ,, | ১. ৪০ | ,, |
| ৯৫। | হরি চৌঃ পাড়া | ১৩৪৭ | ,, | ১. ০০ | ,, |
| ৯৬। | ধন চৌঃ পাড়া | ১৩৪৫ | ,, | ২. ৩০ | ,, |
| ৯৭। | খামার পাড়া | ১৩২৮ | ,, | ২. ২৫ | ,, |
| ৯৮। | অরণ্য পাড়া | ১৪৫৮ | ,, | ১. ৭৬ | ,, |
| ৯৯। | বসন সর্দার পাড়া | ১১৭৩ | ,, | ১. ৩৯ | ,, |
| ১০০। | তাই জালিং চৌঃপাড়া | ১১৭১ | ,, | ১. ৪২ | ,, |
| ১০১। | রামনগর চিন্তা নারায়ন পাড়া | ১৪৭৩ | বিশালগড় | ০.৭৫ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ১০২। | রাধানগর পাড়া | ১১৮৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৩। | ভদ্র বাড়ী | ১৩৮ | মেলাঘর | ১.০০ | ,, |
| ১০৪। | বিশু চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ১৫৭ | ,, | ১.১৫ | ,, |
| ১০৫। | রাধা কুমার চৌঃ পাড়া | ১৪৯ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১০৬। | দই মনি চৌঃ পাড়া | ১৪৬ | ,, | ২.৩০ | ,, |
| ১০৭। | ব্রজেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ১১১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৮। | সিধরই পাড়া | ১০৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৯। | লধুচরণ চৌঃ পাড়া | ৯৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১০। | বসন্ত কুমার চৌঃ পাড়া | ৯২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১১। | কিসিং কোবরা পাড়া | ৫৭৮.৯ | জিরানীয়া | ০-৭০ | ,, |
| ১১২। | ফাল্গুনা বাড়ী | ৬৭৯ | ,, | ১-৫০ | ,, |
| ১১৩। | মঙ্গল সাধ পাড়া | ৯০১ | ,, | ০৯.৯০ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১৪। কৃষ্ণচন্দ্রপাড়া | ৬৯৭ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ১১৫। হরিকান্ত পাড়া | ৭০০ | ,, | | ,, |
| ১১৬। বাহমনি চৌঃ পাড়া | ৪৮৮ | বিশালগড় | ১.৫ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ১১৭। কুঞ্জমোহন পাড়া | ১০৭৮ | ,, | ১.২ | ,, |
| ১১৮। রামপাইয়া পাড়া | ১০১৬ | ,, | ১.১ | ,, |
| ১১৯। লক্ষ্মীরামকোবরা পাড়া | ১০৭৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২০। শিব প্রসাদ চৌঃ পাড়া | ১০৮১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২১। মনি চৌঃ পাড়া | ১০৬২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২২। গুরু কোবরা পাড়া | ১০৬৪ | ,, | ১.২ | ,, |
| ১২৩। গয়ারাম কোবরা পাড়া | ১০৩৫ | ,, | ২.২ | ,, |
| ১২৪। জগল সর্দার পাড়া | ১১৭৪ | ,, | ১.৩৫ | ,, |
| ১২৫। নিদান চৌঃ পাড়া | ১১০ | মেলাঘর | ১.৭০ | ,, |
| ১২৬। দমদমা | ১১৯ | ,, | ২.৮০ | ,, |
| ১২৭। মহিম চৌঃ পাড়া | ৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১২৮। জগীরাম কোবরা পাড়া | ৬০৫ | মোহনপুর | ১.২ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ১২৯। তুলসী বাড়ী | ৮৮ | ,, | ১.৮ | ,, |
| ১৩০। হরিরাম চৌঃপাড়া | ৩৭ | ,, | ১.৩০৩ | ,, |
| ১৩১। গঙ্গাচন্দ্র পাড়া | ৩১৯ | ,, | ১.২০২ | ,, |
| ১৩২। মৈত্রিং থল | ৭৪ | ,, | ০.৫৪০ | ,, |
| ১৩৩। নিশিরাম বাড়ী | ৬৫ | ,, | ১.০৫ | ,, |
| ১৩৪। শিবচরণ বাড়ী | ৫৪ | ,, | ১.৮০৩ | ,, |
| ১৩৫। মনিরাম চৌঃ পাড়া | ৬০ | ,, | ২.৭০ | ,, |
| ১৩৬। উত্তর গোকুলনগর | ৫৮০ | তেলিয়ামুড়া | ১.০০ | ,, |
| ১৩৭। মহেন্দ্র পাড়া | ৩৮৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৮। চন্দ্র সদার পাড়া | ৬০৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৯। দেব আঙ্গ রাংখল | ৫৯২ | ,, | ১.৫ | ,, |
| ১৪০। লক্ষ্মুরাম পাড়া | ৪০৭ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৪১। রামমোহন দেববর্মা পাড়া | ৪১১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪২। কুমিয়া চৌঃ পাড়া | ২০৮ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৪৩। বেলকয়া বাড়ী | ৪৩৯ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৪৪। হালং বাড়ী | ৩৫৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৫। কালাচন্দ্র রূপিনী পাড়া | ৫৫৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৪৬। দক্ষিণ কলসী | ৩৯৩ | ,, | ১.০০ | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৭। | ফাগুনাকুইপাং বাড়ী | ৫৯০ | ,, | ১.১৫ | ,, |
| ১৪৮। | মুড়াবাড়ী | ৪৭৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৯। | মধুলৎ রূপিনী পাড়া | ৫৫৯ | ,, | ১.৫ | ,, |
| ১৫০। | ওয়াকি মোহন রিয়াং পাড়া | ৫৫৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫১। | মৃকাচন্দ্র পাড়া | ৫৩৬ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৫২। | মধুবন পাড়া | ৫৮২ | জিরানীয়া | ১.৫৯৯ | ,, |
| ১৫৩। | নব সর্দার পাড়া | ৫৭০ | ,, | ০.৫০২ | ,, |
| ১৫৪। | মদন সর্দার পাড়া | ৫৪৯ | ,, | ১.১৩২ | ,, |
| ১৫৫। | নবীন ঠাকুর পাড়া | ৮৭৫ | জিরানীয়া | ১.২৫ | ১৯৯৫–৯৬ |
| ১৫৬। | বসম মুড়া | ৮০৫ | ঐ | ০.৭৫ | ঐ |
| ১৫৭। | গুরুদাস পাড়া | ৮০০ | ঐ | ১.১০৬ | ঐ |
| ১৫৮। | রুবী সর্দার পাড়া | ৯৮৭ | ঐ | ১.৮১ | ঐ |
| ১৫৯। | ললিত মোহন পাড়া | ৯৯৮ | ঐ | ০.৭০ | ঐ |
| ১৬০। | বাবু সর্দার পাড়া | ৮৮৬ | ঐ | ১.৭১ | ঐ |
| ১৬১। | রাজ মোহন পাড়া | ৭৫২ | ঐ | ২.২৫ | ঐ |
| ১৬২। | কৃষ্ণ সর্দার পাড়া | ৬৬৭ | ঐ | ২.৩৫৬ | ঐ |
| ১৬৩। | লব্য সর্দার পাড়া | ৯৩৩ | ঐ | ২.১ | ঐ |
| ১৬৪। | রামকান্ত পাড়া | ৯৪৮ | ঐ | ১.৫ | ঐ |
| ১৬৫। | বাবু সর্দার পাড়া | ৮৭৭ | ঐ | ২.৫১ | ঐ |
| ১৬৬। | রাধা কিশোর পাড়া | ৭৫৬ | ঐ | ২.৮ | ঐ |
| ১৬৭। | কৃষ্ণকোবরা পাড়া | ৫৭১ | ঐ | ২.৪৩৭ | ঐ |
| ১৬৮। | তিলক চন্দ্র পাড়া | ৫৮৩ | ঐ | ১.২৮ | ঐ |
| ১৬৯। | ঘনিয়ামুড়া | ৫৬৮ | তেলিয়ামুড়া | ১.২৫ | ঐ |
| ১৭০। | ধর্মনগর | ৫২১ | ঐ | ১.২৫ | ঐ |
| ১৭১। | অতিচরণ | ৪৯১ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭২। | কিচ্চা চৌঃ পাড়া | ৪৫৭ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭৩। | গনিয়া পাড়া | ৬৮৭ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭৪। | বদন সর্দার পাড়া | ৬০৬ | ঐ | ১.২ | ঐ |
| ১৭৫। | হরিষ সর্দার পাড়া | ৬১৬ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭৬। | নয়নপুর | ৬৭৬ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭৭। | ইন্দ্রপদ জমাতিয়া পাড়া | ৪৭৫ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৭৮। | কালিকুমার রূপিনী পাড়া | ৫৭৭ | ঐ | ১.০০ | ১৯৯৫.৯৬ |
| ১৭৯। | ভদ্রমণি পাড়া | ৩৭৭ | ঐ | ১.৫০ | ঐ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮০। | কুচি কলোনী | ৪৮৯ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৮১। | নিলাম চৌঃ পাড়া | ৩৭২ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ১৮২। | গুরুচরণ বাড়ী | ৩৭৩ | তেলিয়ামুড়া | ১·০০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ১৮৩। | হরেকৃষ্ণ পাড়া | ৩৮০ | ,, | ০·৭৫ | ,, |
| ১৮৪। | দুগাই জমাদার পাড়া | ৫৩৯ | ,, | ১·২০ | ,, |
| ১৮৫। | মহিমরাই চৌঃ পাড়া | ৪৫৬ | ,, | ১·৫০ | ,, |
| ১৮৬। | চম্পলই জমাতিয়া পাড়া | ৮০৪ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ১৮৭। | বাঁশ ঘরিয়া | ৮১৫ | ,, | ১·১০ | ,, |
| ১৮৮। | কল্যাণপুর বাজার | ৪৬৭ | ,, | ০·৯৫ | ,, |
| ১৮৯। | খিলাতলি বাজার | ৪৯৩ | ,, | ১·১৫ | ,, |
| ১৯০। | মেলাপাথর | ৮১৪ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ১৯১। | চাকমাঘাট মগ পাড়া | ৭৯৯ | ,, | ১ ২৫ | ,, |
| ১৯২। | গুনমনি পাড়া | ৫৭১ | ,, | ১১০ | ,, |
| ১৯৩। | ঠাকুরাই চৌঃ পাড়া | ১৫৩ | মোহনপুর | ২·২০ | ,, |
| ১৯৪। | মনিরাম পাড়া | ১৮৬ | ,, | ১৯০ | ,, |
| ১৯৫। | ভাটিজা পাড়া | ২৩৮ | ,, | ১·০২৩ | ,, |
| ১৯৬। | আচরাই পাড়া | ২৫৬ | ,, | ১·৫০ | ,, |
| ১৯৭। | লিক্কা পাড়া | ৩৬৬ | ,, | ১·১৯৩ | ,, |
| ১৯৮। | ঈশানপুর | ৯ | ,, | ০·৬২১ | ,, |
| ১৯৯। | বিজয়নগর | ১৩০ | ,, | ১·৫৯৫ | ,, |
| ২০০। | নোয়াগাঁও | ২৭৭ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ২০১। | ভাটি সাত ডুবিয়া | ২৮৮ | ,, | ২·৭৫ | ,, |
| ২০২। | তালতলা | ২৮১ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ২০৩। | তারানগর | ১১৬ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ২০৪। | বাজালঘাট | ২৯০ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ২০৫। | লংকামুড়া | ৮৮ | ,, | ১·১০৫ | ,, |
| ২০৬। | লেম্বুছড়া | ৩৭৫ | ,, | ১.৮০৯ | ,, |
| ২০৭। | নতুন নগর | ৩৮২ | ,, | ০·৯৫ | ,, |
| ২০৮। | ৭৯-টিলা | ৫০১ | ,, | ১·০৫ | ,, |
| ২০৯। | ভাগলপুর | ২৯৮ | ,, | ১·০০ | ,, |
| ২১০। | সিনাইহানি | ৩৮৩ | মোহনপুড় | ১,৫০ | ,, |
| ২১১। | গর্জন টিলা | ১৪৭৪ | বিশালগর | ৩.০৫ | ,, |
| ২১২। | ঝরঝরিয়া বগাছত্রর | ১১৬৬ | ,, | ১.৫০ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১৩। | পশ্চিম গোকুল নগর | ১১৪১ | ,, | ৩.০৮ | ,, |
| ২১৪। | উত্তর বাধার ঘাট | ৪২০ | ,, | ২.৩৯৮ | ,, |
| ২১৫। | মধুপুর | ১১৪০ | ,, | ১.০৯ | ,, |
| ২১৬। | চকবস্তা হরিপুর | ১১৮৮ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ২১৭। | চাড়িপাড়া | ৪৩৩ | ,, | ১.১ | ,, |
| ২১৮। | কাটাশেওলা | ৪১২ | ,, | ০.১২০ | ,, |
| ২১৯। | আড়ালিয়া | ৪১০ | ,, | ১.১৬৪ | ,, |
| ২২০। | নাগিছড়া | ৫১৯ | ,, | ১.৩৫ | ,, |
| ২২১। | উত্তর মলয়নগর | ৪৩৯ | ,, | ১.৩৫ | ,, |
| ২২২। | বেলবারি | ৪৩২ | ,, | ১.৩৫ | ,, |
| ২২৩। | পশ্চিম বাধারঘাট | ৪২৫ | ,, | ১.৫৫ | ,, |
| ২২৪। | অরুন্ধতিনগর | ৪৩৪ | ,, | ১.১৫ | ,, |
| ২২৬। | যোগেন্দ্রনগর | ৪১১ | ,, | ১.৫৫ | ,, |
| ২২৬। | বঙ্কভপুর | ১১৪৯ | ,, | ১.৫৫ | ,, |
| ২২৭। | মালাবতি চা বাগান | ১১৫৬ | ,, | ১.১ | ,, |
| ২২৮। | রাধাচন্দ্র পাড়া | ৭০৩ | জিরানীয়া | ১.১৬৫ | ,, |
| ২২৯। | বসুরাম পাড়া | ৭০৮ | ,, | ১.৩৯৬ | ,, |
| ২৩০। | মানিক কোবরা পাড়া | ৩০১ | ,, | ১.১০ | ,, |
| ২৩১। | বেলাপুর | ৬৮২ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ২৩২। | উপেন্দ্র সর্দার পাড়া | ৯৮৫ | ,, | ০.৩৩২ | ,, |
| ২৩৩। | ধূপছড়া | ৬৬৫ | ,, | ১.৬০ | ,, |
| ২৩৪। | আলাঙ্গা মোহন পাড়া | ৭০১ | ,, | ১.২১৪ | ,, |
| ২৩৫। | রইস মুড়া | ৫৬৬ | ,, | ১.৩০৫ | ,, |
| ২৩৬। | রামকমল পাড়া | ৭১১ | ,, | ১.৪৭৩ | ,, |
| ২৩৮। | নবচন্দ্র সর্দার পাড়া | ৮৮৩ | জিরানীয়া | ১.৩০৫ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ২৩৯। | দয়াচন্দ্র পাড়া | ৭৬২ | ঐ | ১.২০ | ঐ |
| ২৪০। | চন্দ্রপুর | ৫৭১ | ,, | ১.১৭১ | ,, |
| ২৪১। | সুভাষ নগর | ৭৭৭ | ,, | ০.৮৫১ | ,, |
| ২৪২। | বালুধুমা | ৮৭৬ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ২৪৩। | কেবরাম পাড়া | ৬৮৭ | ,, | ১.২ | ,, |
| ২৪৪। | রাধাকিশোর নগর | ৫০৫ | ,, | ১.২ | ,, |
| ২৪৫। | পটল কুমার চৌঃ পাড়া | ১৪৪ | মেলাঘর | ৩,৯২ | ,, |
| ২৪৬। | সুরঞ্জন চৌঃ পাড়া | ১৪১ | ,, | ১.১৫০ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪৭। | কুলুবাড়ী | ২৭ | ,, | ০.১৯৬ | ,, |
| ২৪৮। | বক্সনগর | ৯ | ,, | ১.৫৮৫ | ,, |
| ২৪৯। | কুধিন্দলা | ৬৭ | ,, | ১.৯৫ | ,, |
| ২৫০। | চৌমুহনী | ৪১ | ,, | ২.৯৫ | ,, |
| ২৫১। | খেদাবাড়ী | ৭৩ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ২৫২। | বালুরচর | ৬ | ,, | ১.৭৫ | ,, |
| ২৫৩। | কলমছড়া | ১৭ | ,, | ১.০৫ | ,, |
| ২৫৪। | তকসাপাড়া | ৩২ | ,, | ১.১৫ | ,, |
| ২৫৫। | পূর্ব জুমের ঢেপা | ৫৮ | ,, | ১.৫৫ | ,, |
| ২৫৬। | ওরমাই | ৮৭ | ,, | ১.০৫ | ,, |
| ২৫৭। | দক্ষিণ মনারচক | ১০৬ | ,, | ১.২ | ,, |
| ২৫৮। | আড়ালিয়া | ৭৫ | ,, | ১.৩ | ,, |
| ২৫৯। | পূর্ব নলছড় | ৩০ | ,, | ১.২ | ,, |
| ২৬০। | মেলাঘর | ৬৯ | ,, | ১.৭ | ,, |
| ২৬১। | শোভাপুর | ৮৩ | ,, | ১.০৩ | ,, |
| ২৬২। | পূর্ব জুমের ঢেপা | ৫৮ | ,, | ১.১ | ,, |
| ২৬৩। | মেলাঘর জুবরাজঘাট | ৬৯ | ,, | ১.১০ | ,, |

বৈদ্যুতিক বিভাগ নং—৫,
কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা।

| ক্রমিক নং | বিদ্যুতায়িত গ্রামের নাম | সেনসাস কোড নং | ব্লকের নাম | এল টি লাইনের পরিমান কিঃ মিঃ | সন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। | বৈদ্যমোহন কারবারি পাড়া | ৫০৯ | কাঞ্চনপুর | ১.০০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ২। | জয় কুমারচৌঃ পাড়া | ৩৮৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩। | জয়মঙ্গল চৌঃ পাড়া | ৩৬৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪। | সধিমনি চৌঃ পাড়া | ৩০৮ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৫। | গুনধন চৌঃ পাড়া | ৩৪৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬। | দখিলা চৌঃ পাড়া | ৩৪৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭। | বিননজয় চৌঃ পাড়া | ৩০৭ | ,, | ০.০০ | ,, |
| ৮। | কেনারিয়া চৌঃ পাড়া | ৩৫৯ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৯। | শান্তিরাম চৌঃ পাড়া | ৩৬১ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১০। | রামপ্রসাদ চৌঃ পাড়া | ৩৮৭ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১১। | ঢেপাছড়া চৌঃ পাড়া | ২০৭ | ,, | ০.৫০ | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২। | নরেন্দ্রনগর | ১৬৭ | ,, | ১,২০ | ,, |
| ১৩। | গঙ্গারায় চৌঃ পাড়া | ১৮৫ | ,, | ০.২৫ | ,, |
| ১৪। | চন্দ্র কুমার চৌঃ পাড়া | ১৭০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫। | গৌবাঙ্গ রিয়াং পাড়া | ১৭৭ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১৬। | দাতারাম চৌঃ পাড়া | ১৭৮ | ,, | ০.৪০ | ,, |
| ১৭। | কালিয়া চৌঃ পাড়া | ১৯১ | ,, | ০.৯০ | ,, |
| ১৮। | জলিধন চৌঃ পাড়া | ১৭৯ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ১৯। | পদ্মলোচন চৌঃ পাড়া | ১৭৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২০। | হাংসাং | ৩৭২ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ২১। | চণ্ডিছড়া | ৩০৬ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ২২। | আন্তারাম চৌঃ পাড়া | ১৭৪ | কাঞ্চনপুর | ০.৭০ | |
| ২৩। | পঞ্চজয় চৌঃ পাড়া | ১৯৫ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ২৪। | গঙ্গারাম চৌঃ পাড়া | ১৮৪ | ঐ | ০.৫০ | ঐ |
| ২৫। | রিয়াং চৌঃ রিয়াং পাড়া | ৩৬৩ | ঐ | ২.০০ | ঐ |
| ২৬। | হালেম পাড়া | ৩৭০ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ২৭। | বাগান বাড়ী | ৩৩০ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ২৮। | পূর্বাজয় পাড়া | ৩০০ | সালেমা | ২.০০ | ঐ |
| ২৯। | কংসরাম রিয়াং পাড়া | ২০৬ | ঐ | ২.০০ | ঐ |
| ৩০। | মঙ্গলসিং পাড়া | ৩২৭ | ঐ | ১.০০ | ঐ |
| ৩১। | বীরমোহন রোয়াজা পাড়া | ৩১৩ | ঐ | ১,০০ | ঐ |
| ৩২। | রতিরাম রিয়াং পাড়া | ৩৪৭ | ঐ | ১.৩০ | ঐ |
| ৩৩। | গকুলনগর | ৩৫৬ | ,, | ০.৬০ | ,, |
| ৩৪। | বীরকুমার চৌঃ পাড়া | ৩৪৬ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ৩৫। | শ্রীরতন চৌঃ পাড়া | ৩৪৫ | ,, | ১.৭০ | ,, |
| ৩৬। | হরদাস রোয়াজা পাড়া | ৩৪১ | ,, | ১.৭০ | ,, |
| ৩৭। | টমসা রোয়াজা পাড়া | ৩৩৮ | ,, | ১.৬০ | ,, |
| ৩৮। | মরাছেড়া | ১৪৯ | কুমারঘাট | ১.২৫ | ,, |
| ৩৯। | জগাই কেসিয়া | ১৩৬ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ৪০। | নিবজয় চৌঃ পাড়া | ১৮৫ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ৪১। | মাজারাই রোয়াজা পাড়া | ২১১ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৪২। | জয়কর মোক্তার পাড়া | ৭৬ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ৪৩। | সিং সিদাং ছড়া | ১৮৪ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ৪৪। | গিরীশ চৌঃ পাড়া | ১৯৬ | ,, | ১.৩০ | ,, |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৫। | প্রহ্লাদ চৌ: পাড়া | ১৯৪ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৪৬। | দারিগুয় রোয়াজা পাড়া | ২২১ | ,, | ১.৬৩ | ,, |
| ৪৭। | পঞ্চুরাম চৌঃ পাড়া | ১৭১ | ,, | ১৭১ | ,, |
| ৪৮। | গোবর্দ্ধন চৌঃ পাড়া | ১৭৩ | ,, | ১.২৩ | ,, |
| ৪৯। | ধর্ম প্রসাদ ত্রিপুরা পাড়া | ১১৩ | কুমারঘাট | ১.৪০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ৫০। | মদতি পাড়া | ৪৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫১। | দেওয়াঞ্জয় চৌ:পাড়া | ৪৮৬ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ৫২। | আসামনি চৌ:পাড়া | ১১৯ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ৫৩ | ভীম হালাম পাড়া | ১৩৮ | ,, | ২.১০ | ,, |
| ৫৪। | নন্দ কারবারি পাড়া | ৩৮৯ | ছামনু | ১.৮০ | ,, |
| ৫৫। | বলতুই লুসাই পাড়া | ১৮০ | কাঞ্চনপুর | ১.৫০ | ,, |
| ৫৬। | বৃক্ষমনি চৌ:পাড়া | ১৯০ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৫৭। | বাসীরায় চৌ:পাড়া | ২৭০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫৮। | আমরাই বাড়ী | ৬৭৮ | সালেমা | ০.৮০ | ,, |
| ৫৯। | রাইমাবাড়ী চৌ:পাড়া | ৯১৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬০। | কৃষ্ণধন চৌ:পাড়া | ৯০৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬১ | বংসি চৌ:পাড়া | ২২৬ | কাঞ্চনপুর | ১.০০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ৬২। | আদিবাসি কলোনী | ৩৬২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬৩। | বসন্ত চৌ:পাড়া | ৩৬৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬৪। | কলিঞ্জয় চৌ:পাড়া | ১৯৯ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৬৫। | কোটার ডুয়াল পাড়া | ১৯৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৬৬। | নান্দুরাম চৌ:পাড়া | ২০০ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৬৭। | সরৎমনি পাড়া | ৫৭ | সালেমা | ১.৫০ | ,, |
| ৬৮। | নৈমাঞ্জির সর্দার পাড়া | ২২৩ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ৬৯। | সাইকার বাড়ী পাড়া | ৫৯ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ৭০। | গুরু পাড়া | ২০০ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ৭১। | বাড়ী শেখর পাড়া | ২০০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭২। | গাভীবন পাড়া | ৩৩৪ | ,, | ২.২০ | ,, |
| ৭৩। | রিয়াংবাড়ী চৌ:পাড়া | ৬০ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৭৪। | কাঞ্চারাম পাড়া | ৩০৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৫। | দুর্যধন দেববর্মা পাড়া | ৫০ | কুমারঘাট | ১.৫০ | ,, |
| ৭৬। | রামচরণ চৌ: পাড়া | ৮১ | কুমারঘাট | ১.০০ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ৭৭। | ভিঙ্গামুক্তার পাড়া | ৭৯ | ,, | ১.০০ | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৮। | নবকন্ত উজির পাড়া | ৮৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৯। | দাতাছড়া কালীবস্তী | ১৪৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮০। | শান্তমনি চৌঃ পাড়া | ১৯৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮১। | রাম চৌঃ পাড়া | ১৭৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮২। | রাজকুমার চৌঃ পাড়া | ২১০ | ,, | ১০০ | ,, |
| ৮৩। | কালাটিলা | ২৩২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮৪। | রিয়াং পাগলামি বাড়ী | ১০৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮৫। | মঙ্গল চৌঃ পাড়া | ১৬০ | ,, | ১.৭০ | ,, |
| ৮৬। | সূর্য রোয়াজা পাড়া | ৩৬৮ | ছামনু | ১.০০ | ,, |
| ৮৭। | পূর্ণকুমার রোয়াজা পাড়া | ৩২৯ | ,, | .৭৫ | ,, |
| ৮৮। | সোনাপুর ১০ | ৩৬০ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ৮৯। | বিজয়কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৭২ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৯০। | রাধা রিয়াং পাড়া | ২৭৫ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ৯১। | কর্নেল চৌঃ পাড়া | ২৪৪ | কুমারঘাট | ১.০০ | ১৯৯৫-৯৭ |
| ৯২। | কাশিনাথ নেপালি পাড়া | ৭৪৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৯৩। | তারক তালুকদার পাড়া | ০.৮০ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ৯৪। | অধিকারী চৌঃ পাড়া | ২৮৬ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ৯৫। | কৃষ্ণমণি তালুকদার | ২৮৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৯৬। | লালবাধন তালুকদার | ৩৬১ | ,, | ৩৬১ | ,, |
| ৯৭। | জয়চন্দ্র পাল | ৩১৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৯৮। | ধরমচন্দ্র পাড়া | ২৮৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৯৯। | ধরম সিং কারবারি পাড়া | ২৮৫ | ,, | ১.৯০ | ,, |
| ১০০। | দুর্গমবাড়ী | ১২৪ | ,, | পানিসাগর | ,, |
| ১০১। | কুকীমালা পাড়া | ১৬১ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ১০২। | হাফলং রোয়াজা পাড়া | ১১৬ | ,, | ১ ৫০ | ,, |
| ১০৩। | পদ্মবিল | ১৪৩ | পানিসাগর | ১.০০ | ১৯৯৬-৯৭ |
| ১০৪। | পদ্মবিল | ১৩৯ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ১০৫। | দেওছড়া | ১২৯ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১০৬। | পদ্মবিল | ১৩৭ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১০৭। | কালাগাঙ্গের পাড় | ৫১ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ১০৮। | হরিণাছড়া | ১১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৯। | পিয়ারছড়া | ৩৩ | ,, | ৩.৫০ | ,, |
| ১১০। | রাধানগর | ৬০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১১। | ডলুকান্দি | ৬৩ | ,, | ৩.৭৫ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১২। কালাছড়া | ৬৫ | ,, | ৩.৫০ | ,, |
| ১১৩। তুরুয়া | ৬৯ | " | ০.৭৫ | ,, |
| ১১৪। শ্রীধরপুর | ৭১ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১১৫। জানিরাখা | ৯২ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১১৬। বিষ্ণুপুর | ১৫ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১১৭। মহেশপুর | ১২ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ১১৮। কানাইপাড়া | ১৪৫ | সালেমা | ১.০০ | ,, |
| ১১৯। কুচাইনালা | ৭১ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ১২০। হারের খোলা | ৩৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২১। পাগলাবাড়ী | ৭৮ | ,, | ১.১০ | ,, |
| ১২২। পূর্বহোলালবাড়ী | ৩৫ | ,, | ১.২ | ,, |
| ১২৩। দক্ষিণ মানিকভাণ্ডার | ১২১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২৪। সালেমা বাজার | ২১৫ | ,, | ০.২০ | ,, |
| ১২৫। কালাছড়ি কলোনী নং ৩ | ৩৯ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১২৬। ডুমাছড়া | ২৭২ | ছামনু | ১.০০ | ,, |
| ১২৭। মনু ক্রসিং | ২৭৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২৮। ছৈলেংটা | ৩২৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২৯। ছামনু বাজার | ৩৭১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩০। সাইদারপুর | ১৬৫ | কুমারঘাট | ০.৭৫ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ১৩১। ফটিকরায় বাজার | ১৫৪ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ১৩২। চণ্ডিপুর | ৫৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৩। বিলাসপুর | ১২৪ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১৩৪। ভদ্রপল্লী | ৪৮ | ,, | ১.০৩ | ,, |
| ১৩৫। কাঞ্চনবাড়ী | ১৯১ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১৩৬। খাতরাবিল | ৯ | ,, | ১.৫০ | ,, |
| ১৩৭। কিনাইরছের | ৫৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৮। ত্রিগোরাম পাড়া | ২৯৩ | ,, | ২.৫৪ | ,, |
| ১৩৯। নবীন ছেড়া | ২২২ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ১৪০। নন্দীরাম চৌঃ পাড়া | ২৬০ | কাঞ্চনপুর | ১.০০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ১৪১। দোপ্তাছড়া | ২৮০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪২। পেচারথল | ২২৭ | ,, | ০.৮৫ | ,, |
| ১৪৩। শান্তিপুর | ২৮১ | ,, | ১.৩২ | ,, |
| ১৪৪। ধনীছড়া | ৩১৮ | ,, | ০.৯ | ,, |
| ১৪৫। লক্ষীপুর | ৩৪২ | ,, | ১.১৩ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৪৬। গৌরীশঙ্কর পাড়া | ৩৩৭ | ,, | ১.১৫ | ,, |
| ১৪৭। ভাটি মাছমারা | ৬৬ | ,, | ১.৬০ | ,, |
| ১৪৮। ঈশানচন্দ্র পাড়া | ২৮৮ | কুমারঘাট | ১.৩০ | ,, |
| ১৪৯। আশাম বাড়ী | ৯০৯ | ,, | ২.১ | ,, |
| ১৫০। পাবিয়ামুড়া কলোনী | ১৮১ | ,, | ১.৪০ | ,, |
| ১৫১। কালামা চৌঃ পাড়া | ৯১২ | সালেম | ১.০০ | ,, |
| ১৫২। লংকাজয় চৌঃ পাড়া | ৯২৩ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৫৩। চাকলা চৌঃ পাড়া | ৯১৫ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ১৫৪। রাধাসিং রোয়াজা পাড়া। | ৮৮০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫৫। রাইমারাই চৌঃ পাড়া | ৯১৩ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ১৫৬। বাটরায় পাড়া | ৩২০ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১৫৭। রামজয় চৌঃ পাড়া | ১১৮ | ,, | ১.৭৫ | ,, |
| ১৫৮। বাউলিয়া বস্তি | ২৮৮ | সালেমা | ১.৪০ | ,, |
| ১৫৯। কচুছড়া | ২৩৫ | ,, | ০.৭৫ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ১৬০। পূর্ব মানিক ভাণ্ডার | ৭৪ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ১৬১। মালয়া | ১২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৬২। পঞ্চবটী | ৪২ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ১৬৩। কাঞ্চনপুর | ২৯০ | ,, | ১.৮০ | ,, |
| ১৬৪। দক্ষিণ নালিছড়া | ২৬০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৬৫। পানলুয়া | ১৫৬ | ,, | ০.৫৬ | ,, |
| ১৬৬। দারাং | ৭৩ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ১৬৭। কাইমাছড়া | ১২২ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ১৬৮। রামদুর্লভপুর | ১৮৮ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ১৬৯। বলিষ্টমনিপাড়া | ১৪১ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ১৭০। অর্জুন দেববর্মা পাড়া | ৩৩১ | ছামনু | ৩.৬৫ | ,, |
| ১৭১। শনিয়মা | ২৯৩ | ,, | ৩.৫০ | ,, |
| ১৭২। বিনোদ দেববর্মা পাড়া | ৩০৫ | ,, | ০.৩৭ | ,, |
| ১৭৩। মঙ্গলবল্লভ রোয়াজা পাড়া | ৩০০ | ,, | ১.০৩ | ,, |
| ১৭৪। নরেন্দ্র তালুকদার পাড়া | ৫০৮ | ,, | ৩.৩৮ | ,, |
| ১৭৫। চিত্রা সেন রোয়াজা পাড়া | ২৯৬ | ,, | ০.৪০ | ,, |
| ১৭৬। বিরেন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ২৭৮ | ,, | ০.৫২ | ,, |
| ১৭৭। ঘাটালকোচ কারবারি পাড়া | ২৭৬ | ,, | ১.২৪ | ,, |
| ১৭৮। করণ ছেড়া | ২৪৬ | ,, | ০.৮১ | ,, |
| ১৭৯। ময়না রোয়াজা পাড়া | ২৪৭ | ,, | ৩.২৭ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮০। | পশ্চিম গাছসিছড়া কলোনী | ২৪৪ | ০'৫৪ | ,, |
| ১৮১। | নালকাটা | ২১৮ | ১'০০ | ,, |
| ১৮২। | বুধপুর কলোনী | ২০৫ | ১'০০ | ,, |
| ১৮৩। | ছৈলেংটা | ৩৮৬ | ১'০০ | ,, |
| ১৮৪। | বঙ্গামুড়া | ২৫১ | ৩'৮৮ | ,, |
| | | | ৪৩'৩২ কিঃ মিঃ | |

বৈদ্যুতিক বিভাগ নং —৬,
উদয়পুর, দঃ ত্রিপুরা।

| ক্রমিক নং | বিদ্যুতায়িত গ্রামের নাম | সেন্সাস কোর্ড নং | ব্লকের নাম | এস, টি, লাইনের পরিমান কিঃ মিঃ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | উদ্রাছুই মগপাড়া | ৪৪৪ | বগাফা | ১.০০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ২। | মানিক ধনপাড়া | ৪৪২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩। | রাইলো মগপাড়া | ৩৩২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৪। | সখীচন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৫১২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৫। | সতীশচন্দ্র পাড়া | ৫১৬ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৬। | রাজধন পাড়া | ৩৭৪ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৭। | ভাগ্যচন্দ্র পাড়া | ৩৭৫ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৮। | বালাজয় পাড়া | ৩৭৬ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৯। | শিবচন্দ্র পাড়া | ৩৭৮ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১০। | চন্দ্রসিংহ পাড়া | ৫৩৫ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১১। | অবিন্দ রোয়াজা পাড়া | ৫৩২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১২। | দিনকুমার পাড়া | ৩৭৭ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৩। | কালাচান্দ বৈদ্যপাড়া | ১৭১ | ,, | ১'৫০ | ,, |
| ১৪। | রাইজুথা | ৩৭৩ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৫। | সাস্থামনি পাড়া | ৩৯০ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৬। | বালাকুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৯৩ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৭। | হরিধন পাড়া | ৩৬৪ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৮। | ঈশান বাড়ী | ৩৮৯ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১৯। | পিলাক সিং চৌঃ পাড়া | ৩৯৬ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ২০। | দাস্তাকুমার রোয়াজা পাড়া | ৫৩৭ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ২১। | সূর্য্যকুমার রোয়াজা পাড়া | ৬২৩ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ২২। | নতুন রোয়াজা পাড়া | ৫১০ | ,, | ১'০০ | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩। | পদ্মকুমা'র পাড়া | ৮৬৮ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ২৪। | শ্রীবাড়ী | ৫৪৩ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ২৫। | কুমারচন্দ্র মাধব পাড়া | ৫৬৭ | বগাফা | ১.০০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ২৬ | অলিকুমার রোয়াজা পাড়া | ৫১১ | ঐ | ১,০০ | ,, |
| ২৭। | শরৎচন্দ্র পাড়া | ৫১৮ | ,, | ১,০০ | ,, |
| ২৮। | গঙ্গাধর ত্রিপুরা পাড়া | ৬১৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ২৯। | হারিক্য মগ পাড়া | ৪৮৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩০। | সতীশচন্দ্র পাড়া | ৫২২ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ৩১। | নারদচন্দ্র পাড়া | ৪৭৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩২। | তৈবাগলাই জমাতিয়া পাড়া | ২০৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩৩। | তকসা চৌ: পাড়া | ৩০২ | অমরপুর | ১.৭০ | ,, |
| ৩৪। | সূর্যাহাম চৌ: পাড়া | ৩৩৮ | ,, | ১.৪৭ | ,, |
| ৩৫। | বক্কারয় চৌ: পাড়া | ২৭৫ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ৩৬। | হরিপুর বাঙ্গালী পাড়া | ১৭১ | ,, | ১.৭০ | ,, |
| ৩৭। | বন বাহার দেববর্মা পাড়া | ১৬৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩৮। | শান্তমু চৌ: পাড়া | ২৪৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৩৯। | করইমুড়া বাড়ী | ৮ | মাতাবাড়ী | ০.৫০ | ,, |
| ৪০। | হাকপুলম কুকী পাড়া | ১৯৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪১। | ছাইলাক বাড়ী | ৩২ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ৪২। | কাওয়ামুড় ধূপ | ৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪৩। | মতিগাঙ্গ বাড়ী | ১৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪৪। | কাটিগাঙ্গ বাড়ী | ১৫০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪৫। | উটাইহা রিয়াং পাড়া | ২৪৪ | রাজনগর | ১.০০ | ,, |
| ৪৬। | অনন্ত কুমার রোয়াজা পাড়া | ১৪৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪৭। | ধরম সিং পাড়া | ২৬১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৪৮ | পূর্ণচন্দ্র পাড়া | ৪৪৩ | বগাফা | ১.০০ | ,, |
| ৪৯। | পাঞ্জিহাম বাড়ী | ৬১০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫০। | তীর্থরায় চৌ: পাড়া | ৩৩৬ | অমরপুর | ১.০০ | ,, |
| ৫১। | রামবাবু চৌ: পাড়া | ৩৩৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫২। | হরিধর রোয়াজা পাড়া | ১০৬ | ডম্বুরনগর | ১.৬০ | ১৯৯৩-৯৪ |
| ৫৩। | প্রবীর চৌ: কারবারি পাড়া | ৯৮ | ,, | ৩.৩০ | ,, |
| ৫৪। | রামজয় চৌ: পাড়া | ২৯২ | ,, | ১.০০ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ৫৫। | গম্ভিরায় বাড়ী | ৩০০ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৫৬। | শরৎজয় চৌঃ পাড়া | ২৯১ | ,, | ১,০০ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫৭। ডাম্পিরায় রিয়াং পাড়া | ১৩৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৫৮। ননীনাজ বাড়ী | ২৪৬ | ,, | ১.৫ | ,, |
| ৫৯। বেরহাম চৌ: পাড়া | ২৪৮ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ৬০। দশমী চৌ: পাড়া | ২৯৩ | ,, | ১.০০ | " |
| ৬১। মুড়ালিং কারবারি পাড়া | ৩৫৫ | ,, | ১.০০ | " |
| ৬২ মহিমচন্দ্র মরশুম পাড়া | ১৪৪ | ,, | ১.০০ | " |
| ৬৩। খেলারাম বাড়ী | ৫৩৯ | .. | ১.০০ | .. |
| ৬৪। কুমারগ পাড়া | ৪৪০ | ,, | ১.২৫ | " |
| ৬৫। যোগরাম কারবারি পাড়া | ৪০২ | ,, | ১.২৫ | " |
| ৬৬। মনচন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৪৩০ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৬৭। বগারাম চৌ: পাড়া | ৩০৫ | ,, | ১,০০ | ,, |
| ৬৮। চণ্ডী চৌ: পাড়া | ২৯৯ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ৬৯। চম্পাখা চৌ: পাড়া | ৩৪৭ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ৭০। সিন্ধুকুমার চৌ: পাড়া | ৩৫৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭১। প্রসন্ন রোয়াজ পাড়া | ৩৫৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭২। বাহাত্তর রোয়াজা পাড়া | ৩৫৯ | বগাফা | ১.০০ | ,, |
| ৭৩ দেবকৃষ্ণ রোয়াজা পাড়া | ৬২০ | ,, | ১,০০ | ,, |
| ৭৪। পদজাচন্দ্র পাড়া | ৫১৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৫। দেবারয় পাড়া | ৩৬৬ | বগাফা | ১.০০ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ৭৬। জগমগ পাড়া | ৩৩৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৭। হাইচন্দ্র ওচাই পাড়া | ৫৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৭৮। ওক্ষিরাম পাড়া | ৬১১ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৭৯। রামকান্তি রোয়াজা পাড়া | ৬১৮ | ,, | ০.৫০ | ,, |
| ৮০। হরিকুমার রোয়াজা পাড়া | ৬১৯ | ,, | ০.৭৫ | ,, |
| ৮১। নবকুমার পাড়া | ৬২৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮২। মানিকধন পাড়া | ৪৬৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮৩। সিন্ধরাই পাড়া | ৪৯৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ৮৪। অম্লরাম রিয়াং পাড়া | ১৭৯ | ,, | ০.৪৫ | ,, |
| ৮৫। গঙ্গারাম রিয়াং পাড়া | ৩৫৮ | ,, | ০.৭০ | ,, |
| ৮৬। গর্জি বাজার | ৭৭ | মাতাবাড়ী | ১.০০ | ,, |
| ৮৭। সাক্রুম | ৬৯ | সাতচাঁন্দ | ১.০০ | ,, |
| ৮৮। রাজনগর | ২৮২ | রাজনগর | ১.২৫ | ,, |
| ৮৯। এস, বি; সি, নগর | ২২৭ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ৯০। মহামায়া বাড়ী | ৬৬২ | ,, | ১.০০ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯১। সরসীমা | ২২২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৯২। অভয়নগর | ৩৬৭ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৯৩। মির্জাপুর | ২২১ | ,, | ০'৫০ | ,, |
| ৯৪। বৃদ্ধনর্ম কাইপুং পাড়া | ১৪৮ | অমরপুর | ১' ২ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ৯৫। লক্ষণজয় চৌঃ পাড়া | ৩০৩ | ,, | ১' ২ | ,, |
| ৯৬। বৃদ্ধিহাম চৌঃ পাড়া | ৩১৯ | ,, | ০' ৬ | ,, |
| ৯৭। তাকিস কলই পাড়া | ১৪৭ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৯৮। বইথং হ্রাই রিয়াং পাড়া | ২১৯ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ৯৯। অলিরায় রিয়াং পাড়া | ২১২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১০০। গঙ্গাপ্রসাদ পাড়া | ২১৬ | ,, | ১'০০ | .. |
| ১০১। মিহির কারবারি পাড়া | ৩৬১ | অমরপুর | ১.০০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ১০২। সিন্ধু জয় চৌঃ পাড়া | ৩৫৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৩। আত্মারাম চৌঃ পাড়া | ২৪৫ | ,, | ০.২০ | ,, |
| ১০৪। চণ্ডিরাম রিয়াং পাড়া | ১৭৯ | ,, | ০.২০ | ,, |
| ১০৫। কর্মচন্দ্র মরশুম পাড়া | ১৭৫ | ,, | ০.৮০ | ,, |
| ১০৬। লিখা বাহাদুর মরশুম বাড়ী | ১৮৯ | ,, | ১.২০ | ,, |
| ১০৭। কাশীচন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া | ১৬৯ | ,, | ০.৪০ | ,, |
| ১০৮। সামান্য চৌঃ পাড়া | ১৩৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১০৯। চন্দ্রহংস রোয়াজা পাড়া | ৪৩৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১০। ধনঞ্জয় চৌঃ পাড়া | ৩০১ | ,, | ১.২৫ | ,, |
| ১১১। সাতারাম চৌঃ পাড়া | ২৯৮ | ,, | ১.২৩ | ,, |
| ১১২। ভার্গাক সমতল রিয়াং পাড়া | ২৮৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৩। রামপুর সমতল রিয়াং পাড়া | ২৬৭ | ,, | ১.৩০ | ,, |
| ১১৪। গুলামকলি কারবারি পাড়া | ৩৬৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৫। অম্পিনগর বাঙ্গালী পাড়া | ১.০৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৬। বীরগঞ্জ সমর্তন বাঙ্গালী পাড়া | ২৭৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৭। পূর্বরিয়া জমাতিয়া পাড়া | ২৯০ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৮। তিনঘরিয়া | ২৩৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১১৯। রামপুর জমাতিয়া পাড়া | ২৬৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২০। দেববাড়ী | ২৬৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২১। দেববাড়ী রিয়াং পাড়া | ২৭০ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১২২। আমারি বাড়ী | ৩১ | ,, | ১'৪০ | ,, |
| ১২৩। সিংহরাম জমাতিয়া পাড়া | ১৭২ | ,, | ১'০০ | ,, |
| ১২৪। মাধি লাল জমাতিয়া পাড়া | ৩৯৯ | .. | ১'০০ | .. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২৫ । | শান্তিমনি পাড়া | ৩৫৩ | বগাফা | ১.০০ | ,, |
| ১২৬ । | রবিদাস রিয়াং পাড়া | ৩৬৫ | বগাফা | ১.০০ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ১২৭ । | চন্দ্রকুমার পাড়া | ৪৪১ | ,, | ২.০০ | ,, |
| ১২৮ । | কুমার রোয়াজা পাড়া | ৪৯৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১২৯ । | কাঞ্চননগর | ১৬৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩০ । | কুমারঘাট | ৪০১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩১ । | মুহুরীপুর | ৪২২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩২ । | আমলীঘাট | ২১ | সাতচাঁন্দ | ১.০০ | ,, |
| ১৩৩ । | শ্রীনগর | ১৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৪ । | মনুবাজার | ৪৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৫ । | জলেফা | ৫৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৬ । | গেঁয়াচান্দ | ৬৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৭ । | ফুলছড়ি | ৩৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৮ । | ববাবিল | ৭২ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৩৯ । | সাউথ শ্রীনগর | ৩২১ | রাজনগর | ১.০০ | ,, |
| ১৪০ । | নর্থ শ্রীনগর | ৩১৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪১ । | নর্থ বরাজমুড়া মুসলিম পাড়া | ৩০৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪২ । | দক্ষিণ ভরতচন্দ্র নগর | ১১৩ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৩ । | বেঙ্গয়া | ১১৭ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৪ । | কমলপুর | ৩১৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৫ । | মতাই | ৬২৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৬ । | পিত্রা | ৫৩ | মাতাবাড়ী | ১.০০ | ,, |
| ১৪৭ । | পাতরামুড়া | ৭১ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৮ । | গামারিয়া | ১০৯ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৪৯ । | সিমসিমা | ৭৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫০ । | জামজুরি | ৬৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫১ । | মহারাণী | ১০৬ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫২ । | রাজনগর | ৫৪ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫৩ । | কলাবন | ৭৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫৪ । | ফোটামাটি | ৫৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫৫ । | তুলা পুষ্করিনি | ১৭৮ | ,, | ১.০০ | ,, |
| ১৫৬ । | ছত্রা | ১৬৫ | ,, | ১.০০ | ,, |
| | | | | ৬৫.৬০ | কিলোমিটার |

Admitted Un-starred Question No.2

Name of Member :— **Shri Sudhan Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১। ১৯৭১ সালের সার্ভে অনুসারে রাজ্যে মোট কয়টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল ?

২। উক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কয়টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি গ্রাম বাকী আছে ?

৩। যে সমস্ত গ্রামে এখনো বৈদ্যুতিকরণ করা হয় নাই বা বাকী আছে সেই সমস্ত গ্রামের নাম সহ ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

**উত্তর**

১। ১৯১১ সালের সার্ভে অনুসারে রাজ্যে মোট ৪৭২৭টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করার জন্য চিহ্নিত করা হয়।

২। এর মধ্যে ৩৬৪০টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। আরও ১০৮৭টি গ্রাম বাকী আছে।

৩। বিদ্যুতারিত হয়নি এমন গ্রামের নাম "ব্লক ভিত্তিক হিসাব "সংযোজন ক" দেওয়া হল।

সংযোজন—ক ( ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎহীন গ্রামের তালিকা )

| ক্রমিক | ব্লকের নাম | ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে বিদ্যুৎহীন গ্রামের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ক) | **পশ্চিম ত্রিপুরা** | |
| ১। | খোয়াই | ১০২ |
| ২। | তেলিয়ামুড়া | ২৭৭ |
| ৩। | জিরানীয়া | ১৭১ |
| ৪। | মোহনপুর | ৯৮ |
| ৫। | বিশালগড় | ১৪৪ |
| ৬। | মেলাঘর | ৮ |
| ৭। | সালেমা (অংশ) | ৩৮ |
| খ) | **উত্তর ত্রিপুরা** | |
| ১। | কাঞ্চনপুর | ৩৩ |
| ২। | পানিসাগর | [illegible] |
| ৩। | কুমারঘাট | ৩ |
| ৪। | ছামনু | ১০৪ |
| ৫। | সালেমা | ৬ |
| গ) | **দক্ষিণ ত্রিপুরা** | |
| ১। | মাতাবাড়ী | ২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২ । | বগাফা | ১০ |
| ৩ । | রাজনগর | × |
| ৪ । | সাতচাঁদ | ৭ |
| ৫ । | অমরপুর | ৩৮ |
| ৬ । | ডম্বুরনগর | ৪৬ |
| | | মোট ১০৮৭ |

ব্লকের নাঃ :— খোয়াই

| ক্রমিক সংখ্যা | ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৩১-৩-৯৬ ইং পর্য্যন্ত বিদ্যুতায়িত হয়নি এমন গ্রামের সংখ্যা। | সেন্সাস কোড নং |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ । | যুধিষ্ঠির চৌধুরী পাড়া | ৭৩ |
| ২ । | নয়ানী বাড়ী | ৬৫ |
| ৩ । | চন্দদাস বৈষ্ণব বাড়ী | ৫৭ |
| ৪ । | দীনবন্ধু সর্দার পাড়া | ৬৪ |
| ৫ । | কাওয়ার বাসা পাড়া | ১৯১ |
| ৬ । | নব কুমার চৌঃ পাড়া | ৫৫ |
| ৭ । | জীতাছড়া | ১৭৮ |
| ৮ । | কল্যান মানিক পাড়া | ১৯২ |
| ৯ । | বিশ্বনাথ সেপাই পাড়া | ১৯৩ |
| ১০ । | দফাদার পাড়া | ১৪ |
| ১১ । | কৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ১৬ |
| ১২ । | গুজান ত্যাগ বাড়ী | ১৭ |
| ১৩ । | বড় জাবুরা | ১৮ |
| ১৪ । | পুরান ত্যাগবাড়ী | ১৫ |
| ১৫ । | বংশীরাম দেববর্মা বাড়ী | ২৫ |
| ১৬ । | চানবাড়ী | ২১ |
| ১৭ । | নবীর ঠাকুর পাড়া | ২৯ |
| ১৮ । | রাম গোবিন্দ চৌঃ পাড়া | ৩২ |
| ১৯ । | মঙ্গল চৌঃ পাড়া | ৩৫ |
| ২০ । | গগন চৌঃ পাড়া | ৪০ |
| ২১ । | ঈশ্বর চন্দ্র পাড়া | ৪৪ |
| ২২ । | নুতন তুই মড়িয়া বাড়ী | ২৮ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৩ । | কুমার বাড়ী | ৭৬ |
| ২৪ । | হরি জমাদার বাড়ী | ০৪ |
| ২৫ । | রাম যত্ন পাড়া | ০৮ |
| ২৬ । | গোবিন্দ চৌঃ পাড়া | ০৯ |
| ২৭ । | উদয় চৌঃ পাড়া | ১১ |
| ২৮ । | মেগ্রা বাড়ী | ০২ |
| ২৯ । | রাজবংশী বাড়ী | ২৫৩ |
| ৩০ । | ধনসিং বাড়ী | ২৬২ |
| ৩১ । | বৈশাখ রায় বাড়ী | ২৬০ |
| ৩২ । | পপ সিং বাড়ী | ২৩৩ |
| ৩৩ । | রামনারায়ন বাড়ী | ২৪১ |
| ৩৪ । | ভারত সর্দার পাড়া | ২৬২ |
| ৩৫ । | অতন্ত্র বাড়ী | ২৩২ |
| ৩৬ । | গোলক বাড়ী | ২৪৫ |
| ৩৭ । | হরিরাম বাড়ী | ২৪৬ |
| ৩৮ । | রাম গোপাল বাড়ী | ২৪০ |
| ৩৯ । | লেংটা বাড়ী বস্তি | ২৪৮ |
| ৪০ । | চন্দ্র সর্দার বাড়ী | ২৪৯ |
| ৪১ । | মনাই বাড়ী | ২৫০ |
| ৪২ । | জয়রাম বস্তি | ২১৩ |
| ৪৩ । | শিকারী বাড়ী বস্তি | ২১৫ |
| ৪৪ । | নারায়ন বস্তি | ২১৯ |
| ৪৫ । | শশি কুমার বাড়ী | ২৬৪ |
| ৪৬ । | হরি চৌধুরী পাড়া | ২৬৫ |
| ৪৭ । | রাম সিং বাড়ী | ২৬৬ |
| ৪৮ । | নেতাজী চৌঃ পাড়া | ২৬৭ |
| ৪৯ । | নন্দ কুমার চৌঃ পাড়া | ২৬৯ |
| ৫০ । | সহদেব বৈষ্ণব বাড়ী | ২৭১ |
| ৫১ । | বংশী রাম বাড়ী | ২৭২ |
| ৫২ । | মধুরা বাড়ী | ২৭৬ |
| ৫৩ । | পূর্ব লক্ষ্মী বস্তি ছড়া | ৩০২ |
| ৫৪ । | বিশ্বমনি সেনাপতি পাড়া | ২৮৮ |
| ৫৫ । | চন্দ্রনাথ দেব পাড়া | ২৯০ |
| ৫৬ । | নব কুমার চৌঃ পাড়া | ২৯১ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫৭ । | বিশ্বরাম চৌঃ পাড়া | ২৯৪ |
| ৫৮ । | বৈরাগ্য দেব পাড়া | ২৯৫ |
| ৫৯ । | রোহি চৌঃ পাড়া | ২৯৬ |
| ৬০ । | উপেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ২৯৭ |
| ৬১ । | পূর্ণারথ দেব পাড়া | ২৯৮ |
| ৬২ । | পূর্ণ জমাদার বাড়ী | ২৯৯ |
| ৬৩ । | স্বখিয়া বাড়ি | ২৭৭ |
| ৬৪ । | কৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ১২৫ |
| ৬৫ । | ইড়ান কোব পাড়া | ১৩০ |
| ৬৬ । | ,, ,, ( নং-২ ) | ১৩১ |
| ৬৭ । | চাকমা বাড়ী | ১৮৩ |
| ৬৮ । | কালাটিলা লেন | ১৩২ |
| ৬৯ । | নবীন চৌঃ পাড়া | ১০২ |
| ৭০ । | ভারত সর্দার পাড়া | ১১১ |
| ৭১ । | মনি চৌঃ পাড়া | ১২৩ |
| ৭২ । | দীন দয়াল সর্দার পাড়া | ১২৭ |
| ৭৩ । | বলরাম চৌঃ পাড়া | ৩০৬ |
| ৭৪ । | নতুন মেলকা বাড়ি | ১২২ |
| ৭৫ । | ভানু রাম পাড়া | ১২৯ |
| ৭৬ । | রবি চৌঃ পাড়া | ২৯২ |
| ৭৭ । | হরকুমার চৌঃ পাড়া | ২৯৩ |
| ৭৮ । | ভাটি ময়দান | ১৮২ |
| ৭৯ । | টকচা বাড়ি | ১৮৫ |
| ৮০ । | ঈশ্বর সর্দার পাড়া | ১৮৮ |
| ৮১ । | ফুলকা বাড়ি | ১৭২ |
| ৮২ । | দারজিলিং বাড়ী | ১৭৬ |
| ৮৩ । | নিশিকান্ত কুবরা বাড়ী | ১৭৭ |
| ৮৪ । | মিন্টুক বাড়ী | ১৪৩ |
| ৮৫ । | কুচা ছড়া | ১৫৯ |
| ৮৬ । | পুরন ইচা ছড়া | ১৬৭ |
| ৮৭ । | ইচা ছড়া | ১৬৮ |
| ৮৮ । | কিরিট চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ১৭৯ |
| ৮৯ । | রাম রতন চৌঃ পাড়া | ১৮০ |
| ৯০ । | ফুলতলী | ৯৬ |

| | |
|---|---|
| ৯১। উজান ফুলতলী | ৯৭ |
| ৯২। চন্দ্র কুমার চৌঃ পাড়া | ২৭৬ |
| ৯৩। ভক্ত রাম চৌঃ পাড়া | ২৮০ |
| ৯৪। সুরেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৮৯ |
| ৯৫। গঙ্গামনি পাড়া | ১৯৬ |
| ৯৬। উত্তলা বাড়ী | ১৮২ |
| ৯৭। বিষ্ণু রাম সেপাই পাড়া | ১৫৬ |
| ৯৮। দয়ারাম চৌঃ পাড়া | ১৬১ |
| ৯৯। মানিক চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ১৬২ |
| ১০০। জনধন বাড়ী | ১৬৯ |
| ১০১। প্রিয়া চৌঃ পাড়া | ১৭১ |
| ১০২। রামবরন চৌঃ পাড়া | ১৮৩ |

ব্লকের নামঃ — তেলিয়ামুড়া।

| | |
|---|---|
| ০১। নিশান পাড়া | ৩১৪ |
| ০২। গয়ামনি পাড়া | ৩১৬ |
| ০৩। মুদের বাড়ি | ৩০১ |
| ০৪। রাধারমন পাড়া | ৪১৩ |
| ০৫। মেলকা বাড়ী | ৩১১ |
| ০৬। দীন দয়াল বাড়ী | ৩১৯ |
| ০৭। নেংলং বাড়ী | ৩৩৪ |
| ০৮। গরু বাড়ী | ৩০৯ |
| ০৯। সোনাছড়া | ৪২৬ |
| ১০। রাজ মোহন পাড়া | ৪২৫ |
| ১১। ভদ্রাই লোনামুখি পাড়া | ৪৫৮ |
| ১২। নতুন গয়াং পাড়া | ৪৬১ |
| ১৩। পশ্চানন বাড়ী | ৪৪৯ |
| ১৪। পূর্ন গয়া পাড়া | ৪৫৯ |
| ১৫। জয় নারায়ন বাড়ী | ৪৫৩ |
| ১৬। জয় কোবরা বাড়ী | ৪২৮ |
| ১৭। হরি বল্লব পাড়া | ৫১৯ |
| ১৮। বলরাম বাড়ী | ৬৬৫ |
| ১৯। ললিত দাস বৈষ্ণব বাড়ী | ৬৭০ |
| ২০। ধনীরাম দেববর্মা পাড়া | ৬৭২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২১ । | দেবেন্দ্র পাড়া | ৬৮৯ |
| ২২ । | কাঞ্চন পাড়া | ৬৭৩ |
| ২৩ । | পান্নুরাই চৌধুরী পাড়া | ৭০৩ |
| ২৪ । | দেওয়ার সর্দার পাড়া | ৭২৯ |
| ২৫ । | কুনচক বাড়ী | ৩৭৯ |
| ২৬ । | নিলপাদর বাড়ী | ৩৮৯ |
| ২৭ । | অদম্য চৌ : পাড়া | ৩৯০ |
| ২৮ । | বসুরাম চৌঃ পাড়া | ৩৯২ |
| ২৯ । | কসুম চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৩৯৫ |
| ৩০ । | রামধন কোবরা পাড়া | ৬৬৩ |
| ৩১ । | মহেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৬৮৪ |
| ৩২ । | ভারত চন্দ্র পাড়া | ৭৩১ |
| ৩৩ । | শরৎ দেববর্মা পাড়া | ৭৬৫ |
| ৩৪ । | লামফর বাড়ি | ৩৬৭ |
| ৩৫ । | ধনী রাম চৌঃ পাড়া | ৭১০ |
| ৩৬ । | গদাইবাড়ি | ৩৫১ |
| ৩৭। | বীর চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৩৫৩ |
| ৩৮ । | মহিম চৌঃ পাড়া | ৩৫০ |
| ৩৯ । | রামতুলাল বাড়ি | ৩৬৩ |
| ৪০ । | প্রকাশ চন্দ্র পাড়া | ৩৭৬ |
| ৪১ । | ব্রজেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৩৭৮ |
| ৪২ । | গঙ্গা চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৩৯৮ |
| ৪৩ । | পূর্ণ চৌঃ পাড়া | ৩৯৯ |
| ৪৪ । | ভারত চৌঃ পাড়া | ৪০০ |
| ৪৫ । | শিব চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৪২২ |
| ৪৬ । | সুন্দরাই পাড়া | ৪০১ |
| ৪৭ । | সোনারাম সর্দার পাড়া | ৪৮৫ |
| ৪৮ । | মনিপুরি কলোনী | ৪৮৮ |
| ৪৯ । | সোভন কোবরা পাড়া | ৩৫৫ |
| ৫০ । | অর্জুন কোবরা পাড়া | ৩৬১ |
| ৫১ । | রোহি চন্দ্র পাড়া | ৩৮৯ |
| ৫২ । | মহরম চৌঃ পাড়া | ৩৯৬ |
| ৫৩ । | বিশ্বমনি চৌঃ পাড়া | ৩১৭ |
| ৫৪ । | রৎ চন্দ্র পাড়া | ৪৮২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫৫। | নীল কৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ৪৯২ |
| ৫৬। | মন্ত্রি চৌঃ পাড়া | ৫০৬ |
| ৫৭। | রুবি চৌঃ পাড়া | ৫১২ |
| ৫৮। | মালং দয়াল পাড়া | ৪২৩ |
| ৫৯। | বকুল চৌঃ পাড়া | ৪৫৪ |
| ৬০। | রাম বাবু চৌঃ পাড়া | ৩৬০ |
| ৬১। | আনন্দ চৌঃ পাড়া | ৩৯১ |
| ৬২। | শুনক রাম চৌঃ পাড়া | ৭০৮ |
| ৬৩। | হরি কুমার চৌঃ পাড়া | ৪০৯ |
| ৬৪। | রাজ কৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ৩১০ |
| ৬৫। | চন্দ্র কমল পাড়া | ৭২০ |
| ৬৬। | উজান ভাটিয়া বাড়ী | ১৭১ |
| ৬৭। | বুধরাই চৌঃ পাড়া | ৩৭১ |
| ৬৮। | রাজ মোহন সাধু পাড়া | ৩৭৫ |
| ৬৯। | কুঞ্জকুমার চৌঃ পাড়া | ৩৮৬ |
| ৭০। | রবি চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৪৯৬ |
| ৭১। | কৃষ্ণ কুমার চৌঃ পাড়া | ৭১১ |
| ৭২। | কৃষ্ণ চৌঃ পাড়া | ৮০২ |
| ৭৩। | মাইরং বাড়ী | ৩৬৮ |
| ৭৪। | মাইচান বাড়ি | ৪০৪ |
| ৭৫। | গৌরাঙ্গ চৌঃ পাড়া | ৩৬৫ |
| ৭৬। | রাম কান্ত চৌঃ পাড়া | ৪১২ |
| ৭৭। | মগরাই চৌঃ পাড়া | ৪১৬ |
| ৭৮। | শ্যাম বাহাদুর পাড়া | ৪১৭ |
| ৭৯। | শিবা রাম চৌঃ পাড়া | ৪১৮ |
| ৮০। | মুচি রাই চৌঃ পাড়া | ৪১৯ |
| ৮১। | মোহন্ত সর্দার পাড়া | ৭০১ |
| ৮২। | বলকা চৌঃ পাড়া | ৭০২ |
| ৮৩। | গঙ্গা চরন চৌঃ পাড়া | ৭০৭ |
| ৮৪। | গোপীনাথ পাড়া | ৭৩৮ |
| ৮৫। | সতা রাম পাড়া | ৭৩৯ |
| ৮৬। | টুকুরাম | ৭৪২ |
| ৮৭। | মাতা রাম চৌঃ পাড়া | ৭৪২ |
| ৮৮। | নেন্তা কুমার রোজা পাড়া | ৭৩৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ১২৩ । | মিত্রজয় চৌঃ পাড়া | ৮৬১ |
| ১২৪ । | জীবনলালা ময়মুয় পাড়া | ৮৬২ |
| ১২৫ । | নবজয় পাড়া | ৮৬৩ |
| ১২৬ । | কর্ণরাম চৌঃ পাড়া | ৮৬৪ |
| ১২৭ । | ময়ারায় চৌঃ পাড়া | ৮৬৫ |
| ১২৮ । | রাজু ধন পাড়া | ৮৬৬ |
| ১২৯ । | সাজাই দেববর্মা পাড়া | ৮৬৮ |
| ১৩০ । | কৃষ্ণ মোহন দেববর্মা পাড়া | ৮৬৯ |
| ১৩১ । | বাধন সর্দার পাড়া | ৮৭০ |
| ১৩২ । | মং করাই পাড়া | ৮৭১ |
| ১৩৩ । | বক্সী রাই রিয়াং বাড়ী | ৮৭২ |
| ১৩৪ । | টকটা রাম রিয়াং পাড়া | ৮৭৩ |
| ১৩৫ । | গয়ারাম বাড়ি | ৮৭৫ |
| ১৩৬ । | গুনাশিং রোয়াজ্য বাড়ি | ৮৭৫ |
| ১৩৭ । | গোপা সেন রোয়াজা পাড়া | ৮৭৮ |
| ১৩৮ । | ভক্ত কুমার রোয়াজা পাড়া | ৮৮০ |
| ১৩৯ । | কৃষ্ণ রাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া | ৮৮১ |
| ১৪০ । | গয়াধন রোয়াজা পাড়া | ৮৮৭ |
| ১৪১ । | পবন চৌধুরী পাড়া | ৯২৯ |
| ১৪২ । | মোহন চৌঃ পাড়া | ৯২৮ |
| ১৪৩ । | অনন্ত চৌঃ পাড়া | ৯৩৪ |
| ১৪৪ । | জালিত রিয়াং পাড়া | ৬৭৯ |
| ১৪৫ । | লক্ষীরাই চৌঃপাড়া | ৭১২ |
| ১৪৬ । | মুক্তা সেপাই বাড়ি | ৭১৩ |
| ১৪৭ । | কলিন্দ্র বাড়ি | ৭১৪ |
| ১৪৮ । | মানিক চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৭১৬ |
| ১৪৯ । | দিয়া রাই পাড়া | ৭১৭ |
| ১৫০ । | রাজচন্দ্র দলপতি পাড়া | ৭১৮ |
| ১৫১ । | অধীর কুমার রোয়াজা পাড়া | ৭৩৭ |
| ১৫২ । | রোয়াজা বাড়ী | ৭৪০ |
| ১৫৩ । | নারান রিয়াং পাড়া | ৭৫৪ |
| ১৫৪ । | হামচাই রিয়াং পাড়া | ৭৫৫ |
| ১৫৫ । | স্বর্গমনি রিয়াং চৌঃ পাড়া | ৭৫৭ |
| ১৫৬ । | রাজচন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ৭৫৮ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৫৭। | রাইপুর সিং পাড়া | ৭৫৯ |
| ১৫৮। | নন্দকুমার পাড়া | ৭৬০ |
| ১৫৯। | পুর্নজয় চৌঃ পাড়া | ৭৬১ |
| ১৬০। | মং পুরাই পাড়া | ৭৬৩ |
| ১৬১। | কুঞ্জমোহন বস্তি | ৭৬৪ |
| ১৬২। | উপেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৭৬৫ |
| ১৬৩। | ঈশ্বর কান্ত পাড়া | ৭৬৬ |
| ১৬৪। | মাইচা রিয়াং পাড়া | ৭৬৭ |
| ১৬৫। | তোকারাম বাড়ী | ৭৬৮ |
| ১৬৬। | শিবচন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ৭৬৯ |
| ১৬৭। | হরি কৃষ্ণ সর্দার পাড়া | ৭৭০ |
| ১৬৮। | প্রিয়রাই চৌঃ পাড়া | ৭৭৩ |
| ১৬৯। | কুসুম চৌঃ পাড়া | ৭৭৪ |
| ১৭০। | কান্তি চৌঃ পাড়া | ৭৭৬ |
| ১৭১। | বিনদ চৌঃ পাড়া | ৭৭৭ |
| ১৭২। | দয়াল মানিক চৌঃ পাড়া | ৭৭৮ |
| ১৭৩। | হরিমোহন চৌঃ পাড়া | ৭৭৯ |
| ১৭৪। | শরৎ দেববর্মা পাড়া | ৭৮০ |
| ১৭৫। | চন্দ্র কুমার মরশুম পাড়া | ৭৮১ |
| ১৭৬। | বাহাদুর দেববর্মা পাড়া | ৭৮২ |
| ১৭৬। | মুক্তা চন্দ্র বাড়ী | ৭৮৩ |
| ১৭৭। | প্রকাশ চৌঃ পাড়া | ৭৮১ |
| ১৭৮। | রামকৃষ্ণ সর্দার পাড়া | ৭৮৫ |
| ১৭৯। | রাম বাহাদুর রিয়াং পাড়া | ৭৮৭ |
| ১৮০। | এল. মোহন মরসুম চৌঃ পাড়া | ৭৮৬ |
| ১৮১। | দেবেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৭৮৮ |
| ১৮২। | বৃথা চৌঃ পাড়া | ৭৮৯ |
| ১৮৩। | টবলা বাড়ী | ৭৯০ |
| ১৮৪। | মানিকলাল দেববর্মা পাড়া | ৭৯১ |
| ১৮৫। | কামিনী চৌঃ পাড়া | ৭৯২ |
| ১৮৬। | লক্ষ্মীচরণ চৌঃ পাড়া | ৭৯৩ |
| ১৮৭। | খিরোদ দেববর্মা পাড়া | ৭৯৪ |
| ১৮৮। | বিশ্ব রায় চৌঃ পাড়া | ৭৯৫ |
| ১৮৯। | রহিম চন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৭৯৬ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০। | কুমারি চৌঃ পাড়া | ৭৯৭ |
| ১৯১। | টালশীলা রিয়াং পাড়া | ৮০৯ |
| ১৯২। | চিকামদা রিয়াং চৌঃ পাড়া | ৭১২ |
| ১৯৩। | পূর্ণরাম রিয়াং পাড়া | ৮১৩ |
| ১৯৪। | কথারিয়া রিয়াং চৌঃ পাড়া | ৮২৭ |
| ১৯৫। | মানিক সর্দার পাড়া | ৮২৮ |
| ১৯৬। | কাছু চৌঃ পাড়া | ৮৩০ |
| ১৯৭। | ব্রজবাসী পাড়া | ৮৩৪ |
| ১৯৮। | কালিয়া বস্তি | ৮৩২ |
| ১৯৯। | বিশ্ব চৌঃ পাড়া | ৮৩৩ |
| ২০০। | খেলাপা চৌঃ পাড়া | ৮৩৪ |
| ২০১। | বিশ্বমনি দেববর্মা পাড়া | ৮৩৫ |
| ২০২। | শশী রাই রিয়াং জমাতিয়া পাড়া | ৮৩৭ |
| ২০৩। | দেওয়ানজী চৌঃ পাড়া | ৮৩৮ |
| ২০৪। | বীরবাসী চৌঃ পাড়া | ৮৩৯ |
| ২০৫। | শ্যাম রিয়া চৌঃ পাড়া | ৮৪২ |
| ২০৬। | পি রাই চৌঃ পাড়া | ৮৪০ |
| ২০৭। | বিশ্বরাম চৌঃ পাড়া | ৮৪২ |
| ২০৮। | কালীচরন চৌঃ পাড়া | ৮৩৪ |
| ২০৯। | নিরঞ্জয় চৌঃ পাড়া | ৮৩৫ |
| ২১০। | বীরভূম রিয়াং পাড়া | ৯৬৪ |
| ২১১। | কৃশ্চন্দ্র রিয়াং পাড়া | ৯৬৫ |
| ২১২। | ভোলাধন চৌঃ পাড়া | ৯৬৭ |
| ২১৩। | মান্ধাতা রিয়াং চৌঃ পাড়া | ৯৬৮ |
| ২১৪। | রামবাবু পাড়া | ৮০৫ |
| ২১৫। | বিশ্বম্ভর দেববর্মা পাড়া | ৮০৬ |
| ২১৬। | সুমন্ত দাস বৈষ্ণব পাড়া | ৮০৮ |
| ২১৭। | মৌলালী পাড়া | ৮১৬ |
| ২১৮। | ওয়াক লং পাড়া | ৭৯৯ |
| ২১৯। | ব্রজেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৬৬২ |
| ২২০। | বীর কুমার দেববর্মা পাড়া | ৬৬৯ |
| ২২১। | আশা রাম সর্দার পাড়া | ৬৮০ |
| ২২২। | ফেলরায় বাড়ি | ৬৯৪ |
| ২২৩। | সম্পাই পাড়া | ৭০৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ২২৪। | পদমোহন পাড়া | ৭০৬ |
| ২২৫। | শোভা রায় চৌঃ পাড়া | ৭৬৯ |
| ২২৬। | হরি কুমারী দেববর্মা পাড়া | ৯৭০ |
| ২২৭। | কুমারী দেববর্মা পাড়া | ৯৭১ |
| ২২৮। | হরি কুমার দেববর্মা পাড়া | ৯৭৫ |
| ২২৯। | প্রকাশ চন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ৯৭৬ |
| ২৩০। | রাম কান্ত দেববর্মা পাড়া | ৯৭৭ |
| ১৩১। | টায়াজা ঘর পাড়া | ৯৭৮ |
| ২৩২। | রাম চন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ৯৮৯ |
| ২৩৩। | চন্দনদাশ বৈষ্ণব বাড়ি | ৯৮০ |
| ২৩৪। | শোভা নন্দ দেববর্মা বাড়ি | ৯৮২ |
| ২৩৫। | রন্জিয়া দেববর্মা পাড়া | ৯৮৩ |
| ২৩৬। | নাকু রাই চৌঃ পাড়া | ৫০৫ |
| ২৩৭। | নাশিয়া বাড়ি | ৭৩২ |
| ২৩৮। | অশ্বিনী পাড়া | ৭৩৫ |
| ২৩৯। | সম্পাই পাড়া | ৭৩৬ |
| ২৪০। | রাম রা'য় বাড়ি | ৯৮৫ |
| ২৪১। | মান গুরু বাড়ি | ৬৮৩ |
| ২৪২। | কুটনা বাড়ি | ৬৫৪ |
| ২৪৩। | টবলী ত্রিপুরা বাড়ি | ৫৫৪ |
| ২৪৪। | তুহি চ্যা লং বাড়ি | ৬৫৪ |
| ২৪৫। | ধনা চাকমা যোগিনী পাড়া | ৫৫৮ |
| ২৪৬। | হরিশ সর্দার পাড়া | ৬১৬ |
| ২৪৭। | দয়া রাম সর্দার পাড়া | ৬১৭ |
| ২৪৮। | জন চন্দ্র সর্দার পাড়া | ৬৪০ |
| ২৪৯। | রাজ কুমার টীলা | ৬১৯ |
| ২৫০। | কৃষ্ণরাম রূপাং পাড়া | ৫৯৫ |
| ২৫১। | হরি কুমার চৌঃ পাড়া | ৫৯৭ |
| ২৫২। | করবাং পাড়া | ৬০১ |
| ২৫৩। | বীর চন্দ্র সর্দার পাড়া | ৬০৪ |
| ২৫৪। | ভক্ত চন্দ্র পাড়া | ৬০৭ |
| ২৫৫। | হরেন্দ্র দেবনাথ পাড়া | ৬১০ |
| ২৫৬। | মানিক রায় কালা পাড়া | ৬১১ |
| ২৫৭। | প্রকাশ সর্দার পাড়া | ৫৩৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৫৮। | অনন্ত দাস পাড়া | ৫৩৫ |
| ২৫৯। | বিদ্যা হাজারী পাড়া | ৫৪০ |
| ২৬০। | সাতাই পাড়া | ৫৪১ |
| ২৬১। | মোহন্ত সর্দার পাড়া | ৫৪২ |
| ২৬২। | রোহি চন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ৫৪৩ |
| ২৬৩। | তু ছংলং বাড়ী | ৫৪৫ |
| ২৬৪। | দুর্গাধন পাড়া | ৫৪৬ |
| ২৬৫। | রামবাবু পাড়া | ৫৫০ |
| ২৬৬। | ভক্তরাম চৌঃ পাড়া | ৫৫১ |
| ২৬৭। | সোনা রাম পাড়া | ৮৪৯ |
| ২৬৮। | কৃষ্ণ সর্দার পাড়া | ৮৭৬ |
| ২৬৯। | রোহি চন্দ্র পাড়া | ৭৩০ |
| ২৭০। | চন্দ্র বর্ধন পাড়া | ৭৩৩ |
| ২৭১। | কোষা চন্দ্র পাড়া | ৪৯৭ |
| ২৭২। | কামিনী দেববর্মা পাড়া | ৪৯৮ |
| ২৭৩। | শিকদার চৌঃ পাড়া | ৫০৫ |
| ২৭৪। | রবি রাম চৌঃ পাড়া | ৫০৭ |
| ২৭৫। | গদাই চৌঃ পাড়া | ৪৫৪ |
| ২৭৬। | শ্যাম সুন্দর পাড়া | ৫১৬ |
| ২৭৭। | ঈশ্বর দয়াল দেববর্মা পাড়া | ৭৫৬ |

**ব্লকের নাম :—জিরানীয়া।**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অদমজয়মুড়া | ৫২৩ |
| ২। | জারুল বাসাই | ৬৮০ |
| ৩। | বাঘ খোলা | ৭০৪ |
| ৪। | চন্দ্র সেনাপতি পাড়া | ৭১৬ |
| ৫। | চাঁন্দিদা পাড়া | ৭১৭ |
| ৬। | মদন কোবড়া | ৭২২ |
| ৭। | রাম পদ পাড়া | ৫১৮ |
| ৮। | কেশ বিরিয়া পাড়া | ৫১০ |
| ৯। | তুখি পাড়া | ৭২৪ |
| ১০। | সেনামোহন পাড়া | ৭২৬ |
| ১১। | বীর চন্দ্র ঠাকুর পাড়া | ৭২৯ |
| ১২। | কাঞ্চনাবাড়ী | ৭৩২ |
| ১৩। | সাংরা বাড়ী | ৭৩৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪। | চন্দ্র কোব্‌রা পাড়া | ৭৩৭ |
| ১৫। | কাশী কোব্‌রা পাড়া | ৭৪৮ |
| ১৬। | কেশ রামগারু পাড়া | ৭৪৯ |
| ১৭। | জগৎ রামপুর | ৭৫০ |
| ১৮। | দীননাথ ঠাকুর পাড়া | ৬৭০ |
| ১৯। | আখরা বাড়ী | ৬৮১ |
| ২০। | সরস্বয় চৌঃ পাড়া | ৬৮৮ |
| ২১। | বীর চন্দ্র ঠাকুর পাড়া | ৬১৪ |
| ২২। | বীর সর্দার পাড়া | ৬১৬ |
| ২৩। | ক্ষীতি রায় বাড়ী | ৯১১ |
| ২৪। | বুধা মুড়া | ৫২৬ |
| ২৫। | রঙ মুড়া | ৫২৭ |
| ২৬। | লেম্বু ছড়া | ৫২৮ |
| ২৭। | ধনরায় কোব্‌রা পাড়া | ৬৪৭ |
| ২৮। | নিশান সাধু পাড়া | ৬৫৪ |
| ২৯। | বলভী সর্দার পাড়া | ৬৫৫ |
| ৩০। | দীনবন্ধু পাড়া | ৬৫৭ |
| ৩১। | হরি সাধু পাড়া | ৬৬৩ |
| ৩২। | বিদ্যা সর্দার পাড়া | ৬৫৮ |
| ৩৩। | বালু ছাড়া | ৬৮৪ |
| ৩৪। | অঞ্জন পাড়া | ৭৯৩ |
| ৩৫। | বুধরায় পাড়া | ৮০৩ |
| ৩৬। | কৃষ্ণ পাড়া | ৮০৪ |
| ৩৭। | রামদুর্গা পাড়া | ৮০৬ |
| ৩৮। | কৃষ্ণ মোহন কোব্‌রা পাড়া | ৮০৭ |
| ৩৯। | কাশীপুর | ৫০৮ |
| ৪০। | মরীম্মনগর | ৫১২ |
| ৪১। | রামবাবু পাড়া | ৬৮৮ |
| ৪২। | কালী নগর | ৫৩৮ |
| ৪৩। | শিব দুর্গা কোব্‌রা পাড়া | ৫৬২ |
| ৪৪। | শিব রামঠাকুর পাড়া | ৬৪১ |
| ৪৫। | জয় কুমার পাড়া | ৫৫২ |
| ৪৬। | বসন চন্দ্র পাড়া | ৫৫৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ৪৭। | রাজ চন্দ্র সর্দার পাড়া | ৫৯১ |
| ৪৮। | হরিকৃষ্ণ পাড়া | ৫৯৬ |
| ৪৯। | ধুপা কাচলে | ৮২৩ |
| ৫০। | সাধু রাম পাড়া | ৮২৬ |
| ৫১। | বদন চন্দ্র পাড়া | ৮৩১ |
| ৫২। | কৃষ্ণ কান্ত পাড়া | ৭১৯ |
| ৫৩। | মোহন্ত সর্দার পাড়া | ৮১০ |
| ৫৪। | জগত সর্দার পাড়া | ৮১১ |
| ৫৫। | রাধা সর্দার পাড়া | ৮১২ |
| ৫৬। | রাম সর্দার পাড়া | ৮১৪ |
| ৫৭। | বিশ্বমনি পাড়া | ৮১৫ |
| ৫৮। | সুখরাম সর্দার পাড়া | ৮১৬ |
| ৫৯। | মঙ্গল সাধু পাড়া | ৮১৮ |
| ৬০। | রবি দাস পাড়া | ৮১৯ |
| ৬১। | চাচু চরন | ৮২০ |
| ৬২। | রাম ধনসর্দার পাড়া | ৮৫০ |
| ৬৩। | বীরচন্দ্র পাড়া | ২৬৪ |
| ৬৪। | নলবোধলা বাড়ী | ২৬৫ |
| ৬৫। | দয়া চরন পাড়া | ৯৯৪ |
| ৬৬। | হরভজ বাড়ি | ২৬০ |
| ৬৭। | চিন্তা রাম পাড়া | ৯৭৭ |
| ৬৮। | সুচা রঙ পাড়া | ৯৮১ |
| ৬৯। | রাম নাথ সাধু পাড়া | ৮৩২ |
| ৭০। | চরন সাধু পাড়া | ৮৩৩ |
| ৭১। | তুই পাথর পাড়া | ৮৩৪ |
| ৭২। | ধন চৌধুরী পাড়া | ৮০০ |
| ৭৩। | ধনী পাড়া | ৮৩৬ |
| ৭৪। | ভাদু রায় সর্দার পাড়া | ৮৪০ |
| ৭৫। | রোহী চরন পাড়া | ৮৩৭ |
| ৭৬। | হরে কৃষ্ণ পাড়া | ৮৩৮ |
| ৭৭। | দীন বন্ধু পাড়া | ৮৩৯ |
| ৭৮। | গোবরধন পাড়া | ৮৪১ |
| ৭৯। | নোয়াতিয়া পাড়া | ৮৪২ |
| ৮০। | বস্তু সর্দার পাড়া | ৮৪৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ৮১। | কবি গাং বাড়ি | ৮৪৫ |
| ৮২। | মোহন সর্দার পাড়া | ৮৪৬ |
| ৮৩। | সম্ভু সর্দার পাড়া | ৮৪০ |
| ৮৪। | বিশু চৌধুরী পাড়া | ৮৪৮ |
| ৮৫। | অখি চরন পাড়া | ৮৪৭ |
| ৮৬। | ওয়াক থলি বাড়ি | ৮৫৮ |
| ৮৭। | কই রাই বাড়ি | ৮৫২ |
| ৮৮। | জুমাটি বাড়ি | ৮৫৪ |
| ৮৯। | নেপাল বাড়ি | ৮৫৭ |
| ৯০। | মগটুকু ( ওয়াকটুকু ) | ৯৬৫ |
| ৯১। | দীন কোবরা পাড়া | ৯৭২ |
| ৯২। | শরৎচন্দ্র পাড়া | ৮৮০ |
| ৯৩। | দুর্য দাস পাড়া | ৮৮২ |
| ৯৪। | হরিজয় ঠাকুর পাড়া | ৯৩৯ |
| ৯৫। | কালি দাস পাড়া | ১৪৭ |
| ৯৬। | জয়রাম সর্দার পাড়া | ৯৫১ |
| ৯৭। | চম্পক নগর বাজার | ৯৫২ |
| ৯৮। | মঙ্গল সর্দার | ৯৫৪ |
| ৯৯। | বানু রাম কোবরা | ৯৫২ |
| ১০০। | দুর্গা সর্দার পাড়া | ৯৫১ |
| ১০১। | সম্ভু সর্দার পাড়া | ৯৫৩ |
| ১০২। | মতর বাড়ী | ৯৬৩ |
| ১০৩। | রবিন সর্দার পাড়া | ৯৬৮ |
| ১০৪। | চন্দ্র সাধু পাড়া | ৯৭৮ |
| ১০৫। | রামসাধু ঠাকুর পাড়া | ৯৮১ |
| ১০৬। | গোমতালাং বাড়ি | ৯৬৬ |
| ১০৭। | তুই চানরায় বাড়ী | ৯৬৭ |
| ১০৮। | কামাতিং বাড়ি | ৯৬৯ |
| ১০৯। | বালফাং বাড়ি | ৯৭০ |
| ১১০। | কালী চরন বাড়ি | ৯৭৩ |
| ১১১। | তুই কলুই বাড়ি | ৯৭৪ |
| ১১২। | উজান চেরবায় | ৯৭২ |
| ১১৩। | শ্রীকান্ত জুরবাই | ৯৭৬ |

| | | |
|---|---|---|
| ১১৪ । | অতুথাং বাড়ী | ২৮২ |
| ১১৫ । | গুচাই মালি | ২৫৬ |
| ১১৬ । | রাজ কুমার পাড়া | ৯৩৫ |
| ১১৭ । | বৈদ্যচন্দ্র পাড়া | ৯৩৮ |
| ১১৮ । | শভু চন্দ্র পাড়া | ৯৫০ |
| ১১৯ । | রাধা চরণ ঠাকুর পাড়া | ৯৪৬ |
| ১২০ । | রানি রায় পাড়া | ৯২৭ |
| ১২১ । | উপেন্দ্র গুরু পাড়া | ৭৩৯ |
| ১২২ । | নব রায় পাড়া | ৮৭৬ |
| ১২৩ । | বসি রাম সর্দার পাড়া | ৮৭৮ |
| ১২৪ । | সুখ রাম পাড়া | ৮৯৫ |
| ১২৫ । | শ্যামা চরণ পাড়া | ৮৯৬ |
| ১২৬ । | ভরতচন্দ্র পাড়া | ৮৯৮ |
| ১২৭ । | মঙ্গলচন্দ্র পাড়া | ৮৯৯ |
| ১২৮ । | বুধিয়াচন্দ্র পাড়া | ৯০০ |
| ১২৯ । | জয় দাস পাড়া | ৯০৫ |
| ১৩০ । | চন্দ্রকুমার পাড়া | ৯১৫ |
| ১৩১ । | মঙ্গলসাধু পাড়া | ৯১৬ |
| ১৩২ । | রাধা দাস পাড়া | ৯২৪ |
| ১৩৩ । | মঙ্গল সেপাই পাড়া | ৯২৭ |
| ১৩৪ । | চন্দ্র কুমার পাড়া | ৯৩০ |
| ১৩৫ । | বুধরাই পাড়া | ৯৩৪ |
| ১৩৬ । | রাজা কুমার সাধু সর্দার পাড়া | ৯৩২ |
| ১৩৭ । | সোনামনি কোগরা পাড়া | ৯৪৬ |
| ১৩৮ । | অভয় পাড়া | ৯৫২ |
| ১৩৯ । | রাম সাধু পাড়া | ৯৮৮ |
| ১৪০ । | বধু চন্দ্র পাড়া | ৯৮৯ |
| ১৪১ । | রুহী চন্দ্র পাড়া | ৯৯৬ |
| ১৪২ । | বুধা রাম ঠাকুর পাড়া | ৯৯৫ |
| ১৪৩ । | পুসি রায় পাড়া | ৭১৪ |
| ১৪৪ । | দুহা রাম পাড়া | ৭২৭ |
| ১৪৫ । | রহিম সর্দার পাড়া | ৭২৮ |
| ১৪৬ । | ললিত মোহন পাড়া | ৭৩০ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪৭। | দীন দয়াল পাড়া | ৭৪০ |
| ১৪৮। | শুভে ছায়া পাড়া | ৭৪৪ |
| ১৪৯। | রাম কালিন্ত পাড়া | ৭৪৫ |
| ১৫০। | বাইনা বাড়ি পাড়া | ৭৪৬ |
| ১৫১। | থিলিং রায় পাড়া | ৭৫৩ |
| ১৫২। | চন্দ্রকুমার পাড়া | ৭৭৪ |
| ১৫৪। | বিনন সর্দার পাড়া | ৯০২ |
| ১৫৫। | জয় কৃষ্ণ পাড়া | ৯০৩ |
| ১৫৬। | রবি রঞ্জন পাড়া | ৯০৪ |
| ১৫৭। | আনন্দ ঠাকুর পাড়া | ৭৬০ |
| ১৫৮। | খোটা ঘোড়া | ৭৬৪ |
| ১৫৯। | কৃষ্ণ কান্ত পাড়া | ৭৬৮ |
| ১৬০। | দেবেন্দ্র সর্দার পাড়া | ৭৭০ |
| ১৬১। | রাম কুমার পাড়া | ৬১৬ |
| ১৬২। | মদন বাড়ী | ৬৬৫ |
| ১৬৩। | মদন পাড়া | ৬৬৬ |
| ১৬৪। | রানী সর্দার পাড়া | ৭৭৫ |
| ১৬৫। | বিদ্যা ঠাকুর পাড়া | ৭৮২ |
| ১৬৬। | ছয় গড়িয়া | ৮৬২ |
| ১৬৭। | অজিত সর্দার পাড়া | ৮৬৪ |
| ১৬৮। | রামচন্দ্র পাড়া | ৬২৪ |
| ১৬৯। | কুটাল রাং ফাং পাড়া | ৭২০ |
| ১৭০। | মোহন সর্দার পাড়া | ৭২১ |
| ১৭১। | হরি চৌঃ পাড়া | ৭১৩ |

**ব্লকের নাম :—মেলাঘর**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | নগরবাসী চৌধুরী পাড়া | ১২৭ |
| ২। | বৈশরয় চৌধুরী পাড়া | ৯৩ |
| ৩। | কৃষ্ণপদ চৌধুরী পাড়া | ১৫২ |
| ৪। | রথ কুমার চৌধুরী পাড়া | ১৫৩ |
| ৫। | জগত রামপুর | ১৩৯ |
| ৬। | নবদ্বীপ চৌধুরী পাড়া | ১৪০ |
| ৭। | ধ্রুব কুমার চৌধুরী পাড়া | ১৪৫ |
| ৮। | কালী কুমার চৌধুরী পাড়া | ২৯ |

**ব্লকের নাম :—সালেমা**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বাসারাই চৌধুরী পাড়া | ৯০৮ |
| ২। | জীগা রায় চৌঃ পাড়া | ৮৫০ |
| ৩। | বলরাম চৌঃ পাড়া | ৯০৪ |
| ৪। | পলটন রাই চৌঃ পাড়া | ৮৮২ |
| ৫। | তপভালিয়া চৌঃ পাড়া | ৮৩৪ |
| ৬। | গেরমনি পাড়া | ৮৫৫ |
| ৭। | কুম্ভরাম রিয়াং পাড়া | ৮৫৬ |
| ৮। | বলধন চৌঃ পাড়া | ৮৮৫ |
| ৯। | গজঃ চৌঃ পাড়া | ৮৮৬ |
| ১০। | হাপাং বাড়ী | ৮৯০ |
| ১১। | খাবিশা বাড়ী | ৮৯৪ |
| ১২। | কাস্তা বাড়ী | ৮৯৫ |
| ১৩। | রাম কালী চৌঃ পাড়া | ৯৬২ |
| ১৪। | পুরঞ্জয় রিয়াং পাড়া | ৮৯২ |
| ১৫। | শিব প্রসাদ পাড়া | ৮৯৩ |
| ১৬। | পদ্মম রিয়াং পাড়া | ৮৯৭ |
| ১৭। | দশমরাই বাড়ি | ৯৬৩ |
| ১৮। | শুমসিং পাড়া | ৮৫৪ |
| ১৯। | কাস্তা লাল বাড়ি | ৮৯৮ |
| ২০। | ঈশান চৌধুরী পাড়া | ৯৩৯ |
| ২১। | প্রকাশ সিং পাড়া | ৯০৫ |
| ২২। | ধনকা রাই চৌঃ পাড়া | ৮৯৯ |
| ২৩। | বলরাম চৌঃ পাড়া | ৯২৭ |
| ২৪। | বুধিরাম চৌঃ পাড়া | ৯৪১ |
| ২৫। | রাম প্রসাদ চৌঃ পাড়া | ৯১৪ |
| ২৬। | ধনঞ্জয় চৌঃ পাড়া | ৯০০ |
| ২৭। | বীরু কুমার চৌধুরী পাড়া | ৯২১ |
| ২৮। | ত্রিধান্দ চৌধুরী পাড়া | ৯২২ |
| ২৯। | নবদ্বীপ রিয়াং চৌঃ পাড়া | ৮৮৮ |
| ৩০। | তারজা কুমার বোয়াজা পাড়া | ৮৮৯ |
| ৩১। | যতীন্দ্র বোয়াজা পাড়া | ৯৪৩ |
| ৩২। | ধনী কুমার বোয়াজা পাড়া | ৯৪৬ |
| ৩৩। | ধর্মসিং বোয়াজা পাড়া | ৯৪৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৪। | রাজ চন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ৪৭০ |
| ৩৫। | ভারত চৌধুরী পাড়া | ৮৩৬ |
| ৩৬। | ভারত চন্দ্র রিয়াং চৌধুরী পাড়া | ৮৯৬ |
| ৩৭। | রাজ চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৯৪২ |
| ৩৮। | রতি চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৯৪৮ |

ব্লকের নাম :— মোহনপুর

| | | |
|---|---|---|
| ১। | গগন চৌধুরী পাড়া | ২৮ |
| ২। | ভিগাই বাড়ী | ৬৯ |
| ৩। | রামধন পাড়া | ৭৯ |
| ৪। | রাম সরকার পাড়া | ৭১ |
| ৫। | বক্তীরাম চৌধুরী পাড়া | ৭২ |
| ৬। | রাজা কোবরা পাড়া | ৭৯ |
| ৭। | রাম নারায়ন চৌধুরী পাড়া | ৯৬ |
| ৮। | রাজা রাম কোবরা পাড়া | ৯৫ |
| ৯। | নন্দন বাড়ী | ৭ |
| ১০। | গঙ্গাধন চৌধুরী পাড়া | ৬৪ |
| ১১। | কবিরাজ কোবরা পাড়া | ৮০ |
| ১২। | জয়রাম চৌধুরী পাড়া | ৮১ |
| ১৩। | ইশান চৌধুরী পাড়া | ৮৩ |
| ১৪। | জয়রাম পাড়া | ৮৪ |
| ১৫। | গোমস্ত কোবরা পাড়া | ৮৬ |
| ১৬। | রামসাধু পাড়া | ৯০ |
| ১৭। | বাহাদুর চৌধুরী পাড়া | ৯১ |
| ১৮। | জয় মঙ্গল পাড়া | ৮৫ |
| ১৯। | হর চৌধুরী পাড়া | ১৭ |
| ২০। | পুর্ণ চৌধুরী পাড়া | ১০২ |
| ২১। | মুড়া নলছড় | ১০৭ |
| ২২। | লুং নলছড় | ১০৪ |
| ২৩। | রামকৃষ্ণ চৌধুরী পাড়া | ১১৪ |
| ২৪। | চন্দ্রপুর | ১১৬ |
| ২৫। | ঈশানবাড়ী | ১১৭ |
| ২৬। | সুন্দর পাড়া | ১১৮ |
| ২৭। | রাধারাম পাড়া | ১৪ |
| ২৮। | আনন্দ চৌধুরী পাড়া | ৬২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৯ । | মারমুম বাড়ী | ৭৮ |
| ৩০ । | গুরুচরন মন্ত্রী পাড়া | ৯৮ |
| ৩১ । | বাকীরাম পাড়া | ১০৩ |
| ৩২ । | রাজরাম চৌধুরী পাড়া | ১০০ |
| ৩৩ । | শ্রীরাম দফাদার | ৫২ |
| ৩৪ । | ভারত চৌধুরী পাড়া | ১০৯ |
| ৩৫ । | মনি চৌধুরী পাড়া | ১১১ |
| ৩৬ । | উজ্বান এসরা | ১২২ |
| ৩৭ । | হরিজয় দফাদার | ৫৬ |
| ৩৮ । | রাজ ফং | ৫৭ |
| ৩৯ । | লক্ষীমদি পাড়া | ১০৫ |
| ৪০ । | মান্দাই পাড়া | ১৬ |
| ৪১ । | জয়চন্দ্র পাড়া | ৫১ |
| ৪২ । | রামীরাম পাড়া | ১৬৩ |
| ৪৩ । | বাহাদুর চৌধুরী পাড়া | ১৬৬ |
| ৪৪ । | সক্তিসীযা চৌধুরী পাড়া | ১৬৭ |
| ৪৫ । | ভারত চন্দ্র পাড়া | ২০৩ |
| ৪৬ । | বিধু দাস পাড়া | ১৬১ |
| ৪৭ । | ডাম্বুরায় চৌধুরী পাড়া | ১৯৪ |
| ৪৮ । | কৃষ্ণ বাধন চৌধুরী পাড়া | ১৯০ |
| ৪৯ । | বলরাম পাড়া | ১৯৬ |
| ৫০ । | জয় নারায়ন পাড়া | ১৯৮ |
| ৫১ । | চন্দ্র রাম চৌধুরী পাড়া | ২০০ |
| ৫২ । | রাম সাধু পাড়া | ২০১ |
| ৫৩ । | রামকৃষ্ণ ঠাকুর পাড়া | ২০৪ |
| ৫৪ । | রাম কুমার চৌধুরী পাড়া | ২০৫ |
| ৫৫ । | কালী চন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ২০৬ |
| ৫৬ । | ভমলা প্রকাশ সর্দার পাড়া | ২০৭ |
| ৫৭ । | শিকারী ঠাকুর পাড়া | ১১৯ |
| ৫৮ । | তুইচা দলমি পাড়া | ২০৮ |
| ৫৯ । | রাজ কুমার পাড়া | ২০৯ |
| ৬০ । | হাঁসের মাথা বাড়ী | ২১০ |
| ৬১ । | পেয়ারী মাইরান বাড়ী | ২২১ |
| ৬২ । | অমিন্দ্র ডুমড়িয়া বাড়ি | ২১২ |
| ৬৩ । | সন্তোষ জমাদার বাড়ি | ২১৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬৪ । | নূতন কুলী পাড়া | ১৮৪ |
| ৬৫ । | ফিরোদ চৌধুরী পাড়া | ১৮৫ |
| ৬৬ । | সুধানন্দ কোবরা পাড়া | ১৮৭ |
| ৬৭। | বুধিরাই সর্দার পাড়া | ১৮৮ |
| ৬৮ । | পূর্ণ চন্দ্র পাড়া | ১৯০ |
| ৬৯ । | বোধজং সর্দার পাড়া | ১৯১ |
| ৭০ । | হরি কুমার চৌধুরী পাড়া | ১৯৫ |
| ৭১ । | চন্দ্র রাম পাড়া | ২০৩ |
| ৭২ । | প্রকাশ সর্দার পাড়া | ২৪১ |
| ৭৩ । | কুলি পাড়া | ২৪২ |
| ৭৪ । | প্রধান রাম পাড়া | ২৪৩ |
| ৭৫ । | ভারত ঠাকুর পাড়া | ১৭৫ |
| ৭৬ । | বিদ্যা লোচন পাড়া | ১৪৯ |
| ৭৭ । | মুক্তা চরন পাড়া | ২২০ |
| ৭৮ । | বৈকুণ্ঠ মুনি চৌধুরী পাড়া | ২২৫ |
| ৭৯ । | চালাম পানমি পাড়া | ২২৬ |
| ৮০ । | কৃষ্ণ কুমার মান কুড়াই পাড়া | ২৩০ |
| ৮১ । | ভৃগু রাম চৌধুরী পাড়া | ২৩৫ |
| ৮২ । | বুধা রাই ঠাকুর পাড়া | ২৩৬ |
| ৮৩ । | বীরেন চৌধুরী পাড়া | ২৪৫ |
| ৮৪ । | কৃষ্ণ কুমার পাড়া | ২৪৮ |
| ৮৫ । | রাধা চরণ বাড়ি | ২৫০ |
| ৮৬ । | ধানখলা বাড়ি | ৩৪৮ |
| ৮৭ । | রামহরি কোবরা পাড়া | ৩৫৭ |
| ৮৮ । | যুধিষ্ঠির পাড়া | ৩৫৩ |
| ৮৯ । | রাম কুমার কোবরা | ৩৬২ |
| ৯০ । | জগৎ চৌধুরী পাড়া | ৩৬৩ |
| ৯১ । | জগত বন্ধু পাড়া | ৩৭১ |
| ৯২ । | দুর্গা বরণ চৌধুরী পাড়া | ২১৪ |
| ৯৩ । | বীরচন্দ্র সেনাপতি পাড়া | ২১৫ |
| ৯৪ । | তুহি চাং বাড়ী | ২১৬ |
| ৯৫ । | কৃষ্ণ ঠাকুর পাড়া | ২১৭ |
| ৯৬ । | বৃন্দাবন পাড়া | ২৪৪ |
| ৯৭ । | রাজেন্দ্র দেববর্মা পাড়া | ২৪৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৮। | বীরচন্দ্র পাড়া | ২৫৯ |

ব্লকের নাম :—বিশালগড়

| | | |
|---|---|---|
| ১। | চণ্ডীপুর | ১১৫৩ |
| ২। | মহেশ চৌধুরী পাড়া | ১১৬০ |
| ৩। | দীননাথ চৌধুরী পাড়া | ১২৭০ |
| ৪। | রাজকুমার পাড়া | ১২০২ |
| ৫। | অধুই চৌধুরী পাড়া | ১২১১ |
| ৬। | ধনীরাম পাড়া | ১২১৭ |
| ৭। | উত্তর কোনাবিয়া | ১১৯৮ |
| ৮। | ঠাকুর চৌধুরী পাড়া | ১১৯৯ |
| ৯। | লক্ষন চৌধুরী পাড়া | ১১৮১ |
| ১০। | রতন চৌধুরী পাড়া | ১১৮৪ |
| ১১। | রাম চৌধুরী পাড়া | ১১৮৯ |
| ১২। | সনাতন চৌধুরী পাড়া | ১২১৪ |
| ১৩। | করুইয়ামুড়া | ১২৫৮ |
| ১৪। | গঙ্গা চরন দেববর্মা পাড়া | ১২৪৭ |
| ১৫। | লালু দেববর্মা পাড়া | ১২৪৮ |
| ১৬। | শ্যাম সর্দার পাড়া | ১৩০৪ |
| ১৭। | জয়মঙ্গল চৌধুরী পাড়া | ১৩০৬ |
| ১৮। | মনু সাধু পাড়া | ১৩১৯ |
| ১৯। | লাভরাম পাড়া | ১৩৩৩ |
| ২০। | ভগবান ঠাকুর পাড়া | ১৩৩৭ |
| ২১। | নূতন পাগলী পাড়া | ১১৭০ |
| ২২। | পুরাতন পাগলী পাড়া | ১৪৭২ |
| ২৩। | লালজলা | ১৩৮৪ |
| ২৪। | লতাছাড়া পাড়া | ১৩৯৭ |
| ২৫। | মহরম সর্দার পাড়া | ১৪৩৭ |
| ২৬। | লহর চন্দ্র পাড়া | ১৪৩৯ |
| ২৭। | নবীন চন্দ্র পাড়া | ১৪৪০ |
| ২৮। | রাম সর্দার পাড়া | ১৪৪৭ |
| ২৯। | নবীন চৌধুরী পাড়া | ১৪৪৮ |
| ৩০। | ডুর হামনি পাড়া | ১৪৫৮ |
| ৩১। | বিজয় নন্দী | ১৪৬৯ |
| ৩২। | ভারতী সর্দার পাড়া | ১০১৭ |
| ৩৩। | কুঞ্জমোহন পাড়া | ১০১৮ |

| | |
|---|---|
| ৩৪। রাজকুমার সর্দার পাড়া | ১০১৯ |
| ৩৫। বহেন্দ্র চন্দ্র পাড়া | ১০২০ |
| ৩৬। মোহি চন্দ্র পাড়া | ১০২৪ |
| ৩৭। রামভক্ত পাড়া | ১০২৩ |
| ৩৮। ব্রজমোহন পাড়া | ১০২৪ |
| ৩৯। ধ্রুবভাগ্য বোরসিং | ১০২৫ |
| ৪০। রামভদ্র রামকান্ত | ১০৫৭ |
| ৪১। কৃষ্ণমোহন পাড়া | ১০৮৩ |
| ৪২। শশীমোহন পাড়া | ১৪৩৮ |
| ৪৩। ভানুচন্দ্র পাড়া | ১৪৫৪ |
| ৪৪। রাধামানিক পাড়া | ১৪৩৫ |
| ৪৫। শরৎ কোবরা পাড়া | ১৪৩৬ |
| ৪৬। মোহনকোবরা পাড়া | ১৪৪৩ |
| ৪৭। সুখেনপুর | ১৪৪৫ |
| ৪৮। নবীন চৌধুরী পাড়া | ১৪৫৪ |
| ৪৯। বোসারী কোবরা পাড়া | ১০৮৯ |
| ৫০। দেবেন্দ্র পাড়া | ১৪৪৬ |
| ৫১। যুগল পাড়া | ১৪৬৫ |
| ৫২। রবি চৌধুরী পাড়া | ১৪৭৫ |
| ৫৩। ইন্দ্রমনি পাড়া | ১৪৫৭ |
| ৫৪। রাধানাথ পাড়া | ১৪৬১ |
| ৫৫। দনকর বাড়ী | ১০৪৭ |
| ৫৬। গোয়াল ঠাকুর পাড়া | ১৩১২ |
| ৫৭। মনি ঠাকুর পাড়া | ১৩১৩ |
| ৫৮। কলাছরি | ১৩৬২ |
| ৫৯। রামনাথ চন্দ্র পাড়া | ১৩৯০ |
| ৬০। হরিমঙ্গল পাড়া | ১২২২ |
| ৬১। রামদাস পাড়া | ১২৯৩ |
| ৬২। খয়রিয়া পাড়া | ১২৯৪ |
| ৬৩। রামহরি পাড়া | ১৪১৭ |
| ৬৪। ওয়াকি রায় পাড়া | ১২৮৫ |
| ৬৫। সন্তোষ বৈরাগী পাড়া | ১০০৪ |
| ৬৬। চন্দ্রকান্ত পাড়া | ১০১৩ |
| ৬৭। প্রকাশ সর্দার পাড়া | ১০১৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬৮ । | সূর্যকুমার পাড়া | ১০৫৫ |
| ৬৯ । | গোজ্রামোহন সর্দার পাড়া | ১১৩৬ |
| ৭০ । | জারুল দ্বীগবিজয় কলোনী | ৪৫৯ |
| ৭১ । | বধু চন্দ্র পাড়া | ১০৫২ |
| ৭২ । | গঙ্গারাম পাড়া | ৪৬২ |
| ৭৩ । | সাবর পাড়া | ৪৬৩ |
| ৭৪ । | মানচন্দ্র পাড়া | ৪৬৪ |
| ৭৫ । | দ্বারিকা সর্দার পাড়া | ৪১৩ |
| ৭৬ । | দয়ানন্দ পাড়া | ৪৪১ |
| ৭৭ । | ধলাছড়া | ৪৪৪ |
| ৭৮ । | বীর চন্দ্রপাড়া | ৪৭৭ |
| ৭৯ । | লক্ষন চৌধুরী পাডা | ১১৬৮ |
| ৮০ । | ব্রজ বাসী পাড়া | ৪৪০ |
| ৮১ । | জগত সর্দার পাড়া | ৪৮৯ |
| ৮২ । | লক্ষ্মণ চৌধুরী পাড়া | ৪৮০ |
| ৮৩ । | রাম দয়াল সেনাপতি পাড়া | ৪৯০ |
| ৮৪ । | খেরমা কোবরা পাড়া | ৪২৩ |
| ৮৫ । | চন্দ্রকান্ত সর্দার পাড়া | ৪২৭ |
| ৮৬ । | বীরচন্দ্র পাড়া | ১১৭০ |
| ৮৭ । | রামচন্দ্র সর্দার পাডা | ৪৫১ |
| ৮৮ । | পদ্মমোহন পাড়া | ৪৫২ |
| ৮৯ । | চন্দ্রজিৎ কলোই পাড়া | ৪৫৩ |
| ৯০ । | নগরবাসী গারো পাড়া | ৪৫০ |
| ৯১ । | রামহরি সর্দার পাড়া | ৪৫৪ |
| ৯২ । | পোলক সর্দার পাড়া | ৪৫৭ |
| ৯৩ । | হরি সর্দার পাড়া | ৪৮২ |
| ৯৪ । | ধনীরাম পাড়া | ৪৮৩ |
| ৯৫ । | ভারত দলপতি পাড়া | ৪৮৪ |
| ৯৬ । | পূর্ণপুর | ৪৮৫ |
| ৯৭ । | সম্ভু চৌধুরী পাড়া | ৪৮৯ |
| ৯৮ । | বাবু চন্দ্র পাড়া | ৪৯০ |
| ৯৯ । | মনি সর্দাব পাড়া | ৪৯১ |
| ১০০ । | সোনানো ঠাকুর পাড়া | ৪৯৫ |
| ১০১ । | তিলক সর্দার পাড়া | ৪৯৮ |
| ১০২ । | রাম বুদ্ধ পাড়া | ১০৩৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৩৭। | কৃষ্ণ রায় সর্দার পাড়া | ১১১৮ |
| ১৩৮। | হরি বংশী পাড়া | ১১১৯ |
| ১৩৯। | কর্ন চন্দ্র পাড়া | ১১২০ |
| ১৪০। | গঙ্গাহরি পাড়া | ১১২১ |
| ১৪১। | মঙ্গল চন্দ্র পাড়া | ১১২২ |
| ১৪২। | গিরীশ চন্দ্র পাড়া | ১১২৩ |
| ১৪৩। | ইশারমা বাড়ি | ১১২৫ |
| ১৪৪। | লক্ষণ সর্দার পাড়া | ১১২৬ |

## জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা

| ক্রমিক সংখ্যা | ১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৩১-৩-৯৬ইং পর্য্যন্ত বিদ্যুতায়িত হয়নি এমন গ্রামের সংখ্যা | সেন্সাস কোড নং |
|---|---|---|
| | **ব্লকের নাম মাতাবাড়ী** | |
| ১। | থাকলাই বাড়ি | ১২৫ |
| ২। | দার্জিলিং বাড়ি | ৬৩ |
| | **ব্লকের নাম : সাতচান্দ** | |
| ১। | কাপতলি | ৭৫ |
| ২। | চন্দ্র সিং রোয়াজা পাড়া | ২৫ |
| ৩। | বীর চন্দ্র পাড়া | ২৩ |
| ৪। | রসি চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ১২ |
| ৫। | লাজমি রোয়াজা পাড়া | ৬ |
| ৬। | ভারত চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৭ |
| ৭। | নিত্য কুমার রোয়াজা পাড়া | ৮ |
| | **ব্লকের নাম : বগাফা** | |
| ১। | ধর্মজয় রোয়াজা পাড়া | ৬১৫ |
| ২। | অবিরাম চৌধুরী পাড়া | ১৭৪ |
| ৩। | নবরাই রিয়াং পাড়া | ১৭৩ |
| ৪। | ত্রিফা চৌধুরী পাড়া | ৩৫৪ |
| ৫। | নবকুমার রোয়াজা পাড়া | ৫১৯ |
| ৬। | কইনা রাম পাড়া | ৬১২ |
| ৭। | পূর্ণ চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া | ৩৫১ |
| ৮। | মধু মঙ্গল পাড়া | ৫২০ |
| ৯। | পূর্ণ চন্দ্র পাড়া | ৪৯৫ |
| ১০। | রাম জীবন রোয়াজা পাড়া | ৪৫০ |

## ব্লকের নাম : অমরপুর

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বাবু সাই বাড়ি | ৭১৭ |
| ২। | রায় বাহাদুর চৌধুরী পাড়া | ৪৩০ |
| ৩। | মুড়া চন্দ্র মরসুম পাড়া | ২৩০ |
| ৪। | দেবতা রায় রিয়াং পাড়া | ২০৮ |
| ৫। | তরটর সিং রিয়াং পাড়া | ২০৯ |
| ৬। | দুর্গাধন রিয়াং পাড়া | ২১০ |
| ৭। | কুশারয় রিয়াং পাড়া | ২১১ |
| ৮। | দুয়ারী কলাই জমাতিয়া পাড়া | ২৫৮ |
| ৯। | বরেহা রিয়াং পাড়া | ১৪১ |
| ১০। | রাজা রায় রিয়াং পাড়া | ১৭৮ |
| ১১। | ভটকা মোহন মরসুম পাড়া | ১৭৩ |
| ১২। | সাধন ভাগা মারসুম পাড়া | ১৭৪ |
| ১৩। | চন্দ্র মোহন রিয়াং পাড়া | ১৭৭ |
| ১৪। | লক্ষণ ধর রিয়াং পাড়া | ১৮০ |
| ১৫। | ছাবি সিং বাড়ি | ১৮১ |
| ১৬। | সাত রং রিয়াং পাড়া | ১৮২ |
| ১৭। | সাল কাস্তা রিয়াং পাড়া | ১৮৩ |
| ১৮। | বাচাইয়া রিয়াং পাড়া | ১৮৪ |
| ১৯। | সর্বজয় রিয়াং বাড়ি | ১৮৫ |
| ২০। | ধনখিযা রিয়াং পাড়া | ১৮৭ |
| ২১। | সুবল চন্দ্র জমাতিয়া পাড়া | ১৮৮ |
| ২২। | জনত্রান চৌধুরী পাড়া | ২৪৫ |
| ২৩। | লাল বাহাদু চৌধুরী পাড়া | ৩৪৩ |
| ২৪। | চন্দ্রমনি চৌধুরী পাড়া | ২৫৪ |
| ২৫। | থাম্পিরয় চৌধুরী পাড়া | ৪২৯ |
| ২৬। | হাতীরয় চৌধুরী পাড়া | ২৮০ |
| ২৭। | রাধা রমন চৌধুরী পাড়া | ২০২ |
| ২৮। | যাত্রা চৌধুরী পাড়া | ২৮৪ |
| ২৯। | হস্তরণ চৌধুরী পাড়া | ২৯০ |
| ৩০। | সোনাতন চৌধুরী পাড়া | ২৫৫ |
| ৩১। | নতুন বাড়ী | ৪৩১ |
| ৩২। | নিন্দজয় চৌধুরী পাড়া | ৩৯৬ |
| ৩৩। | থাংরায়য় উচাই পাড়া | ৩৩০ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৪ । | অভয় চৌধুরী পাড়া | ৩৩১ |
| ৩৫ । | হারাধন রিয়াং পাড়া | ২১৭ |
| ৩৬ । | রাম লাল মরস্থম পাড়া | ২২১ |
| ৩৭ । | যুগল মোহন মরস্থম পাড়া | ২৩৮ |
| ৩৮ । | থানবাং কৈপাং পাড়া | ১২৬ |

ব্লকের নাম : ডম্বুর নগর ব্লক

| | | |
|---|---|---|
| ১ । | বিশ্বরাম চৌধুরী পাড়া ( বিশ্বরাম ) | ২৮ |
| ২ । | বিশ্বরাম চৌধুরী পাড়া | ৪১ |
| ৩ । | প্রকাশ চৌধুরী পাড়া | ৪২ |
| ৪ । | ভগীরথ পাড়া | ১ |
| ৫ । | অনন্ত রোয়াজা পাড়া | ৮৩ |
| ৬ । | মন্য কুমার রোয়াজা পাড়া | ১২০ |
| ৭ । | বরসিং রোয়াজা পাড়া | ১২১ |
| ৮ । | প্রধান চন্দ্র দলপতি পাড়া ( আংশিক ) | ১৩ |
| ৯ । | রসিক চৌধুরী পাড়া | ৩৫ |
| ১০ । | ভরত চৌধুরী পাড়া | ৫৬ |
| ১১ । | মাধহরি রোয়াজা পাড়া | ৭ |
| ১২ । | দুর্জ্জধন রোয়াজা পাড়া | ১২২ |
| ১৩ । | নবসাই চৌধুরী পাড়া | ১২৬ |
| ১৪ । | সাধু চৌধুরী পাড়া | ১৩২ |
| ১৫ । | মধু মগ পাড়া | ৬৭ |
| ১৬ । | ত্রিভাগ্য পাড়া | ১৩৩ |
| ১৭ । | কালাচাঁদ কারবারী পাড়া | ৬৯ |
| ১৮ । | মোহন কারবারি পাড়া | ৫১ |
| ১৯ । | উজান ভাগ্য মারস্থম পাড়া | ৭১ |
| ২০ । | দীনেশ কারবারি পাড়া | ১২৪ |
| ২১ । | দয়াচা ওয়াজা পাড়া | ১২ |
| ২২ । | যাত্রা ধন কারবারী পাড়া | ৫৯ |
| ২৩ । | হরিপ্রসন্ন জমাতিয়া পাড়া | ৫২ |
| ২৪ । | ভজপদ জমাতিয়া পাড়া | ৫৩ |
| ২৫ । | বৃষকেতুজমাতিয়া পাড়া | ৫৮ |
| ২৬ । | বগাশিরা (আংশিক ) | ৯১ |
| ২৭ । | নবোদা পাড়া | ৯৩ |
| ২৮ । | জয়াচন্দ্র পাড়া | ১১২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২৯। | স্বর্ণ কুমার রোয়াজা পাড়া | ১৩৩ |
| ৩০। | বুধি চন্দ্র জমাতিয়া পাড়া | ৬৪ |
| ৩১। | ডম্বুরাম পাড়া | ৯৪ |
| ৩২। | মইলা ছড়া | ১০৬ |
| ৩৩। | নেপালি বস্তি | ৮৬ |
| ৩৪। | অরন্য দেওয়ান পাড়া | ৯২ |
| ৩৫। | রাইমা বাজার | ৯৫ |
| ৩৬। | রাইমা মগ পাড়া | ৯৬ |
| ৩৭। | গোপীরাম জমাতিয়া পাড়া | ১০৫ |
| ৩৮। | দোধবাঙ্গালী পাড়া | ১০৮ |
| ৩৯। | অশ্বিনী রোয়াজা পাড়া | ১২১ |
| ৪০। | পুষ্পধন রোয়াজা পাড়া | ৮২ |
| ৪১। | গিলাধন রোয়াজা পাড়া | ৭৭ |
| ৪২। | সাগাধন চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৭৯ |
| ৪৩। | মৃত্যুঞ্জয় কারবারি পাড়া | ৮০ |
| ৪৪। | নন্দ কুমার রোয়াজা পাড়া | ৮৪ |
| ৪৫। | তুলফা কারবারি পাড়া | ৮৫ |
| ৪৬। | নূতন জমাতিয়া পাড়া | ১০৪ |

## উত্তর ত্রিপুরা

### ব্লকের নাম : কুমারঘাট

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ভুমা ডারলং বাড়ী | ১৩৭ |
| ২। | আনন্দ মোহন চৌধুরী পাড়া | ২০১ |
| ৩। | রাংগেরি চৌধুরী পাড়া | ২২৭ |

### ব্লকের নাম : সালেমা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | উমাবর পাড়া | ৩২৪ |
| ২। | কুকিশেরা বস্তি | ৩১২ |
| ৩। | অবথমা রোয়াজা পাড়া | ৩৫৩ |
| ৪। | চন্দ্র কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৫৪ |
| ৫। | গুরুথাং পাড়া | ৩২৮ |
| ৬। | থাংসাসরাই পাড়া | ৩৩৭ |

### ব্লকের নাম : কাঞ্চনপুর

| | | |
|---|---|---|
| ১। | দশমনি চৌধুরী পাড়া | ৩৫২ |
| ২। | উত্তরায় চৌধুরী পাড়া | ৩৫৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | নবচন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ৩৫৪ |
| ৪। | দিয়ারায় চৌধুরী পাড়া | ৩৪৮ |
| ৫। | বিরাম চন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ৩১৮ |
| ৬। | সাকাম সাইকার | ৭১২ |
| ৭। | সাকাম সমমুন | ৪০৩ |
| ৮। | সাকাম পাংগদং | ৪১৪ |
| ৯। | চক্রমনি চৌধুরী পাড়া | ৩৫০ |
| ১০। | দুর্বাসিং রোয়াজা পাড়া | ৩৭৫ |
| ১১। | মিত্রবন চৌধুর পাড়া | ৩৭৬ |
| ১২। | তুমুখ ছড়া | ৩৯১ |
| ১৩। | তিতানজয় চৌধুরী পাড়া | ৩৯২ |
| ১৪। | দুর্গারাম চৌধুরী পাড়া | ৩৯৩ |
| ১৫। | সতুর ধর | ৩৯৫ |
| ১৬। | মহেন্দ্র চৌধুরী পাড়া | ৩৯৭ |
| ১৭। | পুষ্পরাম চৌধুরী পাড়া | ৩৯৮ |
| ১৮। | ভাণ্ডারী মা | ৩৯৯ |
| ১৯। | ছয় মরিয়াপুর | ৭০০ |
| ২০। | জাটি ছড়া | ৩৭৩ |
| ২১। | বনধুলা চৌধুরী পাড়া | ২ ২ |
| ২২। | রবি রাই পাড়া | ২৯১ |
| ২৩। | কালাগাঙ লুসাই পাড়া | ২০৪ |
| ২৪। | লোংথাক লুসাই পাড়া | ২০৮ |
| ২৫। | কালাগাং | ২০৩ |
| ২৬। | সতুজয় চৌধুরী পাড়া | ২০৬ |
| ২৭। | নিশি কুমার চৌধুরী পাড়া | ২০৭ |
| ২৮। | গঙ্গারাম চৌধুরী পাড়া | ২১০ |
| ২৯। | কাথাই বাড়ি | ১১১ |
| ৩০। | ধন মোহন চৌধুরী পাড়া | ২১৩ |
| ৩১। | নাগারজিং সাইলো পাড়া | ৩৭৪ |
| ৩২। | সাইলো | ২১৪ |

## ব্লকের নাম :—ছামনু

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সর্দার তালুকদার পাড়া | ২২০ |
| ২। | বাল্য কুমার রোয়াজা পাড়া | ২৭৯ |
| ৩। | মধুরছড়া | ২৩৬ |

| | | |
|---|---|---|
| ৪। | কুমারধন রোয়াজা পাড়া | ২৫৯ |
| ৫। | কলাসিং চৌঃ পাড়া | ২৬৬ |
| ৬। | কলা টিলা | ২১৪ |
| ৭। | বৈদ্য মনি রোপিনী পাড়া | ২৯১ |
| ৮। | ঘাধরা ছড়া উপেন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৩১৮ |
| ৯। | অধর চাঁদ রোয়াজা পাড়া | ৩২০ |
| ১০। | ছলিয়া ছড়া | ৩২২ |
| ১১। | চৈত্রমনি কারবারিপাড়া | ৩৩৬ |
| ১২। | জার্মান কারবারী পাড়া | ৪৫২ |
| ১৩। | মানিক কুমার রোয়াজা পাড়া | ২৮৯ |
| ১৪। | শশি কুমার রোয়াজা পাড়া | ২৯০ |
| ১৫। | মনোরা কারবারি পাড়া | ৩৩৮ |
| ১৬। | অক্ষয়মনি কারবারি পাড়া | ৩৩৯ |
| ১৭। | সতুনগ্রি চৌঃ পাড়া | ৩৪০ |
| ১৮। | দয়ারাম চৌঃ পাড়া | ৩৪১ |
| ১৯। | লাল গিম্বা পরা শকর | ৩৪২ |
| ২০। | তুই চন্দ্র পাড়া | ৩৪৩ |
| ২১। | রতচ চৌঃ পাড়া | ৩৪৪ |
| ২২। | সুরেন্দ্র চৌঃ পাড়া | ৩৪৫ |
| ২৩। | ভারুক্ষা কারবারি পাড়া | ৩৪৬ |
| ২৪। | কেশব চৌঃ পাড়া | ৩৪৭ |
| ২৫। | মোহন লাল চৌঃ পাড়া | ৩৪৮ |
| ২৬। | সত্তু কুমার চৌঃ পাড়া | ৩৪৯ |
| ২৭। | অয়রাম চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৩৫০ |
| ২৮। | নীলচন্দ্র পাড়া | ৩৫১ |
| ২৯। | বিজয় মাষ্টার পাড়া | ৩৫২ |
| ৩০। | জয়রাম রিয়াং পাড়া | ৩৫৩ |
| ৩১। | শশী হাম চৌঃ পাড়া | ৩৫৪ |
| ৩২। | যুগেন্দ্র তালুকদার | ৩৫৫ |
| ৩৩। | রঙ্গ চান্দ চৌঃ পাড়া | ৩৫৬ |
| ৩৪। | চন্দ্র কুমার পাড়া | ৪১৭ |
| ৩৫। | মধু কুমার পাড়া | ৪১৮ |
| ৩৬। | রামকুমার রোয়াজা পাড়া | ৪১৯ |
| ৩৭। | লক্ষীমণি কারবারি পাড়া | ৪২০ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৮ । | ধ্বপধান রোয়াজা পাড়া | ৪১৪ |
| ৩৯ । | কিশানজয় রোয়াজা পাড়া | ৭২৭ |
| ৪০ । | কৃষ্ণ চন্দ্র রোয়াজা পাড়া | ৪২৮ |
| ৪১ । | উত্তরীয় রোয়াজা পাড়া | ৪২৯ |
| ৪২ । | ধনঞ্জয় পাড়া | ৪৩০ |
| ৪৩ । | ভানুরাম চৌঃ পাড়া | ৪৩২ |
| ৪৪ । | গোপা দাস রোয়াজা পাড়া | ৪৩৩ |
| ৪৫ । | দলসিং পাড়া | ৪৩৭ |
| ৪৬ । | রমনজয় রোয়াজা পাড়া | ৪৩৫ |
| ৪৭ । | বৃদ্ধি কারবারি পাড়া | ৪৪২ |
| ৪৮ । | বিপিন কুমার ত্রিপুরা পাড়া | ৪৪৮ |
| ৪৯ । | গাঁজা ছড়া | ৪৫০ |
| ৫০ । | ভিগ্যমনি পাড়া | ৩২৩ |
| ৫১ । | বানী দাস রোয়াজা পাড়া | ৩২১ |
| ৫২ । | আশা চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া | ৩১৩ |
| ৫৩ । | সোনা চান্দ চৌধুরী পাড়া | ৪৪৬ |
| ৫৪ । | মকর ছড়া | ৩৫৭ |
| ৫৫ । | কামানি কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৬৪ |
| ৫৬ । | দক্ষিণ লংতাই | ৩৬৫ |
| ৫৭ । | পূর্ণদাস রোয়াজা পাড়া | ৩৬৬ |
| ৫৮ । | কম্পমোহন রোয়াজা পাড়া | ৩৭৪ |
| ৫৯ । | কেনমফা রোয়াজা পাড়া | ৩৭৭ |
| ৬০ । | হন জকমান রোয়াজা পাড়া | ৩৮৬ |
| ৬১ । | রতন কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৮৭ |
| ৬২ । | যোগেন্দ্র কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৮৮ |
| ৬৩ । | হরি মঙ্গল চৌধুরী পাড়া | ৪৪৫ |
| ৬৪ । | পূর্ব ছামনু | ৩৬৯ |
| ৬৫ । | পচারাম চাকমা পাড়া | ৩৭৩ |
| ৬৬ । | রসিক কারবারি পাড়া | ৩৭৫ |
| ৬৭ । | কালা চান্দ কারবারি পাড়া | ৩৭৯ |
| ৬৮ । | গাঁও ছড়া | ৩৮১ |
| ৬৯ । | সুবল তালুকদার পাড়া | ৩৮২ |
| ৭০ । | ভদ্রমনি রোয়াজা পাড়া | ৩৮৩ |
| ৭১ । | ভুইজয় রোয়াজা পাড়া | ৩৮৫ |
| ৭২ । | ডেপাছড়া পিথাইয়া কারবারি পাড়া | ৪,১৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৭৩। | বন্ধি কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৮৭ |
| ৭৪। | ধানধামনি রোয়াজা পাড়া | ৩৮৯ |
| ৭৫। | মেজেন্থার কারবারি পাড়া | ৩৯০ |
| ৭৬। | আনন্দ রোয়াজা পাড়া | ৩৯১ |
| ৭৭। | বীর কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৯২ |
| ৭৮। | সুরথ রোয়াজা পাড়া | ৩৯৩ |
| ৭৯। | মদন রোয়াজা পাড়া | ৩৯৪ |
| ৮০। | হরি মনি রোয়াজা পাড়া | ৩৯৫ |
| ৮১। | মনি চৌধুরী পাড়া | ৩৯৬ |
| ৮২। | বিদ্যা কুমার রোয়াজা পাড়া | ৩৯৭ |
| ৮৩। | থাংকারাই চৌধুরী পাড়া | ৩৯৮ |
| ৮৪। | গোবিন্দ বাড়ী | ৪০০ |
| ৮৫। | গধারাম রোয়াজা পাড়া | ৪০১ |
| ৮৬। | বদন চৌধুরী পাড়া | ৪০২ |
| ৮৭। | হরিমনি চৌধুরী পাড়া | ৪০৩ |
| ৮৮। | কুমার জয় বৈষ্ণব বাড়ী | ৪০৪ |
| ৮৯। | গোবিন্দ রোয়াজা পাড়া | ৪০৫ |
| ৯০। | তারন কুমার রোয়াজা | ৪০৬ |
| ৯১। | লাওছড়া রিয়াং চৌধুরী পাড়া | ৪০৭ |
| ৯২। | বৃশিজয় চৌধুরী পাড়া | ৩৯৯ |
| ৯৩। | রমন জয় চৌধুরী পাড়া | ৪০৮ |
| ৯৪। | চন্দ্র কুমার রোয়াজা পাড়া | ৪০৯ |
| ৯৫। | নাইচ্যা কুমার রোয়াজা পাড়া | ৪১০ |
| ৯৬। | মাখিরাম রোয়াজা পাড়া | ৪১১ |
| ৯৭। | গন্ধারাম চৌঃ পাড়া | ৪১২ |
| ৯৮। | রথা চৌঃ পাড়া | ৪১৩ |
| ৯৯। | পূর্ণ কুমার চাকমা পাড়া | ৪১৪ |
| ১০০। | বালু ছড়া চৌঃ পাড়া | ৪৩৬ |
| ১০১। | চক্রবাহা চৌঃ পাড়া | ৪৩৭ |
| ১০২। | জলধর চৌঃ পাড়া | ৪৩৮ |
| ১০৩। | মাতলারাম চৌঃ পাড়া | ৪৩৯ |
| ১০৪। | কৃষ্ণ জয় চৌঃ পাড়া | ৪৪০ |

Admitted un-starred Question No. 5

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport. Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৬ ইং সনের মার্চ মাস অবধি সারা রাজ্যে মোট কতটি বাস, মিনিবাস ও অমনিবাস এর লাইসেন্স/পারমিট দেওয়া হয়েছে ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )

২। উপরোক্ত সময়ে রাজ্যে মোট কতটি অটোরিক্সার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৬ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৬৮টি বাসের ( মিনি/ অমনি ) পারমিট দেওয়া হইয়াছে :—

**মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—**

| | অমনিবাস | মিনিবাস |
|---|---|---|
| ক) আগরতলা | ১৬ | ২৫ |
| খ) খোয়াই | ৯ | ৪ |
| গ) সোনামুড়া | ২ | × |
| ঘ) সাব্রুম | ৩ | × |
| ঙ) বিলোনিয়া | ১ | × |
| চ) কমলপুর | ২ | ১ |
| ছ) ধর্মনগর | ১ | ১ |
| জ) কাঞ্চনপুর | ১ | ১ |
| ঝ) কৈলাসহর | ১ | × |

২। উপরোক্ত সময়ে মোট ৩১০টি অটোরিক্সার পারমিট দেওয়া হইয়াছে :—

**মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) আগরতলা— | ২২৮টি | জ) ধর্মনগর— | ৩টি |
| খ) খোয়াই— | ২০টি | ঝ) মনু (ধলাই)— | ১টি |
| গ) সোনামুড়া— | ১১টি | ঞ) কমলপুর— | ২টি |
| ঘ) বিশালগড়— | ৩০টি | ট) উদয়পুর— | ৬টি |
| ঙ) লংথরাই— | ১টি | ঠ) অমরপুর— | ১টি |
| চ) দশদা কাঞ্চনপুর— | ৫টি | | |
| ছ) কৈলাশহর | ২টি | | |

# PAPERS LAID ON THE TABLE
## ( Questions & Answers )

### Admitted Un-Starred Question No. 7

Name of M L. A. :—Sri **Samir Deb** Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Water Resources & PHE" Deptt. be pleased te state :—

১। **প্রশ্ন** :— পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে ডিপ-টিউবওয়েল এর সংখ্যা রাজ্যে কতটি ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

১। **উত্তর** :— রাজ্যে মোট মোট ৩৬৬টি ডিপ টিউবয়েল আছে (৩১-৩-৯৬ইং পর্যন্ত)। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক"তে দেওয়া হল।

২। **প্রশ্ন** :— কতটি ডিপ টিউবয়েল বর্তমানে চালু ও কতটি অচল আছে ?

২। **উত্তর** :— বর্তমানে ৩৫৪টি প্রকল্প চালু অবস্থায় আছে এবং ২টি প্রকল্প অচল।

৩। **প্রশ্ন** :— খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া গ্রামের ডিপ টিউবওয়েলটি বন্ধ হয়ে আছে কিনা ?

৩। **উত্তর** :— হ্যাঁ, সিঙ্গিছড়া প্রকল্পটি অকেজো গিয়েছে।

৪। **প্রশ্ন** :— থাকিলে তা চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

৪। **উত্তর** :— সেখানে একটি নতুন প্রকল্প বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।

৫। **প্রশ্ন** :— ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কত কিলোমিটার পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। **উত্তর** :— ১৭০ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

### সংযোজনী "ক"

রাজ্যে মোট ৩৬৬টি ডিপ টিউবওয়েলের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

| | |
|---|---|
| ১। ধর্মনগর— | ৩১ |
| ২। কাঞ্চনপুর— | ৯ |
| ৩। কৈলাসহর— | ২১ |
| ৪। লংতরাইভ্যালী— | ৭ |
| ৫। কমলপুর— | ১২ |
| ৬। গণ্ডাছড়া— | ২ |
| ৭। খোয়াই— | ২৭ |
| ৮। সদর (আগরতলা)— | ৬৬ |
| ৯। বিশালগড়— | ৬৬ |
| ১০। সোনামুড়া— | ২০ |
| ১১। উদয়পুর— | ৪০ |
| ১২। অমরপুর— | ২৪ |
| ১৩। সাব্রুম— | ১২ |
| ১৪। বিলোনীয়া— | ২৮ |
| | ৩৬৬টি |

Admitted un Starred Question 19

Name of the Member :—**Shri Samir Deb** Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Pleased to **state :—**

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ করা হবে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট ৭৬টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে।

নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

| ক্রমিক সংখ্যা | মহকুমার নাম | মোট গ্রামের সংখ্যা |
|---|---|---|
| | **পশ্চিম ত্রিপুরা** | |
| ১। | সদর | ১৪টি |
| ২। | বিশালগড় | ৭টি |
| ৩। | খোয়াই | ১৩টি |
| ৪। | সোনামুড়া | ২টি |
| | | মোট— ৩৬টি |
| | **দক্ষিণ ত্রিপুরা** | |
| ৫। | উদয়পুর | ১টি |
| ৬। | অমরপুর | ৮টি |
| ৭। | বিলোনীয়া | ৭টি |
| ৮। | সাব্রুম | ১টি |
| | | মোট— ১৭টি |
| | **উত্তর ত্রিপুরা** | |
| ৯। | কৈলাশহর | ৩টি |
| ১০। | ধর্মনগর | — |
| ১১। | কাঞ্চনপুর | ৭টি |
| | | মোট— ১০টি |
| | **ধলাই** | |
| ১২। | কমলপুর | ৬টি |
| ১৩। | লংতরাইভ্যালী | ৪টি |
| ১৪। | গণ্ডাছড়া | ৩টি |
| **মোট** | | ১৩টি |
| **সর্বমোট** | | ৭৬টি |

২। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ১৫০ কি: মি: এল, টি. লাইন এবং ৩০ কি, মি, এইচ, টি, লাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। ( গ্রাম ও হ্যামলেট ছাড়া )

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

| মহাকুমার নাম | বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|
| **পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা** | ১১ কে. ভি. লাইন | এল. টি. লাইন | |
| ১। বিশালগড় | ৪ কি, মি, | ১৮ কি, মি, | ২২ কি, মি, |
| ২। সদর | ৩ কি, মি, | ১৮ কি, মি, | ২১ কি, মি, |
| ৩। খোয়াই | ২ কি, মি, | ১৮ কি, মি, | ২০ কি, মি, |
| ৪। সোনামুড়া | ২ কি, মি, | ৬ কি, মি, | ৮ কি, মি, |
| মোট | ১১ কি, মি, | ৬০ কি, মি, | ৭১ কি, মি, |
| **দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা** | | | |
| ৫। উদয়পুর | ৩ কি, মি, | ১০ কি, মি, | ১৩ কি, মি, |
| ৬। অমরপুর | ১ কি, মি, | ৫ কি, মি, | ৬ কি, মি, |
| ৭। বিলোনীয়া | ২ কি, মি, | ১০ কি, মি, | ১২ কি, মি, |
| ৮। সাব্রুম | ২ কি, মি, | ১০ কি, মি, | ১২ কি, মি, |
| মোট | ৮ কি, মি, | ৩৫ কি, মি, | ৪৩ কি, মি, |
| **উত্তর ত্রিপুরা জেলা** | | | |
| ৯। কাঞ্চনপুর | ২ কি, মি, | ১১ কি, মি, | ১৩ কি, মি, |
| ১০। ধর্মনগর | ৩ কি, মি, | ১১ কি, মি, | ১৪ কি, মি, |
| ১১। কৈলাসহর | ১ কি, মি, | ৬ কি, মি, | ৭ কি, মি, |
| মোট | ৬ কি, মি, | ২৮ কি, মি, | ৩৪ কি, মি, |
| **ধলাই জেলা** | | | |
| ১২। কমলপুর | ১ কি, মি, | ৬ কি, মি, | ৭ কি, মি, |
| ১৩। লংতরাই ভ্যালী | ২ কি, মি, | ১১ কি, মি, | ১৩ কি, মি, |
| ১৪। গণ্ডাছড়া | ২ কি, মি, | ১০ কি, মি, | ১২ কি, মি, |
| মোট | ৫ কি, মি, | ২৭ কি, মি, | ৩২ কি, মি, |
| সর্বমোট | ৩০ কি, মি, | ১৫০ কি, মি, | ১৮০ কি, মি, |

উপরি-উক্ত মহকুমা ভিত্তিক গ্রামগুলির নাম পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করিবেন।

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of M.I.A. :— Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

**প্রশ্ন :—** ১) ইহা কি সত্য ১৯৯৬ ইং সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে অনেক রাস্তা ও সেতু মেরামত করা হয়েছে?

**উত্তর :—** ১) হ্যাঁ।

**প্রশ্ন :—** ২) যদি সত্য হয় থাকে তাহলে কত কিলোমিটার রাস্তা ও কয়টি সেতু মেরামতের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

( রাস্তা ও সেতুর জন্য ব্যয়িত টাকার পৃথক পৃথক হিসাব। )

**উত্তর :—** ২) ৬৯২.৬৮৭ কি: মি: রাস্তা মেরামতের জন্য ১৪৬.৫৩ লক্ষ টাকা ও ২৫৬টি সেতু মেরামতের জন্য ১৩২.৮৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। রাস্তা ও সেতুর জন্য ব্যয়িত টাকার ডিভিশান ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী'ক' দ্রষ্টব্য।

**রাস্তা ও সেতুর জন্য ব্যয়িত টাকার হিসাব : সংযোজনী 'ক'**

| সার্কেলের নাম | ডিভিসনের নাম | রাস্তার দৈর্ঘ্য ( কিলোমিটার ) | টাকার অংক ( লাখ ) | সেতুর সংখ্যা | টাকার অংক ( লাখ |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম সার্কেল | কাঞ্চনপুর | ১২৮'০০ | ৬'০০ | ৯ | ৮'৩০ |
| | কুমার ঘাট | ২৫'৪০ | ১৮.২৫ | ১৭ | ১৫'৩৭ |
| | আমবাসা | ১১১'২০ | ২১'৪৪ | ২৮ | ১৩'০১ |
| | ধর্মনগর | ৬১'৯৭ | ২৩'৯৩ | ৬৩ | ২৪'২৪ |
| | কৈলাশহর | ২২'৩০ | ১১'৯৮ | ১০ | ১'৭২ |
| মোট | | ৩৪৮'৮৭ | ৮১'৬০ | ১২৭ | ৬২'৬৪ |
| ২য় সার্কেল | তেলিয়ামুড়া | ৮'০০ | ১৬'৪২ | ১০ | ৮'৫৫ |
| | ডিভিসন নং ১ | ২'০০৭ | ৭'৭৭ | ৫ | ৪'৬৫ |
| মোট | | ১০'০০৭ | ২৪'১৯ | ১৫ | ১৩'২০ |
| ৩য় সার্কেল | সাউদার্ন নং ১ | ৪৪'৫৫ | ৪'৯০ | ৮ | ১'৫৫ |
| | সাউদার্ন ২ | ১১৫'২৫ | ৭'৮৪ | ৩২ | ১২'৫৬ |
| | সাউদার্ন নং ৩ | ৩৭'০০ | ৩'৬৮ | ৩ | ০'৮৯ |
| | অমরপুর | ৩০'৭৫ | ৬'১১ | ১০ | ১৯'০০ |
| মোট | | ২২৭'৫০ | ২২'৫৩ | ৫৩ | ৩৪'০০ |
| ৪র্থ সার্কেল | আগরতলা নং ২ | ৬০'২০ | ১৩'৮৮ | ৪৮ | ১৭'৩৫ |
| | আগরতলা নং ৪ | ৪৯'১১ | ৪'৩৩ | ২০ | ৫'৬৫ |
| মোট | | ১০৯'৩১ | ১৮'২১ | ৬১ | ২৩'০০ |
| সর্বমোট | | ৬৯৫'৬৮৭ | ১৪৬'৫৩ | ২৫৬'০০ | ১৩২'৮৪ |

মোট খরচ :— ১৪৬'৫৩

( + ) ১৩২'৮৪

২৭৯'৩৭ লক্ষ

Admitted Un-Starred Question No. 24

Name of Member :—**Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister.in-charge of Finance Department be please to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে কতজন এল. ডি. সি (করনিক) তাদের চাকুরী জীবনের ১৮ বৎসরের কোন প্রমোশন পাননি (তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১৮ বৎসর একই পোষ্টে থাকার কি কি সুযোগ পাওয়ার অধিকার এবং কত জন-তা-পেয়েছেন।

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 25

Name of Member :—**Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীদের গ্রুপ 'সি'তে প্রমোশন পাওয়ার মত অনেক পদ আছে,

২। সত্য হইলে গ্রুপ 'ডি' পোষ্ট থেকে গ্রুপ 'সি'কে প্রমোশন পোষ্ট কোন্ কোন্গুলি (পোষ্ট এর নাম এবং বেতনক্রম সহ)

৩। গ্রুপ 'ডি' পোষ্ট থেকে গ্রুপ 'সি' পোষ্টে প্রমোশন প্রাপ্তকারীর অবসর গ্রহণের বয়সসীমা কত?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল।

| ক্রমিক নং | গ্রুপ 'ডি' থেকে গ্রুপ 'সি'তে প্রমোশন পাওয়ার মত পদগুলির নাম | বেতন ক্রম | কত বৎসরে অবসর গ্রহণ করার নিয়ম |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| 1. | Record Keeper | Rs. 850-2130/— | 58 |
| 2. | Duplicating Operator | Rs. 850-2130/— Spl. pay @ 5% on the minimum of the scale. | 58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Jamadar | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 4. | Duftry | Rs. 850-2130/— | 58 |
| 5. | Record Supplier | Rs. 850-2130/— | 58 |
| 6 | L.D.C. (if the concerned incumbent has passed Madhyamik examination) | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 7. | Manual Assistant | Rs. 950-2170/— | 58 |
| 8. | Sorter | Rs. 850-2130/— | 58 |
| 9. | Laboratory Attendent | Rs.850-2130/— | 60 |
| 10. | Tahsilder | Rs.970-2400/— | 58 |
| 11. | Dusting Operator | Rs.850-2130/— | 58 |
| 12. | Driver | Rs.970-2400/— | 58 |
| 13. | Store Supplior | Rs.850-2130 — | 58 |
| 14. | Jnnior Mechanic | Rs.970-2400/— | 58 |
| 15 | Junior Fitter | Rs.970 2400/— | 58 |
| 16. | Junior Elect. Mistry | Rs.970-2400/— | 85 |
| 17. | Junior Electrician | Rs.970-2400/— | 58 |
| 18. | Work Assistant | Rs.970-2400/— | 58 |
| 19. | Tracer | Rs.970-2400/— | 58 |
| 20. | Junior Mechanic ( Dairy ) | Rs.970-2400/— | 58 |
| 21. | Junior Operator ( Boiler ) | Rs.970-2400/— | 58 |
| 22. | Junior Operator ( Mike ) | Rs.970-2400/— | 58 |
| 23. | Junior Operator ( Sericulture ) | Rs.970-2400/— | 58 |
| 24 | Duplicating Machine Operator | Rs.850-2130/— + Spl. Pay @ 5% on the minimum of scale. | 58 |
| 25. | Cinema Operator | Rs.970-2400/— | 58 |
| 26. | Make-up-Man | Rs.950-2170/— | 58 |
| 27. | Mike Operator | Rs.970-2400/— | 58 |
| 28. | Exhibition Assistant | Rs.970-2400/— | 58 |
| 29. | Laboratory Assistant | Rs.970-2400/— | 58 |
| 30. | Book Binder | Rs.970-2400/— | 58 |
| 31. | Forest Guard | Rs.850-2130/— | 58 |
| 32. | Mahut | Rs.850-2130/— | 48 |
| 33. | Dutry-cum-Book Binder | Rs.850-2130/— | 58 |
| 34 | L.D.A.-cum-Typist | Rs.970-2400/— | 58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35. | Telephone Operator | Rs.970-2400/— | 58 |
| 36. | Assistant Record Keeper | Rs. 970-2400/- | 58 |
| 37. | P. P. Worker | Rs.850-2130/— | 48 |
| 38. | Programme Assistant | Rs.970-2400/— | 58 |
| 39. | Sr. Programme Helper | Rs.850-2130/ — | 58 |
| 40. | Sr. Helper | Rs.850-2130/— | 60 |
| 41. | Junior Lineman | Rs.970-2400/— | 58 |
| 42. | Driver-cum-Switch Board Operator | Rs.-970-2400/— | 58 |
| 43. | Blacksmith | Rs.970-2400/— | 58 |
| 44. | Launch Driver | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 45. | L. V. Driver | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 46. | Pump Operator | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 47 | L. D. Clerk ( State ) | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 48. | Driver ( Heavy Vehicle ) | Rs. 1020-2620/— | 58 |
| 49. | Bus Conductor | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 50. | Booking Clerk | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 51. | Traffic Assistant | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 52 | Sales Attendent | Rs. 850-2130/— | 58 |
| 53. | Carpenter | Rs. 850-2130/— | 5 |
| 54. | Technician | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 55 | Fitter | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 56. | Amin | Rs. 970-2400/— | 58 |
| 57. | Peshkar ( if the concerned incumbent has passed S. F. / H. S. Examination ). ........ | Rs. 970-2400/— | 58 |

**PROCEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday, the 20th August, 1996 at 11 A. M.

**PRESENT**

Shri Jitendra Sarker, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 14 Ministers, 37 and Members.

**QUESTIONS AND ANSWERS**

**মি: স্পীকার :—** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** ( বনমালী পুর ) **:—** স্যার, প্রশ্নোত্তর পর্ব ইম্পরট্যান্ট ঠিকই। কিন্তু গতকাল আমরা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম রাজ্যবাসী যেটা জানতে চায় যে সারা রাজ্যে যে ভাবে উগ্রপন্থীরা নিরীহ লোকদেরকে অপহরণ করছে, এম. এল, এ অপহরন করছে, কোটি কোটি টাকা মুক্তি পন দিয়ে আসছেন। এই ভয়াবহ সমস্যা কি ভাবে সরকার মোকাবিলা করছেন এবং অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা সরকারের কাছ থেকে বিবৃতি দাবীর করছি।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী** ( কৃষ্ণনগর ) **:—** স্যার, রাজ্যে এই ধরণের কার্য্যকলাপ চলতে পারে না।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এখানে বিবৃতি দিতে তো কোন অসুবিধা নেই।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** এখানে আলোচনা করার সুযোগ আছে। আপনারা আলোচনা করতে পারবেন এখন আপনারা বসুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এটা মোষ্ট ইম্প্ররট্যান্ট প্রশ্ন। সুতরাং এটা সম্পর্কে এখনই বিবৃতি দিতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনারা এখন বসুন। এটা নিয়ে পরে আলোচনা করতে পারবেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—**স্যার, বিধান সভার যে নিয়ম, প্রশ্নোত্তর পর্বের পর গতকাল যে প্রশ্নটা উঠেছিল প্রনব দেববর্মা এবং যোগব্রত চক্রবর্ত্তী অপহরণ সম্পর্কে আমি স্টেটমেণ্ট দেব।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** এটা হতে পারে না স্যার। আমরা এখনই বিবৃতি দাবী করছি।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, প্রশ্নোত্তর পর্ব মেম্বারদের প্রিভিলেজ। দে ক্যান নট ডিস্টার্ব আদার মেম্বার প্রিভিলেজ।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, আমি তো বলেছি যে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর আমি প্রনব দেববর্মা এবং যোগব্রত চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এই বিষয়ের উপর আপনার বক্তব্যর দাবী রাখছি।

**মিঃ স্পীকার :—** এই বিষয়ে পরে আপনার আলোচনা করতে পারবেন এখন বসুন।

(গণ্ডগোল)

( বিরোধী বেঞ্চ থেকে—স্যার, আমরা আপনার বিবৃতি দাবী করছি )

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন, পরে এটা আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

(গণ্ডগোল)

**শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যেরও স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাই এই বিষয়ের উপর আপনার বিবৃতির দাবী করছি।

**শ্রী সমীর দেব সরকার** (খোয়াই) **:—** স্যার, আপনি কোয়েশ্চান আওয়ার আরম্ভ করুন। মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অপহৃতদের মুক্তি দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন। আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ।

**শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ** (কদমতলা) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১১২ স্যার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১১২।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তার উভয় দিকের সরকারী ভূমি ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন ব্যক্তি দিনে দিনে ঘর দরজা করে নিজেদের দখলে নিয়ে যাচ্ছে।

২। সত্য হলে সরকারী ভূমি এইরূপ বেদখল হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

**উত্তর**

১। এরকম কিছু অভিযোগ দপ্তরের নজরে এসেছে।

২। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন এবং ত্রিপুরা পাবলিক প্রিমিসেস আইনের বিধান অনুযায়ী এরূপ বেদখল হয়ে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য মহকুমা শাসকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতা রয়েছে।

**শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের সর্বত্র যেমন আগরতলা, সোনামুড়া বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী ও বিশালগড় এই সব ১৪টা মহকুমা শহরে এবং রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় দেখা যায় পি, ডব্লিউ. ডির রাস্তার দুই পার্শে দখল করে নিয়েছেন ঠাকুরবাড়ীর নামে, শিববাড়ার নামে, কালীবাড়ীর নামে, শনিবাড়ীর নামে, শনিতলার নামে। এই জায়গাগুলির যেখানে যেখানে পি, ডব্লিউ; ডি অফিসাররা আছেন, এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াররা আছেন, পি, ডব্লিউ, ডির এস, ডি, ওরা আছেন, ওভারশিয়াররা আছেন, অনেকে আছেন, তাদের চোখের সামনে এই জায়গাগুলি দখল হয়ে যাচ্ছে। তাদের কি কোন দায় দায়িত্ব নেই সরকারের দখলে রাখার ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটি ইনষ্টিটিউশানের সুনির্দিষ্টভাবে জায়গা বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে তাদের নামে। এইসব জমিগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত কাজ দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদেরও অনুরোধ জানিয়েছি যে যার যার জমি ইনষ্টিটিউশানের, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সেগুলি যেন তারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেভেনিউ দপ্তরের পরামর্শ এবং রেভেনিউ দপ্তরের রেকর্ডপত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়ে নেন। তাছাড়াও মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ জানাব মাননীয় সদস্য যে সমস্ত বিষয়গুলি, যে সমস্ত ঘটনাগুলি উনার চোখে লেগেছে উনার নজরে আছে সেগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত ভাবে দিলে পরে আমি নিশ্চয়ই সেগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** ( রাধাকিশোর পুর ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মহোদয় বলেছেন যে দপ্তরের নজরে এলে, দপ্তর নিজের প্রয়োজনে রাস্তা বর্ধিত করে ব্ল্যাক টপিং-এর প্রয়োজনে নিজেই যেখানে এইরকম একটা ব্যাপার সম্মুখীন, সেখানে অন্য কারো দপ্তরের নজরে আনার জন্য বলার অপেক্ষা রাখে না ! সেইখানে পুলিশের সাহায্য বা তাদেরকে যারা এইভাবে দখল করেছে তাদেরকে নোটিশ দিয়ে এই ধরনের কোন ঘটনা এই ধরনের কি কার্যক্রম নিয়েছে, এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, সুনির্দিষ্টভাবে পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তার উভয় দিকের সম্পর্কে প্রশ্নটা এসেছে। পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তার দুই পাশে যে জায়গাগুলি সরকারী জায়গা। এইটা সুনির্দিষ্টভাবে সরকার কোন জায়গা অ্যাপ্লিকেশান করে অথবা চিহ্নিত করে রেখেছে। সেই জায়গাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে রক্ষা করার দায় দায়িত্ব মূলতঃ ইনষ্টিটিউশানের। এইবার সেই এলাকার ভিতরে যখন জরীপের কাজ হয়, অথবা জরীপের কাজ না হলেও যদি কেউ এ রকম বেআইনী দখল করে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আইনগত যে ব্যবস্থাগুলি সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজস্ব দপ্তরেক সাহায্য নেন। তাছাড়াও আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাব যে সুনির্দিষ্ট এইরকম ধরনের কোন জায়গা বেদখল হচ্ছে বা কিছু হয়েছে এইগুলি আনলে পরে আইনগত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— এই ৫৫বৎসর যত রাস্তা হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে তার রেলিভেন্ট যে ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্ট পূর্ত্ত দপ্তরের সবটা রক্ষিত নাই। যদি কোথাও ডিস্‌পুট অ্যারাইজ করে তখন রেভেনি থেকে সার্ভেয়ার এবং সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে জরীপ করা হয়। প্রব্লেম হচ্ছে পূর্ত্ত দপ্তরের সমস্ত ডকুমেন্ট তাহলে আর একটা রেকশান খুলতে হবে সমস্ত জায়গাতে। কাজেই এই কারনে সর্বক্ষেত্রে পূর্ত্ত দপ্তর সংগে সংগে ইন্টারভেইন করতে পারছেনা। এই একটা অসুবিধা আছে।

**শ্রীসমীর দেবসরকার** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যদি এখানে খোয়াই শহরের কথাই বলিতো সেখানে দেখা যায় রাস্তার উপরে বিভিন্ন দোকান পাট বসে গেছে এবং তাতে যান চলাচল সহ মানুষ চলাচলের অসুবিধা হয়। এই ব্যাপারে পূর্ত দপ্তর রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী একটা করে তিনটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে কয়েক মাস যাওয়ার পরে সেগুলি আবার ধামাচাপা পড়ে যায়। তারপর এখন আবার বছর দুয়েক পরে তাগদা আসে তখন আবার দুই চারটা নোটিশ দেওয়া হয়, অন্ততঃ পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়না বা অন্য কোন কারণে ধামাচাপা পড়ে যায়। এইভাবে যে কাজগুলি বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, নোটিশ-গুলি যেভাবে ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে সেগুলি যাতে ধামাচাপা না পড়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন কিনা এবং রাস্তাঘাট গুলি পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটা অনেক বেশী নির্ভর করে স্থানীয় জনগনের সহযোগিতার উপর। আমরা সারা রাজ্যের পঞ্চায়েত, নোটিফায়েড এরিয়া এবং নগর পঞ্চায়েত এগুলি গঠন করেছি। খোয়াই শহরের সমস্যা

নগরপঞ্চায়েতের সাহায্যে নিশ্চয়ই সেখানে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার তা করা যেতে পারে। রাজ্য সরকার বিশেষ করে বিভিন্ন দপ্তর অতিসম্প্রতি আগরতলায় এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এবং খয়েরপুর পি-ডব্লিউ-ডি রাস্তার দুপাশের কিছু সরকারী খাসভূমি বে-আইনী দখল মুক্ত করেছেন এই ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ডিসফ্যাক্ট নির্দ্দিষ্টভাবে এসেছে সেখানে হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং স্থানীয় লোকের সহযোগীতা নিয়ে এগুলি করা হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস** ( রাজনগর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩.

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচান নাম্বার—৪৩.

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যে যে সমস্ত জাগায় আর, এফ, পি, আর, এফ, পি, এফ বনাঞ্চল-এ মানুষ বাস করে বাসস্থানযোগ্য সেই সমস্ত জায়গা খাস ঘোষনা করে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কিনা ?

২) যদি দেওয়া হয় তবে কবে নাগাদ ? (৩) যদি না দেওয়া হয় তার কারন ?

**উত্তর**

ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত জায়গায় আর এফ পি আর এফ এবং পি এফ বনাঞ্চলে মানুস বাস করে এবং বাসস্থানের যোগ্য তাহা খাস ঘোষণা করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নাই। আর এফ পি আর এফ, এবং পি এফ বনভূমি খাস ঘোষণা করে বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগে। ১৯৮০ ফরেষ্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট অনুসারে রাজ্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে পি এফ গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েছে যার মিমাংসা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার দ্বারাই সম্ভব। রাজ্য সরকার বনদপ্তরের নামে রক্ষিত সকল জমির বর্ত্তমান ব্যবস্থা বনের দ্বারা আবৃত ও বনহীন জমির সুনির্দিষ্ট শ্রেনী সার্ভে করে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটি মিমাংসায় যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

**শ্রীসুধন দাস :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিভাগের মধ্যেই যারা বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তাদের একটা বিরাট অংশ এই আর এফ পি আর এফ এবং পি এফ-এর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করছে, প্রায় ১৫, ২০ বছরেরও আগে থেকে, অথচ এই ভূমি তাদের নামে বন্দোবস্ত না হওয়ার ফলে সেখানে ফসল করা বা অর্থকরী কোন গাছ লাগানো ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে এই সবগুলি করা যাচ্ছে না এবং বিরাট এলাকা যেগুলি আছে, যেখানে বনভূমি নেই, বন দপ্তর সে জায়গায় কোন কাজ করছেন না এই সমস্ত জায়গা উদ্ধার করে গরীব ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, ১৯৮০ ফরেষ্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্যের যে সমস্ত এই জাতীয় বন দপ্তরের নামে লিখিত জমি আছে সেখানে কোথায়ও বন আছে, কোথায়ও বন নাই, এইসমস্ত জায়গাগুলি সম্পর্কে এর আগেও বামফ্রন্ট সরকার একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলিকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জোট সরকারের আমলে ১৯০০ ফরেষ্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট এইটাকে আরও জোরদার করেই শুধু খান্ত হননি। তাতে রাজ্য সরকারের রেভিনিউ অফিসার বা অন্য যে কোন অফিসার, এমন কি আই এস অফিসার যারা আছেন তাদের নামেও এই মর্মে নির্দেশ জারী হয় যে, যদি পি এফ বা এই ধরনের সমস্ত জায়গাকে বনায়নের জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে এইগুলিকে ব্যবহার করার জন্য যদি কেউ উদ্যোগ নেন তাহলে তার শাস্তি হবে, জরিমানা হবে এমন কি কয়েকদিনের জন্য জেলও হবে। তার ফলে রাজ্যে প্রশাসনকে একবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। তারফলে টোট্যাল রাজ্যের প্রশাসনকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছেন তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য। এবং তারা ত্রিপুরা

রাজ্যের জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য করেননি নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং তাদের দলীয় স্বার্থকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এইটা করেছেন। জনগণের স্বার্থকে তারা রক্ষা করেননি। কিন্তু গত তিন বছরে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই সার্ভের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

সারা রাজ্যে এই সার্ভের কাজ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে সমন্বয় করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট এই রকম চার-পাঁচটি দপ্তরকে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন সাব্-ডিভিশনেও এইভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটির মাধ্যমেই এই সার্ভের কাজ চলছে। এই সার্ভের রিপোর্ট আসার সুনির্দ্দিষ্টভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভূমিহীনদের গৃহহীনদের সমস্যা সমাধান করার জন্য—তাদের পুনর্বাসন দেবার জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো হবে।

**শ্রীসহিদ চৌধুরী** ( বক্সনগর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই আর, এফ / পি, আর, এফ / পি, এফ এই রকম সারা রাজ্যের মধ্যে আছে এবং যারা সেসব এলাকায় বসবাস করছে বা ভূমি দখল করে আছে তাদের সংখ্যা কত এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কি না ? যদি না পাঠানো হয় তাহলে সে ধরণের প্রস্তাব পাঠানো হবে কি না ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা একটু কঠিন। কারণ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সার্ভের কাজ না করতে পারলে সেটা করা কঠিন হবে। কারণ ফরেস্ট আইনে বে-আইনী বলে একটা কথা রয়েছে। কাজেই আমরা এন, এস, এস, থেকে যে সার্ভে করা হয় এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে সার্ভে করা হয় তাতে দেখা গেছে যে প্রায় ৬২,০০০ ভূমিহীন গৃহহীন পরিবার রয়েছে কিন্তু তাদের অনেকেই এখন আর তাদের জমিতে নেই। কাজেই এইটাকে ভিত্তি করে আমরা সার্ভে করলে সঠিক চিত্রটা পাওয়া যাবে এবং তার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না পাওয়া গেলে কিছুই করা যাবে না। তারপর আরেকটা হচ্ছে রাবার চাষ। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট আইন অনুযায়ী নিয়ম হলো যেখানে যে ধরনের বৃক্ষ রয়েছে সেখানে সে ধরনের বনায়ন গড়ে তুলতে হবে। সেখানে অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ লাগালে হবে না—এইটা ১৯৮০ সালের ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাকট এ রয়েছে।

**শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য** ( ফটিকরায় ):— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত ভুমিহীন পরিবার আর এফ/পি, আর, এফ। এবং পি, এফ, এ বসবাস করছেন সে জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য বন দপ্তর থেকে নোটিশ জারী করা হয়েছে। এখন-সার্ভে হওয়ার সাপেক্ষে তারা যাতে এই জায়গায় বসবাস করতে পারেন সে ধরনের ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

**শ্রীসুধন দাস** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে সমস্ত আর, এফ এবং পি, আর, এফের মধ্যে এখনও ভূমিহীন বসবাস করছেন সেই সমস্ত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য বন দপ্তর থেকে নোটিশ জারী করা হয়েছে। এখানে তাদের সার্ভে হওয়া সাপেক্ষে অথবা ফয়সলা হওয়া সাপেক্ষে তারা যেন বসবাস করতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা সরকারের নজরে এসেছে এবং এই ব্যাপারে প্রশাসন প্রয়োজনে এই রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সার্ভে করেন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের কোন রকম যাতে ডিষ্টার্ব করা হয় না।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

**শ্রীঅনিল চাকমা** ( পেচারথল ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত জম্পুই, সেখান, শেরমুন, মুন্টা পাহাড়গুলিতে জল সরবরাহের জন্য যে ট্যাংকগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত ট্যাংকগুলি আবার চালু করা হবে কিনা,

৩। চালু করা না হলে তার কারণ ?

**উত্তর**

১। জম্পুই পাহাড অঞ্চলে প্রয়োজনের সময় ট্যাংকারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কুমারঘাট পি, এইচ, ই, ডিভিশন ফাইভ থেকে এই ট্যাংকারগুলোর মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। উক্ত ডিভিশন আর, ডি, ডিভিশন টুতে রূপান্তরিত হওয়ার পর আপাতত ট্যাংকার দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে না।

২। যখন দরকার হবে ট্যাংকারের মাধ্যমে জল সরবরাহ আবার বিবেচনা করা হবে।

৩। প্রয়োজন নাই।

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আসলে আমি যেটা প্রশ্ন করেছি মন্ত্রী মহোদয় ঠিক বুঝতে মনে হয় একটু ভুল হয়েছে। জম্পুই পাহাড়ে মার্ক-টু টিউবওয়েল কিছুই হয়নি। সেখানে সিমেন্ট দিয়ে ট্যাংকার করা হয়, প্রতি বাড়ী বাড়ী ঐ ট্যাংকারগুলি দুইটা চারটা করে দেওয়া হয়। ঐ ট্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে বন্ধ, গত বছর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর, ডি, দপ্তর থেকে। এখন তারা জল রিজার্ভ করে রাখে এবং বৃষ্টির জল জমিয়ে তারপর ব্যবহার করে। এছাড়া ওদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আর মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন গাড়ী ট্যাংকার করে জম্পুই পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে আসলে আমার প্রশ্ন এটা না। যে ট্যাংকগুলি সেখানে রিজার্ভ করে রাখা হয় এই রকম ট্যাংক আরও করা হবে কি না ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আসলে প্রশ্ন এই রকম জল সরবরাহ-এর। সেগুলি জল রিজার্ভ করে রাখার জন্য হারবেষ্টিংয়ের জন্য যে বাড়ী বাড়ী যে ট্যাংকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে সেই রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

**শ্রীদেবব্রত কলই** ( অম্পিনগর ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জম্পুইহিল সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা আমার জানা। সেখানে ব্লক থেকে বা আর, ডি থেকে বিভিন্ন বাড়ীতে বৃষ্টির জলকে রিজার্ভ করে রাখার জন্য সিমেন্ট দিয়ে ওয়াটার ট্যাংক করা হয়েছিল এবং এই ওয়াটার ট্যাংকগুলি কোন অবস্থাতেই বিজ্ঞান সম্মত নয় যার জন্য সেখানকার মানুষ পানীয় জলের জন্য তৈরী করা হলেও সেটা পানীয় জলের কাজে ব্যবহার করা হয় না এবং তার জন্য সেখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছ থেকে জানতে চাই যে, জম্পুইহিল সহ সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা এই সরকার গ্রহণ করছেন কি না ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, জম্পুই পাহাড়-এ পানীয় জলের সমস্যা এটা সর্বজনবিদিত এবং দীর্ঘদিন আমরা চেষ্টা করছি এই জলের কষ্ট থেকে তাদের মুক্ত করবার। কিন্তু মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন আমি তার সাথে একমত হতে পারি নি। কারণ এই ট্যাংকগুলি বন্ধ হয়ে যায় নি, ট্যাংকগুলি চালু আছে। যেটা সেই এলাকাবাসী দাবী করছেন সেই ট্যাংকগুলি মেইনটিনেন্স এবং সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যার জন্য সেই এলাকাবাসী দাবী করছেন। আমার কাছেও যে সেগুলি রিপ্লেস করে সিনটেকস্ জাতীয় ট্যাংক দেওয়া যায় কি না এটা দপ্তর এখন বিবেচনা করছেন। আর সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা সেখানে আপনারা

জানেন যে ট্যাকনোলজি মিশন দীর্ঘদিন সেই অঞ্চলে কাজ করছেন কিন্তু তারা কার্যত কোন দিন মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সফল হতে পারেন নি। যেটা করা হয়েছে সেখানে ঝর্ণার জল বা বৃষ্টির জল আটকিয়ে রেখে ট্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহ করা এইভাবে চলে এসেছে। ১৯৯২ সালে সেখানে বিরাট ঝর্ণার জল একটি ট্যাংকের মধ্যে রেখে সেখান থেকে পাম্প দিয়ে গোটা পাহাড়-এ সরবরাহ করবার জন্য একটা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাও মাঝ পথে পরিত্যক্ত হয়েছে সফল হয়নি। যা হউক। এটা রাজ্য সরকার অবগত আছেন সেখানের জলের সমস্যা সম্পর্কে। সেই সমস্যা কখনও সংকট আকার নেয় নি কারণ সেখানে আমাদের পর্যবেক্ষন রয়েছে, আমরা সব সময় নজর রাখছি সেই এলাকার উপর।
এবং আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে আরও বেশী বিশুদ্ধ পানীয় জল সেই অঞ্চলে সরবরাহ করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই।

**শ্রীদেবব্রত কলই :**— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০৭।

**শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৭।

**প্রশ্ন**

১। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে আইন মোতাবেক গঠিত ব্লক সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার এ, ডি, সি অন্তর্ভুক্ত গাঁও পঞ্চায়েতের যে কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে কিনা, এবং

২। এ, ডি, অন্তর্ভুক্ত গাঁও পঞ্চায়েতগুলি কাজ ব্লকের মাধ্যমে কারা দেখাশুনা করছেন,

৩। ইহা কি সত্য ব্লক সমিতির অন্তর্গত গাঁও পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক বাজেট তৈরী হলেও এ, ডি, সি, এলাকার গাঁও পঞ্চায়েতগুলির কোন বাজেট নেই ?

**উত্তর**

১। না।

২। ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিসার কর্তৃক যে সকল ব্লক পুরোপুরিভাবে এ, ডি, সি, এলাকার অন্তর্গত সেই সমস্ত ব্লকের ক্ষেত্রে ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিসারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্লক এড্‌ভাইসরী কমিটি গঠিত আছে।

৩। হ্যাঁ।

**শ্রীদেবব্রত কলই :**— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যেসমস্ত গাঁও পঞ্চায়েতগুলি সম্পূর্ণ এ, ডি, সির ভিতরে নিয়ে ব্লক বা সাব ব্লক গঠিত সেখানে সেই সমস্যা দেখা যায় না এবং সেটা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আওতায় পড়েনা। কিন্তু এমন কতগুলি ব্লক রয়ে গেছে আমাদের এখানে যতগুলি গাঁও পঞ্চায়েত আছে ব্লকের মধ্যে তার কম অংশ বা কোথাও একটু বেশী অংশ এ, ডি, সির ভিতরে এই সমস্ত এলাকায় আমরা দেখেছি, ত্রিস্তর আইন মোতাবেক যে ব্লক সমিতির মাধ্যমে বাজেট হচ্ছে যেমন অমরপুর আর, ডি, ব্লক এখানে ৪২টি গাঁও পঞ্চায়েত আছে এর মধ্যে ৯ট আছে পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গাঁও পঞ্চায়েত বাকি সমস্তটাই এ, ডি, সি, এলাকার অন্তর্ভুক্ত এখানে দেখা গেল এ, ডি, সি, এলাকা পুন নির্দ্ধারনের ফলে এই ৯টি গাঁও পঞ্চায়েত থেকেও আরও ৩টি গাঁও পঞ্চায়েত এ, ডি, সির অন্তভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল এখানে ব্লক সমিতি বা এ, ডি, সির অন্তর্ভুক্ত কোন গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে কাজের ক্ষেত্রে যেখানে একই ব্লক সেখানে একটু বৈষম্য দেখছি। আমরা ব্লক সমিতি যেসমস্ত স্টেডিং কমিটি গঠন করেছি এই স্টেণ্ডিং কমিটিগুলিতে এখন এ, ডি, সি, অন্তভুক্ত যে গাঁও পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা উন্নয়নমূলক কাজে সেখানে অনুমোদন চাওয়া যায় না। কাজেই এ, ডি, সি, এলাকার গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে নিয়ে ব্লকে এমন কোন এডভাইসরি বা এমন কোন কমিটি গঠন করার চিন্তাভাবনা সরকারের আছে কিনা ?

**শ্রীসুবোধ দাস** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে সব ব্লকগুলি পুরপুরিভাবে এ. ডি. সি-র অন্তরগত তাদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। এটা ঠিকই আছে। এবং যে সব ব্লক সম্পুর্ণভাবে এ ডি সি-র এলাকার অন্তর গত সেই সমস্ত ব্লকের অধীনে সেই সমস্ত গ্রামগুলির কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ও'র মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তবে বি, ডি, ও'কে কাজকর্ম করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করার জন্য ঐসমস্ত ব্লকে রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্লক এডভাইসারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং এখানকার যে বাজেট তা পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই মিক্সড্ ব্লকের মধ্যে এইগুলি বি, ডি, ও তত্ত্বাবধানে ব্লক এডভাইসারি কমিটির পরামর্শ নিয়েই এটা হয়ে থাকে। এ, ডি, সি এলাকার অন্তরগত গ্রামগুলি পঞ্চায়েত আইন দ্বারা পরিচালিত নহে। অতএব তাদের ক্ষেত্রে বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেহেতু গ্রামস্তরে বাজেট অনুমোদনের ক্ষমতা পঞ্চায়েত আইন বলে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে ন্যাস্ত।

**শ্রীদেবব্রত কলই** :— সাবলিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত ব্লকে এ, ডি, সি এবং নন্-এ ডি সি অর্থাৎ ব্লক সমিতি আছে এই সমস্ত ব্লকগুলিকে পুনর্গঠন করে এ ডি সি-র অন্তরভুক্তগুলোকে নিয়ে আলাদাভাবে ব্লক তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মূখ্যমন্ত্রী ) :—স্যার, সমস্যা হচ্ছে মিক্সিড্ ব্লকগুলি'ক নিয়ে, যেগুলি এ ডি সি'র বাইরে সেইগুলিকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। আর যেগুলি এ ডি সি-এর মধ্যে আছে সেইগুলি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কারণ আমরা সমানভাবেই টাকা দিচ্ছি। সমস্যা হচ্ছে মিক্সড্ ব্লক গুলিকে নিয়ে। মিক্সড্ ব্লকগুলিতে যে অংশে নির্বাচন হয়েছে সেখানে পঞ্চায়েত আছে, তার পঞ্চায়েত সমিতি আছে। তার বাইরে যে এ ডি সি এর অংশটা রয়ে গেল সেখানে সির্বাচিত কোন সংস্থা নেই এটা নিয়ে সমস্যা। টি. টি, এ, এ, ডি, সি, উদ্যোগ নিচ্ছেন যত তাড়াতাড়ি সেখানে ভিলেজ কমিটি করা যায়। যখন হয়ে যাবে তখন অনেক ইজি হয়ে যাবে। আমরা যে এরেঞ্জমেন্টটা করেছি তা হচ্ছে মিক্সড ব্লকেও আমরা টাকা দিচ্ছি ঐ অঞ্চলের জন্য যে অংশটা এ. ডি. সি এর মধ্যে পড়েছে সেই পার্টিগুলোর ব্লকে এবং বি ডি, ও'র কাছে টাকা দেওয়া হচ্ছে, বি. ডি, ও, সেখানে প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে একজন দুই জন করে এনে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে ডেভেলাপমেন্ট এর টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। মিক্সড্ ব্লকের যে সমস্যাটা সেটা আমরা এইভাবে টেকেল করছি।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** ( সালেমা ) :—সাবলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৩নং প্রশ্নের উত্তরে যেখানে এ. ডি. সি এর গাঁও পঞ্চায়েতগুলার কোন বাজেট নেই। যে বাজেট যাবে নির্বাচিত গাঁও পঞ্চায়েতগুলোর বাজেটের টাকা যাবে। সেখানে ঐ ব্লকগুলি অন্যান্য যেখানে মিক্সড্ ব্লক না শুধু নির্বাচিত পঞ্চায়েত এই ব্লকের চেয়ে ঐ ব্লক কি বঞ্চিত হবে না অর্থকড়ির দিক থেকে ?

**শ্রীসুবোধ দাস** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এখানে মিক্সড্ ব্লক এলাকাগুলিতে শুধু নন-এ ডি সি এলাকার জন্যই বাজেট হয়। এটা ঠিক নয়। আমি বলছি যে, এ ডি সি'র অন্তরভুক্ত এলাকার জন্য যে অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন সেটা বি, ডি, ও-এর কাছে দিয়ে থাকেন। এবং সেখানে আলেদা যে সমস্ত গ্রামগুলি আছে একজন করে প্রতিনিধি মিক্সড্ ব্লকে যে সমস্ত এ ডি সি-র অন্তরভুক্ত গ্রাম আছে সেখানে একজন করে আমন্ত্রিত সদস্য রাখা হয়েছে। এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বি, ডি, ও সেখানে তাদের বাজেট করে থাকেন এবং তাদের বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যেহেতু এ ডি সি বলে ঐ এলাকার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধ হয়ে থাকে তবে পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ঐ এ ডি সি এলাকার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কোন বাজেট করতে পারে না, সেটা আইন থাকার কারনে।

**শ্রীদেবব্রত কলই** :— স্যার, আমার প্রশ্নএখানে ক্লিয়ার হয় নি। আমি জানতে চেয়েছি. এ, ডি, সি, এরীয়ায় যে সমস্ত মিশ্র ব্লক আছে সেই সমস্ত গাঁও সভাগুলিতে আলাদা পঞ্চায়েত গঠন করা হবে কিনা ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সামনে এখন এই ধরনের কোন প্রস্তাব নেই, আমরা কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করছি না। মিক্সড এরিয়ার কিছু প্রবলেম হচ্ছে এটা ঠিক। এই প্রবলেম দূর করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমাদের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার বলেছেন। কাজে কাজেই নতুন করে আর আমরা কিছু এখন করছি না। সামনে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার প্রচেষ্টা চলছে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

**শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী** ( কল্যাণপুর ) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৫২।

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৫২।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যের দুর্গম ও শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে ঐ সমস্ত দুর্গম বা শুষ্ক অঞ্চলে মার্কটু টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের উপযোগী ব্যবস্থা নাই।

৩। সত্য হইলে ঐ সব অঞ্চলে সেনেটারী ওয়েল, রিং-ওয়েল বা ওয়াটারটেংক করে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না ?

**উত্তর**

১। রাজ্যের দুর্গম শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের সমস্যাসমাধানের জন্য মার্কটু, মার্ক থ্রী, স্যানিটারী ওয়েল, রিংওয়েল এবং ট্যাংকারের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত পাহাড়ীদুর্গম ও শুষ্ক অঞ্চলে উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে জল সরবরাহ সম্ভব নয় ঐ সব অঞ্চলে রেইন। স্প্রিং ওয়াটার ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মান করে জলকে ধরে রেখে এবং সেই জল বিশুদ্ধ করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা স্থান বিশেষে ইতমধ্যেই করা হয়েছে। এই প্রকল্পও ব্যাপক ভাবে চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

২। ইহা আংশিক সত্য।

৩। সরকার প্রয়োজনীয় ব্যাপক উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন।

**শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী** :— স্যার, রাজ্যের পানীয় জলের সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। এখানে এব্যাপারে বার বার আলোচনা হয় এবং বার বার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, মার্ক টু টিউব-ওয়েল এ রাজ্যের ভৌগলিক পরিবেশে অকেজো। রাজ্যের একটি মার্ক টু টিউবওয়েলও সচল নেই। আমি উত্তর জিলাগুলি গাঁও সভার কথা বলতে পারি। সেখানে ১৪টি মার্ক টু আছে। কিন্তু একটিও সচল নেই। এ ব্যাপারে অর্থও যথেষ্ট যাচ্ছে। আমরা দেখেছি গতকালকের বাজেট ভাষণে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় পানীয় জলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজে কাজেই আমি বলব, নির্দিষ্ট ব্লকের জল এরিয়াগুলি চিহ্নিত করে মাষ্টার প্ল্যান করে, ওয়াটার ট্যাংক করে, রিং ওয়েল করে, সেনিটারী ওয়েল করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা ঠিক। জলের লেয়ার সব জায়গায় সমান নয়। ফলে মার্কটু বসানোর পর তিন মাসের মধ্যে, কোন কোন জায়গায় দুই সপ্তাহের মধ্যে জলের লেয়ার শিফট

করতে পারে। এই সমস্যা দপ্তরের সামনে আছে। এর ফলে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জল পায় না। তারজন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে চলতি আর্থিক বৎসরে আমরা আর. ডব্লিউ. এস. এ ব্যাপারে ৯ কোটি টাকা ধরেছি। পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পরিশোধিত জল খেতে পারে সে জন্য ওয়াটার ট্যাংক রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে যাতে ড্রিংকিং ওয়াটার পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। সম্প্রতি কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর তাঁরা বেসিক মিনিয়াম সার্ভিসের কথা ঘোষণা করেছেন। সে অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকার ঠিক করেছেন যে বেসিক মিনিমাম সার্ভিস-এ পানীয় জলকে একটা হিসাবে চিহ্নিত করেছি এখন তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

**শ্রীশহীদ চৌধুরী ( বক্সনগর ) :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মার্কটু টিউবওয়েলগুলি যখন বসানো হয় আমরা যতটুকু জানি দপ্তরের ইনষ্ট্রাকশান আছে যতক্ষণ পর্যাপ্ত না জলের লেয়ার পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পাইপ বোরিং করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করেছি যে যারা কনট্রাকটর কাজ করেন, কাজটা দেওয়া হয় সদরের আর. ডি. ইঞ্জিনীয়ারিং সেল থেকে অর্থাৎ আগরতলা শহর থেকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে সরাসরি টেণ্ডার কল করে কনট্রাকটদের কাজ দেওয়া হয়। ফলে কনট্রাকটদের কাজে প্রচণ্ড অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। এবং এই কাজের প্রতি পঞ্চায়েতেরও কোন তদারকি থাকে না। ফলে কনট্রাকটদের খেয়াল খুশীমত পাইপ বসিয়ে মার্কটু ফিট করে চলে আসে। এতে ১৫ দিন, কি এক মাস কি ৬ মাস কি এক বছর পরে এগুলি অকেজো হয়ে যায়। কাজেই এই অবস্থায় প্রতি দপ্তর নজর দেবেন কিনা এবং কাজটা যাতে সঠিকভাবে হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় সে ব্যাপারে দপ্তর কি ব্যবস্থা নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক। আগে এরকম পদ্ধতি চালু ছিল যে আগরতলা শহরে বসে সমস্ত টেণ্ডার কল করা হত। আমরা গত বছর দুই এক আগে টেণ্ডার কল যাতে ডিষ্ট্রিকট লেভেলে হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া গত বছর খুব খরা ছিল, আমরা ষ্টেট লেভেলে পরিস্থিতি রিভিউ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট বা যদি সেই রকম ট্রাইসেন ট্রেইড জানা লোক থাকে বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে টেণ্ডার কল করে তাদের কাজ দিতে পারবেন। আর তদারকির ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের যেমন দায়িত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি নির্বাচিত পঞ্চায়েতেরও দায়িত্ব রয়েছে, বি. ডি. সি-গুলিও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। যখনই কোন অভিযোগ আমাদের নজরে আনা হচ্ছে তখনই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হস্তক্ষেপ করছি।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক ( বড়জলা ) :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য যাখন চক্রবর্তী মহোদয় প্রশ্ন তুলেছেন পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার পরে আরও সাপ্লিমেণ্টারী করে কিছু কিছু কথা বলেছেন এবং এটাও বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বেসিক মিনিমাম সার্ভিসের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও আছে। সেই জন্য এটাও একটা কর্মসূচীর অঙ্গ। কিন্তু আমি যতটুকু জানি এটা ন্যাশন্যাল এজেণ্ডা নং ১। ( এক ) নম্বর আছে জল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্ট—এ বলেছেন যে, জলের জন্য টাকার কোন সমস্যা হবে না, সে টাকা আমরা বেড় করে আনব। প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিপার্টমেণ্ট জলের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দুর্গামাকুলগুলিতে কি হবে ?

আমাদের শহরের আশেপাশে এমন কি শহরে যদি কোথাও কোন জলের পাইপ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা ঠিক হতে অনেক সময় লেগে যায়। যদি কোথাও পাম্প নষ্ট। আবার অনেক সময় দেখা যায় পাম্প ঠিক হলো কিন্তু বিদ্যুৎ আসতে আসতে তিন বছর লেগে যায়। এই রকমভাবে কাজগুলি চলছে। প্রথম বছর মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার

বলেছিলেন এবং উনি আজকে হাউসেও উপস্থিত আছেন। আমাদের পাইপ নেই এবং পাইপের ভাণ্ডার নেই। তাই মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি এই ব্যাপারে তিনি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ? আমার মনে হয়, যেভাবে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা কাজ করছেন কোন মেইনটেনেন্স করছেন না, পাম্প খারাপ হলেও মেরামত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না এবং কোন রিপেয়ারিং করা হয় না। এই ব্যাপারে শুধু গ্রামে নয়, শহরেও সামগ্রিকভাবে কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং পাম্প নষ্ট হলে সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা হবে কিনা এবং এর জন্য কোন সেলগঠন করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সেটা দুই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। একটা হলো পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, ডিপ টিউব ওয়েল, ওয়াটার সাপ্লাই আর একটা হলো রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন করেছেন এটা প্রয়োজনীয় এবং জরুরী প্রশ্ন। সেদিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তিনটি স্তম্ভের মধ্যে এটাকে একটা স্তম্ভ হিসাবে ধরা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করেছি। আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত জায়গায় আমরা ড্রিংকিং ওয়াটার পাইপ পৌঁছে দেওয়া হবে। তার জন্য একটা মনিটারী সেল তৈরী করা হয়েছে এবং সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাব। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে এই সম্পর্কে বলেছেন যে কাজ চলছে। পানীয় জলের জন্য গত বছর বাজেটে ৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু এবার এখানে আরও ১ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার আগের বছর পানীয় জলের জন্য ৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। কাজেই সে দিক থেকে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েও এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে চলেছি। এই কথা ঠিক যে একটা সময় আমাদের এখানে পাইপ ছিল না কিন্তু এখন এটা বলতে পারি না। কারণ এই সমস্ত কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এবং পাইপ ইত্যাদির কোন অভাব নেই।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** ( খোয়াই ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দুর্গম অঞ্চলে পানীয় জলের ভীষণ অভাব। এমন অনেক জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় সেনিটারি জলের কোন ব্যবস্থা নেই যেমন ডীপ টিউব-ওয়েল কিংবা রিং ওয়েল কিছুই নেই। সেই সমস্ত জায়গায় যে ছড়াগুলি আছে সেই সমস্ত ছড়ার জল পরিশ্রুত করে পানীয় জলের যোগ্য করা হবে কিনা ? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন তথ্য জানা আছে কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এই পরিকল্পনার ব্যাপার নিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রামীন পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে পরিকল্পনা করে সেই কাজ করে থাকে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** ( ধর্মনগর ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৫০ স্যার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৫০

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে আর কোন নতুন মহকুমা এবং জেলা গঠনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে মহকুমা এবং জেলার স্থান নির্বাচনের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়গুলো বিবেচনাধীন থাকবে ?

৩। স্থান নির্বাচনের জন্য কোন কমিটি রয়েছে কি ?

৪। ইতিমধ্যে রাজ্যে নতুন মহকুমা এবং জেলা গঠনের সুনির্দিষ্ট কোন দাবী রাজ্য সরকারের কাছে আর আছে কি ?

**উত্তর**

১। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। ধলাই জেলা সম্প্রতি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে আর কোন জেলা গঠনের পরিকলপনা নাই।

২। উন্নয়নের পরিকাঠামোর অভাব, দুর্গম পাহাড় অঞ্চল এবং সবচাইতে অনগ্রসর ও পিছনে পড়া উপজাতি জন অধ্যুষিত এলাকায় জনগনের কাছে পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকার দিয়ে ধলাই জেলা গঠন হয়েছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

৪। ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, মহকুমাকে নিয়ে একটি জেলা গঠনের প্রস্তাব ধর্মনগর থেকে পাওয়া গিয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যা কার্তিক কন্যা দেববর্মা।

**শ্রীমতী কার্তিককন্যা দেববর্মা ( টাকারজলা ) :—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫১ স্যার।

**শ্রী সমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫১

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী ডারলং সম্প্রদায়ের মহিলারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় না।

২। সত্য হইলে এই অধিকার তাদের দেওয়ার জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা।

**উত্তর**

১। এবং ২। সরকারের কাছে এ রকম কোন তথ্য নাই। সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত সমস্ত ভারতীয় আইন রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর ও সমানভাবে প্রযোজ্য।

**শ্রী অরুন ভৌমিক :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত সমস্ত ভারতীয় আইন রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আমার মনে হয় এইটা ঠিক না। কারণ ট্রাইবেলদের সম্পত্তি মেয়েরা মালিক হয় না। কোন ট্রাইবেল সম্পত্তি কোন মহিলা পায় না। সেখানে হিন্দু ইনহেরিটেন্স অ্যাক্ট সেখানে কার্যকরী হয় না। এখানে একটা কাষ্টমারী ল আছে। এইখানে উপজাতিরা যদি মনে করে এইটার পরিবর্তন হওয়া দরকার তাহলে হবে, আর তা না হলে কাষ্টমারী ল এর উপরে হাত দেওয়া রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত নয়।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, কাষ্টমারী ল কে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। এইটা সুনির্দিষ্টভাবে পদ্ধতিতে সংস্কার হয়। তারপর মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন এর উপরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।

**মিঃ স্পীকার :—** প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত ( * ) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলো এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী ( বনমালীপুর ) :—** স্যার, আমার একটা প্রস্তাব ছিল। প্রস্তাবটা হচ্ছে, সারা দেশে পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরার মত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে। সেই কারণে ত্রিপুরা বিধানসভা এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করুক পেস্পশাল ক্যাটাগরি ষ্টেইট হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ভর্তুকী প্রদান করুন।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি কি এইটা জিরো আওয়ারে বলেছেন নাকি ?

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** হ্যা, জিরো আওয়ারেই আমি এই প্রস্তাবটা দিলাম হাউস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করার জন্য। যেভাবে গত কালকে রেলওয়ে সম্পর্কে অভিনন্দন প্রস্তাবটাকে হাউস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করানো

হয়েছে, এইটাকেও ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে সেইভাবে হাউস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করানোর জন্য আমি জিরো আওয়ারে এই প্রস্তাবটাকে হাউসে এনেছি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : (উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, আমরা যখন দিল্লীতে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন আমরা এই ব্যাপাটাকে সেখানে পয়েন্ট আউট করেছিলাম। আমাদের সেই কনফারেন্সে প্রাইমিনিষ্টার উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল, তারপর তারই প্রবিপ্রেক্ষিতে ৩০ পারসেন্টটাকে কমিয়ে ১০ পারসেন্ট করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তখন এই প্রশ্নটা এসেছিল যে প্রীভিয়াস্ গভর্ণমেন্ট এগার হাজার কোটি টাকা অ্যাড্জাষ্ট করে যায়নি, এখন সেই এগার হাজার কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে। তখন অনেক রাজ্য থেকেই বলেছে যে পেট্রোলিয়াম জাতিয় জিনিষের দাম বাড়ালে সাধারণ জনগনের উপর তার চাপটা বেশী পড়বে। কাজেই আমরা অলরেডি আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছি। এবং সেই প্রতিবাদের প্রতিপ্রেক্ষিতে ১৫ পারসেন্ট দাম কমানো হয়েছিল। এখানে বিরোধী দল থেকে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে এইভাবে পাঠানো যায় যে, স্পেশাল ক্যাটাগরি স্টেট হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ভরতুকী দেওয়া হোক।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার স্পেশাল ক্যাটাগরি ষ্টেট হিসাবে এইটা করার জন্য আমি বলেছি। তাছাড়াও এটাই রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলেই আমি এইটা বলেছি। এখানে মাননীয় মিনিষ্টার যেটা বলেছেন তার সঙ্গে আমিও একমত তবে তিনি প্রীভিয়াস্ গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা সম্পর্কে আমি একটু বলছি। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রীভিয়াস গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের অনেকেই বর্তমান গভর্ণমেন্টের সঙ্গে জড়িত আছেন। যাই হোক আমার প্রস্তাব হচ্ছে, স্পেশাল ক্যাটাগরি ষ্টেট হিসাবে যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যটিও আছে, কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনগণের কথা চিন্তা করে স্পেশাল ক্যাটাগরি ষ্টেট হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভর্তুকী দেওয়া হোক।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** ঠিক আছে আপনার প্রস্তাবটা কি ভাল করে পড়ে আমাদের শুনান।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে—

"সারা দেশে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরার মত অর্থ-নৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে। সেই কারণে ত্রিপুরা বিধানসভা এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহন করুক স্পেশাল অনগ্রসর ষ্টেটহিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ভর্তুকি প্রদান করুন।"

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে, আপনি এইটাকে প্রস্তাবাকারে একটা নোটিশ দিলে এইটা দেখতে পারি।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা প্রস্তাবাকারে আসা দরকার এইটাতে আমাদের কারোর আপত্তি থাকতে পারে না!

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** প্রস্তাব তো এখনই এসে গেলো।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ):—** স্যার, প্রস্তাব আনতে একটা নিয়ম আছে সেভাবে প্রস্তাবটি আনতে হবে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** মিঃ স্পীকার স্যার আমি আশ্চর্য হ'লাম শুনে যে এইটাকে প্রস্তাবাকারে আনতে হবে। কিন্তু স্যার, আমরা এখানে যারা আছি তারা সকলেই রিপ্রেজেন্টেটিভ অব্ দ্যা পিপলস্ অব্ ত্রিপুরা জিরো আওয়ারে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করলেও যে সেটা একটা প্রস্তাব হয় সেটা আমাদের সিনিয়র মেম্বাররা ভুলে গেছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** আপনারা অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীর কাছে এই মর্মে একটি নোটিশ দেবেন।

**শ্রীমতিলাল সাহা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, গতকালকেও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার একটি প্রস্তাব এনেছিলেন শূণ্যকালে এবং সেটা একটা প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়েছে—তাহলে আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন শূন্যকালে সেটাও কেন প্রস্তাব হিসেবে গণ্য করা হবে না।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** গতকালকে আমার প্রস্তাবটি ছিল একটি অভিনন্দন জ্ঞাপন—অন্য কিছু নয়।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, উভয় পক্ষই যখন এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেছেন তখন এই প্রস্তাবটিকেই তো অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেই চলে।

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে, আপনি যেভাবে এনেছেন সেভাবেই এইটাকে প্রস্তাবাকারে একটি নোটিশ দিয়ে দিন।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ ৬ইটি রেফারেন্স নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি :—

মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় প্রথম নোটিশটি এনেছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

বিলোনীয়া থানাধীন পশ্চিম কলাবাড়ীয়া গ্রামের বাহাদুর পাড়ার কর্মলক্ষ্মী ত্রিপুরা, স্বামী—চাঁদ মোহন ত্রিপুরা, ৩১.৭.৯৬ ইং এবং ১.৮.৯৬ ইং পর পর দুইরাত্রি নিজ বাড়ীতে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হবার ঘটনা সম্পর্কে আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে উনার আনীত নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটি হলো :— "বিলোনীয়া থানাধীন পশ্চিম কলাবাড়ীয়া গ্রামের বাহাদুর পাড়ার লক্ষ্মী ত্রিপুরা, স্বামী—চাঁদ মোহন ত্রিপুরা ৩১.৭.৯৬ এবং ১.৮.৯৬ পর পর দুই রাত্রি নিজ বাড়ীতে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হবার ঘটনা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়-এর উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২৩.৮.৯৬ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩.৮.৯৬ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি প্রদান করবেন।

**মিঃ স্পীকার :—** রেফারেন্স পিরিয়ডের দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়। আমি মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়কে উনার নোটিশটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীপবিত্র কর :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"আগরতলা শহরে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীবিমল সিন্‌হা ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ২৩শে আগষ্ট বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** রেফারেন্স পিরিয়ডের তৃতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়। আমি মাননীয় সদস্য সমীর দেবসরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য সমীর দেবসরকার মহোদয়কে উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"পি. এফ. ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—**আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, এই বিষয়টির উপর আগামী ২৬ তারিখে উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্যসূচীতে একটি বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৯. ৮. ৯৬ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়গণ যুগ্মভাবে সভায় উত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুট হলো—"১৬. ৮. ৯৬ইং রাত্রে মেলাঘর থানায় দৈনিক সংবাদের মেলাঘরস্থিত সাংবাদিক সঞ্জয় আচার্য্যকে পুলিশ কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে মারধোর করার এবং সারারাত তাকে নির্জলা উপবাসে থাকতে বাধ্য করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মেলাঘর থানার এস. আই. শ্রীকান্তি লাল চৌধুরী গত ১৬. ৮. ৯৬ইং রাত্র আনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় থানার অন্যান্য স্টাফ সহ মেলাঘর বাজার, প্রাণতলী ঠাকুর পাড়া ও চণ্ডীগর অঞ্চলে মোবাইল ডিউটি করার জন্য বাহির হইয়া আনুমানিক ৯-৩৫ মিনিট সময় মেলাঘর বাজারের ঠাকুরপাড়া চৌমুহনী সংলগ্ন স্থানে উপস্থিত হইলে দেখিতে পান যে শ্রীসঞ্জয় আচার্য্য, পিতা-কেশব আচার্য্য, হাসপাতাল রোড, মদমত্ত অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে পাবলিক ন্যুইসেন্সের অপরাধ মূলতঃ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতেছেন। এই ঘটনা দেখে এস. আই. শ্রীকান্তি লাল চৌধুরী শ্রীসঞ্জয় আচার্য্যকে সি. আর. পি. সি ১৫১ ধারামতে মদমত্ত অবস্থায় কোন অপরাধ গ্রাহ্য কাজ যাহাতে করিতে না পারে সেজন্য গ্রেপ্তার করে থানায় আনে। ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষ দর্শকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এস. আই. শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী শ্রীসঞ্জয় আচার্য্যকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেলাঘর হাসপাতালে প্রেরণ করিলে ই. এম. ও ডাঃ দীপাল দেববর্মা মেলাঘর হাসপাতালে তাহাকে পরীক্ষা করে এবং নির্দেশ দেয় যে শ্রীআচার্য্য মদ্যপান করেছেন এবং তাহাকে যেন দুই-তিন ঘণ্টার জন্য আটক রাখা হয়। পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫১০ ধারামতে পি. আর. নং ২৬১ নথীভুক্ত করে রাত্র ১০ ঘটিকার সময় তাহাকে থানাতে আটক করে রাখা হয়। যেহেতু পরদিন সকাল পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে জামিনে নেওয়ার থানায় উপস্থিত হয় নাই।

পরদিন ১০.৮.৯৬ ইং সকাল ৯ ঘটিকায় তাহার ভ্রাতা শ্রীমিহির আচার্য্য থানায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে জামিনে মুক্তি দিতে চাহিলে পুলিশ শ্রীসঞ্জয় আচার্য্যকে যাবতীয় আইনানুক ব্যবস্থা অনুসারে মুক্তি দেন। বর্তমানে মামলাটি কোর্টে বিচারাধীন আছে।

উক্ত ঘটনাটি শ্রীপিন্টুলাল দে ( ওয়াকিং জার্নালিস্ট সদস্য ) এবং অন্যান্য সদস্যদের অভিযোগমূলে সোনামূড়া মহকুমা শাসক তদন্ত করে দেখছেন। মহকুমা শাসক অন্যান্য স্বাক্ষীদের জবান-বন্দীতে উক্ত ঘটনায় মেলাঘর পুলিশ কর্তৃক কোন নিয়মবহির্ভূত কাজ করেছেন বলে প্রমাণ পান নাই।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উনি মদমত্ত অবস্থায় ছিল এবং তাকে ৩, ৪ ঘন্টা এরেন্ট করে রাখা হয়েছিল। এটা একটা সাজানো ঘটনা। সে মদমত্ত অবস্থায় ছিল তা ঠিক নয়। এটা অফিসার নিজেকে বাঁচানোর জন্য এইভাবে এটাকে সাজানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বিবৃতি দিয়েছে তা যদি আমি ভুল না শুনে থাকি মেডিক্যাল অফিসার নাকি থানাকে নির্দেশ দিয়েছে তকে ৩, ৪ ঘন্টা আটক রাখার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা পরিস্কার করে জানাবেন কিনা?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তা থানায় আটক না কোথায় আটক তা তো বলা হয়নি। নির্দ্দিষ্ট ভাবে তাকে আটকে রাখার জন্য সে মদমত্ত অবস্থায় ছিল তার জন্য।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা একটা সাজানো ঘটনা স্যার মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে উনি যেটা বলেছেন উনার তো দায়িত্ব নিয়ে তা দেখা দরকার। একটা মেডিক্যাল অফিসার কি করে এটা লিখতে পারে যে তাকে ৩, ৪ ঘন্টা আটকে রাখার জন্য। এবং মেডিকাল রিপোর্ট যদি উনার কাছে থাকে তা আমি উনাকে অনুরোধ করব তা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে পেশ করার জন্য।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :** মিঃ— স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এত উত্তেজিত না হয়ে আমাকে বলতে দিন। স্যার, মেডিক্যাল অফিসার যে নির্দেশ দিয়েছেন ডাক্তার হিসাবে আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্যে বলা হচ্ছে যে তাকে আটক রাখার কথা বলেছেন। তবে নির্দ্দিষ্ট থানায় আটক করে রাখার ব্যাপারটা পুলিশের ব্যাপার।

**শ্রীরতন লাল নাথ :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন এই যে রিপোর্টটাতে বলা হয়েছে তা পুলিশের তৈরী পাবলিক নোইসেন্স বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন কি পাবলিক নোইসেন্স করেছে?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আমার কাছে জানতে চাইছেন কি কি পাবলিক নুইসেন্স। এখন এটার একটা বিচারাধীন মামলা চলছে, আমি কি করে বলব কি কি পাবলিক নুইসেন্স কোথায় কোথায় সেটা বিচারে সিদ্ধান্ত হবে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ( বাগমা ) :**— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেই তথ্য আছে কি না মেলাঘর থানার ইন-চার্জ কান্তিলাল চৌধুরী উনি উপস্থিত ছিলেন না। উনি ছুটিতে ছিলেন। তিনি ছুটিতে যাওবার আগে সাংবাদিক অঞ্জন বাবুকে হুমকি দিয়েছেন এই কারনে যে সংগীতা বর্মণের যে অপহরণ এর ঘটনা, এটা সম্পর্কে এই সাংবাদিক সুন্দর ভাবে যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তার জন্য এবং পরবর্ত্তী সময়ে যদি এইসব ব্যাপারে কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয় তা হলে আমরা তা দেখিয়ে দেব। এই হুমকি দেওয়ার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না? সঞ্জয় আচার্য্য মদমত্ত অবস্থায় নয়, সুস্থ অবস্থায়ই তার সাথে বাজারে দেখা হয়েছে, তার সাথে কথা হয়েছে এর পর উনার সঙ্গে কথা আছে বলে থানাতে নিয়ে গেলেন। থানাতে নিয়ে

যাওয়ার পর মিঃ চৌধুরী সহ আরো ৮,১০ জন মিলে তাকে খুব পিটিয়েছেন। এবং তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়েছে। এখন উনি জি বি হাসপাতালে আছেন। যারা এই ঘটনার সাথে জরিত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, যে সমস্ত কথা মাননীয় সদস্য বল্লেন তা আমার তথ্যে নেই তাছাড়া উচ্চতম স্তরে একটা কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য একটু অপেক্ষা করতে পারেন, সেই কমিটি তদন্ত করে রিপোর্টটা আশা পর্যান্ত। তার পরেই কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে সব বেরুবে।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানেন কি যে সঞ্জয় আচার্য্য এত মদ খেয়েছেন যে হাসপাতালে গিয়েও প্রচণ্ড চিৎকার চেচামেচি করেছেন। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে রিপোর্ট তাতে মদমত্ত ছিলেন এবং মদমত্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তাররাও পরীক্ষা করে বলেছেন যে সে মদমত্ত অবস্থায় ছিল।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ডাক্তারের রিপোর্টে এ কথাকি কাছে যে উনি মদ খাওয়ার পর ভারসাম্য রাখতে পারেননি?

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, তিনি মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। মদ খেয়েছিলেন তিনি নিজেও স্বীকার করেছিলেন বলে ডাক্তাররা বলেছেন।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** বসুন, আপনারা বসুন। অনেক হয়েছে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এলরেডি একটা কমিটি করা হয়েছে। তা ছাড়া একটা মামলা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা কন্টেস্ করতে পারে।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে। আরতো দরকার নেই। বসুন। বসুন।

**শ্রীমতিলাল সাহা :—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, উনাকে ৩ ঘন্টা আটকে রেখে কেন উনাকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হল। নিশ্চয়ই পুলিশ তার উপরে অত্যাচার করেছে, যার জন্য তাকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্টটা যদি ঠিক হয়, ডাক্তারের রিপোর্টে ৩ ঘটা আটকানোর জন্য বলেছে তার পর কেন সঞ্জয় আচার্য্যকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হল।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—** স্যার, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে সে খবর অনুযায়ী সঞ্জয় আচার্য্যকে জি, বি হাসপাতালে থানা থেকে পাঠান হয় নি। কিংবা পুলিশ থেকে বেল নেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উনি জি বি হাসপাতালে যান নি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজ্যের মধ্যে বর্ডার দিয়ে ব্যাপক ভাবে প্রতিদিন ঔষধ থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস পত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে। ঐ পুলিশ অফিসার কান্তি চৌধুরী পরোক্ষভাবে জড়িত এই খবর সরকারের কাছে আছে কিনা?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য সঞ্জয় বাবুর সঙ্গে এই প্রশ্ন রিলেটেড নয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** কেন রিলেটেড থাকবে না ? যদি পুলিশ অফিসার দোষী নাই হউন, তাহলে সরকার কেন এনকোয়ারী কমিটি করলেন ? পুলিশের মধ্যে যদি কোন দুর্নীতি নাই থাকে, কেন তদন্ত হবে ? সাংবাদিকরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত খবরই ছাপান। সরকারের ব্যর্থতা, সরকারের সাফল্য, রাজ্যের উন্নতির কথা, রাজ্যের অবৈধ বাণিজ্যের কথা সবই ছাপান। আজকেও এ ব্যাপারে একটি বিজনেস আছে।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—** আপনার পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান কি ? কি আপনি জানতে চাইছেন ?

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** আমি সব বিষয়ই জানতে চাই। আমার মূল বিষয় হচ্ছে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই হাউসে যে বিবৃতি দিলেন তাতে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, ১৬ তারিখ রাত্রে ঘটনা ঘটল ; ১৭ তারিখও কিছু হল না ১৮ তারিখও কিছু হল না ১৯শে আগষ্ট, গতবছর এই বিধানসভায় যখন সঞ্জয় বাবুকে নিয়ে আলোচনা দাবী উঠল তখন বিকাল বেলা একটি তদন্ত কমিটি করে ঘোষনা দেওয়া হল। তদন্ত কমিটি গঠিত হল, থানার অফিসারদের দিয়ে। যেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেখানে তদন্ত করা হবে পুলিশের অফিসার দিয়ে ? কাজে কাজেই আমরা বুঝতে পারছি, এটা তদন্তের নামে প্রহসন হবে। পুলিশ দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না। কাজে কাজেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে কিনা এটা আমরা জানতে চাই ? রাজ্যের স্বার্থেই এটা করা উচিত। আমরা দেখেছি, এর আগেও অনেক সাংবাদিক এ রাজ্যে নিগৃহীত হয়েছেন। সাংবাদিকদের জীবন, সম্পত্তি আজকে রক্ষা পাচ্ছে না। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সালে উত্তর ত্রিপুরার ছৈলেংটায় দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক গোপাল বণিককে আট-নয় জনের দুষ্কৃতিকারী লাটি সোটা নিয়ে আক্রমন করে। ২৮শে ডিসেম্বর ৯৪ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিককে আগরতলা শহরেই পুলিশ নিগৃহীত করে।

২৮শে নভেম্বর, ৯৪ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক গৌতম কর, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৯৫ইং স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিক বীরেন্দ্র আচার্য্য, ফেব্রুয়ারী ৯৫ আকাশবানীর সাংবাদিক দেবাশীষ লোধ, দৈনিক বিবেক পত্রিকার সাংবাদিক পিন্টুলাল দে, মে ৯৪ইং, ১৬ জুন ৯৪ ইং দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক গোপাল চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরা অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক অরুন নাথ, ইউ, এন, আইর সাংবাদিক সুজিত চক্রবর্ত্তী ৯৩ ইং সালের সেপ্টেম্বর, ২০ জানুয়ারী ৯৬ ইং তারিখে ট্র্যান্স বেঙ্গল পত্রিকার সাংবাদিক শ্যামল বসুরায় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা হামলার স্বীকার হন।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনার আসল কথা কি বলুন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমার আসল কথা হচ্ছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে কিনা, দোষী পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা হবে কিনা "

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় কি বলতে চাইছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তবে যতটুকু বুঝতে পারলাম—তিনি এখানে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলি ইরিলিভ্যান্ট। তার এটা বক্তব্যগুলি এ্যাক্সপাঞ্জ করা হোক।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য বলুন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমার বক্তব্য পরিস্কার। সঞ্জয় আচার্য্যকে নিগৃহীত করা হয়েছে এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে পরিস্কার করেছেন। তিনি একবার বলছেন ইনকোয়ারী কমিশন বসাবেন আবার বলছেন মাতালের জন্য কেন ইনকোয়ারী হবে।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি বলুন। এইভাবে তো হতে পারে না। আসল কথা বলুন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, এই ভাবে ডিস্টার্ব করলে কি ভাবে বলব। এখানে সাংবাদিক নিগৃহীত করার যে কেইস সাজানো হয়েছে। এই কেইস সত্য নয়। এখানে সাংবাদিক নিগৃহীত করা হচ্ছে যেহেতু পুলিশের

দুর্নীতির অপকর্মের কাহিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করে জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে, সে কারনে এস আইও কতিপয় পুলিশ সঞ্জয় আচার্যকে নিগৃহীত করেছে। যদি এই পুলিশকে বরখাস্ত করা না হয়, ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিউর অনুযায়ী সাময়িক ভাবে বরখাস্ত না করা হয়, তাহলে সেখানে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না। ১৬ তারিখের ঘটনার পর কোন পুলিশ অফিসার সেখানে একবারও ভিজিট করেন নি কাজেই আমি সেখানে আশংকা প্রকাশ করছি দোষী পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা না হলে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না, জনগণের জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থাকবে না। তাই আমি জানতে চাইছি গত ১৬ তারিখে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা জুডিশেয়েল ইনকোয়ারী করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় তাঁর ক্ল্যারিফিকেশান-এ কি চাইছেন সেটা বলা মুস্কিল। তা সত্ত্বেও আমি বলছি উক্ত সঞ্জয় আচার্য্য আই, পি, সি ৫১০ ধারায় অভিযুক্ত। আই, পি, সি, ৫১০ ধারায় যে অভিযুক্ত হয় তার বিচার করেন মাননীয় আদালত। কাজেই এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আর মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন—সাংবাদিকের অধিকার, স্বাধীনতা এগুলি এখানে আসে না। আই, পি, সি, ধারায় যদি পুলিশের সামনে কোন অফেনস আসে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে যদি সেই দোষী হয় তাহলে কোন চেতনা সম্পন্ন মানুস কি পুলিশকে এ কথা বলতে পারে এই অফেনসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না ? সে জন্যই রাজ্য সরকার থেকে, আরক্ষা দপ্তর থেকে।

( গণ্ডগোল )

**মি: স্পীকার** :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে দিন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, উনারা এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? কোন বক্তব্যকে ষ্ট্যাণ্ড করাতে পারছেন না এটা বুঝতে পারছেন তাই উত্তেজিত হচ্ছেন। তা সত্ত্বেও কেন তদন্ত কমিটি একটা প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কেন তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। সন্দেহ যদি না থাকে তাহলে কেন তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। যে বিষয়টাকে ভিত্তি করে সারা রাজ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং যেভাবে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলি যেন কোন রকম বিভ্রান্ত করতে না পারে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, যেভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে সারা রাজ্যে কাজেই এনকোয়ারির নামে যে প্রহসন হতে চলেছে তাই এটার জুডিশিয়ারি এনকোয়ারি করা দরকার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মানুষকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে, মানুষ যাতে সঠিক খবর জানতে পারে তার জন্য এই সমস্ত এস. ডি. ও রিপোর্ট, পুলিশ রিপোর্ট এবং আরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট। তারপরও সুনির্দিষ্টভাবে তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এস. পি ওয়েস্ট এবং ডি. আই. জি এই তিন জনকে নিয়ে। ডি আই. জি মি: রোড্ডি তার নেতৃত্ব দেবেন। এই কমিটি তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করবেন তাতে সত্য পরিস্কার হবে। তার ভিতর দিয়ে আমরা জানতে পারব কোর্টে যে বিচার করছেন যে সেকশ্যানে তাকে রাখা হয়েছে কোর্টের বিচারই প্রমাণ হবে কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা জানতে চাই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ? আপনারা সাফাই গাইছেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, পরিস্কার কথা আমি গতকাল বলেছি মাননীয় সদস্য রতনবাবু গতকাল যখন বলেছিলেন তখনই বলেছিলাম জুডিশিয়্যাল এনকোয়ারির কোন প্রশ্ন আসে না। আমি বলে দিয়েছি এনকোয়ারি হবে এবং একডিংলি এখানে এনকোয়ারি হচ্ছে।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যাপারটা যেভাবে দেখা হচ্ছে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য দুটো কথা বলতে চেয়েছিলাম। যেভাবে ঘটান হয়েছে বা উনি যেভাবে একটু আগে বলেছেন আমার মনে হয় এটা গণতন্ত্রের ভবিতব্য বা পরিহাস। যারা একদিন পুলিশের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্য কাঁপিয়ে শ্লোগান দিতেন, আন্দোলন করতেন তাঁরাই আজকে পুলিশের স্বপক্ষে। এটাই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পরিণতির তিনটা পিলার—বিচার বিভাগ, প্রশাসন-শাসন বিভাগ এবং এগজিকিউটিভ যারা আছেন অর্থাৎ আপনারা যারা আছেন এই তিনটার মধ্যে আজকে ভারতবর্ষের কি অবস্থা সেটা আপনারাও জানেন এবং আমরাও জানি। কাজেই প্রাইমাফেসিতে যদি কোন পুলিশ অফিসার দোষী হয় বা সে ধরনের জনমনে সন্দেহ হয় তাহলে দিস ইজ দি ফার্ষ্ট ডিউটি অব্ দি এডমিনিষ্ট্রেশান টু সাসপেণ্ড দ্যাট পারটিকুলার পুলিশ অফিসার। আমি মনে করি তাতে করে বিচার বিভাগ তার বিচার করবে। আপনারা যেভাবে বলছেন মাননীয় সদস্য অমলবাবু যে কথাগুলি বলেছেন এটাকে বাতিল করা হোক। আমি খুব দুঃখিত কারণ আমি এই হাউসে এই কথা কোন দিন শুনিনি যে একজন সদস্যের বক্তব্য ... ... ...

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** এটা তো হয় না।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** একটা জরুরী বিষয়ের উপর উনার রেফারেন্স এনেছেন এটাকে বাতিল করতে বলছেন। উনারা সিনিয়ার মানুষ আইন-কানুন জানে তাঁরা বরঞ্চ সাহায্য করতে পারেন। যেভাবে ঘটনাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন কিন্তু এই জিনিষটা গুরুত্বহীন নয় কারণ উনি নাম-ধাম দিয়ে বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। আমি মনে করি এইটাকে আবার পুনর্বিবেচনা করে অ্যানকোয়ারী করা হোক এবং জনগণের মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা দূর করা হোক।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, প্রথম হচ্ছে সাসপেনশানের কোন প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয়তঃ অফিসারকে সাসপেণ্ড করার এমন কোন ঘটনা হয়নি যে তাকে সাসপেণ্ড করতে হবে, অ্যানকোয়ারী ত হচ্ছেই, যা হয় তা হবে। আর এইখানে যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন মাননীয় সদস্য ১৯৮৮-৯৩ সনের ইতিহাস এখনও মুছে যায়নি। কাজেই ওসব কোন কথা নয়। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে আই, পি, সি ইণ্ডিয়ান প্যানাল কোডে কোন অপরাধমূলক ঘটনা যদি ঘটে থাকে পুলিশ তাতে হস্তক্ষেপ করবে এইটাই গণতন্ত্র।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—"গত ১৫ই জুলাই ১৯৯৬ইং তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত মেখলিবন্দ চা বাগিচা মালিক যোগব্রত চক্রবর্ত্তীকে এ, টি, টি, এফ শিবিরে কবর দেবার পর প্রতারণা করে ২৯ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায়" সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দিব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "১৯৮৬ইং থেকে ১৯৮৯ইং পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১০,০০০( দশ হাজার ) টাকা পর্যন্ত কৃষিঋন মুকুব করার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কৃষকদের গৃহীত ঋণের টাকা ফেরৎ দেওয়া সত্বেও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষকদের ঋণ মুকুবের সার্টিফিকেট না দেওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয় বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):—** স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য মাধব সাহা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ১৭ই আগষ্ট আনুমানিক রাত্র ৮-৪৫ মিঃ-এ এন, এল, এফ, টি দ্বারা পিত্রাবাজারে আক্রান্ত হয়ে বাচ্চু সাহা নামে এক ব্যক্তিকে আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৬ তারিখে বিবৃতি দেব।

## PRESENTATION OF THE FIFTY THIRD REPORT OF THE COMMITT EE ON PUBLIC ACCOUNTS

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলে :—"পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির তিপ্পান্নতম ( ৫৩তম ) প্রতিবেদন সভার সামনে উত্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন পাবলিক এ্যাকাউন্টস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

**Shri Rati Mohan Jamatia :—** I beg to present of House that the Fifty-Third Report of the Public Acconn's committee on the table of the House.

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপিটি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** স্যার, সকালবেলা আমি একটা স্টেইটমেন্ট দেব বলে হাউসে ঘোষণা করেছিলাম। আমি স্টেইটমেন্টা এখন দিতে চাই। আপনার অনুমতি চাইছি।

**মিঃ স্পীকার :—** দিন।

## GOVERNMENT STATEMENT

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** গত ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং তারিখে একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থী সিধাই থানাধীন

কাটাছড়া গ্রাম থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়ক শ্রী প্রনব দেববর্মা এবং তার নিরাপত্তারক্ষী কনষ্টেবল শ্রীঅমল চক্রবর্ত্তীকে অপহরণ করে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা, পিতা মনমোহন দেববর্মা গ্রাম কলকলিয়া অভিযোগমূলে গত ১৯.১.৯৬ইং তারিখে সিধাই থানায় কেইস নং—৯৯৬ ইউ. এস. ৩৬৪ আই পি সি অ্যাণ্ড ২৭ আরম্‌স অ্যাক্‌টে মামলা নথীভূক্ত হয়।

সিধাই পুলিশ আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে শ্রীদেববর্মা ও তার দেহরক্ষীকে উদ্ধারের জন্য কাটাছড়া, দপ্তরীপাড়া, সিমনা কলোনী, ঈশানচৌধুরী পাড়া, দাইস্যাবাড়ী, লালটিলা প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপক তল্লাসী চালায়।

সিমনা অঞ্চলের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফ-এর সতর্ক প্রহরাকে আরো ব্যাপক করার জন্য পুলিশ অনুরোধ জানায়। আরক্ষা দপ্তর অপহৃতদের উদ্ধারে তল্লাসী চালানোর জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে।

পুলিশের তল্লাসী এবং রাজ্যে গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী উগ্রপন্থীরা অপহৃত বিধায়ক এবং তার দেহরক্ষীকে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলিশের তদন্তে অপহরণকারী দুর্বৃত্তদের যারা আইডেন্টিফাইড হয়েছে তারা সকলেই অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স নামক উগ্রপন্থী দলের লোক। অভিযুক্তদের নাম :— ১) শচিন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম ভূবন চৌধুরী পাড়া। ২) জগদীশ দেববর্মা, গ্রাম কাটাছড়া। ৩) পরিমল দেববর্মা, গ্রাম রতনপুর। ৪) চন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম মতাই। ৫) ধীপেন দেববর্মা, গ্রাম চন্দ্রনাথ খামার পাড়া। ৬) অলেন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম-দেবেন্দ্র চৌধুরী পাড়া। ৭) নরেন দেববর্মা, গ্রাম-ভূবন চৌধুরী পাড়া। ৮) উপেন্দ্র দেববর্মা গ্রাম—সোনারাম বাজার।

সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স উগ্রপন্থীদের ক্যাম্পে নিয়ে রাখার ফলে বিধায়ক ও তার দেহরক্ষীর উদ্ধারের বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার এবং প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগের বাইরে চলে যায় এবং রাজ্য আরক্ষা দপ্তর অপহৃত বিধায়ক ও তার দেহরক্ষীর উদ্ধারে খুব বেশী কিছু করতে পারেনি।

রাজ্য সরকার বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে ২০.১.৯৬ ইং তারিখে অবহিত করে এবং বিধায়ক ও তার দেহরক্ষী উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছে।

১৯৯৬ ইং ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়।

**"We have taken up the matter with our counterpart in the Bangladesh Goverment and also through diplomatic channel for immediate recovery of the kidnapped MLA and his body guard."**

পরবর্তী সময়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিধায়ক ও দেহরক্ষী উদ্ধারের কাজ তরান্বিত করার জন্য কয়েকবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুরোধ পত্র পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার উগ্রপন্থীদের যাতায়াত ও কার্য্যকলাপের চিহ্নিত গ্রামগুলিতে আধা সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় তল্লাসী ও সতর্কতা অব্যাহত রেখেছেন। বিধায়ক অপহরনের আসামীদের যেখানেই পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আরক্ষা দপ্তরে নির্দেশ জারী রয়েছে।

গত ৬ই জুন '৯৬ তারিখে উগ্রপন্থীরা মেখলিবন চা বাগানের মালিক যোগব্রত চক্রবর্তী এবং ম্যানেজার শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্যকে অপহরণ করে। আরক্ষা বাহিনী তাদের উদ্ধারে সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে তল্লাসী চালানোর সাথে সাথে বি এস এফ বাহিনীর সীমান্ত প্রহরার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সমন্বিত প্রয়াস চালায়। গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, উগ্রপন্থীরা অপহৃতদের বাংলাদেশের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। এরফলে

অপহৃতদের উদ্ধারে রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রক্রিয়ার গত সমস্যার কারণে সফলতা আসেনি। সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫২, ৯৬, ইউ এস ৩৪৪ এবং ২৭ নং অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে সি আই ডি তদন্ত এগিয়ে চলেছে। বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অপহৃতদের উদ্ধারে ত্রিপুরার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের বি ডি আর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চেয়ে বৈঠকও করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন রকম ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে গত ১৩ই জুলাই '৯৬ইং তারিখে চা বাগানের ম্যানেজার শ্রীবিজয় ভট্টাচার্যকে উগ্রপন্থীরা মুক্তি দেয়। শ্রী ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে জানিয়েছেন যে, মেখলিবন চা বাগানের মালিক যোগব্রত চক্রবর্তী গত ৫ই জুলাই ৯৬ইং তারিখে বাংলাদেশের উগ্রপন্থীদের ক্যাম্পে আটক থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছেন। শ্রী ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা হচ্ছে—'মেখলিবন্ধ চা বাগানের মালিক শ্রীযোগব্রত চক্রবর্তী গত ৫ই জুলাই ১৯৯৬ইং তারিখ বাংলাদেশের মধ্যে উগ্রপন্থীদের ক্যাম্পে আটক অবস্থায় মারা গেছেন। তার ষ্টেটমেন্ট অনুযায়ী শ্রীযোগব্রত চক্রবর্তী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এবং ঐদিনই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে জানিয়েছি এবং যোগব্রত চক্রবর্তীর যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে আনার জন্য অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সরকারের কার্যকরী সহযোগিতা চেয়েছি।

এই বিষয়টিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার যাতে অবিলম্বে তার দেশের সীমানায় উগ্রপন্থী ক্যাম্পগুলিকে বন্ধ করে দেয় এবং যে সব উগ্রপন্থী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে এবং অপহৃতদের উদ্ধার করে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যেহেতু আমি যোগব্রত চক্রবর্তীর ব্যাপারটা এনেছি—তবু আমি এখানে মাননীয় বিধায়ক প্রনব দেববর্মার সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এইটুকু জানতে চাই যে—একজন বিধায়ক সাধারণভাবেই অন্যান্য সাধরণ মানুষের যেটুকু সুযোগ সুবিধা পায় তার চাইতে বেশী সুযোগ সুবিধা পায়—দেহরক্ষী পায়। আর যে অঞ্চল থেকে উনি (প্রনব দেববর্মা) অপহৃত হয়েছে—আমরা যারা অন্ততঃ রাজনীতি করি কিছুদিন ধরে, আমরা জানি সে অঞ্চলটি সি, পি, আই, এম, এর একটি দুর্ভেদ্য ঘাটি। তো সেই অঞ্চল থেকে উনাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে আপনি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) একবার বলছেন যে ইণ্ডিয়া সরকারের সঙ্গে এইটা টেক্ আপ করা হয়েছে—আবার বলছেন বাংলাদেশের বি, ডি, আর, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমরা এখন জানতে চাইছি—এইখানে ভারত সরকার বলেছেন যে আমরা সেই দেশের সঙ্গে এইটা টেক্ আপ করেছি। আর এইখানে বাংলাদেশের অফিসাররা আমাদের অফিসারদের সামনে বলে গেলেন যে-ঐ-পারে কোন উগ্রপন্থীদের কোন ঘাটি নেই। কিন্তু এইটা আজকে এইটা সবাই জানেন যে কিভাবে সাফ্ প্যাসেজের মধ্য দিয়ে-পুলিশ প্রশাসন, নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের তাদের মাধ্যমে দিয়ে একটা সাফ্ প্যাসেজ তৈরী হয়েছে। যেটা দিয়ে কোটি কোটি টাকা পাইপলাইন দিয়ে কা'দের কাছে চলে যাচ্ছে সেটা আমরা জানি। তথাকথিত উগ্রপন্থী কারা—তা ও জানি। আমরা শুধু এইটা জানতে চাই যে আমরা— আমাদের এম, এল, এ, এখন সঠিকভাবে কোথায় আছেন—তার হাইড-আউট এখন পর্যন্ত প্রশাসনের যে এস, বি, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যে—ইন্টেলিজেন্সী ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তারা এখন পর্য্যন্ত সেটা ফাইণ্ড আউট করতে পারলেন না—যে কোথায় তিনি আছেন—হোয়েদার হী ইজ ইন বাংলাদেশ অর ইন্ ইণ্ডিয়া।

আমরা কিন্তু জনপ্রতিনিধি হিসবে মানুষের কাছ থেকে শুনেছি যে এই সিধাই-সিমনার ঐপারে পাহাড়ের মধ্যসাথে পায়ে শেকল দিয়ে প্রনববাবুকে বেঁধে ও রাখা হয়েছিল—কুকুর ছাগলের মত। এবং কেউ কেউক্তহয়েও

আসতে পেরেছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে। একজন মানুষও বাদ যাচ্ছে না, সে শিক্ষকই হোক ড্রাইভারই হোক, অ্যাসিস্‌টেন্ট হোক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীই হোক, বা কেউ ব্যবসায়ীই হোক, বিধায়ক হোক—এইটা আজকে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এইটা শুধু সরকার পক্ষকে ব্লেম করার জন্য বলা হচ্ছে—তা নয়, এইটা মানুষের বাঁচার প্রশ্ন। এইখানে আমরা চাই—যদি আমাদের কোন সদর্থক ভূমিকা নিতে হয় তাহলে আমরা একশবার তৈরী এইটার জন্য। এবং কিছুদিন আগেও এই যে এ, টি. টি, এফ নামধারী যারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপজাতি এবং উপজাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দাঙ্গা বাধাবার জন্য প্রয়াস নিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার সব মানুষের-শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এইটাকে বানচাল করেছেন। কিন্তু তবু মানুষের মনে সন্দেহ রয়ে গেছে যে এইটার পেছনে কি অন্য কোন নাটক থাকতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যের এতদিনের ঐতিহ্য তো এত সহজে ভেঙ্গে যাবে না। নইলে দিনের পর দিন কিছু কিছু ঘটনা ইদানিং ঘটেছে যেগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ—যে রিটালিয়েশন করছে। কোথাও অনুপজাতির কোন লোককে তোলে নিয়ে গেলে সেখানে উপজাতির লোকদের তোলে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম—রিটালিয়েশন করতে চায়। এই বিশ্বের ইতিহাস এর পাতা উল্টালে এইটা বার বার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা একটা অমোঘ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে একটা অশুভশক্তির মোকাবিলা করতে পারছি না। এইটা আমাদের সবার দায়—এই প্রশাসনের ব্যর্থতার দায়, আমার মনে হয় সর্ব্ব প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নেওয়া উচিত কারণ এইখানে একটা নির্বাচিত সরকার—তার বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে বাজেট আমিপড়েছি—বাজেটেও বিশাল বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আরও ফোর্স চাওয়া হয়েছে, আরো মিলিটারী চাওয়া হয়েছে, আসাম রাইফেলস্ চাওয়া হচ্ছে। অথচ এদের হাইড্ আউট জানা যাচ্ছে না। পুলিশ একটা কেইসেও কি বলতে পারবে যে সে কত টাকা মুক্তিপণ দিয়েছে? আমরা জানি যারা রাস্তায় হাঁটেন—যারা এখনো সাধারন মানুষের সঙ্গে বসে কথা বলেন। এইখানে এখনো অনেক বিধায়ক আছেন তারাও নিশ্চয়ই জানেন। তাদের আত্মীয়-স্বজন পরিবার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে—সর্বস্ব বিক্রি করে—স্ত্রীর জিনিস বিক্রি করে, সমস্ত কিছু বিক্রি করে সেই তথাকথিত উগ্রপন্থীদের টাকা যোগাচ্ছেন। দিস্ ইজ্ এ থার্ড প্যারালাল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইন দিস্ ষ্টেট।

আমার মনে পড়ে—এই সরকার আসার ছয় মাসের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবের কাছে আমি চিঠি দিয়েছিলাম যে কতদিন এই প্রসেস্ চলবে, এই আত্মসমর্পন নাটক চলবে। কারন এইটা তো আর একটা চিরস্থায়ী প্রোসেস্ হতে পারে না। একটা জায়গায় এইটাকে হল্ট করতে হবে। এই হল্ট করানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। এইভাবে এখানে আমরা চেঁচামেচি করছি শুধু শুধু পত্রিকাতে নাম তোলার জন্য?

আমরা সেদিন সমস্তটা দিনের জন্য বেড়িয়ে যাই নাই। আমরা সেদিন বারংবার বলেছি যে এই প্রশ্নোত্তর কাদের জন্য? সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে এখানে কথা বলতে হবে। সরকারের উচিৎ সেটা ভেবে দেখা। ভাবতে হবে যে কি ব্যবস্থা নিলে সেটা সর্বাংশে কার্য্যকর করা যায়। কারণ প্রতিটি দিনই খবরের কাগজ খুললেই অপহরনের খবর পাওয়া যায়। অপহৃতদের মধ্যে যারা ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের তথ্য নেওয়া হয়েছে কিনা বা হচ্ছে কিনা উগ্রপন্থীদের গতিবিধি সম্পর্কে সেটাও আমরা জানি না। যারা ফিরে এসেছেন তাদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কোন তথ্য নেওয়া হয়েছে কিনা যে অপহৃত হয়ে তারা কোথায় ছিলেন? তাহলে কি করে বি. ডি. আর বলে যে, বাংলাদেশে কোন বৈরী আস্থা নেই? এটাও আমরা জানি যে দীর্ঘদিন থেকে আই. এস. আই. সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সর্বনাশা চক্রান্ত চালাচ্ছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপনারাও কথা বলছেন এবং আমরাও কথা বলছি। কিন্তু যেহেতু আপনারা ক্ষমতায় রয়েছেন সেহেতু এই দায়িত্ব আপনাদেরই পুরোপুরি নিতে হবে। না হলে এই ব্যর্থতার দায় রাজ্যবাসী আপনাদের উপর চাপাবেনই। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব যে এটা নিয়ে একটি

এ্যাকশান প্লেন করা হবে কিনা ? আর আপনি যদি সেটা না পারেন তাহলে আপনার অন্য কোন কলিগের হাতে দপ্তরটা ছেড়ে দিন। যিনি আরও সফলভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এটাই আমার বক্তব্য।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—**মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু এই স্টেইটমেন্টের মধ্যে আলোচনা সীমন্তবদ্ধ সেহেতু বেশী কিছু বলা যাবে না। আমরা এই ব্যাপারে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি সেগুলি একটা থেকে আর একটা আলাদা কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বি. ডি. আর-বি. এস. এফের মিটিংগুলিতে আমরা বারাবার বিষয়টি সামনে তুলে ধরেছি এবং ধরছি। এই সভায় আমি পরিস্কার করে জানিয়ে দিতে চাই যে সীমান্তের ওপাড়ে বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের ক্যাম্প রয়েছে। এটা শুধুমাত্র আমাদের রিপোর্টেই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টেও এই জিনিষটি রয়েছে। এই সমস্ত উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাদের আক্রমণে বি. এস. এফ সেনাবাহিনীর জোয়ানরা রাস্তায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এখানে মাননীয় সদস্য দায়িত্ব-এর কথা বলছেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্রে যখন নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন উনাকে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবনকে সব জানানো হয়েছিল এবং এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি নরসিংহা রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, চ্যবন সাহেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কয়েকদিন আগের কথা একটি একটি করে কোথায় কোথায় ক্যাম্প কোথায় কোথায় ব্যবস্থা কি করছে সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সেই দপ্তরের মধ্যে সমস্ত উপস্থিত করা হয়েছে, আলোচনা করা হয়েছে এই বর্ডারকে ······

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** শুনোন আপনাকে রিসেসের পরে বলতে হবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি বলছিলাম এটা এখানেই শেষ করে দিন এটাতো কোন ডিবেট নেই।

**মিঃ স্পীকার :—**ঠিক আছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** সেই তথ্য জানুয়ারী মাসে প্রণব দেববর্মা কিডন্যাপড হয়েছে আজকে আগষ্ট মাস কয়েকদিন আগে তাঁরা ক্ষমতা থেকে গিয়েছেন কি করেছেন তারা ? এই বর্ডার থেকে সমস্ত বি, এস, এফ তুলে নিয়েছেন কেন তুলে নিয়েছেন কাকে রক্ষা করার জন্য, কাকে সাহায্য করার জন্য ? স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৪০ কোম্পানী সি, আর, পি, এফ ছিল। এই ৪০ কোম্পানী থেকে কেটে কেটে ৩০ কোম্পানী নিয়ে গেল কাশ্মীরের নাম করে, কাশ্মীরে নির্বাচন। এবং যেদিন তুলে নেওয়া হল রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞাস করা হলো না, রাজ্যসরকারকে পাত্তা দেওয়া হলো না সমস্ত সি, আর, পি, এফকে তুলে নিয়ে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হলো কাশ্মীরে নির্বাচন। তিন চার দিনের মধ্যে ঘোষনা হল এখন নির্বাচন হচ্ছে না, নির্বাচনের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু নির্বাচন হবে বলে এই রকমভাবে তুলে নেওয়া হয়েছিল। দশ কোম্পানী সি, আর, পি, এফের উপর সারা ত্রিপুরা রাজ্য তুলে দেওয়া হয়েছিল। কে দায়িত্ব নিয়েছিল কোথায় কংগ্রেস নেতারা ছিল, কোথায় কংগ্রেস কর্মীরা ছিল ? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এম, পি, পার্লামেন্টের সদস্য, কয়েকদিন আগে পরিবর্তন হয়েছে জনগণ নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। নতুন করে যারা এম, পি, ছিলেন সন্তোষমোহন দেব যাকে ত্রিপুরার মহারাজ বানিয়ে আপনারা পাঠিয়েছিলেন রিগিং করে নির্বাচন করে কোথায় তিনি কি করেছিলেন। সুধীর মজুমদার কংগ্রেস সভাপতি এবং এখান কার এম, পি তিনি পার্লামেন্টে একটি শব্দও উচ্চারণ করেছেন ? তাঁর নেতা এই সভাপতি নরসিনহা রাও তার নেতা চাবন সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন কেন করেননি, রাজনীতি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে জনগণ-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিত করে সমস্ত বিপদ জনগণের কাঁধের উপর চাপিয়ে দেওয়া কিভাবে চক্রান্ত করবে কিভাবে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে রায়ট লাগিয়ে দিতে পারে এই সমস্ত চক্রান্ত তার পিছনে

ছিল। আর এটা কি আজকে নতুন ? এটা নতুন নয়। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় টি, এন, ভিকে কে মদত দিয়েছিল ? এটা কি এখনও গোপন আছে ? টি, এন, ভিকে মদত দিয়ে বিজয় রাংখল-এর নেতৃত্বে নির্বাচনের আগের দিন পর্য্যন্ত ২০-২৫ জনকে খুন করেছিল নির্বাচনে জেতার জন্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অব অর্ডার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে, এখানকার নির্বাচিত এম, পিরা এই রাজ্যের স্বার্থে কথা বলেন নি এটা সঠিক নয় এক। আর এটা না করার পেছনে এখানে দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত ছিল এটা উনি বলতে পারেন না স্যার। এই রাজ্যে যখন সংকটময় অবস্থা সেই জায়গায় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সবাই এক সঙ্গে ঝাপিয়ে পরে আমরা চেষ্টা করেছি স্যার, এটা উনি বলতে পারেন না স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঐ উগ্রপন্থীদের খুশী করেছেন আমি এই কথাই বলতে চাই। তাদের এই কার্যকলাপ দাঙ্গাবাজ, যারা নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করতে চায় উপজাতি অউপজাতিদের মধ্যে দাঙ্গা করতে চায় তাদের খুশী করেছেন উগ্রপন্থীদের খুশী করেছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমরা নির্ধিদায় বলতে পারি আমাদের লোকদের বিভিন্নভাবে খুন করেছেন, মারধর করেছেন। এরপরেও রাজ্যের স্বার্থে-এর কথা চিন্তা করে আমরা এই সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেছি। সেই জায়গায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য বিভ্রান্তিমূলক এটা অপচেষ্টা স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বসুন।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— কংগ্রেস আই দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্তে আছে সেটার প্রমাণ আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলব বর্তমান যে পরিস্থিতি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাজ করছে যার পেছনে একটু আগে আই, এস, আই, সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সারা বিশ্বের মধ্যে সি, আই, এর সাহায্য পুষ্ট এই যে সংগঠনগুলি এই এজেন্সীগুলি এটা কার জানা নয়। প্রথম দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়তো এই ষড়যন্ত্র হয়েছিল, এইভাবে আক্রমণ হয়েছিল। কাজেই অভিজ্ঞতা সারা ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর আছে। আমরা কয়েকদিন আগে ১লা থেকে ১০ই জুলাই এই যে বিপদ সেই বিপদকে সামনে রেখে সকলকে আহ্বান করেছিলাম আসুন সমস্যাগুলিকে বাছাই করে সেই সমস্যাগুলিকে কি কায়দায় সমাধান করা যায় আমরা সর্বসম্মত যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আছে আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে নামি। এই ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করার মধ্যদিয়েও আমরা লক্ষ করছি—।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সর্ট করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :— স্যার, সর্ট করছি। ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করার মধ্যদিয়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার নাড়াছাড়া কিছু কিছু শুরু হচ্ছে। অনুরোধ করব আসুন সম্মিলিতভাবে সকলে এই যে বিপদ এই যে সমস্যা, এই সমস্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য সকলে সম্মিলিতভাবে আবার প্রয়োজনে বাস্তব অবস্থায় আমরা অগ্রসর হই। এটাই পথ। এবং উপজাতি জনগণের সম্মান, মর্য্যাদা তার অধিকার সেটাকে পুরোপুরি সম্মান দিয়ে মর্য্যাদা দিয়ে তাকে রক্ষা করে এবং আসুন উপজাতি জনগণের মধ্যে যে অবিশ্বাস এই অবিশ্বাস দূর করে যার

মধ্যদিয়ে উগ্রপন্থী আর নুতন করে জন্মনিতে না পারে সমস্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য পথ খোলে দেই। যেন সকলেই আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে আমাদের সহায়তা করতে পারেন।

AFTER RECES AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

মিঃ স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলগুলিতে মাননীয় ত্রিপুরার রাজ্যপাল মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শে আমি মাননীয় ত্রিপুরার রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

| ক্রমিক নং | বিলের নাম | সম্মতির তারিখ |
|---|---|---|
| 1. | The Tripura Contingency Fund ( 2nd Amendment ) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 1 of 1994 ). | 19. 3. 1994. |
| 2. | The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 ( Tripura Bill No. 2 of 1994 ) | 25. 3 1994. |
| 3. | The Tripura Appropriation Bill, 1994 ( Tripure Bill No. 3 of 1994 ) | 25. 3. 1994. |
| 4. | The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 5 of 1995 ) | 10. 10. 1995, |
| 5. | The Tripura Appropriation ( No. 4) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 6 of 1995 ) | 10. 10. 1995. |
| 6. | The Tripura Appropriation ( No. 5 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No. 7 of 1995 ) | 10. 10. 1995. |
| 7. | The Tripura Appropriation ( No 6. ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No 8 of 1995 ) | 10. 10. 1995. |
| 8. | The Tripura Appropriation ( No. 7 ) Bill, 1995 ( Tripura Bill No.9 of 1995 ) | 10. 10. 1995. |
| 9. | The Tripura Appropriation ( No 8 ) Bill 1995 ( Tripura Bill No. 10 of 1995 ) | 10. 10. 1995. |
| 10. | The Tripura Appropriation (No. 2 ) Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 3 of 1996 ) | 23. 3. 1996. |
| 11. | The Tripura Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 2 of 1996 ) | 23. 3. 1996. |

PRESENTATION AND VOTING ON GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো "The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 )."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** স্যার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতিতো এখনো শেষ হয়নি।

**মিঃ স্পীকার :—** এটা শেষ হয়েছে। আপনিও তো বল্লেন যে তা আর কতক্ষন চলবে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—**সেখানে প্রনব দেববর্মার কথা উঠেছে। যোগব্রত চক্রবর্ত্তীর কথা উঠেছে। এই গুলির তো ক্লারিফিকেশান চাওয়া হয় নাই। তাই আমি বলছি এটা কন্টিনিউ করুন।

**মিঃ স্পীকার :—** তা শেষ হয়ে গেছে।

**শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, উনি বোধহয় বাইরে আছেন। যাই হোক আমি তা উপস্থাপন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 ). "
বিবেচনা করা হউক।

স্যার, এই বিলটার মধ্যে যা আছে আমাদের যে সমস্ত পুরাতত্ব যেগুলি রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে এইগুলি রক্ষনা-বেক্ষণের জন্য এই বিলে প্রভিশান রয়েছে। আমি এই জন্য এই বিলটা কন্‌সিডার করার জন্য এখানে উপস্থাপন করছি।

**মিঃ স্পীকার :—**মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা কি আলোচনা করবেন ?

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** যেহেতু এখানে আলোচনা রাখার কোন স্কোপ রাখা হয়নি সেজন্য আমি বলতে চাই, যাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাঁরা যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে আপনি তাঁদেরকে বলুন ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—**স্যার, আমি এটা মুভ করেছি শুধু। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাইনি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

**শ্রীরঞ্জনলাল নাথ :—**সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক স্থাপত্য শিল্প এবং ভাস্কর্য্য শিল্পের চোরাকারবারীদের হাত এই ত্রিপুরা রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হবে না, এটা কেহ বলে। কেহ বলতে পারে না। কাজেই এই বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার জন্য সিলেকট কমিটিতে বিলটিকে আগে পাঠান হউক। পরে এটা পাশ করা হউক।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :** স্যার, এটা আজকে পাশ করা যায়। যাতে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এটা রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারেন সে জন্য আজকে বিলটি পাশ করার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় বিধায়ক রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, আপনি এই বিলের উপর কিছু বলুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—**ঠিক আছে। তবে আমি কিছু বলছি না।

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 ).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 ). বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 )

প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩২ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো,

"The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 ).

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

The Tripura Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1996 ( Tripura Bill No. 4 of 1996 ). পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার:— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো:— "The Tripura Ancient Monuments and Archaelogical Sites and Remains Bill, 1996 (Tripura Bill No. 4 of 1996).

পাশ করা হউক।

আলোচ্য বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

## PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশান। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি (৩) প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশান আছে। প্রথম রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় এবং তৃতীয় রিজিউ-লিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে উনার রিজিউলিশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীঅজল মল্লিক :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হলো :—"ত্রিপুরা বিধান সভা প্রস্তাব করছে যে রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল মানুষদের জন্য ( জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে) চাকুরীর ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন " ।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। সেই সঙ্গে এই হাউসের সমস্ত সদস্যবৃন্দের কাছে আবেদন করব যে আপনারাও আমার প্রস্তাবের পক্ষে সহমত পোষোণ করুন । কেননা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । এটা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য চিন্তা করা হচ্ছে । সংরক্ষণের বিষয়টি আমাদের দেশে রাষ্ট্রনায়করা চিন্তা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ, পিছিয়ে পড়া, দলিত অংশের মানুষের কাছে যাতে সুযোগ গিয়ে পৌঁছে তার জন্য রাষ্ট্রনায়করা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সেই সুযোগ আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও সমাজের দলিত, নিপিড়ীত অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। এগুলি আজকে চিন্তা করা দরকার। এই জিনিষটা করা হয়েছিল এই জন্য যে, সমাজের মধ্যে তখন একটা পক্ষ ছিল যারা উচ্চ বর্ণের লোক, তারা সমাজের সমস্ত ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু কুক্ষিগত করে রাখত। ফলে সমাজের অন্যান্য অংশের লোকের কাছে শিক্ষার আলো, বিজ্ঞানের আলো ইত্যাদি গিয়ে পৌঁছাত না, তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত। সেইজন্য আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ চিন্তা করে বিভিন্ন অংশের এস টি এস সিদের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছেন। এস টি, এস সি দের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নয়, বিভিন্ন সাবকাষ্টদের আহত করার জন্য আলোচনা নয়, আমার আলোচনা হচ্ছে দরিদ্র লোকদের কাছে কিভাবে সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া যায়। তার জন্য আমাদের এই বিধানসভাকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই জিনিষগুলি ঠিক করার জন্যই আমার এই আলোচনা। আমার আলোচনায় কেউ আঘাত পাবেন সেটা আমি চাই না। আমরা দেখেছি সিডুায়েল কাস্টদের মধ্যে ৩২টা কমিউনিটি আছে, এস, টি দের মধ্যে ১৯টা কমিউনিটি আছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সংরক্ষনের সুযোগগুলি এস টি ও এস, সির সমস্ত সম্প্রদায়দের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। আজকে এস, টি বলুন. তাদের মধ্যেও ধনবান তৈরী হয়ে গেছে। জেনারেলদের মধ্যে তো আছেই! এমন অনেক পরিবার এস. টিদের মধ্যে আমি দেখেছি সেখানে ১০ ১২ জনেই চাকুরী করছে। এস. সি দের মধ্যেও অনেক পরিবার আছে যারা সবাই চাকুরী করছে। আবার এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের কাছে কোন সুযোগই গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন।

শহর এবং শহর ভিত্তিক কেন্দ্র করে যাদের বসবাস ছিল, তাদের কাছে বিজ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে যে শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল, এস, সি সম্প্রদায়, এস. টি সম্প্রদায় তাদেরকে দেওয়া হোক এবং তাদের সঙ্গে যে সমস্ত লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য অন্তত: ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হোক। এই রাজ্যে প্রায় দেড় থেকে পৌনে দুই লক্ষ লোক বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন এবং তাছাড়া কিছু ব্যবসায়ী আছেন সর্বমোট মোটামুটি আড়াই লক্ষ-এর মত লোক আছে যারা কিছু না কিছু কাজ করেন। তাই আমার বক্তব্য হলো যে সমস্ত গরীব অংশের মানুষ তাদের জন্য ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হোক। আমি এস, টি, এস, সি এবং ও. বি. সি তাদের বাদ দিয়ে ২০ শতাংশ তাদের বিশেষ সংরক্ষনের কথা বলছি না। এমন অনেক সময় দেখা যায় অনেক এস. সি এবং এস. টি পরিবারও আছে যাদের একজনেরও চাকুরী নেই সেইসব ক্ষেত্রেও দারিদ্রসীমার নীচে যারা বসবাস করে তাদের চাকুরী দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন কাষ্টের মধ্যে যারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে তাদের দারিদ্রতার নিরিখে এস. সি হোক এস, টি হোক, ও. বি সি হোক, ব্যানার্জী হোক চাটার্জী

হোক তাদের জন্য ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তাদের কথা সংবিধানেও বলা হয়েছে। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা সহমত পোষণ করতে পারি এবং এই রাজ্যের দারিদ্রতার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত কর্মসূচী যেন গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় এবং তৎ সঙ্গে আমি এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার নিবেদন থাকছে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যারা দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করছে তাদের জন্য যে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবে সবাই সহমত পোষণ করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীসুবলরুদ্র।

**শ্রীসুবল রুদ্র :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় যে, প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশানটি এনেছেন এইটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এইটা যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে এইটা ঠিক স্ব-বিরোধী। উনি উনার রিজলিউশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি কোন জাতি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে বলছেন না। একবার বলছেন রিজার্ভেশান এস, সি, এস, টি, সংবিধান স্বীকৃত রিজার্ভেশান সেটা থাকুক, আবার বলছেন এইটার থেকে একটা পারসেন্ট তুলে দিয়ে ২০ শতাংশ রিজার্ভেশান করা হোক। তিনি বলছেন সেটার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নারী নির্বিশেষে ২০ শতাংশ রিজার্ভেশান। অর্থাৎ সংবিধান স্বীকৃত যে সমস্ত অধিকার আছে এইটা সেই সংবিধান স্বীকৃত অধিকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে অনলি ২০ শতাংশ রিজার্ভেশান এইখানে করার জন্য বলছেন। তাহলে উনি এখানে কি বলার চেষ্টা করছেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয়। আমরা যেটা লক্ষ্য করি ভারতবর্ষের যে সংবিধান সেই, সংবিধান বিশেষ করে পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠী এস- সি, এস, টি তাদের ক্ষেত্রে রিজার্ভেসান সংবিধান সম্মত। আজকে যদি আমরা উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকাই, মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকাই এই সমস্ত জায়গাগুলিতে এখনও এস, সি-এস. টি রিজার্ভেশান কতটুকু হয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়. অর্থনৈতিক দিক থেকে, চাকরী-বাকরীর দিক থেকে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিক থেকে কত বেশী পশ্চাদপদ ত্রিপুরা রাজ্যে বসে সেটা ভাবা কষ্টকর। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ৩ বার ক্ষমতায় এসেছে। এখানে রিজার্ভেশানের সুফল আছে। এখানে সরকার সংবিধান সম্মতভাবে ১০০ শতাংশ রোষ্টার মানার চেষ্টা করছে। জোট আমলের যে ব্যাকলগ সেটাকে এনে হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আসলে এইটা সংবিধান সম্মত অধিকার। এইটাকে বাতিল করে দিয়ে ২০ শতাংশ করার কথা উনি বলছেন। এইখানে ( অমল মল্লিককে উদ্দেশ্য করে ' আপনি জাতি ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ বলেছেন, এস, টি, এস, সির কথা বলা হয়নি। কিন্তু এইটাত সংবিধান সম্মত অধিকার. এইটাকে রক্ষা করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এই রিজার্ভেশানের সুফল যেটা সংবিধান স্বীকৃত রিজার্ভেশান সেই রিজার্ভেশান অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার মানার চেষ্টা করছে। আমি যখন স্কুলে পড়াশুনা করতাম তখন রুদ্রসাগরে ১০টা ২০টা গাঁওসভা, সেই ১০-২০টা গাঁওসভার মধ্যে একজনও গ্রাজুয়েট ছিল না। সেখানে এত বেশী অনুন্নত ছিল। আজকে যদি আমরা তাকাই চাকুরীর ক্ষেত্রে বলুন, অন্যান্য ক্ষেত্রে বলুন এই রিজার্ভেশানের সুফল দেখতে পাই। কাজেই এইটা ক্যানসেল করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এস, সি- এস, টিদের মধ্যে ২-১ ঘর ধনী থাকতে পারে, তার জন্য এইটাকে বাতিল করার প্রশ্নই উঠে না। ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃত যে অধিকার সেটাকে রক্ষা করতে হবে উনি বলেছেন রিজার্ভেশানে তুলে দিয়ে গরীবদের জন্য আর একটা রিজার্ভেশান। অর্থাৎ অমলবাবু টুপীর উপরে পাগড়ী পড়ার কথা বলেছেন। অমল বাবু বলেছেন যে, টুপির উপর পাগড়ী বেঁধে দাও। মানে একটা তো আপনার মাথায় আছে আপনি তার উপরে আর একটা বেঁধে দিন। অর্থাৎ একটা রিজার্ভেশান সংবিধান অনুযায়ী আছে, তার উপর আর একটা রিজার্ভেশান করা হোক। উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে,

তার মধ্যে ২০ শতাংশকে যদি রিজার্ভেশন করা হয় তাহলে বাকী ৪০ শতাংশ কোথায় যাবে। তার মানে তার প্রস্তাবের মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। তার জন্য তার প্রস্তাবকে আমরা মেনে নিতে পারি না। ত্রিপুরা রাজ্যের দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছে তাদের জন্য সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকারের আছে, তাদের চিন্তা বামফ্রন্ট সরকারের আছে। কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের একটা রায় আছে ফিফ্‌টি পারসেন্ট-এর বেশী রিজার্ভেশন করা যাবে না। এই অবস্থায় রিজার্ভেশানের ফিফ্‌টি পারসেন্টের বেশী করতে গেলে আগে সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হবে। সংবিধান পরিবর্তন করে তবেই রিজার্ভেশানের পারসেনটিসকে বাড়াতে হবে। সংবিধান সংশোধন ছাড়া স্পেশীয়েলী কোন রিজার্ভেশন করার ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজেই ওনার এই ধরনের প্রস্তাব এই বিধানসভার জন্য নিশ্চয়ই হাস্যপদ ছাড়া আর কিছু না। তাই আমি বগর মাননীয় সদস্য অমলবাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এবং এই প্রস্তাব যাতে হাউসে পাশ না হয় তারজন্য আমি সবার কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ।

**শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ :—**মিঃ ডেপুটি স্পীকারস্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটাকে সমর্থন করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমি সমর্থন করতে পারলাম না। এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করার কোন উপায় নাই, কারণ তিনি সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে খুশী করতে চেয়েছেন। কিন্তু এক সঙ্গে সবাইকে খুশী করা কি সম্ভব। আমরা জানি সুপ্রীম কোর্টের রায় আছে যে, ফিফ্‌টি পারসেন্টের বেশী রিজার্ভেশন করা যাবে না। আমাদের এখানে এস, টি, দের জন্য ৩১ পারসেন্ট রিজার্ভেশন আছে, এস, সিদের জন্য ১৬ পারসেন্ট রিজার্ভেশন আছে, আর বিকালঙ্গদের জন্য কিছু রিজার্ভেশন আছে। তাহলে এস টি এবং এস সি মিলিয়েই হয়ে যাচ্ছে ৪৭ পারসেন্ট। এখানে কিছু দিন আগে একটা প্রশ্ন হয়েছিল যে, ও বি সি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি গোষ্ঠীর জন্য রাজ্য সরকার কি করেছেন। আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তরে বলেছেন, হিসাব করে দেখা হচ্ছে আমাদের রাজ্যে কত পারসেন্ট ও বি সি ভুক্ত লোক আছে, ও বি সি ভুক্ত লোক কত পারসেন্ট আছে সেটা বেরোলে তারপর আমরা সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানাব। মোট কথা বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। এই একটা ইঙ্গিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছিলেন। ... ...

এইখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এবং আমাদের সংবিধানে যেখানে বলা হয়েছে যে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নয়, আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কত পারসেন্ট-একটা জাতি যেখানে আজকে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে পারছে না এবং তাদের কত পারসেন্ট নাবালক অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের কত পারসেন্ট চাকুরী করতে পারছেন এই সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে একটা জাতিগোষ্ঠীকে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করতে হবে। আমাদের বর্তমান সরকার এই হাউসেও এইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে—এই পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীগুলির জন্য ও, বি, সি, করপোরেশন গঠন করেছেন এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু ঘোষণা নয় এইটা সরকারীভাবে চালুও করে দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে এই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ৪৩টি জাতিগোষ্ঠীকে ২৫০০ টাকা করে গ্র্যান্ট-ইন-এইড বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এবং সেটা শুধু ব্লকস্তরেই সীমিত নয় বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াতেও এইটা চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্লকের এলাকাতে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করেছেন এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণকে এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, রা ২০০ টাকা করে চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। তারপর স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ষ্টাইপেণ্ড এবং তাদের ড্রেস কেনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা

৪৩টি পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জন্য ৫০টি অটোরিক্সা ডিষ্ট্রিবিউশন করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এইগুলি ডিষ্ট্রিবিউশন করার কাজও শুরু হয়ে গেছে। এইভাবে ও, বি, সি, দের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ৪৩টি পশ্চাদ্ পদ জাতিগোষ্ঠীগুলির জন্য যেখানে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন সেখানে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্য আজকে এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়—আমি তার বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাব উপস্থাপন, যেটা এইখানে বলা হয়েছে "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছেযে রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল মানুষদের জন্য ( জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে ) চাকুরীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ।"

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি লক্ষ্য করি যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ২৬টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও একটি অংশ। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব উন্নত রাজ্য রয়েছে তাদের সঙ্গে যদি আমরা তুলনামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭৩'৫৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন। আমাদের এইখানে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এইখানে যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের সম্পর্কে এইটা বলা হয়েছে। এইখানে এইটা যে এস, টি, দের জন্য যে ৩১ পারসেন্ট, এস, সি, দের জন্য ১৬ পারসেন্ট এবং হ্যাণ্ডিক্যাপডদের জন্য যে সংরক্ষণ রয়েছে সেটা ঠিক ঠিকভাবে রেখে যারা ৭৩'৫৮ পারসেন্ট দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন তাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করা যায় কি না সেটা বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে।

যারা ৭৩'৫৮ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে তাদের জন্য এই রাজ্যসরকার দ্বারা কিছু করা যায় কিনা. সেটা বিবেচনা করার জন্য। এটা তো বলা হচ্ছেনা যে ৩১ শতাংশ উঠিয়ে দেওয়া হউক, ১৬ শতাংশ বাদ দেওয়া হউক। এর পরেও যদি প্রয়োজন হয় সংবিধানকে সংশোধন করার জন্য এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করতে পারে। এবং সংবিধান সংশোধন করে তা বাড়াতে পারে। মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। এর অর্থ এই নয় যে, যারা পিছিয়ে পরা অংশের মানুষ উপজাতি অংশের মানুষ, তপশিলী অংশের তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে এটা করা হইক, সেটা তো চাওয়া হচ্ছে না। যে ৪৮ কি ৪৯ শতাংশ আছে তা চাওয়া হচ্ছে না। যে ৪৮ কি ৪৯ শতাংশ আছে তা রেখে আরো ২০ থেকে ২২ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৮ কি ৬৯ করা হয়। এখনো পর্য্যন্ত ও. বি.সি. দের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটার ব্যাখ্যা অনেক রকম ভাবেই করা যায়। আলোচনা করতে কারো বাঁধা নেই। কাজেই এখানে বলা হচ্ছে বিশেষ করে অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের তারা জাতিতে এখনো উত্তোরণ হতে পারেনি। যারা মূল স্রোতে মিশতে পারেনি তাদের জন্য কিছু বলা হচ্ছে না। যেখানে ৭৩ থেকে ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমর নীচে বসবাস করে তাদেরকে তুলে আনা যায় কিনা আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যই এখানে সংরক্ষন চাওয়া হয়েছে। সেটাকে বিচার বিবেচনা করা দরকার। বিরোধী পক্ষ তা এনেছে বলে সরকার পক্ষ তার বিরোধীতা করবে তা না হলে তাদের মান মর্য্যাদা

রাখবেন। সেটা ভাবলে ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষ হাসবে। এখানে সংরক্ষন আরো ২০ থেকে ২২ শতাংশ বাড়ানো যায় কিনা তার দায়িত্ব সরকারের। আমি অমলবাবুর সঙ্গে একমত। যাতে এটা এই হাউজে বিচার বিবেচনা করে, যাতে আমরা এখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তা উপস্থাপন করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন তো আপনাদের মহাজোট সরকার কেন্দ্রে আছে। তাদের কাছে তা পাঠিয়ে সংবিধান সংশোধন করতে আপনাদের কি অসুবিধা আছে। কোন অসুবিধা তো থাকার কথা নয়। আমি আবার বলছি যাতে এখানে তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারি। আমি এটাকে সমর্থন করে এবং তা যাতে এখানে সর্ব-সম্মতি ক্রমে পাশ হয় সেই আবেদন রেখে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়।

**শ্রীঅরুন ভৌমিক :—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমি অবাক হয়ে গেলাম যে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এই ধরনের একটা প্রস্তাব বিধান সভায় আনতে পারেন। আরো অবাক হয়ে গেছি যারা উপজাতী স্বার্থের কথা ভাবেন সেই উপজাতি স্বার্থের কথা ভাবেন সেই উপজাতি যুবসমিতির নেতা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। এটা অমলবাবু কংগ্রেস দলের পক্ষে এনেছেন কিনা তা জানি না। তবে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে এটা এখানে এনেছেন অবশ্য উনাদের তো দলনেতা এখানে নেই এবং তাদের লেজিসলেচার পার্টিতে সেই রকম কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা তাও আমরা জানিনা। তবে এটা আমি বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এর কাছে যদি এখন একটা প্রস্তাব আনার জন্য অনুমতি চাওয়া হতো তা'হলে নিশ্চয়ই উনি ধিকৃত হতেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস দল থেকে। এটা ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে ৫, ৭ বছর আগে তদানন্তীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ১৯৯০ সনের আগস্ট মাসে যখন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করতে গিয়ে যেখানে এস, টি' এস, সি দের জন্য সাড়ে ২২ পারসেণ্ট সংরক্ষন রয়েছে সেখানে আরো ২৭. শতাংশ ও, বি, সি, ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সময় তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বি, জে, পি, লোকেরা শুধু একটা তান্ডব করেননি, ছাত্রদের অগ্নিদগ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। তখন ভি, পি, সিংহ, সেখানে সমস্ত রাজ্যের সভাপতিদের দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমিও রাজ্যের সভাপতি হওয়ার ফলে দিল্লীতে গিয়েছিলাম। তখন ভি, পি, সিং, বলেছিলেন যে ঐ অনুন্নত সম্প্রদায়-এর পক্ষে আমি যে কাজ করছি তার থেকে কোন অবস্থায় সরে আসব না। এবং এর পরে কংগ্রেস দল চেষ্টা করেছে কিভাবে সেটাকে বানচাল করা যায়। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার যখন এই মামলা উঠে সুপ্রিম কোর্টে তখন বিভিন্ন ধরনের এফিডেবিড দিয়েছে এবং তখন ১০ শতাংশ অর্থনৈতিক বিচার সংরক্ষন ঘোষণা করেছিলেন। তা আপনাদের সবার জানা আছে। তখন সুপ্রিম কোর্ট সেই ১০ শতাংশ সংরক্ষন বাতিল করে দিয়েছিলেন। এবং মণ্ডল কমিশনের নীরিখে এবং জাতি সত্তার ভিত্তিতে যে ২৭ শতাংশ সংরক্ষন দিয়েছেন তা বহাল রেখেছেন উনারা যে আজকে প্রস্তাব এনেছেন তা সংবিধান বিরোধী। এই দেশের আইন বিরোধী। সুপ্রিম কোর্টের আইন বিরোধী। উনি কার জন্য এই প্রস্তাব এনেছেন? তার উদ্দেশ্যটা কি? কংগ্রেস শাসিত রাজ্য আছে তো ভারতবর্ষের মধ্যে। উনি মধ্যপ্রদেশে গিয়ে বলুক না এই কথা। সেখানে তো ও, বি, সি, দের সংরক্ষন দিয়েছে। এস, সি, এস, সি, দের জন্য এবং এস, টি, দের জন্য সংরক্ষন দিয়েছে। তদুপরী ও, বি, সি, এর জন্য সংরক্ষন দিয়েছে।

ওড়িষ্যায় জনতা সরকার ও, বি, সিদের জন্য ২৭ শতাংশ রিজারভেশান দিয়েছেন। আজকে সেখানে কংগ্রেস সরকার সেটা বাতিল করুক না, সেখানে গিয়ে উনি বলুন সেখানে তো ২৭ শতাংশ রিজারভেশান কার্যকরী হচ্ছে।

আজকে কেন্দ্রে জনতা দলের নেতৃত্বে ইউনাইটেড সরকার রয়েছে যার নেতৃত্বে দেবগৌড়া তিনি সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য এবং যেসমস্ত বেকওয়ার্ড এরিয়া আছে সেই উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছেন। সামাজিক ন্যায় বিচারে যারা বেকওয়ার্ড আছে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করে তাদেরকে এগিয়ে আনা। এবং সেই সামাজিক ন্যায় বিচার এস, সি, এস, টি, ও, বি সি, মুসলিম এবং মহিলা যারা অনুন্নত পিছিয়ে আছে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করার জন্য এই প্রোগ্রাম। উনি বলেছেন জাতি, বর্ণ এবং নারী পুরুষকে ৩০ শতাংশ রিজারভেশান হচ্ছে জানেন আপনি মহিলাদের জন্য এই বিধানসভায় একজন মাত্র মহিলা সদস্যা আছেন, এই মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ রিজারভেশান হচ্ছে এটা কি জানেন না? কি করে এই প্রস্তাব আনেন? সেটা কি কংগ্রেস সমর্থন করেন না, আপনার নরসিমহা রাও সমর্থন করেন না? কংগ্রে কি এই ৩০ শতাংশ রিজারভেশান বিরোধীতা করছে? কংগ্রেস সমর্থন করছে, বি, জে, পি, সমর্থন করছে। বি, জে পিতে কি হচ্ছে? এই বেকওয়ার্ড ক্লাশের সংগ্রাম আজকে গুজরাটে কি রূপ নিয়েছে? ইউ, পিতে কি রূপ নিয়েছে? ঐ বি, জে পি বলছে কল্যাণ সিংকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। যদি বি, জে, পি ক্ষমতায় আসে অর্থটা কি কল্যাণ সিং কার লোক এই বেকওয়ার্ড ক্লাশের লিডার আছেন সেই নিয়ে ফাইট। ফলে কি দাঁড়া সমস্ত পার্টিগুলিতে আজকে কি সংঘাত, সংঘাত কেন হবে না? আপনারা জানেন এই তফশিলী জাতি তফশিলী উপজাতি তথা ভারতের শুদ্র সমাজ কি অন্যায় করা হয়েছে তাদের প্রতি হাজার হাজার বছর ধরে।

শিক্ষার অধিকার ছিল না, চাকুরীর অধিকার ছিল না। এদেরই সম্প্রতি কর্ণাটকে এই এস, সি, লোকদের সাজা হচ্ছে, সামাজিক সাজা বিষ্টা খাওয়ানো। ঐ রনবীর সেনারা কি করছেন? আপনারা কার পক্ষে এই প্রস্তাব এনেছেন? আপনারা বলেছেন এস, সি, এস টির কিছু কিছু লোক বড় হয়ে গেছেন, মন্ত্রী হয়ে গেছেন, ডি, এম. হয়ে গেছেন, বি, ডি, ও, হয়ে গেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি রিজারভেশান না থাকত তাহলে আজকে টি, সি, এস, অফিসারদের মধ্যে যে ৪৭ শতাংশ এস, সি, এস, টি, আছে সেটা কি থাকত? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে জনসংখ্যার সেনসাস বেরিয়েছে ঐ সাতটা সীট আছে এস, সিদের জন্য আগামী দিনে দশটা হবে কোন শক্তি নেই এটাকে রোখার। আপনি বলেছেন জেন্যারেল রিজারভেশান, ইকনোমিক রিজারভেশান ঐ আপনারা না ১৯৮৮ সলে বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সির জন্য রিজারভেশান দেবেন। এই বলে মানুষ থেকে ভোট নিয়েছিলেন।একবারওতো এই বিধানসভার মধ্যে গত তিন বছরের মধ্যে আপনারা ও, বি, সির জন্য একটা কথা বলেন নি, একটা রেজুলেশান অনেলেন না। কংগ্রেস থেকে কোন রেজুলেশান আসেনি। যদি কিছু বলে থাকি তাহলে আমি বলেছি। এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, এখনও বলি। ও, বি, সির জন্য রিজারভেশান দিতে হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে। আজকে না দিন কালকে দেবেন. না হয় পরশু দেবেন দিতে হবে। ৭৩ শতংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে আছে তো বলুন না ৭৩ শতাংশ রিজারভেশান চান, ৭৩ শতাংশ না চোয় ২০ শতাংশ চাচ্ছেন কেন?

স্যার, শতকরা ৯৫ জন ঐ ব্যাক ওয়ার্ড অংশের লোক? সবাইকে রিজার্ভেশন দেওয়া হউক সে কথাত বলবেন না? স্যার, আমি সর্ট করছি। এখানে সুপ্রিম কোর্টে রুল হয়েছে সে কথা বলছেন। শতকরা ১০০ ভাগের রিজার্ভেশান হয়ে গেলে তারপরে আমরাও ক্রিমি লেয়ারের কথা বলব. তার আগে নয়। কাজেই আপনি এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা হচ্ছে, ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটির লোকের প্রতি 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত' একটা ক্রেমো ফেস করে প্রস্তাব এনেছেন। সামাজিক ভাবে যারা পিছিয়ে আছে মণ্ডল কমিশন রিপোর্টে তাদের কথাই বলা হয়েছে। আপনার কংগ্রেস দল সেটা গ্রহণ করেছেন। আপনার পার্টিতে যার । এস, সি, মেম্বার আছেন, আপনার পার্টিতে যারা এস, টি, মেম্বার আছেন, আপনার পার্টিতে যারা ও,বি,সি মেম্বার

আছেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি এ প্রস্তাব আনেন নি। আপনার দলও এটা সমর্থন করে না। আপনি যদি এই রাজ্যের মেজরিটি মানুষের সঙ্গে থাকতে চান, তাহলে আপনার উচিত এই মুহূর্তে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই রিজলিউশান প্রত্যাহার করে নেওয়া। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়।

**শ্রীঅনিল সরকার ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। আসলে প্রস্তাবটি কৌশলে ডি-রিজার্ভেশানের প্রস্তাব —এ প্রস্তাব শিবসেনা এবং বি, জে, পি, দের মানায় ভাল। ভারতবর্ষের রিজার্ভেশানের কথাটা খুব ক্যাটাগরিক্যালি অরুন বাবু উল্লেখ করেছেন। হাজার বছর ধরে বিও, বাণিজ্য এবং বিদ্যার রাজত্ব থেকে সমাজের নিম্ন বর্ণের লোক বঞ্চিত হয়েছে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে, এই অধিকারগুলি তারা ভোগ করতে পারবে না। আজও আমাদের অনেক জায়গায় হরিজনরা জমি কিনতে পারে না, বিক্রী করতে পারে না। মন্ত্রের অধিকার শুধু পুরোহিত ছাড়া আর কারো নেই। মহিলারা পূজার অধিকারী নন। এটাই হচ্ছে বিদ্যার অধিকার। এই বিদ্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেই বুদ্ধি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। বিবেচনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। সমাজের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী দাসত্বের অধিকার সৃষ্টি করা যায়। আর এ জনাই বিদ্যার অধিকার এদের ছিল না।এই বিদ্যার অধিকারকেই বিজত্ববাদের অধিকার বলা হয়েছে। বিত্ত মানে জমির অধিকার, জিজ্ঞাসা অর্জনের অধিকার। এসব এদের ছিল না। এদের ছিল শুধু সেবা করে যাবার অধিকার। আমাদের সভ্যতার অধিকার ৫ হাজার বছর হলেও বিদ্যা চর্চার অধিকার সাড়ে তিন হাজার বছর। কিন্তু অনার্যরা, নারীরা বিদ্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু খুলে দিলেও এই অধিকার শুরু হয় খৃষ্টানদের রাজত্বে। নিম্ন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করেছে বলে তারা বঞ্চিত ছিল। ধর্মের বিধান ছিল, জমির প্রতি তাদের অধিকার নেই, ব্রহ্মচার্য্যে অধিকার নেই, উৎপাদনে তাদের অধিকার নেই। ভারতবর্ষের উইকার সেকশান, পুয়রার সেকশান ওরাই হচ্ছে, মেহনতি মানুষ, কায়িক শ্রমের মানুষ। তারা শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজ করে যেত। এটা তারা করত, যেহেতু তারা বিদ্যা বুদ্ধির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৫০ বছর আগে তারা মানুষের অধিকার পায়নি। ইংরাজের বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে তারা দেখল, সাহেব-শুদ্র এক টেবিলে বসে খাচ্ছে। সাহেবরা শিক্ষিত, আমরা অশিক্ষিত সুতরাং আমাদের শিক্ষিত হতে হবে। এরপর ভারতবর্ষের লিবারেল গ্রুপ, গণতান্ত্রিক গ্রুপ ওদেরকে সমস্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। কিন্তু ডেভি-লাপমেন্টর যে ব্যাকলগ, অগ্রগতির যে চিহ্নটা সেটা সাড়ে তিন হাজার বছর পেছিয়ে গেল। তাদেরকে যদি এগিয়ে আনতে হয়, তাহলে উইকার সেকশান, উইক সেকশান, ডিপ্রাইভেষ্ট সেকশানদের রিজারভেশান দাও। সেই জন্য সিডুয়েল কাস্ট, সিডুয়েল ট্রাইবসদের রিজারভেশান স্বীকৃত হলো দেশের স্বাধীনতার পর, সংবিধান রচনার পর। বাকী যারা রইল—ও. বি. সি. মণ্ডল কমিশন করে ভি. পি. সিং এটা চালু করতে গিয়ে গদী হারালেন বি. জে. পি এবং কংগ্রেসের যুক্ত ষড়যন্ত্রের ফলে। ক্রিমী লেয়ার-এর একটা বক্তব্য ছিল কর্পূরী ঠাকুরের কমিটির রিপোর্টে। যারা ক্রিমীলেয়ার আছেন যারা ফাস্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার তাদেরকে সুযোগ না দিয়ে যারা একেবারে দীন হতে দীনতর তাদেরকে রিজারভেশানের প্রিভিলেজ দাও। রিজারভেশানের সুযোগের ফলে দুই—একজন ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে গেছে, এস. ডি. ও হয়ে গেছে, এম. এল. এ হয়ে গেছে, মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে এম. এল. এ হয়ে এসেছেন, রিজারভেশান হলে ওটা খালি হয়ে যাবে এই হল উনাদের হার্ট বার্নিং। সারা ভারতবর্ষে কত পার্সেন্ট রিজারভেশান দেওয়া হয়েছে? এর মধ্যে আপনি আনছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, অর্থাৎ এটাকে তুলে দাও। আপনি তো আর সরাসরি একথা বলতে পারেন না; কারন ভোটের ব্যাপার আছে। কাজেই আপনি কৌশলে এই প্রস্তাব এনে বলে

দিলেন রিজারভেশান তুলে দাও। আজকে দিল্লীতে খৃষ্টানদের রিজারভেশানের কথা বলা হচ্ছে, দলিত মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম পুওরেষ্ট সেকশানদের যারা সাধারণ এর মধ্যে আছেন, তাদের কথাও করা ভাবছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে অমলবাবু চাইছেন সব রিজারভেশান তুলে দিয়ে সাড়ে তিন হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেত। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে একটা লিমিটেড প্রচেষ্টা তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ যদি না হয়, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা না যায় রিজারভেশানের মধ্যে দিয়ে, তাদেরকে যদি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় আনা যায়, কি উচ্চ বর্ণে, কি মাইনরিটিজ, হিন্দু মুসলমান, তাদের জন সংখ্যার অনুপাতে প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে না আনা যায় তাহলে তাদের চিরকাল পিছিয়ে থাকতে হবে। সেই জন্য বলা হচ্ছে রিজারভেশান হলো ডেভেলাপমেন্টের জন্য আইন গত একটা সুযোগ করে দেওয়া। এই জিনিসটা এতদিন নির্ভর করছিল কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তার দয়ার উপর। এখন বলা হচ্ছে সেবা না, এটা হচ্ছে রাইট। কাজেই রিজারভেশন, অর্থাৎ যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে যোগ্যতার অধিকার সৃষ্টি করে তাদের সংখ্যানুপাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনে, মিনিষ্ট্রিতে, এডমিনিষ্ট্রিতে নয় না। আপনারাতো কিছুদিন আগে সরকারে ছিলেন। এতবড় একটা ভাল প্রস্তাব আপনারা সেই দিন উত্থাপন করেন নি কেন? ও, বি, সি কমিটি গঠন করলেন কিন্তু তার রিপোর্ট প্রকাশ করে যাননি। কিন্তু আমরা রিজারভেশান পুংখানো পুংখ ফলো করে যাচ্ছি। আপনাদের আমলে পৌর সভায় এত এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন যে তাদের বসার জন্য কোন চেয়ার পর্য্যন্ত ছিল না। সেখানে কতজনকে এস, টি এবং এস, সিকে আপনারা চাকুরী দিয়েছিলেন? আপনাদের আমলে ট্রাইবেলদের মেডিক্যাল সীট পর্য্যন্ত বিক্রি হয়েছে। আপনাদের আমলে ট্রাইবেল মেডিক্যাল সীট পর্য্যন্ত বিক্রি হয়েছে এবং সেই সমস্ত কেইস এখনও ঝুলে রয়েছে। সেটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? কাজেই ৫ বছর যে ভাবে আপনারা রিজারভেশ্যানের নামে যা করেছেন তার জন্য আপনাদের মন্ত্রীত্বের পর্য্যন্ত পতন হয়ে গেল। আপনাদের আমলে ও বি সির জন্য তো কিছু বলেননি। চিরকালই আপনারা বিরোধিতা করে গেলেন। এরজন্য আপনারা সবাই আতংকিত তাই আমার মনে হয় অমলবাবু তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি আজকে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষনের জন্য একটা প্রস্তাব এনেছেন যে সমস্ত রিজারভেশান আছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে। আমরা এরমধ্যে ৪৩টি জাতি নিয়ে ও, বি, সি কমিটি গঠন করেছি। এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের ছেলেরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তারা যাতে ষ্টাইপেণ্ড পেতে পারে তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কাজেই যারা প্রতারণা করেন, যারা ভণ্ডামী করেন তাদের চোখে হঠাৎ করে জল এতো "মাছের মার চোখে জল"-এর মতো অবস্থা। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যারা দুর্বল, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে তাদের সংবিধানগত যে অধিকার সেই অধিকার ফলো করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহাশয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে চাকুরীর ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়াই ভাল। তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক কিছু বলবেন কি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমি যে পয়েন্টটা রেইজ করেছিলাম সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্য এবং মন্ত্রীরা কি বলছেন আমি, তো কিছু বুঝতে পারছি না। উনারা তো মাঠে ময়দানে গরীবদের জন্য অনেক কিছু বলেন কিন্তু আমার প্রস্তাবকে কেন উনারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছেন সেটার অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাই আমার বসে হজম করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কারণ আমি এস. সি. এস. টি. এবং ও-বি সি তাদের জন্য সে যে রিজারভেশ্যান আছে সেটাকে বাদ দিয়ে দেবার কথা বলি নি। আমি বার বার বলেছি যাদের জন্য রিজারভেশ্যান ব্যবস্থা চালু আছে তাদেরকে দিয়ে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য।

স্যার, এই যে জিনিসটা এস সি, এস, টির কথা আমি একবারও এস, সি, এস, টি রিজার্ভেশান বাদ দেওয়ার কথা বলিনি। এস, টি/ এস, সি বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এক জায়গায় বর্ত্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দারিদ্র সীমারেখার নীচে যারা বাস করেন তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য রিজার্ভেশান এর ব্যবস্থা করা। মাননীয় সদস্যরা যেভাবে তুলে ধরেছেন, সেটা সঠিক না। আমার বক্তব্য একটাই গরীব মানুষকে চিহ্নিত করে সেই সমস্ত মানুষকে সুযোগ দেওয়া হোক। আর একটা জিনিস এখানে বলা হয়েছে এইটা সংবিধানের বাইরে চলে যাবে। আমি বলতে চাই মাননীয় সদস্যরা জানেনা তামিলনাড়ুতে কত পারসেন্ট রিজার্ভেশান দিয়েছে। কর্ণাটকে হয়েছে, পাঞ্জাবে রিসেন্টলি পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট কি করেছে খবর নেবেন। আমি সেই সমস্ত বক্তব্যে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে বর্ত্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে দরিদ্র জনগণের স্বার্থে সরকারের দায়িত্ব পালন করা দরকার। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা শেষ পর্যন্ত আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো :— "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল মানুষদের জন্য (জাতি. ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে) চাকুরীর ক্ষেত্রে, অর্থ-নৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন।"

( প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পর )

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** রিজলিউশানটি বাতিল হলো।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** দ্বিতীয় রিজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব অল্প সময়ের মধ্যে এই রিজলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার যে প্রস্তাব আমি আশা করব আজকের সভায় সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি গ্রহন করার ক্ষেত্রে সহমত পোষন করবেন। আমার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "ত্রিপুরা রাজ্য তিনদিক থেকে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বিশাল সীমানা সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ও ত্রিপুরার উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ রোধে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা এবং ওয়াচ টাওয়ার ও বি, এস-এফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই আজকের সময়ের দাবী এই প্রস্তাব। অনগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পবিহীন স্নিগ্ধ, শ্যামল আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা। এই রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে আসাম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা। আমাদের সাথে আসাম রাজ্যের সীমানা হচ্ছে ৫৩ কিলোমিটার, মিজোরামের হচ্ছে ১০৯ কিলোমিটার আর বাংলাদেশের সংগে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হচ্ছে ৮৩৯ কিলোমিটার। সমগ্র অনগ্রসরতা, সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও আমাদের রাজ্যের যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সেটা হচ্ছে, রাজ্যের জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রী, একতা, সংহতি। সংহতির শত্রুদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেও রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এসে জাতি উপজাতির একতাকে সুদৃঢ়

করার জন্য উপজাতিদের ককবরক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে উপজাতিদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা অনগ্রসর জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রীকে সমৃদ্ধ এবং একতাকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা চিন্তা করেছিলেন, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে যখন উন্নয়ন উজ্জল আকাশে বাদল বরছিল তখন ৮৮ সনের এক রাতে জলদস্যুরা এসে আমাদের এই সমৃদ্ধির দরজাকে বন্ধ করে দেয়। এবং গনতন্ত্র হত্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের জাতি উপজাতির মিলনের ঐতিহ্যকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়। সীমান্ত ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়ে, সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করে দিয়ে, অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দেয়। ফলে ব্যাপক অংশের মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে রাজ্যের ভূমির উপর চাপ পড়ছে, রাজ্যের জাতি উপজাতির জীবন জীবিকার উপর চাপ পড়ে, নিরাপত্তার উপর চাপ পড়ে। আর তখনই আমরা দেখি এই রাজ্যের ইনার লাইন পারমিটের দাবী উচ্চারিত হয়। গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য এই রাজ্যের মানুষ আবার ৩য় বার বামফ্রন্ট সরকারকে বেছে নেয়। রাজ্যের ধ্বংসের মধ্যেও উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হল। সমস্ত ভগ্নপ্রায় ব্যবস্থা থেকে সেখানে অংকুরিত হল নূতন বীজ। এইভাবে রাজ্যের উন্নয়নের গতি যখন ফিরে এল, গণতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হল তখন বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল জাতি উপজাতির স্বার্থ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে সৃষ্টি হয় কতিপয় উগ্রপন্থী দল। এবং তারা চেষ্টা করে রাজ্যের জনগনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার এবং রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার। এদিকে রাজ্য সরকারের রাজ্যের শান্তি ও শৃংখলাকে সুরক্ষা করে রাজ্যের জাতি উপজাতির সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার সমস্ত রকমের আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি সেখানে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে দিনমজুর থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, কর্মচারী, শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, এমন কি আমাদের রাজ্যের বিধায়ককে পর্যন্ত অপহরণ করতে শুরু করে তথাকথিত উগ্রপন্থী দলগুলি। যেহেতু সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সেই সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে তারা অপহরণ করে ওপার বাংলায় চলে যান, আমাদের এই সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলি আছে আমাদের রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সীমান্ত ব্যবস্থা আছে সেই সুযোগ তারা গ্রহন করেন, বাংলাদেশে তারা শক্ত ঘাটি করে বসেন। শুধু তাই নয়, এই সীমান্ত ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের রাজ্যের বনজ সম্পদ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, আমাদের রাজ্যের ঔষধ সেই সীমান্ত দিয়ে ওপার বাংলায় চলে যায়। আমরা আরও লক্ষ্য করি আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা অব্যবস্থার কারণে গণতন্ত্র হত্যায় দস্যুরা ভোটের সময় ভোট ডাকাতদের বাংলাদেশ থেকে আমদানী করে এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করার জন্য সেখানে চেষ্টা গ্রহন করেন। কাজেই সেইদিক থেকে সমগ্র ব্যবস্থাটা বিবেচনা করে রাজ্যের জাতি উপজাতির সংহতিটাকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং রাজ্যের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও বাতাবরন। সেই লক্ষ্যে যেহেতু কেন্দ্রে একটা জনপ্রিয় প্রগতিশীল সরকার বর্তমানে রয়েছেন তাই আমরা সেই সরকারের কাছে দাবী করব অবিলম্বে এই আন্তর্জাতিক সীমানায় বেড়া দেওয়ার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হোক। রাজ্যের উগ্রপন্থী মোকাবেলার জন্য এবং সীমান্ত সুরক্ষার জন্য এখানে প্রয়োজনীয় ওয়াচ টাওয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হোক, তারপর সেখানে বি এস এফ-এর সংখ্যা বাড়িয়ে রাজ্যের যে মহান ঐতিহ্য, রাজ্যের জাতি উপজাতির মিলনের যে ঐতিহ্য, সংহতির যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য সুরক্ষিত করা হোক। কাজেই আমি আবারও এই সভার কাছে আবেদন রাখছি যে, এই প্রস্তাব গ্রহনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের স্বার্থে আপনারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবেন। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা।

**শ্রীঅশোক দেববর্মা :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি ককবরক ভাষায় আমার বক্তব্য রাখতে পারি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** ঠিক আছে, বলুন।

—: ককবরক :—

**শ্রীঅশোক দেববর্মা :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি চিকনসা ত্রিপুরা রাজ্যনি ভৌগোলিক কারণে যে সমস্যা অম বোধহয় ভারতবর্ষনি অন্যান্য যত রাজ্য তংম বরকনি সালাই অনেক কতর। কারন ত্রিপুরা রাজ্য যে ভৌগোলিক অবস্থানঅ তংগ বিনি অন্তত ভাগ বোরোইনি বিসিং ভাগথামন সীমান্ত ভিন্ন রাজ্য বাই। কাজেই অ সমস্যা আং মনে থাসাইঅ বিভিন্ন রাজ্যনি সালাই অনেক কতর। কারণ চাং মুগ বেআইনীভাবে আয়াং নাবনি বরগ চিনি অর তংনাই বহু ফাই হাফফাইখা তদুপরি অর যে হাময়া সামুং তাংমানি, অনেক কিছু হাময়া সামুংতারনাইরগ বরগ যে কোন মুহূর্তে বরগ আয়াং বাংলাদেশঅ থাংগাই সেন্টার মানাইঅ, থারাই তংনানি জাগা। এবং আয়াংনি যারা সামুং সিতারা তাংনাইরগ রাংফাই সামুং সিতারা তাংমানি অরব একটা কারণ। সীমান্ত রাজ্য হিসাবঅ অর যতন অসুবিধান ভোগ খালাই তংঅ। আবনি ফলে ত্রিপুরা রাজ্যনি শান্তিপ্রীয় বরগ তাময়া ওয়ানজাই তাময়া ত্রিপ্রাসা বরগান শান্তি বিগ্ন আংখা। তারপরে তাবুকমুগজাগঅ বিভিন্ন ভাবে চিনি অরনি যে বলংনি সম্পদ অব বাংলাদেশঅ থাংনানি নাংখা। এমনথে থাংনানি নাংখা যে, ত্রিপুরা রাজাঅ অন্তত ১৫,২০ বছর সাকাং যে নাইথক তংমানিবলংবাই হালংবাই এবং অরনি তাইমা তাবেগবাই অব দিনে দিনে নষ্ট আংগই থাংনানি নাংখা। তাবুক এমন অবস্থা অংখা বলংনি সম্পদ নষ্ট অংথাংনামানি পরে তাবুক নগমুগনি বুফাংওয়াফাং অববত নষ্ট আং থাংনানি নাংখা। কারন বাংলাদেশ এমন একটা দেশ সাইমাইয়া আব বমতাইযে দেশ। চিনি অব যে বুফাং সামুংনায়া হিনাই চাং ভাবিই তংঅ যে ওয়াফাং চাং সামুং নাংয়া হিনাই তংঅ আবরগসে আর ফালজাগাই মারঅ। কারন, চিনি অর তাবুক মুগমানি যে বলংনি বুফাং হালংপাইথাংখা, তাবুক মুগ যে বলংনি বুফাং হালংপাই থাংখা, তাবুক নগ যে থেইপুং থাইচুক কাইমানি চিকন চিকন বুফাং ১০/১২ বসরনি বুফাং যেটা চিনি কোন সামুংলে চুগয়া বলছাড়া আবরগছে অনেক রাঙবাই ফালযাক থাংবাইখা বাংলা দেশঅ। আং মিয়া পর্যান্ত মুগঅ যে মতাই অবর বুফাং পাইনায়রগ নগ বোরোম নগং বোরোম পাংগাই চিনি বরগবগন রাঙনি লোভ ফমুগাই যে কোন বুফাং পাইরানি নংখা, এবং চিনি কোরোইসা বরগ যে কোন অভাবনি কারনে আব ফালাই রোনানি বাধ্য আংখা তারফলে ত্রিপুরা রাজ্যনি শান্তি শৃংখলা নষ্ট অংথান অংথা তদুপরি চিনি অরনি যে সম্পদ অসম্পদব ধীরে ধীরে নষ্ট অং থাংগাই চিনি অরনিঃ সমস্ত প্রাকৃতিক যে ভারসাম্য আববত নষ্ট আংথাংনানি পথে ফাইকা। অমতাই দিক দিয়া চিনি সিমান্ত সুরক্ষানি বাগাই চিনি অর বি এস এফ নি পর্য্যাপ্ত পরিমাননি দরকার, তারপরে বেড়া রোনানি ব্যবস্থানি দরকার আব আং স্বীকার খাসাইঅ। তবাপি আনি একটা কবযে অমিতাভবাবু তিনি অর প্রস্তাব তুবুখা আং নিনি অর বিরোধিতা খালাইনানি বাগাই তা বিরোধিতা খালাই-মানিয়া কিন্তু অপ্রস্তাবনি লাগিঅ তাইকাইসা প্রস্তাব রোনানি নাইঅ যে ধ্বনি প্রস্তাবঅ সাজাগখা যে কেন্দ্রীয় সরকারনি থানি চাং রাঙ নাইঅ। কেন্দ্রীয় সরকার চিনি সীমান্ত সুরক্ষানি বাগাই ব্যবস্থা খালাইথাং বি, এস, এফ, বাড়িয়ীঅর রোথাং। আমতাই নানা রকম দাবী আ দাবীন সমর্থন খালাইমানি সঙ্গে সঙ্গে আং সানানাইঅ যে কেন্দ্রীয় সরকারনি থানি বিনি যে প্রস্তাব অপ্রস্তাব আং মনে খালাইঅ রাজ্য সরকারনি যে ব্যর্থতা আবন ধুকলুবনানি বাগাই প্রস্তাব। কারন, আং থাইসিংঅ যে সামানি, যে সমস্যানি কক, যে চিনি

অবনি সম্পদ আয়াং থাংমানি কক। আবনি বাগাই রাজ্য সরকারনি ব দায়িত্ব তংঅ চিনি প্রসাশননিব দায়িত্ব তংঅ। বিনি প্রশাসননি যে বার্বতা আব বিনি প্রস্তাবঅ সাজগ কাবাই, আবনি বাগাই আং সানানি নাইঅ যে বাজ্য সরকারনব অ প্রস্তাবম সানানি নাইঅ যে রাজ্য সরকারনব অ প্রস্তাবঅ সানানি অাংখাং রাজ্য সরকারানি যে কিছু সংক্ষক কর্মচারী যে বিভিন্নভাবে চিনি অবনি সম্পদ আয়: নারঅ থাংতংমানি আবন মদত রাই তংঅ চিনি অবনি অনেক কর্মচারী এবং সানা থাংথাবে অনেক রাজনৈতিক নেতা পর্যাস্ত আভাগাঅ প্রস্তাব রাই তংঅ। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আং অজাগাঅ মাননীয় সদস্য অমিত ভ বাবুনি প্রস্তাবনি লগি য আং তাই কাইসা প্রস্তাব যোগ খীলাইদি হিনাই সানা নাইঅ যে, রাজ্য প্রশাসননি দায় গিত্তন স্বীকার খীলাইআই রাজ্য সরকারব অগনি ভাম সুব্যবস্থা নানাই তাই অপ্রস্তাবনি লগি আনি প্রস্তাবনব যোগ খীলাইআই তিনিনি প্রস্তাবন পাশ খীলাইথাং হিনাই এবং যত সদস্যনি থানি অনুরোধ খীলাআই আনি ক অরন পাইরাথা যতন ধন্যবাদ।

( বঙ্গানুবাদ )

**শ্রী অশোক দেববর্মা:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ভৌগোলিক কারনে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটা মনে হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভৌগোলিক অবস্থান তার অন্তত চার দিকের তিন দিকই সীমান্ত অঞ্চল অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা ঘেরা। কাজেই আমি মনে করি এই যে সমস্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় বিরাট সমস্যা। কারণ, আমরা দেখেছি বে-আইনীভাবে ঐদেশ থেকে অনেক অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই রাজ্যের মধ্যে। তদুপরি দুস্কৃতকারী যারা, তারা যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে তারা সেন্টার পাচ্ছে, পালিয়ে থাকার জায়গা হিসাবে, এবং ঐ দেশের যারা দুস্কৃতীকারী তারাও এই রাজ্যের মধ্যে এসে বিভিন্ন কুকর্ম করছে এটাও একটা কারণ। সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসাবে সবাই এই রাজ্যকে ব্যবহার করছে। ফলে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙালী সমস্ত অংশের শান্তি প্রিয় ত্রিপুরার মানুষ তাদের শান্তি বিঘ্নীত হচ্ছে।

তারপরে এখন দেখা যাচ্ছে যে বন সম্পদ এই বন সম্পদও যথেষ্টভাবে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এমন ভাবে পাচার হচ্ছে যে, ১৫,২০ বৎসর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের বনজঙ্গল নদী নালায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তা দিনেদিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন এমন অবস্থায় পৌছেছে যে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ঘরের জন্য উপযুক্ত গাছপালা না পাওয়ার ফলে সহজেই এসব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশ এমন একটা দেশ, জানি না এটা কেমন দেশ। আমাদের এখানে এমন অনেক গাছপালা, বাঁশ ইত্যাদি আমরা কোন মূল্য দিচ্ছি না কিন্তু বাংলাদেশে এগুলি অনেক মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। এখন দেখছি আমাদের এখানের বনজ সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বাড়ি ঘরের আম, কাঠাল, ১০, ১২ বৎসরের গাছ যেটা আমাদের কোন কাজেই আসছে না একমাত্র লাকড়ি করা ছাড়া। কিন্তু সেগুলো অনেক বেশী দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। আমি গতকালকে পর্য্যন্ত দেখেছি যে ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে যে কোন ধরনের গাছ কিনে নিচ্ছে এবং আমাদের গরীব ভাইরা অভাবের কারণে সেগুলি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। একদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃংখলা নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের এখানকার যে বনজ সম্পদ তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গিয়ে আমাদের এখানের যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সৌন্দর্য্য তাও নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ দিক দিয়ে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বি-এস-এফ-এর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দরকার। তারপরে সীমান্ত বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা এগুলি আমি স্বীকার করছি, তথাপি আমার একটা কথা আজকে অমিতাব বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে আমি বিরোধিতা করার

জন্য বিরোধিতা করছি না। কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব যুক্ত করতে চাই। ধ্বনি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ চাই। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এবং বি-এস-এফ বাড়িয়ে দেওয়া হউক। এই দাবিগুলিকে সমর্থন করার সাথে সাথে আমি বলতেচাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উনার যে প্রস্তাব আমি মনে করি, রাজ্য সরকারের যে ব্যর্থতা এই ব্যর্থতাকে ডাকার প্রস্তাব। কারণ কিছুক্ষণ আগে যে সব সমস্যাগুলির কথা বলেছি, আমাদের এখানের সম্পদ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। তারজন্য রাজ্য সরকারেরও একটা দায়িত্ব আছে। সেটা তার প্রশাসনি দায়িত্ব। উনার প্রশাসনের ব্যর্থতা এটা উনার প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ নেই। এজন্য আমি বলতে চাই যে, রাজ্য সরকারকেও বলা হউক যে তার কিছু সংরক্ষক কর্মচারী বিভিন্নভাবে আমাদের এখানের বনজ সম্পদ পাচারে মদত যোগাচ্ছে। বলতে গেলে অনেক রাজনৈতিক নেতা পর্য্যন্ত এই কাজে মদত দিচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য অমিতাভ বাবুর যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবের সাথে আমি আর একটি প্রস্তাব যোগ করার জন্য বলছি যে, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক যায় দায়িত্বকে স্বীকার করে রাজ্য সরকারও তার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রস্তাবের সাথে আমার যে প্রস্তাব সেটাকে যুক্ত করে পাশ করা হউক বলে আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, সকলকে ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার মহাশয়।

**শ্রীসমীরদেব সরকার:**—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

প্রথমত এই প্রস্তাবটা আজকে নুতন কিছুই নয়। আমরা দেখেছি এই বিধান সভাতেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বারংবার এই প্রস্তাব এসেছিল। আমি মনে করি এই বে-সরকারী প্রস্তাবটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার বিষয়। আজকে রাজ্যের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ঠিক রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করার সময় আমাদের রাজ্যের উপজাতিদের স্বাধিকার ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারটিকে সুরক্ষিত করার জনাই এই রাজ্যে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে আজ অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়েছে। ফলে হয়েছেটা কি— জেলা পরিষদ গঠনের মুলে যে উদ্দেশ্যটা রয়েছে সেটা আজকে ভেঙ্গে যেতে চলেছে। সেটাকে রুখবার জন্য আমাদের সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। এই প্রস্তাবটির আর একটি দিক রয়েছে সেটা হলো রাজ্যের আইন শৃংখলাকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার উপর আলোকপাত করা। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন তাকে এই জনাই আমি সমর্থন করছি।

প্রথমত দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে দেশের সংহতি ও স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও উন্নতশীল দেশগুলিকে ধ্বংস করার জন্য এবং সেই সমস্ত দেশগুলির ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করার জন্য আজো ও বেশ সক্রিয় রয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের সবারই আছে। মার্কিন গুপ্তচর বাহিনী সি আই এ এই ব্যাপারে খুবই সক্রিয় রয়েছে এবং তারা আমাদের দেশের দিকেও তাকিয়ে তাদের কার্যাকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের কাশ্মীর, পাঞ্জাব থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্যে সি আই এ সক্রিয় রয়েছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের সংহতিকে কাঁটল ধরিয়ে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার নিশ্চয়ই মনে রয়েছে

যে গত ১৯৮৭ সালে বৈদ্রু সম্মেলনে রাজ্যের ডাইবিনে নিক্ষেপিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল রাজ্যের একটি অংশের যুবকদের নিয়ে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। তারা বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের ক্যাম্পগুলিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের অখণ্ডতা বিনষ্ট করতে তদারকি করছিলেন।

মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত এখানে বলেছেন যে আমাদের রাজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে ৮৫০ কিলোমিটার বাংলাদেশের সঙ্গে সেটা যুক্ত। এই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা ঘাঁটি গড়ে বসে রয়েছে আমাদের দেশের তথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করতে। আমাদের দল এবং বর্তমানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বারংবার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেই ঘাঁটিগুলির অবস্থান সম্পর্কে। রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক তাদের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও রেখে চলেছে। এছাড়া রয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের মদত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব কিছুদিন আগে যখন এই রাজ্যে এসেছিলেন তখনও সরকারীভাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং দলীয়ভাবে আমরা সেই সমস্ত তথ্য স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে তোলে দিয়েছিলাম। এখানে আমি বলতে চাই যে, আমাদের খোয়াই বিভাগের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ৬০ থেকে ৭০ কিঃ মিঃ তখন স্বরাষ্ট্র সচিবকে সেই সীমান্তের ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিয়েছিলাম আমরা খোয়াইতে। তখন আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলের ভানু গাছ অঞ্চলে উগ্রবাদীদের একটি বিরাট ক্যাম্প রয়েছে। কাশ্মীর-পাঞ্জাব থেকে শুরু করে আসাম-মনিপুর-মিজোরাম-নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের উগ্রবাদী সংগঠনগুলি সেখান থেকে প্রতিনিয়ত ট্রেনিং করে দেশে প্রবেশ করছে। ঐ ক্যাম্পের পাঁচ ছয় কিঃ মি মধ্যে করঙ্গীছড়া গাঁওসভার উল্টোদিকেই ঢেবড়াবাড়ীতে আর একটি ক্যাম্প রয়েছে তাদের। আর একটি ক্যাম্প রয়েছে তাদের চেরমাছড়া চা বাগান সংলগ্ন বাংলাদেশের সিঙ্গিছড়া গ্রামের উল্টোদিকে। তাছাড়াও গৌরনগর গাঁও পঞ্চায়েতের উল্টোদিকে আরোও একটি ক্যাম্প রয়েছে। বগাবিল সীমান্ত গ্রামের উল্টোদিকে আর একটি ক্যাম্প রয়েছে। এই ৬০-৭০ কিঃমিঃ মধ্যে একটি বড় ক্যাম্পছাড়াও আরোও অনেকগুলি ক্যাম্প উগ্রবাদীদের রয়েছে। এবং এর সবগুলিই রাজ্যের বাইরে বাংলাদেশে অবস্থিত। সেখান থেকে রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তারা বিধায়ক অপহরণ থেকে শুরু করে লুটতরাজ-খুন চাঁদার জুলুমসহ কি না করছে! অপহরণ তো আজকে নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। এই ঘটনাগুলি আমরা আকছাড় দেখছি। আমরা যখনই বলছি তখনই বলা হচ্ছে বি. এস. এফ. সেটা দেখবে। এই জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার মধ্যে এক একটি বি. এস. এফ. ক্যাম্প রয়েছে। সংখ্যায়ও তারা খুবই কম। ফলে তাদেরকে প্রতিদিন যখন ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার রাস্তা তাদেরকে টহল দিতে হয় তখন এর ফাঁক দিয়ে উগ্রবাদীরা রাজ্যে প্রবেশ করে অপকর্ম করে আবার নিরাপদে সীমান্ত পাড় হয়ে যেতে পারে। দুর্গম এই পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে আবার কিছু কিছু জায়গাতে সমতল এমন সব গ্রাম রয়েছে যে দেখলে বুঝাই যায় না কোনটা ভারতবর্ষ আর কোনটা বাংলাদেশ। সেই জায়গায় পাশের বাড়ীতে অবস্থান করছে। বি. এস. এফ ধাওয়া করার সঙ্গে সঙ্গে চট করে এক উঠান থেকে আর এক উঠানে অথবা একই উঠানের মাঝামাঝি মানুষ চলে আসছে এখান থেকে। কাজেই সেই জায়গায় তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য যে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা যেটা বলেছেন কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে, সেখানে টাওয়ার লাইন থাকতে হবে যাতে বি. এস. এফ চৌকি যাতে দেখতে পারেন সীমান্ত রক্ষীরা কোথায় দিয়ে কি ঘটছে। সেগুলি যাতে দেখতে পারেন তারজন্য সীমান্ত চৌকি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই

জায়গায় নির্মাণের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছি। কাজেই প্রতিদিন সমস্যা আরও তীব্রতর হচ্ছে। আমরা দেখছি সেইদিন নরসীমা রাও-এর আমলে সেই সমস্যাগুলি আমরা যতবার বলছি তিনি তাতে গুরুত্ব দেননি। বরঞ্চ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে দেখেছি উগ্রপন্থী কার্যকলাপের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। একদিকে অপারেশান ব্রহ্মপুত্রের নামে সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে দেবার চেষ্টা করছে। সেখানে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় বসে সেই রাজনৈতিক দলের লোকেরা সেখানে বসে সেই সব ক্ষমতাকে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন এবং এখানে তারা যতদিন সরকারে ছিলেন আমরা জানি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুপ্রবেশকে প্রকাশ্যভাবে তারা সাহায্য করেছেন। একবার যখন এখানকার এম. টি, এফ চিন্তা করেছে তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে এই হাউসে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী দেখছি তাদের ধরে এনে নিজের বিধানসভা এলাকায় ভোট বাড়ানোর জন্য সেই বাংলাদেশী নাগারকদের স্থান দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার জানা আছে সেই তথ্যগুলি। রাজনৈতিক স্বার্থ চিরতার্থ করার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সংহতিকে জলাঞ্জলী যারা দিচ্ছে, দেশদ্রোহীরা আবার যাতে কোন অবস্থায় প্রশ্রয় না পায় আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংহতিকে রক্ষা করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা আমরা সঠিকভাবে রক্ষা করছি মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত যে দাবী করেছেন এই দাবীর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এবং আশা করছি রাজ্যের স্বার্থে দেশপ্রেমকে উদ্ভাবিত করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ঐ রাজ্যের মানুষের অর্থনীতিকে যাতে আমরা জাগ্রত করতে পারি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যাবতীয় যে চোরা চালান থেকে শুরু করে উগ্রপন্থী আক্রমণের ঘটনা এখানে হচ্ছে, এম, এল এ অপহরণ হয়ে গেছে কিন্তু সঠিক সময় সঠিক দাবী যখন উৎথাপন হয়— ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য— ।

**শ্রীসমীরদেব সরকার :—** সেই দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের তালবাহানা আমরা লক্ষ্য করছি। আমি আশা করছি সঠিক রাজ্যের স্বার্থে এবং সঠিক যে দাবী এখানে উৎথাপন হয়েছে সেই দাবীর সমর্থনে আমি যেমন আমার বক্তব্য রাখছি মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরাও এগিয়ে আসবেন সমর্থন করবেন অবশ্যই এই প্রস্তাব সর্ব সম্মতিভাবে গৃহীত হবে এই আশা রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আমরা এর আগেও এই চলতি বিধানসভায় ত্রিপুরা রাজ্যের আইনশৃংখলা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করছি। এবং বলেছি এখানকার উন্নয়নের সঙ্গে শান্তি সম্প্রীতি জড়িত। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ ধরণের যে জনসংখ্যার যে অনুপাত এখানে ট্রাইবেল জনসংখ্যা নন ট্রাইবেল জনসংখ্যার মানুষ এখানে আছে তাদের মধ্যে যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা দরকার এবং এই শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার যে সীমিত টাকা আমাদের বাজেটে আসে তা যাতে সঠিকভাবে মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় হয় কারণ শান্তি যদি না থাকে তাহলে উন্নয়নমূলক কাজ দেরী হয় এবং তাদের কাছে গিয়ে এই সমস্ত টাকা পৌঁছবার কথা। উন্নয়নের সুফল পৌঁছবার কথা সেটা পৌঁছে না। এই উন্নয়ন পৌঁছবার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়েছে এই উগ্রপন্থী সমস্যা। বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা হাইড আউট হিসাবে ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে এবং তার থেকে বাংলাদেশ বিস্তৃর্ণ অঞ্চল সেখানে ক্যাম্প করে থাকে। মাননীয় সদস্য সমীরদেব সরকার আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন আমাদের সেটা বলার দরকার। সেটা হলো এই যে, বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

আমাদের এটা বলার দরকার যে, এই বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চোরা চালান বন্ধ করার জন্যই হউক, কিংবা সীমান্ত রক্ষার জন্যই হউক সমস্ত দিকটা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু এটা ঠিকভাবে না হবার ফলে, ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থাও বিপর্যায়ের মধ্যে পড়েছে। এগুলি দেখতে গেলে, ওয়চ-টাওয়ার, বি এস. এফ. ঠিকভাবে মোতায়েন করা। তা না হওয়াতে সঠিকভাবে তদারকি হচ্ছে না। শুধু সীমান্ত নিরাপত্তাই নয় অন্যান্য ব্যাপারগুলি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সীমান্তে কাটা তারের বেড়া না দেবার ফলে অনুপ্রবেশকারীদের যথেচ্ছ প্রবেশের ফলে আমরা দেখেছি, এখানকার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কম্পিটিশান হচ্ছে। জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে, উগ্রপন্থীদের জন্যে অবশ্য এই উগ্রপন্থীদের কারা মদত দিচ্ছে সেটা এখানে বলে লাভ নেই। আমরা দেখেছি, শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়োজিত। এই ধরণের কাজ তারাই চালাচ্ছে। এটা প্রমাণিত যে সব দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন এখানে, তারা এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে চায়। কিন্তু এর জন্য আমাদের বর্ডার সীল করে রাখতে হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে, চোরা চালানকারীরা সীমান্ত দিয়ে জিনিসপত্র পাচার করতে না পারে। জিনিষ পত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে আজকে কিন্তু ট্যাক্‌স পাচ্ছে না। শান্তি সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ডার ঠিক মত রক্ষা করতে না পারার ফলে উগ্রপন্থীরা হামলা চালিয়ে কিংবা অপহরণ করে বর্ডার পার হয়ে চলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। আমরা শুনেছি, বাংলাদেশ থেকে ডাকাতরা এসে ডাকাতি করে যাচ্ছে। আমরা এও দেখেছি, মানুষ ঘরের বাইরে থেকে গরুকে ঘরের ভেতর তালা দিয়ে রেখেও গুরু চুরি হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এখানে মাননীয় বিধায়ক অমিতাভ দত্ত মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন এই ধরণের বহু প্রস্তাব এর আগেও বিধানসভায় এসেছে। কিন্তু তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় নি। বার বার বি. এস. এফ. চেয়েও পাওয়া যায় নি। যা দেওয়া হত তার থেকেও আবার নিয়ে যাওয়া হত কিছু সংখ্যক। শুধু বিধান সভার ভেতরে নয়, বাইরেও বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে দাবী জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কর্ণপাত করেননি। বার বার ত্রিপুরার ন্যায় সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত হয়েছে। কোন ইনফ্রাকটাচার না থাকায় ত্রিপুরার বৃহৎ অংশের মানুষকে কাজ দিতে পারা যায়নি। ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে এগুলির দরকার। মানুষের উদ্বেগ আমরা লক্ষ্য করেছি। এন. এল. এফ. টি. উগ্রপন্থী কিংবা এ. টি. টি. এফ. কোন উগ্রপন্থী ধরা পড়লে ছেড়ে দিতে হয়, আমাদের লোক বলে। আজকে এই সব উগ্রপন্থীরা সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শুনা যাচ্ছে, টাকা পয়সা দিয়ে ছুটিয়ে আনতে হচ্ছে। এই অমানবিক কাজ যারা করছে তাদের কথা আমরা তুলছি। তারা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে যেতে না পারে তারা বর্ডারে এরেষ্ট হয়, হাইড আপ হতে না পারে সেটা দেখা দরকার। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখানে বলেছেন ভোটের জন্য অপহরণ করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে কি অবস্থা হয়েছে প্রশাসনের। সমস্ত কিছু ইমব্যালেন্স হয়ে গেছে। আজকে ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা ইমেজ তৈরী হয়ে গেছে যে এককালে যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ এখানে ছিল আজকে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়ে গেছে। বর্ডারগুলি আজকে সীল করা দরকার যাতে মানুষ আসা যাওয়া করতে না পারে, রাজ্যের মানুষ যাতে নিরাপদে থাকতে পারে। বর্ডারের বিরাট এলাকা খোলা রয়েছে, বি. এস. এফ. এই বিশাল এরিয়াকে প্রহরা ঠিকমত দিচ্ছে না, তারা ওয়াচ টাওয়ারেই থেকে যাচ্ছে। টি. এন. ভি. আক্রমনের সময় তখন পত্রিকাতে দেখেছিলাম নানা চুক্তি হয়েছিল, বি. এস. এফকে ঠিকমত প্রহরা দিতে দিত না, উগ্রপন্থীরা যদি সরকার পরিবর্তন করে দিতে পারে তাহলে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে ভাল প্রশাসনের মধ্যে আছে। যেখানে উগ্রপন্থী আছে সেখানে ড্রাগ সমস্যাও আছে। পাঞ্জাবে আমরা দেখেছি যেখানে ড্রাগ সমস্যা আছে, সেখানে উগ্রপন্থী সমস্যা ভয়াবহ। আজকে এই ড্রাগের উপর নির্ভর করে উগ্রপন্থীরা আরও ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা প্রমাণিত। সুতরাং আমাদের সীমান্ত দিয়ে যাতে ড্রাগ না আসতে পারে তার জন্য করা নজর রাখা দরকার। এখানে জাল টাকা পাওয়া যাচ্ছে, তার সাথে ক্রিমিনাল এটিচ্যুট আছে সেটাকে রেষ্ট্রিক্ট করার জন্য বর্ডার সীল করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হচ্ছে যে বেশী সংখ্যক বি. এস. এফ দিয়ে, ওয়াচ্ টাওয়ার দিয়ে, কাটা তারের বেড়া দিয়ে সীমান্তকে সুরক্ষিত করা হোক। তার জন্য দরকার হলে সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সেরও প্রস্তাব আছে। কাজেই এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। আমি মনে করি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রাও এই প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করবেন। তারা বারে বারেই বলছেন আমরা শান্তি চাই, জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি চাই। উগ্রপন্থী সমস্যার ভিতর দিয়ে জাতি-উপজাতি সম্প্রীতি বারে বারে বিঘ্নিত হচ্ছে। কাজেই উগ্রপন্থী সমস্যা দূর করার জন্য আজকে বর্ডার সীল করা দরকার। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশানের সুযোগ নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। গত তিন বছর ধরে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে আমাদের সীমান্তকে শক্তিশালী করা, সীমান্তের প্রহরাকে আরও শক্তিশালী করা, শুধুমাত্র উগ্রপন্থী মোকাবিলা করার জন্য নয়, রাজ্যে যে অনুপ্রবেশ ঘটছে সেগুলি বন্ধ করার জন্যও। আজকের এই প্রস্তাব সেই দিক থেকে আমাদের আরও শক্তিশালী করবে। ১০০১ কি, মি, হচ্ছে আমাদের রাজ্যের ভৌগলিক সীমানা। তার মধ্যে ৮৪ পার্সেন্ট অর্থাৎ ৮৩৯ কি. মি. হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত। সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ বাহিনী, বি. এস. এফের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যুক্ত। রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করেন। প্রধানতঃ এই সীমান্তকে রক্ষা করে পুরাপুরি দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। স্যার, এই এলাকার মধ্যে আমরা যে ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি ধরুন বি, এস, এফের কথা ১২ ব্যাটেলিয়ান এই সীমান্ত রক্ষার জন্য মোতায়েন রাখা, পাহারার ব্যবস্থা করা এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সীমান্ত রক্ষার জন্য ১২ ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ এখানে থাকতে হবে। কিন্তু এটা ক্রমে ক্রমে ৫ ব্যাটেলিয়ানে নামিয়ে আনা হয়েছে। তখন কেন্দ্রে নরসীমা সরকার এবং রাজ্যে জোট সরকার কিন্তু তখন কোন প্রতিবাদ ছিল না। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন তুলে বছরের পর বছর, মাসের পর মাস সেখানে প্রেসিডেন্সী রুলস্ এই সমস্ত চালু রেখে তার মধ্যে সেনা বাহিনী এবং অন্যান্য পেরা মিলিটারী ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত থেকে এই সমস্ত বি, এস, এফ তুলে নিয়ে সেখানে পাঠান হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সীমান্তকে খুলে দিয়ে। স্যার, আমাদের সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেখলাম কমিয়ে কমিটি মাত্র ৫ ব্যাটেলিয়ান করে দেওয়া হল। উগ্রপন্থী, চোরাকারবারী, ড্রাগ পাচারকারী সমস্ত অবাধে এই সীমান্ত দিয়ে চলে। তাছাড়া অনুপ্রবেশ এর আগেও ঘটেছে ব্যাপক ভাবে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা চেয়েছেন রাজ্যের ভিতরে এইগুলিকে কি করে আটকানো যায় চেষ্টা করেছেন। আমি হিসাব যদি করি সেখানে ৫ ব্যাটেলিয়ানের কথা ছেড়ে দিচ্ছি ৭ ব্যাটেলিয়ান যদি হিসাব দেই

সেখানে আরও দুই ব্যাটেলিয়ান বেড়েছে। ৭ ব্যাটেলিয়ানের যদি হিসাব করে নেই এক একটা কম্পানীতে আমরা হিসাব করে দেখেছি বি. এস. এফ যেখানে ১০০ থাকার কথা সেখানে ৭০-৭৫ জনের বেশী জোয়ান নেই। ধরে নিলাম ঘাটতি নেই পুরাপুরি এক হাজার জোয়ান আছে, তাও যদি ধরে নেই তাহলে ৮৩৯ কিলোমিটার লম্বা এই বর্ডারকে পাহারা দেওয়ার জন্য ৭ ব্যাটেলিয়ান ফোর্স থাকলে মাত্র ৭ থেকে ৮ জনের উপর দায়িত্ব পড়ে এক কিলোমিটার রাস্তায়। স্যার, ভাংমুন থেকে মিজোরামের কাম্পুই থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম বর্ডার পর্যান্ত সম্পূর্ণ গ্রামের কথা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে ৬ কিলোমিটার, ৮ কিলোমিটার, ১৫ কিলোমিটার এমন কি ২০ কিলোমটার দুরে দুরে একটা করে ক্যাম্প এই রকম অবস্থা। ঐ অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিচ্ছি সিধাই থানা থেকে কমলপুর বর্ডারের দিকে যদি এগিয়ে যাই একটা ক্যাম্পের দুরত্ব হচ্ছে ১০ কিলোমিটার, ১২ কিলোমিটার, ৮ কিলোমিটার, ৭ কিলোমিটার। তাহলে আজকে কি করে সেই সীমান্তকে রক্ষা করা যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে বি. এস. এফ থেকেও বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে তখন নরসীমা রাও সরকার ছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন চ্যবন সাহেব, তখন আমাদের একটা কথা শুনার লোক পর্যান্ত ছিল না, কোন রকম সাড়া শব্দ নেই এবং রাজ্য সরকার থেকে যত আবেদন যায় কলাপাতার মত রেখে দেয় এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা চলেছিলাম। এখন একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের একটা নতুন সংযুক্ত ফ্রন্টের সরকার সেই সরকারের কাছে ইতিমধ্যে আমরা তুলেছি যে বি, এস, এফের সংখ্যা আমাদের যা প্রয়োজনীয়তা বাড়াতে হবে। এক সময়ে বি, এস, এফের কন্ট্রোলে তার নিয়ন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা করার জন্য, এই সীমান্তে যে সমস্ত অপরাধ হত সেই অপরাধকে দমন করার জন্য এইখানে বর্ডার উইংগ্ হোমগার্ড তা রেইস করা হয়েছিল। এই বর্ডার উইংগ্ হোম গার্ডকে ধ্বংস করা হয়েছে। জোট আমলে বর্ডার উইংগ হোম গার্ডকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তখন ত্রিপুরাতে এই বি, এস, এফের সঙ্গে সাহায্য করার জন্য ১২ ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে তারাও যোগ ছিল। সেটাকে ধ্বংস করে শুধুমাত্র বি, এস, এফের কয়েকজন জোয়ান এবং তাও সীমিত সংখ্যায়। তাদেরকে ক্রমে ক্রমে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে বর্ডারকে রাখা হয়েছে। স্যার, আমরা আবার সেইসব প্রস্তাব তুলেছি যে সীমান্ত রক্ষা করার জন্য সব ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন থেকেই ত উগ্রপন্থীদের সীমান্তের ওপারে এই রকম আশ্রয় নিয়ে এই পাশে এসে নাগরিকদের উপর আক্রমণ, হামলা, খুন সন্ত্রাস একটার পর একটা করে যাচ্ছে। এই রকম একটা দুইটা ঘটনা নয়, অজস্র ঘটনা। এই সমস্ত খুন সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য তখন থেকেই বলা হচ্ছে বর্ডার রোড চাই। সেই বর্ডার রোডও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। সেটা কি আজকের কথা? ১৯৭৮-৭৯-৮০ থেকে সমস্ত বর্ডার রোড তৈরী করতে কতদিন লাগে? আজকে ১৯৯৬ এখন পর্যান্ত বর্ডার রোড সম্পূর্ণ হয়নি। কাজ এগিয়েছে, বর্ডার তৈরী হচ্ছে, আমরা তার জন্য নিশ্চয়ই যেটুকু এগিয়েছে তা স্বীকার করব। কিন্তু যা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, যেভাবে সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল এখনও বর্ডার রোডে নিরাপত্তা কর্মীরা গাড়ী নিয়ে গিয়ে সমস্ত বর্ডার রোডকে রক্ষা করবে তার উপায় এখনও হয়নি। স্যার, ফ্যান্সিং এর ব্যবস্থা, সীমান্ত সড়ক সংস্কার মাধ্যমে প্রকল্প যেমন নেওয়া হয়েছিল, সেই রকম একটা প্রস্তাব হয়েছিল ৪৯৪ কিলোমিটার পর্যান্ত লম্বা বর্ডার রোড। তার মানে ৮৩৯ কিলোমিটারের মধ্যে সবটা নয়। তার একটা অংশ ৪৯৪ কিলোমিটার লম্ব এই এরিয়াটাকে বর্ডারটা ফ্যান্সিং করে সম্পূর্ণ সীল করে দেওয়া হবে। এইখান দিয়ে যাতে কেউ যাতায়াত না করতে পারে। ভাল কথা। একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নীতিগত সিদ্ধান্ত আরও নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ৯৫-৯৬ সনে ১২৫ কিলোমিটার বরাদ্দ হবে ৯১৬ লক্ষ টাকা। এই টাকা খরচ হবে

১ বৎসরে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার ১৯৯৬-৯৭ সনে ১০৯ কিলোমিটার ফ্যান্সিং ব্যয় অনুমোদিত হবে। এই রকম করে নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইটা বিস্ময়ের কথা ১৯৯৫-৯৬ সনে কেন্দ্রীয় সরকার এই কংগ্রেসেরই সরকার, নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী, এইটাকে মন্ত্রীসভায় বাতিল করে দেওয়া হল। একটা পয়সাও আসলনা। নীতিগতভাবে শুধু সিদ্ধান্ত। মোট ৯ হাজার ৩৮৬ লক্ষ টাকা মূল নীতিগতভাবে সমগ্র বর্ডার এর এই অংশটাকে ফ্যান্সি তৈরী করার জনা যে বরাদ্দ ছিল সেই বরাদ্দের টাকা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হল। আমরা বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাব, রাজ্য সরকার থেকে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আবার নতুন করে, ভাল করে পরীক্ষা করে এই টাকা বরাদ্দ করা হোক। একবারে হবে না, কিন্তু বৎসরে বৎসরে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্ত ফ্যান্সিং এর ব্যবস্থা করা হোক। তার মধ্যে আমরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছি যেসমস্ত থানা এলাকা দিয়ে যেমন সিধাই থানা এলাকা, সালেমা থানা এলাকা, কমলপুর থানা এলাকা, খোয়াই থান এলাকা, এইসমস্ত বর্ডার, এপার ওপারে আক্রমণ করে উগ্রপন্থী, টাইগার ফোর্স, এন, এল, এফ, টি ইত্যাদি যেসমস্ত সংস্থা, উগ্রপন্থী দলগুলি, আমাদের রাজ্যের ভিতরে তারপর তারা মানুষকে খুন-খারাপি, সন্ত্রাস করে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। এইটা যেন না করতে পারে।

কমলপুর থানা এলাকা, খোয়াই থানা এলাকা এই সমস্ত যেখান দিয়ে বর্ডার, যেখান দিয়ে এপার থেকে ওপারে আক্রমন করে উগ্রপন্থীরা, টাইগার-এন এল এফ টি ইত্যাদি যে সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলি আক্রমণ করে আমাদের রাজ্যের ভিতরে রাজ্যের মানুষকে খুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, কিডন্যাপ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। এইটা যাতে না করতে পারে তারজন্য এই এলাকাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সব জায়গায় ফ্যানসিন যতে দ্রুত শেষ করা হোক, সম্পূর্ণ বর্ডার এরিয়াটাকে সিল করে দেওয়া হোক এবং যতদ্রুত সম্ভব রাস্তার কাজ শেষ করে ফ্যানসিনের কাজ সম্পূর্ণ করার এবং বি এস এফ ডিপ্লয়মেন্ট আমাদের এখানে যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বি এস এফ. ডিপ্লয়মেন্ট করা হোক, এইভাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। পাশাপাশি এই প্রস্তাবও পাঠিয়েছি যে, রাজ্যের সীমান্তের ওপারে যে সমস্ত জায়গায় উগ্রপন্থীরা আস্তানা গেড়েছে ক্যাম্প করেছে সেই ক্যাম্প ভেঙ্গে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসুন, বসে যে সমস্ত ক্যাম্প করে আশ্রয় নিয়ে এই সমস্ত আক্রমণগুলি সংঘটিত করছে, উগ্রপন্থী আনাগোনা হচ্ছে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে এ পাশে এনে দেওয়া হোক এবং এনে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এই রকম করে সমস্ত বর্ডারের যে সমস্যা, বর্ডারের যে অপরাধ সেই অপরাধগুলিকে দমন করার ব্যবস্থা করা হোক। বর্ডারিং হোমগার্ড আবার নূতন করে রেইস করা হোক। যে রেইস করার মধ্য দিয়ে রাজ্যের কিছু যুবক যেমন এর মধ্যে কাজ পারেন সঙ্গে সঙ্গে বর্ডারের যে সমস্ত ক্রাইম সেই ক্রাইমকেও দমন করার জন্য সরকার একটা ভূমিকা নিতে পারবেন। এই ভাবেই আমরা এই সমস্যাটার সমাধান চাই এবং এই প্রস্তাব এই সমস্যার সমাধানে বিধানসভার প্রস্তাব হিসাবে শক্তি সৃষ্টি করবে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে বিবেচনা করবেন, আমরা আশা করবো। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত :—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমগ্র আলোচনার পর আমি এই সভার কাছে প্রস্তাব রাখছি যে, আমার এই বে-সরকারী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত করা হোক।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশাটি হলো :—"ত্রিপুরা রাজ্য তিনদিক থেকে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বিশাল সীমানা এলাকা সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ও ত্রিপুরার উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ রোধে

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা এবং ওয়াচ টাওয়ারও বি এস এফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে।"

( যেহেতু না বলার কেউ নাই সেহেতু আমি মনে করি রিজিলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো । )

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে উনার রিজিলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিলিউশানটি সভায় উৎথাপন করছি। রিজিলিউশানটি হলো:—"এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ইং সনের ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃংখলার চরম অবনতির কারণে ব্যাপক অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই অপহৃতদের উদ্ধার করতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অপহৃতদের পরিবার বর্গের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোটা অংকের বিনিময়ে অনেকে উদ্ধার পান এবং এরফলে সারা রাজ্যে বহু পরিবার আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। তাই এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে ঐ সকল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ প্রধান করা হোক এবং অপহৃতদের মধ্যে যারা এখনও উদ্ধার হয়নি তাদের অবিলম্বে উদ্ধার করার জন্য রাজ্য সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন তৎসঙ্গে রাজ্যে অপহরণের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। স্যার, এই হাউসে আজকে যে প্রস্তাবটা আমি উৎথাপন করেছি সেটা সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর এই সভায় যারা আছেন তারা সবাই এটাকে সমর্থন করবেন।

আমি আশা করি এমন কোন সদস্য নাই যিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেন। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অপহরণ বাণিজ্য চলছে-এইটা একটা ইণ্ডাষ্ট্রি যেভাবে অপহরণ বাণিজ্য চলছে-সেটা আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জানা আছে কি না জানি না। আজকে সেই সিধাই থানা এলাকা থেকে শুরু করে সাব্রুম, বিলোনীয়া, কমলপুর সারা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এবং এমন কোন ইন্‌স্‌টেন্স নাই আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে যে একটি কেইসে তারা অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছেন। কাজেই মানুষ আজকে দিশাহারা। আজকে মানুষ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের পারিবারিক উদ্যোগে অর্থের বিনিময়ে তাদের অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় মানুষ আজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন। কাজেই আজকে যারা এখনো উদ্ধার হয়নি তাদের উদ্ধার করার জন্য এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের উদ্ধারের জন্য—এই অপহরণ বাণিজ্য যাতে বন্ধ হয় তার জন্য এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে পরিস্থিতি এই ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে আমি প্রথমে আমার সিধাই থানা থেকে বলছি—আজকে ১৯৯৩ইং সন থেকে শুরু হয়েছে একটার পর একটা ঘটনা আজকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মানুষ আজকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রত্যেকটি পুলিশ ষ্টেশনের কাছে এই সব ঘটনার কথা বলতেও পারে না। ফলে এই সকল ঘটনার কথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে খবর নেই, এমনকি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও সে খবর তারা পায় না। আজকে সারা রাজ্যে প্রায় ৪,০০০ এর মত মানুষ অপহৃত হয়েছে। সিধাই থানাধীন দারোগামুড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীগৌতম দেব রায় অপহৃত হয়েছেন—

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এত অ্যাকুরেট তথ্য কিভাবে কোথায় পেলেন—সোর্সটা বললে ভাল হবে।

**শ্রীরতন লাল নাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একজন বিধায়ক হিসেবে এইটা আমার ডিউটি এইসব খবর রাখা। এই সব খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে এবং জনগণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা রাজনীতি করি, তাই আমাদের এই সব খবর রাখতেই হয়।

তারপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে এই খবর রয়েছে কিনা যে হরিমোহন শীল কিডন্যাপড্ হয়েছেন ৫.১০.৯৪ ইং তারিখ থেকে তিনি একজন উপজাতি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছেন। এখন তার স্ত্রী বুঝতে পারছেন না তিনি জীবিত না মৃত আছেন— তাই তার হাতের শাখাও ভাংতে পারছেন না।

গৌতম দেববায় দারগামুড়া থেকে অপহৃত হয়েছিলেন গত ২৫-৮-৯৩ইং। আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি উদ্ধার হতে পেরেছিলেন। সেটা কি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর একবারও খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? একজন মন্ত্রী একটু আগে বক্তব্য রাখছিলেন যে রাজ্যে যদি শান্তির পরিবেশ না থাকে তাহলে উন্নতি সম্ভব নয়। সিমনা বা সিধাই থানা অঞ্চলে বর্তমানে কি অবস্থা চলছে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে সেখানে যেতে পারেন না। পারবেন কি? আজকে পরিস্থিতি এমন জায়গাতে পৌঁচেছে। হরি বর্মন-কানু মালাকার এখনও তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। একজন বিধায়ক হিসাবে সেই খবর রাখা আমার ডিউটি বলে মনে করি। বিধানসভায় এসেছি শুধুমাত্র বক্তৃতা দিতে নয়। হাউসে সত্যিকারের অবস্থাটা জানিয়ে সরকারের কার্য্যকরী ভূমিকা নেওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করতেই এইগুলি জানিয়ে দিচ্ছি আমি। হাবুল বর্মন নামে একজন শিক্ষক কাঞ্চনছড়া থেকে অপহৃত হয়েছিলেন। তিনি গত ৩০.৫.৯৪ইং অপহৃত হয়েছিলেন এবং সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন। সেই টাকা কারা নিয়েছে? সেখানকার পরিস্থিতি এত খারাপ হওয়ার পরও সরকার সেখান থেকে সি. আর. পি. এফকে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সোনারাম ক্যাম্পে মাত্র দুইজন হোমগার্ডকে রেখে দেওয়া হলো। কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যার সময় তাদেরকে অপহরণ করা হলো এবং বেনু ঘোষ, হোমগার্ডকে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনাদের রামচন্দ্র দেববর্মাকে ২০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। কিন্তু বেনু ঘোষকে এখনও উদ্ধার করা হয় নাই। এই বেনু ঘোষের স্ত্রীকে সরকার থেকে টাকা দিতে হয়েছে। যদিও এলাকায় আলোচনায় হচ্ছে যে, বেনু ঘোষ আর বেঁচে নেই। কিন্তু হলে কি হবে তার স্ত্রীতো আর শাখা সিঁদুর মুছে ফেলতে পারে না। এবার আপনারা ভেবে দেখুন পরিস্থিতি কোন জায়গাতে এসে ঠেকেছে। মোহনপুর পূর্ত দপ্তরের এস. ডি. ও প্রদীপ ভট্টাচার্য্যকে বড় কাঁঠাল থেকে অপহৃত করা হয়েছে। কিছুসংখ্যক ঠিকাদার তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনে। বাজাছড়ার অর্পন দেববর্মাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তিনি এলাকার একজন কংগ্রেস(ই) কর্মী। নৃপেন্দ্র ঋষি দাস, ড্রাইবার, মোহনপুর তাকে এসরাই থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। চা বাগানের ম্যানেজার নবারুণ দাসগুপ্তকে চার লক্ষ টাকা দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। একটি হিরো হোণ্ডাও তাদের দেওয়া যোগব্রত চক্রবর্তীকে যেদিন অপহরণ করা হয়েছিল তার আগের দিন ঐ এলাকায় সেই হিরো-হোণ্ডাটি দেখা হয়েছিল। কি ধরণের স্বরাষ্ট্র এটা? তবে হ্যা, এটাই বাস্তব চিত্র। পূজোর পর অন্ধকার দেখবেন। স্বদেশ দেবকে অপহরন করা হয়েছে। রতন পোদ্দার, কাতলামারার বাড়ী। তাকে কাতলামাড়াতেই মেইন রোড থেকে অপহরণ করা হয়েছে। টাকা দিয়ে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। ২.৫.৯৫ইং ড্রাইবার গোপেশ সাহাকে বড়কাঠাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নন্দ দেবনাথ, চাল ব্যবসায়ী, তাকে দীঘালিয়া-মধু চৌধুরী অঞ্চল থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তাকেও টাকা দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী পাগল হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে সরকার থেকে সাহায্য করা উচিৎ। এই সরকারটা কাদের জন্য রাজ্যে রয়েছে? সরকার কি শুধুমাত্র মন্ত্রী বিধায়ক হওয়ার জন্য। যেহেতু সরকারটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে উগ্রপন্থী দমনে এবং রাজ্যের ধন-সম্পত্তি রক্ষার যে সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই সরকারের জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসাটা কর্ত্তব্য। যে কাজ সরকারের করা উচিৎ

ছিল সেই কাজ আজকে জনগণ করছেন। গত ৬.১২.৯৫ইং বড়কাঠাল থেকে দুলাল দেব অপহৃত হয়েছিলেন। ২৯.১১.৯৫ইং অমরেন্দ্র দেব সিধাই থানা এলাকা থেকে অপহৃত হয়েছে। ৩.১২.৯৪ইং সিমনা এলাকা থেকে অপহৃত হয়েছে। ২৬.৪.৯৪ইং টিংকু চৌধুরী বড়কাঠাল থেকে অপহৃত হয়েছিলেন। ১.৭.৯৪ইং চাঁচু বাজার থেকে নরেশ দেববর্মাকে অপহরণ করা হয়েছিল। কাতলামারার ব্যবসায়ী স্বপাল রায়কে ২১.৫.৯৫ইং অপহরণ করা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করেছেন। এই টাকা লেন-দেন হচ্ছে শাসক দলের মাধ্যমে। কিছু মনে করার কারণ নেই। পাবলিক ইজ ভেরি মাচ ক্লীয়ার। রাগের কিছু নেই।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** আপনার প্রায় ১৩ মিনিট হয়ে গিয়েছে। শেষ করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, আমি তো এখানে কিছুই বলি নাই পাঁচ হাজার নামের লিস্ট পড়তে পারি আমি। কাজেই মিনিমাম কিছু আমাকে বলার সুযোগ দিন স্যার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** কতটুকু বলবেন। ১৩ মিনিটতো বলেই ফেললেন।

শেষ করছি স্যার, আমি জানি না স্বপাল রায় জীবিত না মৃত এখন। এই স্বপাল রায়কে এখনো উদ্ধার করতে পারে নাই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। তার পরিবারের কাছে আরোও এক লক্ষ টাকা চাওয়া হলো। তার স্ত্রী বললেন টাকা আছে এবং সেটা দিতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা শর্তে সেটা দেব। শর্তটা হলো— 'একটা শার্ট দেওয়া হবে এবং সেই শার্টটা উনার গায়ে লাগিয়ে ছবি দেখাতে পারলেই টাকা দেওয়া হবে।'

আমার বক্তব্য হচ্ছে—তার পরও কি স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলতে পারবে যে তারা একজনকেও উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। অঞ্জন ভৌমিক, স্বপন রায়, বিভু সাহা, মহেশ দেববর্মা, জীতেন্দ্র দেববর্মা ও সুকুমার দেবনাথ সহ ননী ঘোষকে একই জায়গাতে অপহরণ করা হয়েছে। এই ননী ঘোষ যে অপহরণ হয়েছেন পুলিশে এই ব্যাপারে এফ. আই. আর পর্যাপ্ত করা যাচ্ছে না। নিচ্ছে না পুলিশ। এই ব্যাপারে পুলিশে এখনো কোন রেকর্ড নেই। তারানগরের তিন নং কলোনির বাসিন্দা তিনি। গত ২৯শে জুলাই থেকে আগরতলা-মধু চৌধুরী ভায়া মোহনপুর এবং আগরতলা-সোনাইবাজার ভায়া মোহনপুর রাস্তায় যান চলাচল এখনও বন্ধ থাকার ফলে মানুষের দুর্গতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে সরকার নিশ্চুপ। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের উপজাতি অংশের মানুষরা এই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। এখানে আবার তারা উপজাতি দরদের কথা মুখে আনেন কোন লজ্জায়? গত ২৯শে জুলাই সোনাইবাজার থেকে সত্যপাল সতনামী এবং প্রদীপ দত্তকে অপহরণের ফলেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সরকার নির্বিকার। ১৯৯৩ সালে কমলপুরের পূর্ত দপ্তরের এস. ডি. ও সজল পালকে অপহরণ করা হয়েছিল।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনার কিন্তু ১৫ মিনিট সময় চলে গিয়েছে।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** আমি শেষ করে দিচ্ছি স্যার। উনারা বলছেন যে যোগব্রত চক্রবর্তী মারা যান নাই। তাহলে সিধাই পি. এস থেকে কি করে 'প্রেস রিলিজ' দেওয়া হলো মারা গিয়েছে বলে? কিন্তু আমি বলতে পারি যে এখানে একটা প্লেন চলছে তার চা বাগান দখল করে নেওয়ার জন্য। কারণ, যোগব্রত চক্রবর্তীর সাকসেশান সার্টিফিকেট বের করতে সাত বছর সময় লাগবে। ঐ সময়টুকুর মধ্যে তার সম্পত্তি লুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হবে। এই জন্য পলিসি একটা নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী এখানে বলেছেন যে এটাকে এক্ষুনি থামানো দরকার। আর এটাকে চলতে দেওয়া যায় না। সেজন্য আমি এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের কাছে অনুরোধ করছি এটাকে বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করবেন না। এটা হচ্ছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে। টাকাটা তাহলে কাদের জন্য কোথায় যাবে। প্রত্যেকেই সেটা জানতে চাইবেন। সাধারণ

মানুষ সবাই জানেন। আগামীদিনে আপনাদের পরিস্থিতি কি হবে টের পাবেন। আমি আশা করছি এটাকে আপনারা বাস্তব দিক থেকে সমর্থন করুন। আমি আশা করি আমার এই প্রাইভেট মেম্বার রেজল্যুশনটি সবাই এখানে সমর্থন করবেন। এইটুকু বলেই আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

**শ্রীপবিত্র কর :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বন্ধু বিধায়ক শ্রীরতন নাথ যে প্রস্তাব এনেছেন সত্যি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যদি হত এবং এই যে অপহরণ চলছে ঘটনা সত্য। তাকে বন্ধ করার জন্য উনার সদ্‌ ইচ্ছা থাকত তাহলে সমর্থন করা যেত। উনার প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে উনি পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন এটা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে না। সকাল বেলায় যখন আলোচনা হয় এই সম্পর্কে তখন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ঘটনা খুবই খারাপ এবং আমরা কেউই চাই না মানুষ অপহরণ হউক। বন্দুকের মুখে নিরপরাধ যারা মানুষ আছে, নীরিহ মানুষ আছে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং অপহরণ করে, সেখানে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করবে যে পরিবারগুলি থেকে অপহরণ হয় সত্যি বেদনাদায়ক। ঘটনা কেন ঘটছে ? আমাদের রাজ্যের মধ্যে আজকে নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের রাজ্যের তিনদিক-এ বাংলাদেশ সীমান্ত বেষ্টিত। এই সীমান্তের মধ্যে আমেরিকার মদতে পাকিস্তানের আই, এস, আই সক্রিয়। উগ্রপন্থী যারা আছে যারা অপহরণ করছে তাদের হাতে যেসমস্ত অস্ত্র আছে আমাদের রাজ্যে পুলিশের হাতেও নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চেয়ে সবটা এখনও পাইনি। এই ধরণের অস্ত্র নিয়ে যখন আসে তাকে মোকাবিলা করা কঠিন কাজ। এবং একা রাজ্য সরকারের পক্ষে এইসমস্ত কাজ করা সম্ভব না। শুধু এখানে প্রশ্ন না, সকাল বেলা যখন বলেন রতনবাবু তখনও বলেছেন যে আমাদের যে ফাঁকা জায়গা আছে সেটাকে ব্যবহার করে উলফা, পি, এল, এ, এবং নাগাল্যাণ্ডের যে উগ্রপন্থী আছে তারাও এটা ব্যবহার করছে। এখন প্রায় সবাই একত্রিত হয়ে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমাদের শান্তিপূর্ণ যে পরিবেশ আছে তাকে বিঘ্নিত করার জন্য এই কাজ তারা করছে। এটা কোন দলের প্রশ্ন না। আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে আপনারা গতকাল ছিলেন আপনাদের সময়েও ছিল না ? একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি শুধু দায়ী এইভাবে যদি ঘটনা আমরা বিচার করি, ঘটনাকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাব না। যদি আপনারা মনে করেন দেশটা আমাদের এই রাজ্যটা সব দলের সকলের, তার উর্দ্ধে উঠতে হবে। একে রক্ষা করার জন্য একে মোকাবেলা করার জন্য, বেশী দিনের কথা নয় আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বারে বারে সেইসমস্ত আওয়াজ আমরা তুলেছি। আমাদের রাজ্য পুলিশের ব্যবস্থা তার যে অপ্রতুলতা, তাদের হাতে যেসকল অস্ত্র থাকার দরকার ছিল এইসমস্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তার কিছুই নেই। এমনকি আমাদের যে সীমান্ত সেই সীমান্তের তিন ভাগের দুই ভাগ ঘন জঙ্গল। সেখানে যে পরিমাণ বি, এস, এফ থাকার কথা ছিল আজকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তন হয়েছে আমাদের কিছু কথা শুনার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে আমাদের চেষ্টা করছেন আমাদের জন্য কতখানি করা যায়। কিন্তু সে সাহায্যটা কি চার মাস আগে এ রকম হয়েছিল ? এটা বলুন ? এটা আপনাদের বলতে হবে ? সত্যি যদি সমস্যার সমাধান চান, তাহলে বলতে হবে। আর যদি আলোচনার জন্য করতে চান, তাহলে ৭দিন সমানে বসে যেতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখছি, গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চান আওয়ার ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, প্রানবর বুর জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু এর জন্য কোয়েশ্চান আওয়ার ছেড়ে বেড়িয়ে যাবেন, এই বিষয় সমর্থন করা যায় না। আসুন, এই যে অপহরণ ঘটছে সেই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমরা এক সাথে, এক যোগে কাজ করি। অভিযোগ অনেক আছে, ঘটনাও অনেক ঘটছে। কিন্তু এগুলি বলতে গিয়ে উনি যে সব আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু না বলে পারছি না। এখানেও উপজাতি যুব সমিতির বিধায়ক

আছেন। উনি বুকে হাত দিয়ে বস্তুতো, এর পেছনে কি রাজনৈতিক মদত নেই? কাজে কাজেই আমি এখানে বলতে চাই, এখানে এমনই অনেক আছেন, যারা এ সমস্ত ঘটনা যদি এখানে আলোচনায় আসে, তাহলে বসে থাকতে পারবেন না। পুলিশের কাছে কি রিপোর্ট আছে না আছে তা আমার জানার কথা নয়। তবে আমরা মানুষের কাছে যাই। আগরতলা-সোনামুড়ায় একটা মিটিং ছিল। আমরা গিয়েছি। সেখানে একটি জাতিগত সংঘাত হবার মত পরিস্থিতি হয়েছিল, সেটাকে আমরা সমাধান করতে চেষ্টা করেছি। আমি বলতে চাই, রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে আমরা যদি সবাই রাজনৈতিক দলের উর্ধে না উঠতে পারি, তাহলে পুলিশ দিয়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার দিয়ে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। এই বিধানসভা উদ্বিগ্ন, এই সমস্ত উগ্রবাদীরা, যারা আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চায়, টুকরো করতে চায়, রাজ্যের উন্নয়নকে বিনষ্ট করতে চায়, আমরা সর্ব সম্মত ভাবে তার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারি। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। গত ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত এ. টি. টি এফ. আহুত বন্ধ এবং কিছু উগ্রবাদী বাঙালীর হুমকির ফলে ত্রিপুরার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যে দাঙ্গার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে রুখার জন্য মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন। আমরা সবাই কাজ করেছি। এই সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে, ঠিক তেমনি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব আছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য সর্ট করুন।

**শ্রীপবিত্র কর :—** মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। উনিত অনেক বলেছেন আমাকেও কিছু বলতে দিন। বিষয়টিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ সকালে লবিতে কি হয়েছে তা আমি বলতে চাই না। তবে খুব দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছিল। একজন এম. এল. এ. নাকি লবি থেকে আর একজন এম. এল.এ.কে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন আরেকজনকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই কথা বলতে চাই মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন যারা অপহৃত হচ্ছে তাদেরকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনার জন্য সরকার তহবিল তৈরী করুন এটা সম্ভব নয়। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উগ্রপন্থীদের আক্রমনে যারা নিহত হবে, ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাদের পরিবারকে বামফ্রন্ট সরকার মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সাহায্য করা হবে, আইনতঃ যতটুকু করা যায়। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং আমাদের সরকার বিষয়টি নিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে সেইভাবে সহায়তা করবেন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীজিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি জানতে পারলাম আজকে সকালের দিকে আমাদের লবিতে বিরোধী দলের দুই জন সদস্যের মধ্যে মারামারি হয়েছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে তারা বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন, সেটা আমি জানতে চাই।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একজন দায়িত্বশীল মানুষ। উনাকে হাউসে প্রমান করতে হবে যে বিরোধী সদস্যরা মারামারি করেছেন?

**শ্রীজিতেন চৌধুরী :—** স্যার, আমরা দেখেছি মাননীয় বিরোধী সদস্য দীপক নাগকে তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীসুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের নাক, ও মুখ অক্ষত আছে কিনা আমরা দেখতে চাই।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে স্পেসিফিকেলী বলেছেন যে সুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের নাক ও মুখ ভেঙেছে। আমি এক্ষুনি তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করছি। যদি তাঁর নাক ও মুখ অক্ষত থাকে তাহলে আপনি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের নিকট থেকে কি শাস্তি নেবেন বলুন।

**শ্রীসমীর দেবসরকার** :— স্যার, আমরা উদ্বিগ্ন উনার নাক ও মুখ অক্ষত আছে কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা ঘটনাবলীর বিরোধীতা করছেন। আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে ঘটনাটির ইনকোয়ারী করে আমাদের জানান।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় স্পেসিফিকেলী সুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের কথা বলেছেন যে উনার নাক ও মুখ ভেঙেছে। আমি উনাকে এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির করছি। যদি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অভিযোগ সত্য না হয় তাহলে কি হবে ?

**শ্রীসমীর দেবসরকার** :— স্যার, মাননীয় সদস্য সুরজিৎ বাবু মারামারি করেছেন। উনি এখন সুস্থ আছেন কিনা আমি উদ্বিগ্ন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মারামারি ইনকোয়ারীর রিপোর্টটা আপনাদের দরকার।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, নাক, মুখ ভেঙেছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, দুই জন বিরোধী বিধায়কের মধ্যে মারামারি হয়েছে সেটা এডমিটেড।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :—এই ব্যাপার নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আপনাদের হাতে অনেক বেশী দায়িত্ব আছে, অনেক গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার রয়ে গেছে সেই সমস্ত ব্যাপারে আপনারা মাথা ঘামান।

**শ্রীরতন লাল নাথ** :- স্যার, হাউসে যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন হাস্যরস করা হচ্ছে। দিস ইজ দি ক্যারেকটার অব দি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে। বন্ধুদের মধ্যে হতেই পারে কিছু।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** : —না স্যার, যেভাবে নাক-মুখ ভাঙ্গার কথা উনি বলেছেন সেখানে উনি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। উনার যদি বন্ধুর মত বলতেই হতো তাহলে বাইরেও বলতে পারতেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক**—স্যার, উনি রাস্তায় কি কথা শুনেছেন সেটা হাউসে এসে না বল ও পারতেন। উনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে হবে মারামারি হয়েছে কিনা ?

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী**—স্যার, এটা সবটাই কার্য্য বিবরনী থেকে বাদ দেওয়া হোক।

**মিঃ স্পীকার**—আপনারা বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী** (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য রাখছি। কিছুক্ষণ আগে সরকার পক্ষের বিধায়ক বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য শুনার পর মনে হচ্ছে প্রণব দেববর্মার প্রতি বৈষম্য দেখানো হচ্ছে, বিধায়ক হয়ে বিধান সভায় এসে উনার বাস্তব কাহিনী বলুক এটাই আমরা সকলে আশা রাখছি। উনি উগ্রপন্থী দ্বারা ছিনতাই হয়েছেন এবং সঙ্গে উনার সিকিউরিটিও আছেন। আজকে এইখানে যে উগ্রপন্থী দ্বারা ছিনতাই যে ঘটছে, যেখানে বিধায়ক উনার সিকিউরটি সহ ছিনতাই হয়ে গেছে, আজকে অবধি আমাদের প্রশাসনের কোন দায়িত্ব বা প্রশাসন উনাকে খুঁজে বের করার, উনার কোন সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না। সেখানে সাধারণ জনগণ কি পরিস্থিতিতে আছে ? এমনকি আজ অবধি যতগুলি ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে একটি ঘটনাও প্রশাসন দ্বারা উদ্ধার হয়নি এবং বৈরীর হাতে এই পর্যন্ত ঘোষিত, অঘোষিত আজকে সারা রাজ্যের সব ঘটনাই প্রশাসনের নজরে অনেকে আসেনা এবং কিছু হয়ত পত্রিকার নজরে আসে। এই হিসাবে পত্রপত্রিকায় যা পাওয়া যায় হয়ত ৫৮১ জন। কিন্ত অঘোষিতভাবে, বিভিন্ন

ভাবে যা ছিল তাই চলছে, যা চুরি চলছে কিডন্যাপিং প্রায় ৪ হাজারের মত হবে। পাহাড়ে অঞ্চলে প্যারালাল একটা উপপন্থীর সাম্রাজ্য রাজত্ব করছে। যে জিনিষটা তপনবাবু বলেছিলেন যে আপনারা কি করে জানেন যে একটা স্কুলের কর্মচারী থেকে, একটা ব্লকের কর্মচারী থেকে প্রত্যেকটা সরকারী দপ্তরের কর্মচারীদেরকে যেখানে যেখানে মাসিক বেতন থেকে মোটা অংকের টাকা বৈরীদের দিতে হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ কিডন্যাপ এর হুমকি। না হলে বৈরীরা ওদেরকে কিডন্যাপ করবে। এই হুমকির কারণে প্রতি মাসে বেতন থেকে একটা মোটা অংকের টাকা দিতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য টাকা দিতে হচ্ছে। আসাম আগরতলা রোডে যেসব মালগাড়ী, যারা সবাই চালক প্রত্যেককেই অবোধিতভাবে চাঁদা দিতে হচ্ছে। মালিকরা না দিলে তাদের গাড়ীর ড্রাইভার কিডন্যাপ হবে সেটার একটা হিসাব আমি দিচ্ছি। বিলোনীয়ার সন্তোষ সেনের গাড়ীর ড্রাইভার, বাইকোরার সুধীর বাবুর ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। সরকার তাদেরকে উদ্ধার করেনি। এই মালিক নিজে লাখ খানেক টাকা দিয়ে গাড়ীর ড্রাইভারকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। আজকে যেখানে সরকার আর বৈরীদের একটা আলাদা সরকার, প্যারালাল সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে, সেখানে বিধানসভার বিরোধী দলের কে কি করল তা নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। কিন্তু বৈরী সমস্যা সমাধানে, সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া জন্য কোন কিছু করছেন এই সরকার। যেখানে স্কুল খোলা নেই প্রায় ৬০০ এর মত। পাহাড়ী অঞ্চলে আঠারমুড়া, লংতরাই, বড়মুড়া এই ৩টা পাহাড়ে শুধু কিডন্যাপিং হচ্ছে। কোথাও কোন বৈরীকে ধরতে পারছে না। বা যেটুকু ধরা পড়েছে বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ যখন কোম্বিং অপারেশনে যাচ্ছেন, তখন হয়ত বা কিছু লোককে ফেলে যাচ্ছে, নয়ত বা কয়েকজন মারা যাচ্ছে। কিছু লোককে ধরা হচ্ছে বৈরী নাম দিয়ে, পুলিশ দিয়ে যাদের ধরা হচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার। তাদের মধ্যে কেউ টি, ইউ, জে, এসব লোক, কেউ হয়ত বা কংগ্রেসের লোক, প্রশাসনের খাতাতে রেকর্ড পূর্ণ রাখার জন্য সেখানে পূর্ণভাবে বলা হচ্ছে এরা বৈরী। কিন্তু আসল বৈরী কেউ ধরছে না। যেটা সরকার পক্ষের কারণে ধরা হচ্ছেনা। এই কারণেই আমি বলব এইটা কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একার দায়িত্ব। যদি উনার এইটা একার দায়িত্ব না হয়ে থাকে ১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে রকম মনে করেছিলেন, এ টি, টি এফ রাস্তা রোকো ডাক দিয়েছে, সেখানে এ, টি টি, এফ বলেনি আমরা দাঙ্গা করবো। কিন্তু সেটাকে এমনভাবে স্প্রেড-আউট করা হয়েছিল একটা দাঙ্গা হবে, তাই সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হল, মিটিং-এ সব দল সহমত পোষন করল সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। সেটা যেমন সব দলকে প্রয়োজন মনে করা হয়েছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে এ, টি, টি এফের ১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই যাতে রাস্তা রোকো না হয়।

১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই রাস্তারোধ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে আন্দোলন যাতে না হয়, রাস্তারোধো যাতে না হয়, ত্রিপুরা যাতে অচল হয়ে না পড়ে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যেভাবে সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেইভাবে উগ্রপন্থীদের সারেণ্ডারের ব্যাপারে সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয় না কেন। সেই আন্দোলনের সময় যদি সর্বদলীয় লোকদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তো উগ্রপন্থীদের সারেণ্ডারের ব্যাপারে সর্বদলীয় লোকদের সহযোগীতার প্রয়োজন হবে না কেন? এ টি টি এফকে সারেণ্ডার করানো হয়েছিল বা উগ্রপন্থীকে সারেণ্ডার করানোর যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল, যে উগ্রপন্থীরা সারেণ্ডার করে সরকারী কাগজ পেয়ে আবার লাইসেন্স প্রাপ্ত উগ্রপন্থী হয়েছিল সেই ডম্বুর পুলিশ মেরে লাইসেন্স কার্ড দেখিয়ে নৌকাতে উঠে অস্ত্র পুলিশের হাতিয়ারও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই পদ্ধতি যখন নেওয়া হয়েছিল বা এই পদ্ধতি যখন তৈরী করা হয়েছিল তখন কেন বিরোধী দলের বিধায়কদের ডাকা হয়নি। কি পদ্ধতিতে উগ্রপন্থীদের সারেণ্ডার করালে পরে সেটা একটা সঠিক রাস্তা হবে সেই চিন্তাটাতো রাখতে হবে। শুধু আমার প্রয়োজনে আমি বিরোধী দলকে ব্যবহার করব আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাদেরকে নিয়ে খেলব এই যদি মানসিকতা থাকে তো এই খেলা একবার থেকে দুবার খেলা যায়, বার বার খেলা যায় না। তাই ত্রিপুরার

জনগণের জন্য যদি আপনার এতই চিন্তা থাকাতো ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কোন চিন্তাধারা করা হচ্ছে যেমন, উগ্রপন্থী নিয়ে যে চিন্তা সেটা ত্রিপুরার ভবিষ্যতের চিন্তা। কাজেই সেই চিন্তা ধারাগুলি করার সময় সেখানে যে কাঠামোগত পদ্ধতিগুলি তৈরী করার সময় সর্বদলীয় মিটিং ডেকে বা বিধায়কদের সবাইকে নিয়ে বিধানসভাতে তার প্রস্তুতি নেওয়া হোক। আপনারা মেজরিটি আছেন, মেজরিটির জোরে বিধানসভাতে সব কিছু পাশ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সঠিক চিন্তাধারা তাতে হয় না। তাই সেইভাবে মিটিং ডেকে যদি পাশ করান তাহলে সেটাকেও সেইভাবে নেওয়া হোক, যে, উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়। এই উগ্রপন্থীর দ্বারা যারা নিহত হয়েছেন, অপহৃত হওয়ার পর নিহত হয়েছেন তাদের সংখ্যা হয়েছে ১১২জন, যেটা ঘোষিত অঘোষিত। সরকারীখাতায় কিছু রেকর্ড আছে, আর কিছু রেকর্ড আছে পত্রিকা অফিসে। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় নদী দিয়ে লাস ভেসে যাচ্ছে। জঙ্গল পচা লাস পাওয়া গেছে; এগুলি সরকারী খাতায় রেকর্ড হয় না, এইভাবে হিসাব করলে অনেক বেশী হবে। এখানে মোট অপহরনের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮১ জন। তারমধ্যে ১১২ জন নিহত হয়েছেন, বাকী ৪১৯ জন নিজের উদ্যোগে ছাড়া পেয়েছেন। এটা বললে আবার তাদের গায়ে লাগবে যে, ওনাদের পার্টি অফিসের কেডারদের মাধ্যমে উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে এই কিডন্যাপের একটা চাঁদা আদায় করা হয়। সেটা হচ্ছে যতজন ছাড়া পাচ্ছে তাদেরকে সেই এলাকার পার্টি অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে হয়। এই এলাকার পার্টির কোন কেডারকে দিয়ে উগ্রপন্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটা অংকের টাকা দিয়ে ছুটে আসে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনি সর্ট করুন।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী :—** স্যার, আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে এবং যারা নিহত হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরন দেওয়ার জন্য আবেদন রেখে বিধায়ক রতন লাল নাথের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য সরকার পক্ষের বিধায়ক এবং মন্ত্রী বাহাদুরদের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের বিধায়ক রতন বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন তাকে কোন রকমেই সমর্থন করা যায় না। কারন তিনি সব সময়ই বলে এসেছেন যে, অপহরনের বানিজ্য, অপহরনের বানিজ্য তা এই বানিজ্যটা কি মাননীয় সদস্য রতনবাবুর দ্বারা পরিচালিত। এটা ওনার নিজের পরিচালিত বানিজ্যও তো হতে পারে, তিনি এই বানিজ্যের ম্যানেজার তো হতে পারেন। কারণ অপহরনের যে লিষ্ট তিনি এখানে দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সবাই হচ্ছে ওনার এলাকার লোক। মাননীয় সদস্য কি এটা জানেন যে, অমরপুরের ব্যাংক লুটের ঘটনার সঙ্গে ওনার কংগ্রেসের লোক জড়িত আছে এবং এটা সি বি আই তদন্ত করছে। লুটের ঘটনার সঙ্গে যে আপনাদের লোক জড়িত আছে সেই খবরটা কি আপনারা রাখেন না। এই প্রদীপ পাল যখন কিডন্যাপড হয় তখন তাকে উদ্ধার করার জন্য কারা গিয়েছিল? তখনকার সাব-জোনাল অফিসার, এবং সেখানকার চেয়ারম্যান কল্যান বিশ্বাস—সে নিজে গিয়েছিল। আর আপনি তো এই রতনলাল নাথ অ্যাণ্ড কোং এর ম্যানেজিং ডিরেকটর, আপনিইতো তাদের পরিচালনা করছেন। এখানে আপনি যে সময়টা উল্লেখ করেছেন ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত—এই সময় আপনারা বিরোধীদলের ভূমিকায় রয়েছেন। আপনাদের নেতা সেই শুকরামের খবর পড়েছেন যিনি ৩'৬৬ কোটি টাকা চুরি করে ধরা পড়ে গেছেন। আর সেখানে তো আপনাদের কথা বলে লাভ নেই। এখন আর লুঠপাট করার সুযোগ নাই—তাই এই পথ ধরেছেন। আপনাদের চরিত্র আমাদের ভালভাবে জানা আছে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট নরসীমা রাও কি করছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে আপনারা জড়িত আছেন। কাজেই আপনারা আগে সংশোধিত হন তারপরে এই প্রস্তাব আনবেন—তাহলে এই প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের প্রস্তাব কোনভাবেই এই উহসে গৃহীত হবে না এ বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিধায়ক শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত যে প্রস্তাবটি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি।

স্যার এই প্রস্তাব, প্রকৃত পক্ষে আমার যেটা মনে হয়েছে সারা দেশে যখন এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করার জন্য একটা নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছেন সে পথ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে।

স্যার, আমরা কি দেখতে পারছি সারাটা দেশে সেই জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলছে। শুধু তাই নয়, যেখানে এই সমস্যা কিছুটা সমাধান হয়েছিল সেখানে এইটা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—যেমন পাঞ্জাবে, ঝাড়খণ্ডে। কাজেই সারা দেশের মানুষ যখন সুনির্দিষ্টভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে—অনগ্রসর মানুষের উন্নয়নের জন্য, সংখ্যালঘু অংশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে এইভাবে অগ্রসর হচ্ছেন—এবং যেসমস্ত বিদেশী এবং দেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি উগ্রপন্থীদের সাহায্য-সহায়তা করছে—তাদের কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে -সে সময়ে এই ধরণের প্রস্তাব এর মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবার জনাই এরা চেষ্টা করছেন।

স্যার, গত ১—১০ জুলাই সময় ওরা যে হুমকি দিয়েছিল—বাঙ্গালী উগ্রপন্থীরা এবং উপজাতি উগ্রপন্থীরা উভয় দিক থেকে এক ভয়ংকর হুমকি দিয়ে এক ভয়ংকর দাঙ্গার কিনারায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সারা ত্রিপুরার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই হুমকির বিরোদ্ধে লড়াই করেছেন— সমস্ত চক্রান্তকে তারা ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়েছেন। তারপর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই সমস্ত ঘটনাগুলি সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সমস্ত কিছুকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন—যাতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। আজকে জাতি উপজাতিদের মধ্যে এই ধরণের উস্কানী দিয়ে যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার চক্রান্ত ওরা করেছি সেটাকে ব্যর্থ করার জন্য ত্রিপুরার সকল জনগণ সহযোগিতা করেছেন। সেদিন ১—১০ তারিখের হুমকির বিরোদ্ধে সারা রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—সর্বদলীয় মিটিং এ। এবং সেই সর্বদলীয় মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য জাতি-উপজাতির ঐক্যকে বানচাল করার জন্য যে চক্রান্ত সেটাকে ব্যর্থ করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা হয়নি—দেখা গেল একদিকে ওরা বলছে—এই হুমকির বিরোধীতা করে সেটাকে ব্যর্থ করে দাও—আবার অপরদিকে মানুষকে উস্কানী দিয়ে এক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করছে—এইটা শুভনীয় নয়।

এটা খুবই অন্যায়। এখানে আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ উনার বক্তব্যে হঠাৎ বলে ফেললেন যে— পূজোর পর দেখে নেব। এটা ঠিক নয়। এটা কি কোন কথা হতে পারে? এই ধরণের হুমকি বা মন্তব্য করবেন না। এটা কিন্তু রাজ্যবাসী চায় না। এমন কি কংগ্রেস (ই) দলের সাধারণ সমর্থক যারা রয়েছেন তারাও বামফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে রাজ্যের উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ভাল ভূমিকা নিয়েছিলেন। কারণ তারাও বুঝতে পেরেছিলেন ত্রিপুরার বিপদ কোথায়? এই ব্যাপারে আপনারাও সাহায্য করুন এবং সেই পথেই এগিয়ে আসুন।

স্যার, ১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত যে পরিস্থিতির ষড়যন্ত্র চলছিল সেই জিনিসটাই সর্বদলীয় মিটিং ডেকে সবাইকে বুঝানো হয়েছিল। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে আগুন জ্বলছে। জোর-জুলুম করে টাকা আদায়

করা হচ্ছে। মনিপুর-নাগাল্যাণ্ড-আসাম-মেঘালয় প্রত্যেক রাজ্যে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি সরকার চলছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪৪টি থানার মধ্যে ২৪টি থানা এলাকায় কো'ন ধরনের উগ্রপন্থী তৎপরতা নেই অপরাধও প্রতিটি বছর ক্রমেই কমে আসছে। বাকী যে থানাগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে ৫ থেকে ৮টি থান অঞ্চলে উগ্রপন্থী তৎপরতা রয়েছে। এই উগ্রপন্থীদের দমনে যদি বেশী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে রাজ্যের মঙ্গল হবে সেটা। বিগত জোট সরকারের সময়ে সংখ্যালঘুদের জমি বাসস্থান-চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তার ফলেই কিছু অংশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সেই অসন্তোষটাকে আজকে বিদেশী শক্তি ব্যবহার করছে। আজকে সেই সমস্ত বিদেশী শক্তি স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তোলে দিচ্ছে। একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমগ্র ভারত জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এখানেও তারা সেইভাবে তৎপর রয়েছে। আই. এস. আই ও সি. আই.এর কার্যকলাপ এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখানকার উগ্রপন্থীরাও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এরপরও আমরা গ্রাম-পাহাড়ে কাজ করে চলছি এবং পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার চেষ্টাও করছি। কারণ আমরা জানি যে সমস্ত অস্ত্র দিয়ে উগ্রপন্থীদের এখানে রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে মোকাবেলা করতে গেলে আমাদেরও সেই রকম অস্ত্র দরকার।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের গত পাঁচটি বছর কংগ্রেস (ই) ও যুব সমিতি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তারা একটি জিনিষ ফলাও করে প্রচার করতেন যে রাজ্যের নাকি জাতি-উপজাতির মৈত্রির একটি নুতন অধ্যায় তারা সূচনা করেছেন। তারা নাকি মৈত্রির নজীর তৈরী করেছেন। সেই নজীর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। আধা ফ্যাসিস্ট শাসন চলেছিল তখন। অত্যাচার হয়েছে জনগনের উপর। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বিরোধী দল থেকে বলেছেন দায়িত্ববোধের কথা। শুধুমাত্র বীরচন্দ্র মনুই সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছেন। নলুয়াতে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন আপনারা। কি কাণ্ড তখন আপনারা করে ছিলেন মনে নেই? সেই অবস্থাটা আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মনে রেখেছেন। ভুলে যায়নি কেউ। কিন্তু আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে. তখন রাজ্যে কোন সরকারের নেতৃত্বে সেটা সংঘটিত হয়েছিল? যে সরকার বলে ছিলেন পাহাড়ী বাঙালীর মৈত্রকে আরোও সুদৃঢ় করবেন। এদের নেতৃত্বে কাঞ্চনপুর গ্রামকে গ্রাম কি অবস্থাটাই না সৃষ্টি হয়েছিল। কারা হাতিয়ার তোলে দিয়েছিল সেদিন? ছাওমনু থেকে বি. এস. এফ যখন অস্ত্র সহ এরেস্ট করল ৮৮ জনকে তখন আগরতলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ গেল সেখানে ছেড়ে দাও। কারন ওরা আমাদেরই লোক। কিসের জন্য?

**মিঃ স্পিকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সর্ট করুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী )** :— আগরতলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ গেল ছেড়ে দাও ওরা আমাদের লোক? কিসের জন্য?

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষিপ্ত করুন।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী )** :— স্যার, হাউসের সময় বাড়ানো হউক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

**মিঃ স্পীকার** :— কত মিনিট?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী )**:— শেষ হতে যে সময় লাগবে।

**মিঃ স্পীকার** :— দশ মিনিট

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী)** :— এই ঘটনাগুলি মানুষ ভুলে যায়নি। শুধু ছাওমনুর মানুষ নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভুলে যায়নি। এই আগরতলার বুকে কি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল? সাংবিধানকে পদদলিত করেছিল কিসের

আইন-কানুনের নিয়ম এই সমস্ত সৃষ্টি করেছিল। এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একার ব্যাপার নয়। বামফ্রন্ট সরকার সম্মিলিতভাবে আবার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারজন্য আজকে এতগুলি থানার মধ্যে অল্প কটি থানায় এই সমস্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ অপরাধমূলক কার্যকলাপ কোনঠাসা হয়েছে। কোনঠাসা করতে হবে আরও জনবিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং সেই জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এটা হচ্ছে সব চেয়ে প্রথম কাজ। এই এ, ডি, সিকে শক্তিশালী করে উপজাতি যুবক উপজাতি বোনদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তাদের বোঝানো তাদের হতাশা, তাদের অবিশ্বাস এগুলি দূর করে আরও বেশী কাছে টেনে আনা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। বাঙ্গালীর মধ্যে যারা উগ্র জাতীয়তাবাদী তাদের দমন করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের দায়িত্ব। এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপের দৃষ্টিভঙ্গী, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে দমন করে একটা স্বচ্ছ সুস্থ একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ।

এইকাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃঢ়তার সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গত তিন বছর ধরে বজায় রেখেছেন আগামী দিনেও বজায় রাখবেন। বামফ্রন্ট সরকার যখন আহ্বান জানান আমরা দেখেছি গ্রাম শহর বাজার সর্বত্র সব জায়গায় থেকে মানুষ এগিয়ে এসে এর পাশে দাঁড়িয়ে সরকার এবং জনগণ এক সাথে মিলে এই সমস্ত অশুভ শক্তিকে মোকাবেলা করছে।

আমি বলছিলাম অল্প দু-একটা কথা ত্রিপুরা সরকারকেও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করছে। এইসমস্ত যে আক্রমণ আধুনিকতম অস্ত্র দিয়ে যেভাবে আক্রমণ করছে ওরা অনেক বেশী জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে, অনেক বেশী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। কিন্তু তারপরেও যারা এখনও আছে তাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করতে চাই আত্মসমর্পণ। ওরা ঠাট্টা করেন এখানে পরিষ্কার প্রমাণ আত্মসমর্পণের অর্থ কি? অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। আত্মসমর্পণ করে ফিরে গিয়ে আবার শুরু করেছেন গণ্ডাছড়ায় একটা নজীর তারও উল্লেখ করলাম। আপনাদের বন্ধু শুধু বন্ধু নয় তাকে টি, আর, পি, সির চেয়ারম্যান করে রেখেছেন ৫ বছর। টি, এন, ভি, দলে যারা আত্মসমর্পণ করেছিলেন আপনাদের সঙ্গে চুক্তি করে আপনাদের ব্যবস্থাপনায় সেই টি, এন, ভির ২৯ জন সামনের সারির যারা পুনর্বাসন নিয়ে চাকুরী করা অবস্থায় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আবার উগ্রপন্থী জীবনে যোগদান করেছে আপনাদের সময়ে। নতুন করে নয় আপনাদের সময়ে। এই ধনঞ্জয় রিয়াং আত্মসমর্পণ করার পর আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে আবার নতুন করে দল ঘোষণা করেছে যে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা করব। ত্রিপুরা সরকারকে মানি না, আমরা ভারতের ভিতরে থাকব তা কি করে হয়? এই কংগ্রেস যুব সমিতির যে জোট সরকার, এই জোট সরকারের সাহায্যে তারা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্য থেকে আবার তৈরী হয়েছে ঠিক এই রকম করে। এটা দিয়ে প্রমাণিত হয় না? মূল কথা হচ্ছে, মূল যে জনস্রোত, মূল যে জনগণের জীবন ধারা, মূল যে জাতীয় উন্নয়নের স্রোত, গণতন্ত্রের যে স্রোত তার সঙ্গে মিশে তারসঙ্গে সম্মিলিত হয়ে এই একই ধারায় নিজেদের কাজকর্ম সমস্ত কিছু করার জন্য কতজন এগিয়ে আসছেন এবং বিরাট সংখ্যা। কিন্তু ভূমিকা কি? এই বিধানসভায় যারা ছিলেন জোট সরকার তখন তাদের ভূমিকা দেখেছি আবার যখন বিরোধী ছিলেন তখনও তাদের ভূমিকা দেখেছি। এই ভূমিকা কেমন যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, আত্মসমর্পণ-এরপর রাজ্য সরকার থেকে ৭১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র এ, টি, টি, এফ যারা আত্মসমর্পণ করেছেন একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি ভিত্তি করে হয়েছে। টি, এন, ভির সময় খুব সম্ভবত ৪৪৭ জন আত্মসমর্পণ করেছিল। ৩৩ কোটি টাকার বেশী তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। আর এখন যখন নাকি ষোল শয় মত আত্মসমর্পণ হলো এ, টি, টি, এফ, সেই আত্মসমর্পণের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এতবড় এবং সমস্ত রকম রেখে প্রস্তাব করে জানানো হল যে মূল জন

স্রোতে ফিরে আসার জন্য এইভাবে সমস্ত বিভ্রান্ত যুবকরা ফিরে এসেছেন তুমি সহায়তা দাও। ৭১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা দাবী করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে বলা হয়েছে ১ কোটি থাকবে উপজাতি উন্নয়ন-এ শুধুমাত্র একটি ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য আর বাকি ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে সমস্ত পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই যে ব্যবস্থা এই সমস্ত বিভ্রান্ত হয়ে যারা নাকি উগ্রপন্থায় গিয়েছিলেন তারা যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কংগ্রেস সরকারের সেখানে সহায়তা কেমন নমুনা। নমুনা হচ্ছে কোন রকম পুনর্বাসন নয় পুনর্বাসন পাবে না আরও বেশী অবিশ্বাস সৃষ্টি হোক, আরো বেশী পাহাড়ী বাঙ্গালী দুইভাগ হয়ে যাক সমস্ত অউপজাতি প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে তোমাদের নিজেদের পথ নিজে থেকে বিদেশী শক্তি, অশুভ শক্তিগুলির কোন সুযোগ পায় কিভাবে বিভ্রান্ত করে এই সমস্ত যুবকদের তার পথ কারা খোলেন কারা খুশী হয়? এই সমস্ত বিদেশী শক্তি অশুভ শক্তিগুলি। স্যার, আমরা যে প্রস্তাব পাঠিয়েছি এত বছর হলেও মাঝখানে ৫ বছর ওদের হাতে ক্ষমতা ছিল উগ্রপন্থী পথ আরও বেড়েছে। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরাতে কোন রকম ব্যবস্থা নয়। মডারাইজেশান পুলিশের হাতে অস্ত্র সেই পুরানো দিনের সমস্ত মাল মশলা। সেই পুরানো দিনের মাল মশলা কিছুতেই উন্নত হয়নি। এই বিধানসভায় যখন বার বার এই কথা উঠেছে তখন বিরোধী পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়েছে। কেন্দ্র যেন টাকা না পাঠায় আমরা দেখেছি।

বাজেটে যখন আলোচনা হয়েছে, আমরা দেখেছি, তখন বিরোধীতা করেছেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল মর্ডারাইজেশান করতে। ১৯৯৬-৯৭ সালে আমরা দাবী করেছি। ২০৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করার জন্য। তার মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ থাকবে। ঠিক এইভাবে বি. এস. এফ. এর কথা আলোচনা করেছি। একটি স্পেসিফিক স্কীম ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার এটা ১৯৯২ সাল থেকে পড়ে আছে। বর্তমানে যে আপ-গ্রেড হয়েছে। এখন টাকা আরো বেশী লাগবে। কিন্তু একটি টাকাও আসল না। এটা কি সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা করার ভূমিকা?

স্যার, আসাম-আগরতলা রাস্তা। এই হাই ওয়ের প্রটেকশানের জন্য একটি পয়সারও ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু মেঘালয়, আসাম এই সমস্ত ষ্টেটগুলির জন্য সমস্ত মঞ্জুর হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা আশা করছি, শীঘ্র ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি পুলিশ মর্ডারাইজেশনের জন্য আসামকে দেওয়া হয়েছে, ১৪.৭০ লক্ষ টাকা। নাগাল্যাণ্ড পেয়েছে, ১.১০ লক্ষ টাকা। মনিপুর, ১০.৫০ লক্ষ টাকা। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বলার লোক নেই, শুনার লোক নেই। আমরা ২টি আই. আর. ব্যাটেলিয়ান চেয়েছিলাম। বলা হয়েছিল, দেওয়া হবে। কিন্তু দেওয়া হয়নি।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—** স্যার, আমরা বলেছিলাম, বাজেট অধিবেশন একদিন বাড়ানোর জন্য। কিন্তু, ট্রেজারী বেঞ্চ রাজী হয়নি। আর এখন এত সময় নেওয়া হচ্ছে। ব্যাপার কি? এইভাবেই কি চলবে?

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** আমি স্যার, শেষ করে দিচ্ছি। স্যার, পুলিশের শক্তি আমাদের রাজ্যে যত বাড়বে, ততই কাজ হবে। আমরা প্যারা মিলিটারী ফোর্স এনেছি। কিন্তু সত্য ঘটনা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে আমরা খুব বেশী কাজ পাচ্ছি না। কারণ, তারা এখানকার লোক নয় বলে রাস্তা-ঘাট ঠিক মত চেনে না। তাছাড়া ভাষা সমস্যা রয়েছে। আমরা যদি আমাদের রাজ্যের লোকদের দিয়ে ব্যাটেলিয়ন বানাতে পারতাম, তাহলে রাজ্যের শক্তি বাড়ত।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কনক্লুড করুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। সরকার একদিকে যেমন জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করবেন, আবার অপরদিকে উগ্রপন্থী দমনের চেষ্টা করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষে এর ফল ভাল হবে। উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার

ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। আমাদের রাজ্যেও এর ফল পাওয়া যাবে। আমরা এর জন্য সকলের সহযোগিতা চাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাকে স্বাভাবিক করতে গেলে আরো বেশী ঐক্যবদ্ধভাবে এগুতে হবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরাকে সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের সমর্থনে জবাবী ভাষণে দুই একটি কথা বলতে চাই। স্যার, আমি প্রস্তাব আনলাম কি আর উনারা বললেন কী। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় উনার বক্তব্যে আমাকে বলেছেন আমি শুধু সিধাই মোহনপুরের কথা বলেছি। সমস্যা শুধু এখানেই নয় অন্যান্য এলাকাতেও আছে লংতরাই বলুন, কমলপুর, গণ্ডাছড়া, অমরপুর, বিলোনীয়া, টাকারজলা, সালেমা সমস্ত জায়গাতেই উগ্রপন্থী সমস্যা আছে। আমার কাছে রেকর্ড আছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় বললে আমি সাপ্লাই দেব। তারপরই যেন উনি আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। দ্বিতীয়তঃ আমি আমার প্রস্তাবে বলেছি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে একটি লাইনও বলেননি। যারা উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছেন তাদের উদ্ধার সম্পর্কে একটি লাইন ও বলেননি। শুধুমাত্র বলেছেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। হ্যাঁ, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে এটা ঠিক। এখানে তিনটা পয়েন্ট ছিল আর্থিক ক্ষতিপূরণ উদ্ধারের ব্যবস্থা এবং এটাকে বন্ধ করা। এ সম্পর্কে একটি কথাও উনারা বলেননি। একটা মাত্র স্কোপ পেয়েছেন কি—আমি বলেছি পূজোর পর এটা ব্যাপক আকার ধারন করবে। ১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাইর পর-উগ্রপন্থী হামলা আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে। সুতরাং আমি বলেছি ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আমরা চিন্তিত পূজার পর কি আকার ধারন করবে যদি এক্ষুনি এগুলি বন্ধ করা না হয়। সুতরাং ইমিডিয়েটলী এই হামলা বন্ধ করার জন্য আমি উনাদেরকে অনুরোধ করছি। অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা আমার এই প্রস্তাবকে এ্যাকসেপ্ট করেছেন মনে মনে। বিরোধী বেঞ্চ থেকে প্রস্তাবটি এসেছে বলে সরাসরি সমর্থন করতে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি আবার বলছি ব্রিথিংক ইট এ্যাণ্ড এ্যাকসেপ্ট অ ওয়ার প্রপোজাল ইউনাইটেডলী।

**মিঃ স্পীকার :—**আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো

"এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ ইং সনের ১৭ই আগষ্ট পর্যান্ত" এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃংখলার চরম অবনতির কারনে ব্যাপক অপহরণের ঘটনার সংগঠিত হয় এবং সর্ব ক্ষেত্রেই অপহৃতদের উদ্ধার করতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অপহৃতদের পরিবারবর্গের ব্যাক্তিগত উদ্যোগ মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে অনেকে উদ্ধার পায় এবং এর ফলে সারা রাজ্যে বহু পরিবার আর্থিক ভাবে সর্বশান্ত হয়ে পড়েন। তাই এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ঐ সকল আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হোক এবং অপহৃতদের মধ্যে যারা এখনও উদ্ধার হয়নি তাদের অবিলম্বে উদ্ধার করার জন্য রাজ্য সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন, তৎসঙ্গে রাজ্যে অপহরনের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার সর্বাধিক ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্টের ভোটে বাতিল হয়ে যায়।) এই সভা আগামী ২১শে আগষ্ট বুধবার, ১৯৯৬ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

Admitted Starred question No. 17

Name of the M. L. A. :— Shri Umesh ch, Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleasad to state.

১। কাজের সুবিধার জন্য উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর ও ধর্মনগর নিয়ে আরো একটি জেলা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা রূপায়িত হবে ?

ANSWER

১। কাঞ্চনপুর ও ধর্মনগর মহকুমা নিয়ে কোন জেলা স্থাপনের পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের গোচরে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred question No. 62

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state. —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে ই, এ, এস, কর্মসূচীর বিভিন্ন কাজগুলি সঠিক ভাবে বাস্তাবায়িত করা হচ্ছে কিনা তাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তর কতৃক পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখা হয় না ?

২। যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহলে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য উক্ত স্কীমে ২৩/৬/১৯৯৫ ইং তারিখে ইস্যু করা ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী Goustruction of road from K. Nagar bazar to Mahamuni at Kanchan Nagar এর রাস্তার কাজটি করা হয়েছে কিনা ?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহা কবে করা হয়েছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— ইহা সত্য নহে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— আংশিক করা হয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯৫ ইং জুনমাসে কাজটি শুরু হয়েছিল। মাঠে ফসল থাকায় একটি অংশ ছাড়া বাকী কাজটি সে বছরই করা হয়েছে। বাকী অংশটি ও ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 101

Name of M, L. A, : — Shri Ashok DebBarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Dopartment be pleascd to State.

QUESTION

১। এ, ডি, সি, এলাকাতে খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বেকার সরকার এর মতো বর্তমানেও কি এ, ডি, সি-তে Recommendation কমিটি আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে Recommendation কমিটি হইতে ছাড়পত্র আনতে দেরী হওয়াতে এ, ডি, সি এলাকায় বন্দোবস্তের জন্য আবেদনকারীদের অনেক সময় নষ্ট হয় ও হয়রানী হতে হয় ?

৩। সত্য হইলে, এই অযথা সময় নষ্ট ও হয়রানী নিরসনের জন্য সরকার কোন নতুন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

ANSWER

১। এ. ডি, সি. এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপারিশ করার জন্য Sub-Divisional land allotment কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির Recommendation Principal Officer, L. R. S. এর মাধ্যমে A. D. C. Executive Member এর নিকট পেশ করা হয়। তার লিখিত সম্মতি নিয়ে মহকুমার S. D. O. allotment order ইস্যু করেন।

২। এমন কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 115

Name of Member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানদের কোন বেতন ভাতা পান কি এবং পেয়ে থাকলে কি হারে পান,

২। সব নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানরা একই রকম বেতন ভাতা পান কি না ?

৩। না পেলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্যের সব নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসনদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। পারিশ্রমিকের হার মাসিক ১০০০ টাকা।

২। হ্যাঁ, রাজ্যের সব নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসনদের একই রকম পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 116

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

১। ২৯/৩/৯৬ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়ার উত্তর গকুলনগর গাঁওসভায় বিলাইহান রিয়াং পাড়ায় জনৈক ভুলারাম রিয়াং এর ৫ বৎসর বয়সী সন্তান যক্ষরং রিয়াং এর অনাহারে মারা যাওয়া সহ রাজ্যের কোন গ্রামে আরও ১৯৯৫-৯৬ সনে কতজন অনাহারে বা অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার কারণে মারা গিয়াছে ( জায়গার নাম সহ মৃত ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক হিসাব )

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

এ ধরনের খবর সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. — 130

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Parchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের কতটি পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত অফিসঘর পাকাবাড়ী করা হয়েছে ? এবং কতটি করা হয় নাই ?

উত্তর

১। বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বর্তমানে ত্রিপুরাতে ৯৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামের মধ্যে ৩৩০টি পঞ্চায়েত অফিস ঘর পাকাবাড়ী করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩৩টি (এ.ডি.সি) পঞ্চায়েত অফিস ঘর পাকা বাড়ী করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। বর্তমানে আর্থিক বৎসরে সবগুলি পঞ্চায়েতে পাকা অফিস ঘর করা হবে কি না ? এবং

উত্তর

২। না, বর্তমান আর্থিক বৎসরে সবগুলি পঞ্চায়েতে পাকা পঞ্চায়েত ঘর নির্মান সম্ভব নয় তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মোট ১১১ টি পাকা পঞ্চায়েত অফিস গৃহ নির্মান করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে ৪২ টি ঘর নির্মানের জন্য অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন

৩। প্রতিটি পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত লাইব্রেরী বা প্রশিক্ষন সেন্টার করা হবে কিনা ?

উত্তর

৩। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি পঞ্চায়েতে আলাদা লাইব্রেরী বা প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 131

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department to be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন হবার পর পঞ্চায়েতের হাতে কি কি ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন হবার পর রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ এর ৩২, ৯২ এবং ১৪৫ নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাজ্য সরকার ১২ টি দপ্তর যথা, ( গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, ( ২ ) খাদ্য দপ্তর, ( ৩ ) কৃষি ও উদ্যান দপ্তর, ( ৪ ) শিক্ষা দপ্তর, ( ৫ ) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ( ৬ ) মৎস্য দপ্তর, ( ৭ ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ( ৮ ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তর, ( ৯ ) রাজস্ব দপ্তর, ( ১০ ) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, ( ১১ ) শিল্প দপ্তর ও ( ১২ ) বন দপ্তরের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অর্পন করেছেন।

রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে সকল ক্ষমতা ও কাজ অর্পণ করেছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অর্পিত ক্ষমতা ও কাজ সমূহ |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১। | গ্রামোন্নয়ন দপ্তর | ১। মিলিয়ন ওয়েলস স্কীম/ইন্দিরা আবাস যোজনা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প/জওহর রোজগার যোজনা কর্মসূচী প্রকল্প রূপায়ন। <br> ২। আই. আর. ডি. পি. এবং তৎসমতুল্য প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারী নির্বাচন। <br> ৩। নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প (ই. এ. এস.) রূপায়নে সংযুক্ত থাকা। |
| ২। | খাদ্য দপ্তর | ১। তদারকী কমিটি গঠন করে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাদ্য সরবরাহের তত্ত্বাবধান। |
| ৩। | কৃষি ও উদ্যান দপ্তর | ১। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত গ্রামীন বাজার সমূহ পরিচালক। <br> ২। কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান। |
| ৪। | শিক্ষা দপ্তর | ১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তির ব্যবস্থা করা। <br> ২। যে ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অভিভাবকদের বুঝিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। <br> ৩। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাওয়া রোধ করা। <br> ৪। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধান করা। |
| ৫। | সমাজ কল্যান এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর | ১। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্রের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান। <br> ২। বয়স্ক ভাতা এবং অন্যান্য জাতীয় পেনসন প্রদান ইত্যাদির তত্ত্বাবধান এবং বেনিফিসিয়ারী নির্বাচন। <br> ৩। বিশেষ খাদ্য পুষ্টি প্রকল্প, বালাহার কর্মসূচীর পরিচালনা এবং উক্ত কর্মসূচীর বেনিফিসিয়ারীদের উপস্থিতি যাচাই করা। <br> ৪। পূর্ণ স্বাক্ষরতা অভিযানের উন্নয়ন। |

| | |
|---|---|
| ৬। মৎস্য দপ্তর | ১। বেনিফিসিয়ারী নির্বাচন। |
| ৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর | ১। স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা সহ পরিবার কল্যাণ রোগ প্রতিরোধক স্বাস্থ্য কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান। |
| | ২। কমিউনিটি হেলথ গাইডদের তত্ত্বাবধান। |
| | ৩। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহের কাজকর্ম পর্যালোচনা। |
| ৮। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তর | ১। মরসুমি বাঁধ কর্মসূচীর রূপায়ন। |
| ৯। রাজস্ব দপ্তর | ১। ভূমি বন্দোবস্তের জন্য বেনিফিসিয়ারী নির্বাচন। |
| ১০। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর | ১। পশু সংক্রান্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ষ্টকম্যান সাব সেণ্টারের তত্ত্বাবধান। |
| ১১। শিল্প দপ্তর | ১। ... ... ... |
| ১২। বন দপ্তর | ১। সমষ্টি এবং বনাঞ্চল নহে এরূপ সরকারী ভূমি সামাজিক বনায়নের জন্য চিহ্নিত করণ। |
| | ২। অংশ গ্রহণ মূলক বনায়ন প্রকল্প। |

তাছাড়া, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং এ বেনিফিসিয়ারী, পরিবার ভিত্তিক প্রকল্প সমূহের বেনিফিসিয়ারী নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অর্পন করেছেন। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটাও বলেছেন যে, যে সমস্ত প্রকল্প নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি মিটিং-এ আলোচনা হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হবে, সেই মিটিং-এ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতকে গ্রাম স্তরে কর্মরত সকল সরকারী কর্মচারীকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাতে আমন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই নির্দেশিকা যে সকল স্থানে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ কার্যকরী হয়েছে, সেই সকল স্থানেই প্রযোজ্য হবে।

**প্রশ্ন**

২। ক্ষমতা অনুযায়ী প্রসাশনিক ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে কি?

৩। না হয়ে থাকলে সরকার এই বিষয়ে কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

**উত্তর**

২। ক্ষমতা অনুযায়ী প্রসাশনিক ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ চলেছে। প্রশিক্ষন ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। তবে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষন পর্য্যায়ক্রমে চলছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

**Admitted starred Question No.—175**

**Name of Member : Shri Debabrata Koloi,**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Planning Department be pleased to State :**

**১ নং প্রশ্ন :** এম. পি. ফাণ্ড থেকে অমরপুর ব্লকে ১৯৯১-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসরে টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

**১নং উত্তর :** ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ২,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

**২ নং প্রশ্ন :** যদি দেওয়া হয়ে থাকে মোট-অর্থের পরিমান কত ? এবং

**২নং উত্তর :** মোট অর্থের পরিমান দুই লক্ষ টাকা।

**৩ নং প্রশ্ন :** ঐ টাকাগুলি কি ভাবে খরচ করা হয়েছে ?

**৩ নং উত্তর :** ঐ টাকাগুলি দিয়ে দুইটি খেলাধুলা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজ চলিতেছে।

**৪নং প্রশ্ন:** অম্পিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে যে পাক্কাঘর নির্মিত হয়েছে তাহা এম. পি. ফাণ্ডের টাকা কিনা এবং অর্থের পরিমান কত ?

**৪ নং উত্তর :** হ্যাঁ, এম. পি. ফাণ্ডের টাকা, এবং অর্থের পরিমান ১,০০,০০০ ( এক লক্ষ টাকা )।

Admitted Starred Question No. 176

Name of Member :—Shri Debabrata Kalai

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Rural Development Department be pleased to state —

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি, সত্য যে ১৯৯৪-৯৫ ও ৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসরে অমরপুর ব্লকের অন্তর্গত অম্পিনগর এলাকায় ধনলেখা গাঁওসভার অন্তর্গত যমুনাপাড়া হইতে ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়া ও যমুনাপাড়া থেকে ধনলেখা রাজবংশ পাড়া রাস্তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইট সলিং এর কাজ করা হয়েছে।

২। সত্য হইলে উক্ত কাজে মোট আর্থিক পরিমান কত ?

৩। অম্পি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাতব্বরটিলা ও অম্পি থেকে ছনখলা রাস্তায় ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইট সলিং-এর কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে।

**উত্তর**

১। ইহা সত্য যে, ১৯৯৪-৯৫ইং সনে ই, এ, এস স্কীমে অমরপুর ব্লকের অন্তর্গত অম্পিনগর এলাকায় ধনলেখা গাঁওসভায় যমুনা পাড়া হইতে ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়াও যমুনাপাড়া হইতে ধনলেখা কুঞ্জ দেববর্মা পাড়া রাস্তা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইট সলিং এর কাজ করা হয়েছে।

২। উক্ত রাস্তার কাজে মোট ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

৩। অম্পিনগর গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাতব্বর টিলায় ইট সলিং-এর কাজ করা হয়েছে। কিন্তু অম্পি থেকে ছনখলা পর্যন্ত রাস্তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন ইট সলিং করা হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত হলে যথা সময়ে এ কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 182.

Name of M. L. A. :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। ১৯৯৬-১৯৯৭ইং আর্থিক বৎসরে বিশালগড় সাব-ডিভিশান টাউনহল নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হলে কবে নাগাদ টাউন হল নির্মানের কাজ আরম্ভ বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 192.

Name of Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat Raj" Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ট্রি-ম্যান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ. ডি. সি. এলাকায় পঞ্চায়েত সমূহ এখনও এডিসির কাছে হস্তান্তর করা হয় নাই,

২। সত্য হইলে কারণ,

৩। কবে পর্যান্ত হস্তান্তরের আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এ. ডি. সি. এলাকায় ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক কোন পঞ্চায়েত নেই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—195.

Name of Member :- Shri Sudhir Das.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার আঠারমুড়া পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যদুরাম বাড়ী হইতে উত্তরে বিলাসছড়া পর্যান্ত একটি রাস্তা করার জন্য ধলাই ডি, এল, সি, সি থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং সালেমা ব্লককে তার দায়িত্ব দিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয় তবে কবে পর্যান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করে দিয়ে কাজ আরম্ভ করা হবে।

উত্তর

১। সত্য নহে। ধলাই ডি, এল, সি, সি থেকে উক্ত রাস্তাটি করার জন্য কোন প্রস্তাব পাঠানো হয় নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. — 198

Name of Member—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত গুলিতে ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা ?

২। যদি না করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করা হবে,

৩। যদি করা হয়ে থাকে তবে কয়টি ক্ষেত্রে তদন্ত হয়েছে ?

উত্তর

১। না।

২। রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Unstarred Question No. 4

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ইং বর্ষে রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কতছিল ? এবং তন্মধ্যে কত দেওয়া হয়েছে ? ( পৃথক পৃথক হিসাব )।
২। রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব উদ্যোগে কত শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান করতে পেরেছে ? (পৃথক পৃথক হিসাব )।

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ইং বর্ষে রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হল।

| নগর পঞ্চায়েতের নাম। | নগর পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান। | | | প্রদত্ত অর্থের পরিমান | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পরিকল্পনা খাতে | পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে | মোট | পরিকল্পনা খাতে | পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১। ধর্মনগর | ১৬.৯০ | ১২.৫৬ | ২৯.৪৬ | ১৪.৯৬ | ১২.৫৬ | ২৭.৫২ |
| ২। কৈলাশহর | ১৬.৯০ | ৩.৩৪ | ২০.২৪ | ১৬.৪০ | ৩.৩৪ | ১৯.৭৪ |
| ৩। কুমারঘাট | ১৬.৯০ | ২.৬৫ | ১৯.৫৫ | ১৪.৬৪ | ২.৬১ | ১৭.২৫ |
| ৪। কমলপুর | ১৭.৭১ | ২.৭৪ | ২০.৪৫ | ১৭.৭১ | ২.৭৪ | ২০.৪৫ |
| ৫। খোয়াই | ১৬.৯০ | ১.৬৫ | ১৯.৫০ | ১৪.৫৮ | ২.৬১ | ১৭.১৯ |
| ৬। তেলিয়ামুড়া | ১৬.৯০ | ২.৬৫ | ১৯.৫৫ | ১৬.১৪ | ২.৭৬ | ১৮.৯০ |
| ৭। রানীরবাজার | ১৬.৯০ | ২.৬৫ | ১৯.৫৫ | ১৪.২২ | ২.৫০ | ১৬.৭২ |
| ৮। সোনামুড়া | ১৬.৯০ | ৫.৩৪ | ২২.২৪. | ১৫.৩৫ | ৫.৩৪ | ২০.৬৯ |
| ৯। উদয়পুর | ১৭.০৩ | ২.৮৯ | ১৯.৯২ | ১৭.০৩ | ২.৮৯ | ১৯.৯২ |
| ১০। অমরপুর | ১৭.০৫ | ২.৮৫ | ১৯.৯০ | ১৭.০৫ | ২.৭১ | ১৯.৭৬ |
| ১১। সাব্রুম | ১৬.৯০ | ২.৬৯ | ১৯.৫৯ | ১৬.২৫ | ২.৬৯ | ১৮.৯৪ |
| ১২। বিলোনীয়া | ১৯.৩৫ | ৩.০২ | ২২.৩৭ | ১৯.৩৫ | ৩.০২ | ২২.৩৭ |

২। নগর পঞ্চায়েতের নিজস্ব উদ্যোগে শ্রম দিবসের ' কর্মসংস্থানের হিসাব নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

| ক্রমিক নং | নগর পঞ্চায়েতের নাম | কর্ম সংস্থান |
|---|---|---|
| ১। | ধর্মনগর | ২০৫৯ |
| ২। | কৈলাশহর | ৩২৯৪ |
| ৩। | কুমারঘাট | ২৫৫২ |
| ৪। | কমলপুর | ৩৫৮৬ |
| ৫। | খোয়াই | ৬৭১৮ |
| ৬। | তেলিয়ামুড়া | — |
| ৭। | রানীরবাজার | ১৯৪৫৫ |
| ৮। | সোনামুড়া | ৯৪১ |
| ৯। | উদয়পুর | — |
| ১০। | অমরপুর | ২৬০০ |
| ১১। | সাব্রুম | ৩০৪১ |
| ১২। | বিলোনীয়া | ৮৩০৭ |

( Questions & Answer's )

## Admitted Unstarred Question No.—9

**Name of Member—Shri Samir Deb Sarkar.**

Will the Hon'ble Ministeri-n-charge of the Rural Development Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫ ৯৬ইং অর্থ বৎসরে ই, এ, এস প্রকল্পে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১৯৯৫-৯৬ইং সনের অর্থ বৎসরে রাজ্যে কে, আর, ওয়াই প্রকল্পে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে এস, আর, ই, পি প্রকল্পে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে ( ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব )।

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

প্রকল্পের নাম— ই, এ, এস.

| জেলার নাম | ব্লকের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ( লক্ষ টাকা হিসাবে ) |
|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। বিশালগড় | ৮৭.৫৫ লক্ষ |
| | ২। মোহনপুর | ১০৫.২০ |
| | ৩। মেলাঘর | ১১৭.২০ |
| | ৪। জিরানীয়া | ৭৭.৮৭ |
| | ৫। তেলিয়ামুড়া | ২০.৮০ |
| | ৬। খোয়াই | ৫৯.৮৭ |
| | ৭। জম্পুইজলা | ৬৭.৭৫ |
| | ৮। মান্দাই | ৭৪.২৪ |
| | ৯। ডুকলী | ৬৪.৬৮ |
| | ১০। তুলাশিখর | ৭৭.০০ |
| | | মোট—৮২২.১৬ |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ১। অমরপুর | ৫৪.৫০ লক্ষ |
| | ২। করবুক | ৩৯.০০ |
| | ৩। মাতাবাড়ী | ৭৩.১৯ |
| | ৪। কিল্লা | ৬৩.০২১ |
| | ৫। বগাফা | ৭৫.৪৯৬ |
| | ৬। রাজনগর | ৭৭.০০ |
| | ৭। সাতচাঁন্দ | ৬৩.০৪৩ |

| | | |
|---|---|---|
| | ৮। কলাইছড়ি | ৪১.৮৭৮ |
| | ৯। সিনিয়ার ডেপুটি কালেক্টর | ৫২.৩৩৯ |
| | ১০। অন্যান্য দপ্তর | ৭৩.৩১৬ |
| | | মোট—৫৮৫.৭৮৩ লক্ষ |
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কুমারঘাট | ৯০.৭০ লক্ষ |
| | ২। কদমতলা | ৮৯.৬০ |
| | ৩। কাঞ্চনপুর | ৪৮.৬৮১ |
| | ৪। পানিসাগর | ৫০.২২৪ |
| | ৫। পেঁচারথল | ৪৫.২০ |
| | ৬। অন্যান্য দপ্তর | ৭৮.১৯৫ |
| | | মোট—৩৬২.৬০ লক্ষ |
| ধলাই | ১। সালেমা | ৭৪.৫০ লক্ষ |
| | ২। ছামনু | ৪৪.১১ |
| | ৩। মনু | ৫৭.৪৭ |
| | ৪। ডম্বুরনগর | ৭২.৪৩ |
| | ৫। অন্যান্য দপ্তর | ৭৭.৫০ |
| | | মোট—৩২৬.০১ লক্ষ |

১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে ই, এ, এস প্রকল্পে ব্লকভিত্তিক অর্থ ব্যয়িত হয়েছে মোট—২০৯৬.৫৫৩ লক্ষ টাকা।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :

প্রকল্পের নাম :— জে, আর, ওয়াই

| জেলার নাম | ব্লকের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ( লক্ষ টাকা হিসাবে ) |
|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। জিরানীয়া | ২৪.৪৩ লক্ষ |
| | ২। তেলিয়ামুড়া | ৩৫.৭৬ |
| | ৩। খোয়াই | ২৩.০৫ |
| | ৪। জম্পুইজলা | ২৩.৫৭ |
| | ৫। মান্দাই | ২৪.০৮ |
| | ৬। তুলাশিখর | ২৭.০৮ |
| | ৭। ডুকলি | ২৯.৮৫ |
| | ৮। ডি, এম, অফিস | ১.৩৯ |
| | ৯। বিশালগড় | ৩৫.৪৬ |
| | ১০। মোহনপুর | ৪১.৫০ |
| | ১১। মেলাঘর | ৪১.৫০ |
| | | মোট—৩০৪'৬৭ লক্ষ |

| | | |
|---|---|---|
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ১। অমরপুর | ২৮.৭৫ লক্ষ |
| | ২। করবুক | ১৮.৮৫ লক্ষ |
| | ৩। মাতাবাড়ী | ৩১.২৫ লক্ষ |
| | ৪। বিল্লা | ১৮.৮৫ লক্ষ |
| | ৫। বাগমা | ৩৩.০৫ লক্ষ |
| | ৬। রাজনগর | ৩২.৮০ লক্ষ |
| | ৭। সাতচাঁদ | ১৯.৫৫ লক্ষ |
| | ৮। রূপাইছড়ি | ২৯'৫৫ লক্ষ |
| | ৯। সিনিয়র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট | ২৩.৩৫ লক্ষ |
| | | মোট—২৩৬.৩০ লক্ষ |

| জেলার নাম | ব্লকের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ( লক্ষ টাকা হিসাবে ) |
|---|---|---|
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কুমারঘাট | ৪৬'২০৮ লক্ষ |
| | ২। কদমতলা | ২৩'১৭৯ লক্ষ |
| | ৩। কাঞ্চনপুর | ২২'৭২৯ লক্ষ |
| | ৪। পানিসাগর | ২৬'৫৭৮ লক্ষ |
| | ৫। পেঁচারথল | ২৪'৩২৯ লক্ষ |
| | ৬। অন্যান্য দপ্তর | ৫'৮৫৬ লক্ষ |
| | | মোট— ১৪৮'৮৮০ লক্ষ |
| ধলাই | ১। সালেমা | ৫৪.০৪ লক্ষ |
| | ২। ছামনু | ২৫'৪০ লক্ষ |
| | ৩। মনু | ২৭'৪০ লক্ষ |
| | ৪। ডম্বুরনগর | ৩৬'০৩ লক্ষ |
| | | মোট— ১৪২'৮৮ লক্ষ |

১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে ব্লক ভিত্তিক অর্থ ব্যয়িত হয়েছে মোট—৮৩২'৭০ লক্ষ টাকা।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ :—

প্রকল্পের নাম :—এস, আর, ই, পি,

| জেলার নাম | ব্লকের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ( লক্ষ টাকা হিসাবে ) |
|---|---|---|
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কুমারঘাট | ২৫'২০ লক্ষ |
| | ২। কদমতলা | ১২'৬০ লক্ষ |
| | ৩। কাঞ্চনপুর | ১২'৬০ লক্ষ |
| | ৪। পানিসাগর | ১৩'২১ লক্ষ |

| | | |
|---|---|---|
| | ৫। পেঁচারথল | ১৩.৬০ লক্ষ |
| | ৬। অন্যান্য দপ্তর | ০'৩৯ লক্ষ |
| | | মোট— ৭৭'৬০ লক্ষ |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। বিশালগড় | ১৬'০৫ লক্ষ |
| | ২। মোহনপুর | ১৫'৩০ লক্ষ |
| | ৩। মেলাঘর | ১৫'৬৫ লক্ষ |
| | ৪। জিরানীয়া | ১৪'২৯ লক্ষ |
| | ৫। তেলিয়ামুড়া | ১৭'৮০ লক্ষ |
| | ৬। খোয়াই | ১৪'৭০ লক্ষ |
| | ৭। জম্পুইজলা | ১৫'৪০ লক্ষ |
| | ৮। মান্দাই | ১৫'০০ লক্ষ |
| | ৯। তুলাশিখর | ১৫'৪০ লক্ষ |
| | ১০। ডুকলী | ১২'৬০ লক্ষ |
| | ১১। অন্যান্য দপ্তর | ১'২১ লক্ষ |
| | | মোট— ১৫৩'৪০ লক্ষ |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ১। অমরপুর | ১৬'৩৩ লক্ষ |
| | ২। করবুক | ১১'০৫ লক্ষ |
| | ৩। মাতাবাড়ী | ১৭'৫১ লক্ষ |
| | ৪। বিল্লা | ১৫'৬৩ লক্ষ |
| | ৫। বগাফা | ১০'৮০ লক্ষ |
| | ৬। রাজনগর | ১৪'৭০ লক্ষ |
| | ৭। সাতচাঁন্দ | ১৫'২৫ লক্ষ |
| | ৮। রূপাইছড়ি | ১২'০২ লক্ষ |
| | ৯। সিনিয়ার ডেপুটি কালেক্টর। | ০'০৮ লক্ষ |
| | | মোট— ১১২'৩৭ লক্ষ |
| ধলাই | ১। সালেমা | ২১'৬৯ লক্ষ |
| | ২। ছামনু | ১০'৩৪ লক্ষ |
| | ৩। মনু | ৯'৩৭ লক্ষ |
| | ৪। ডম্বুরনগর | ১১'৭২ লক্ষ |
| | | মোট— ৫৩'১২ লক্ষ |

১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে এম, আর, ই, পি প্রকল্পে ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক অর্থ ব্যয়িত হয়েছে মোট—৩৯৬'৪৯ লক্ষ টাকা।

Admitted Unstarred Question No. 12.

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বৎসরে আর এম এন, নিতে মোট কতটি পরিবারকে সাহার্য্য দান করা হয়েছে ( মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব )।

২। ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বৎসরে এল, আই, জি, এইচ এবং ই, ডব্লিউ, এম, এস এর মাধ্যমে রাজ্যে কতটি পরিবারকে গৃহ নির্মানের জন্য ঋন দেওয়া হয়েছে ( মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব )।

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে আর, এম, এন, পি প্রকল্পে রাজ্যে মোট ১১৭৭টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্ন রূপ :—

| জেলার নাম | মহকুমার নাম | সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| দক্ষিন ত্রিপুরা | ১। অমরপুর | ১২০টি পরিবার |
| | ২। উদয়পুর | ২০০টি ,, |
| | ৩। বিলোনীয়া | ১৫০টি ,, |
| | ৪। সাব্রুম | ১২২টি ,, |
| | | ৫৯২টি পরিবার |
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কাঞ্চনপুর | ৪৫টি পরিবার |
| | ২। কৈলাসহর | ৩৫টি ,, |
| | ৩। ধর্মনগর | ৬০টি ,, |
| | | ১৪০টি পরিবার |
| ধলাই | ১। গণ্ডাছড়া | ১২৫টি পরিবার |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। সদর | ১৩০টি পরিবার |
| | ২। সোনামুড়া | — |
| | ৩। খোয়াই | ১১০টি পরিবার |
| | ৪। বিশালগড় | ৮০টি পরিবার |
| | | ৩২০টি পারবার |

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯৫-৯৬ ইং সনে এল, আই, জি, এইচও ই,ডব্লিউ, এস, এস প্রকল্পে কোন টাকা দেওয়া হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 13

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫—৯৬ইং অর্থ বছরে রাজ্যে মোট কতটি গৃহ আই, এ, ওয়াই প্রকল্পে নির্মাণ ও পুনঃ সংস্কার করা হয়েছে ( ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব )।

২। ১৯৯৫—৯৬ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে স্মে, আর, ওয়াই প্রকল্পে গ্রুফ হাউসিং স্কীম ইত্যাদির মাধ্যমে কতটি গৃহ নির্মাণ ও পুনঃ সংস্কার করা হয়েছে ( ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব )।

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| জেলার নাম | ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি | আই, এ, ওয়াই প্রকল্পে গৃহ নির্মাণের সংখ্যা। |
|---|---|---|
| দক্ষিন ত্রিপুরা | ১। অমরপুর/পঞ্চায়েত সমিতি | ৫০টি |
| | ২। করবুক | ১৯ ,, |
| | ৩। মাতাবাড়ী | ১০০ ,, |
| | ৪। কিল্লা | ২৪ ,, |
| | ৫। বগাফা | ৫২ ,, |
| | ৬। রাজনগর | ৭৪ ,, |
| | ৭। সাতচাঁন্দ | ৩৮ ,, |
| | ৮। রুপাইছড়ি | ১৫ ,, |
| | কোন গৃহ পুনঃসংস্কার করা হয় নাই। | মোট—৩৭২ টি |
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কাঞ্চনপুর/পঞ্চায়েত সমিতি | ৩৫টি |
| | ২। কদমতলা ,, | ৩০ ,, |
| | ৩। কুমারঘাট ,, | ৬৫ ,, |
| | ৪। পানীসাগর ,, | ২৮ ,, |
| | ৫। পেঁচারথল ,, | ২৭ ,, |
| | ৬। এস, ডি, ও কৈলাশহর | ১৩ ,, |
| | | ১৯৮ টি |
| ধলাই | ১। সালেমা/পঞ্চায়েত সমিতি | ৯০টি |
| | ২। ছামনু ,, | ৪২ ,, |
| | ৩। ডম্বুরনগর ,, | ৬৫ ,, |
| | ৪। মনু ,, | ৭০ ,, |
| | | ২৬৭ টি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম | ১। বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি | | ৬২ ,, |
| ত্রিপুরা | ২। জিরানীয়া | ,, | ৪১ ,, |
| | ৩। মেলাঘর | ,, | ৭০ ,, |
| | ৪। জম্পুইজলা | ,, | ৪০ ,, |
| | ৫। তেলিয়ামুড়া | ,, | ৬০ ,, |
| | ৬। তুলাশিখর | ,, | ৪০ ,, |
| | ৭। খোয়াই | ,, | ৪০ ,, |
| | ৮। ডুকলী | ,, | ৫০ ,, |
| | ৯। মোহনপুর | ,, | ৭০ ,, |
| | ১০। মান্দাই | ,, | ৪০ ,, |
| | | | মোট— ৫১৩ টি |

আই, এ ওয়াই প্রকল্পে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট ১৩৫০টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

রাজ্যে গৃহ নির্মাণ করা হয় আই, এ ওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে। আই, এ, ওয়াই প্রকল্পটি জে, আর, ওয়াই প্রকল্পের একটি অংশ। সুতরাং উক্ত বৎসরে আলাদা ভাবে জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে কোন গৃহ নির্মাণ অথবা পুনঃ নির্মাণ করা হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 14

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে আর, ডব্লিউ, এস, জে, আর, ওয়াই ই, এস প্রকল্পে রাজ্যে মোট কতটি মার্কটু টিউবওয়েল, স্যানিটারী ওয়েল এবং ম্যাশনারী ওয়েল খনন করা হয়েছে (ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব) এবং

২ ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে আর ও কতটি মার্কটু, স্যানিটারী ওয়েল এবং ম্যাশনারী ওয়েল খনন করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

৩। রাজ্যে বর্তমানে টিউবওয়েল, রিংওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল, স্যানিটারী ওয়েল, ম্যাশনারী ওয়েল এর সংখ্যা কত ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর :—

ব্লক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| জেলার নাম | ব্লক/পঞ্চায়েতের নাম | মার্কটু | স্যানিটারী | ম্যাশনারী |
|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১। কুমারঘাট | ১০৪ | ৭৪ | — |
| ত্রিপুরা | ২। কদমতলা | ৬৪ | ৩৮ | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ৩। পেঁচারথল | ১০ | ১৯ | — |
| | ৪। পানী সাগর | ৬০ | ৩৬ | — |
| | ৫। দশদা | ১০ | ২৫ | |
| | | মোট ২৪৮ | ১৯২ | — |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। বিশালগড় | ৩৪ | ৫৭ | — |
| | ২। মোহনপুর | ৪৫ | ৩৯ | — |
| | ৩। মেলাঘর | ৩৪ | ৬০ | — |
| | ৪। জিরানীয়া | ৩৮ | ৩১ | — |
| | ৫। তেলিয়ামুড়া | ৩১ | ৪৩ | — |
| | ৬। খোয়াই | ৩১ | ৩৮ | — |
| | ৭। অম্পিইনগর | ২৮ | ৪৬ | — |
| | ৮। মান্দাই | ১৬ | ৩১ | — |
| | ৯। তুলাশিখর | ২০ | ২৩ | — |
| | ১০। ডুকলী | ২০ | ১৫ | — |
| | | মোট —: ২৯৭ | ৩৯১ | — |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ১। মাতাবাড়ী | ৬৮ | ৩৬ | — |
| | ২। কিল্লা | ২২ | ২৩ | — |
| | ৩। অমরপুর | ৩৪ | ৭০ | — |
| | ৪। রাজনগর | ৫১ | ৩৬ | — |
| | ৫। রূপাইছড়ি | ৩১ | ৪৯ | — |
| | ৬। কররুক | ৪২ | ১৭ | — |
| | ৭। বগাফা | ৬৮ | ৩০ | — |
| | ৮। সাতচাঁন্দ | ৫৬ | ২৫ | — |
| | | মোট :— ৩৭৫ | ২৭৬ | — |
| ধলাই | ১। সালেমা | ৮২ | ৬৭ | — |
| | ২। ছামনু | ৫ | ৪৮ | — |
| | ৩। মনু | ৪৭ | ৫৮ | — |
| | ৪। অম্পিনগর | ৫১ | ৩ | — |
| | | মোট :— ১৮৫ | ১৭৬ | — |

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

| জেলার নাম | মার্কেট | স্যানিটারী | ম্যাশনারী |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ২০০ | ২০০ | — |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ৩০৮ | ৫০৮ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| উত্তর ত্রিপুরা | ১৪০ | ১৫৫ | — |
| ধলাই | ৫০ | ৫০ | — |
| মোট :— | ৬৯৮ | ৬৯৩ | — |

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

| জেলার নাম | মার্ক ট. | স্যানিটারী | টিউবওয়েল | রিংওয়েল |
|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ৩৩২৭ | ১০৮১ | ৮১৫০ | ১৯০৩ |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ২৫২০ | ৮৯৩ | ৪৮২৩ | ১২৬৯ |
| উত্তর ত্রিপুরা | ১৭০৬ | ৫১৪ | ১৯৫৮ | ১৬৪২ |
| ধলাই | ১০২৮ | ৫৯৭ | ১০৮১ | ৮০৬ |
| মোট :— | ৮৫৮১ | ৩০৮৫ | ১৬০১২ | ৫৬২০ |

Admitted Starred Question No 15.

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে ই. এ. এস, জে. আর. ওয়াই, এস. আর. ই পি প্রকল্পে মোট কতটি মিনি ব্যারেজ পুকুর ও জলাশয় খনন করা হয়েছে ( ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব )।

**উত্তর**

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে ই. এ এস. জে. আর. ওয়াই. এবং এস. আর. ই. পি. প্রকল্পে রাজ্যে মোট ৩৫১টি মিনি ব্যারেজ ৩০৭ট পুকুর এবং ৫০টি জলাধার, জে. আর. ওয়াইতে মোট ২৯৪টি মিনি ব্যারেজ ৩৭৪টি পুকুর ও ৪৭টি জলাধার এবং ই. এ. এস. প্রকল্পে মোট ৩৬৬টি মিনি ব্যারেজ, ৬৭০টি পুকুর ও ৭২টি জলাধার করা হয়েছে। উপরোক্ত কাজের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| জেলার নাম | ব্লকের নাম/ পঞ্চায়েত সমিতি | এস, আর, ই. পি | | | জে, আর, ওয়াই | | | ই, এ, এস | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মিনি ব্যারেজ | পুকুর | রিজারভার | মিনি ব্যারেজ | পুকুর | রিজারভার | মিনি ব্যারেজ | পুকুর | রিজারভার |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ১। অমরপুর | ৮০ | — | — | ৩৩ | — | — | ১৮ | — | — |
| | ২। মাতারবাড়ী | — | ২১ | ২ | ১ | — | — | — | — | — |
| | ৩। রুপাইছড়ি | ৪০ | ৮২ | — | — | ১৬ | — | — | ৭ | — |
| | ৪। কিল্লা | ১ | ৮ | — | — | ২৫ | — | ৫ | ৮ | — |
| | ৫। সাতচান্দ | — | — | ৪৬ | ১২ | ২০ | — | ৬ | ২ | — |
| | ৬। রাজনগর | — | ৩৯ | — | — | ৫১ | — | — | — | — |
| | ৭। করবুক | ৮ | — | — | ৪ | — | — | ১৫ | — | — |
| | ৮। বগাফা | — | ৫১ | — | — | ১৬ | | — | — | — |
| | মোট :— | ১২৯ | ২০১ | ৪৮ | ৫০ | ১২৮ | — | ৪৪ | ১[illegible] | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধলাই | ১। সালেমা | — | ১১ | — | ৯ | ১০ | ৮ | ১ | ২৩ | ২৪ |
| | ২। ছামনু | ৫৭ | — | — | ৫৩ | — | — | ৯ | ১ | ১৭ |
| | ৩। মনু | — | ১৫ | — | — | ৩০ | — | ১৪ | — | — |
| | ৪। ডম্বুরনগর | ১৫ | — | — | — | ১০ | — | — | ৭১ | — |
| | মোট :— | ৭২ | ২৬ | — | ৬২ | ৫০ | ৮ | ২৪ | ৯৪ | ৪১ |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ১। বিশালগড় | — | | | | | | | | |
| | ২। জম্পুইজলা | ১০ | ১৫ | — | — | ৮ | — | — | ২১ | — |
| | ৩। মান্দাই | ১৩ | — | — | ১ | ১০ | — | ৯ | ৬৫ | ১ |
| | ৪। মোহনপুর | — | ৮ | — | ৩৪ | ৪১ | ১৬ | ৪ | ৮০ | — |
| | ৫। ডুকলী | — | — | — | — | ৯ | ১১ | ৪ | ৪১ | — |
| | ৬। খোয়াই | — | — | — | — | ২ | ২ | — | ৮ | — |
| | ৭। জিরানীয়া | — | — | — | — | — | — | ১৪ | ৬৭ | — |
| | ৮। তেলিয়ামুড়া | ১২ | ১৯ | ২ | ২৮ | ৪১ | ৫ | ৪ | ৫১ | ৫ |
| | ৯। মেলাঘর | ৭ | ৯ | — | — | ১৬ | — | — | ২৪ | — |
| | ১০। তুলাশিখর | ৫৫ | ২৭ | — | ৪১ | ৫৩ | — | — | ৪৮ | ১৬ |
| | মোট :— | ৯৭ | ৭৬ | ২ | ১০৩ | ১৮০ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৯৪ | ২৩ |
| উত্তর ত্রিপুরা | ১। কদমতলা | ৫ | — | — | — | — | — | ৪০ | ৪০ | — |
| | ২। কুমারঘাট | ৫ | — | — | ২৪ | — | — | ৭৮ | — | — |
| | ৩। পানিসাগর | — | — | — | — | — | ২ | ৩০ | ৮৮ | ৪ |
| | ৪। কাঞ্চনপুর | ৩১ | — | — | ১৫ | ৫ | — | ৬৯ | ১৭ | — |
| | ৫। পেচারথল | ১২ | ১ | — | ৩৬ | ১০ | ৩ | ৪৬ | ২৪ | ৪ |
| | মোট :— | ৫৩ | ১ | — | ৭৯ | ১৫ | ৫ | ২৬৩ | ১৬৯ | ৮ |
| সর্বমোট :— | | ৩৫১ | ৩০৪ | ৫০ | ২৯৭ | ৩৭৩ | ৬৭ | ৩৬৬ | ৬৭০ | ৭২ |

Admitted Unstarred Question No. 35

Name of Member :— Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। জম্পুইজলা ব্লক এর অধীন ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে কতটা নুতন টিউবওয়েল, মার্ক টু টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে ? পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব।

২। অনুরূপ হিসাব ( পঞ্চায়েত ভিত্তিক ) বিশালগড় ব্লকের অধীন মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর :—

জম্পুইজলা ব্লকের পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক ) টিউবওয়েল

| পঞ্চায়েতের নাম | টিউবওয়েলের সংখ্যা |
|---|---|
| ১। যুগল কিশোর নগর | ২টি |
| ২। অমরেন্দ্র নগর | ১ ,, |
| ৩। হীরাপুর | ১ ,, |
| ৪। উজান ঘনিয়ামারা | ১ ,, |
| ৫। কলই বাড়ী | ১ ,, |
| ৬। কিল্লা বর্মা | ১ ,, |
| ৭। উজান পাথালিয়া | ১ ,, |
| ৮। প্রতাপুর | ১ ,, |
| ৯। টাকারজলা | ১ ,, |
| ১০। পশ্চিম টাকারজলা | ৫ ,, |
| | মোট ১৫টি |

খ) মার্ক টু টিউবওয়েল

| পঞ্চায়েতের নাম | মার্ক টু এর সংখ্যা |
|---|---|
| ১। জম্পুইজলা | ১টি |
| ২। কিল্লাবর্মা | ২ ,, |
| ৩। মধ্যঘনিয়ামারা | ১ ,, |
| ৪। রতনপুর | ১ ,, |
| ৫। টাকারজলা | ১ ,, |
| ৬। হীরাপুর | ১ ,, |
| ৭। পেকুয়ারজলা | ১ ,, |
| ৮। প্রতাপুর | ১ ,, |
| ৯। উজান পাথালিয়া | ১ ,, |
| ১০। যুগল কিশোরনগর | ২ ,, |
| ১১। কলইবাড়ী | ১ ,, |
| ১২। কেত্রাইছড়া | ২ ,, |
| ১৩। অমরেন্দ্রনগর | ১ ,, |
| ১৪। মোহনপুর | ১ ,, |
| ১৫। উজান ঘনিয়ামারা | ১ ,, |
| ১৬। পশ্চিম টাকারজলা | ১ ,, |
| ১৭। শাকমাবাড়ী | ১ ,, |
| | ২০টি |

গ) রিংওয়েল :— করা হয় নাই

তাছাড়া আরও ৫টি মার্ক থ্রী টিউবওয়েল করা হয়েছে এই গুলি নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | পেকুয়ার জলা পঞ্চায়েত | ১ ,, |
| ২। | শান্‌মাবাড়ী | ১ ,, |
| ৩। | টাকারজলা | ১ ,, |
| ৪। | উজান ঘনিয়ামারা | ১ ,, |
| ৫। | পশ্চিম টাকারজল | ১ ,, |
| | মোট | ৫টি |

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

বিশালগড় ব্লকের পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) টিউবওয়েল :— করা হয় নাই।

খ) রিং ওয়েল :— করা হয় নাই।

গ) মার্ক-থ্রি-টিউবওয়েল :

| | পঞ্চায়েতের নাম | মার্ক-থ্রি-এর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | দয়ারাম পাড়া | ৪টি |
| ২। | বংশীবাড়ী | ৪টি |
| ৩। | লালসিংমুড়া | ১টি |
| ৪। | ব্রজপুর | ১টি |
| ৫। | ধারিয়াথল | ৪টি |
| ৬। | বংমালা | ১টি |
| ৭। | রামনগর | ৩টি |
| ৮। | সুতারমুড়া | ১টি |
| ৯। | পাথালিয়াঘাট | ১টি |
| ১০। | প্রমোদনগর | ১টি |
| ১১। | চাম্পামুড়া | ১টি |
| ১২। | নেহালচন্দ্রনগর | ২টি |
| ১৩। | কৈয়াঢেপা | ১টি |
| ১৪। | ঘনিয়ামারা | ২টি |
| ১৫। | বিশালগড় | ১টি |
| ১৬। | কসবা | ২টি |
| | | ৩০টি |

Admitted Un-Starred Question No.58

Name of M. L. A. :—Shri Debabrata Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State.

১। তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। যদি ফেরৎ দেওয়া হয়ে থাকে তবে কোন মহকুমায় কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

৩। জমি প্রাপকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা এবং

৪। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে মোট টাকার পরিমান কত ?

ANSWER

১। হ্যাঁ হয়েছে।

২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকা দেওয়া হল।

৩। হ্যাঁ, জমি প্রাপকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৪। মোট টাকার পরিমান ১৫, ৪২, ১০০, টাকা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বে-আইনি হস্তান্তরিত সরেজমিনে পুন: প্রত্যার্পিত ভূমি প্রাপকদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :

| মহকুমার নাম | সংখ্যা | এরিয়া |
|---|---|---|
| সদর : | ৮৯ | ৫৩.৬৪ একর |
| খোয়াই : | ৪৬১ | ২৭৭.০২ ,, |
| সোনামুড়া : | ৫৮ | ৩৯.৬০ ,, |
| বিশালগড় : | — | — |
| কৈলাশহর : | ১৪৬ | ১৬৪.২০ ,, |
| ধর্মনগর : | ১৪ | ১৮.৭৬ ,, |
| কাঞ্চনপুর : | ৬১ | ৫২.৫০ ,, |
| উদয়পুর : | ২০৩ | ১৪৭.৬১ ,, |
| অমরপুর : | ১৬৮ | ১৫২.২৯ ,, |
| বিলোনীয়া : | ১৮২ | ১৮২.৬৭ ,, |
| সাব্রুম : | ৬৪ | ৩৪.৭৪ ,, |
| কমলপুর : | ১৬১ | ১১১.৬৯ ,, |
| লংতরাইভেলী : | ১০৪ | ১৭৪.৯৮ ,, |
| গণ্ডাছড়া : | ৩ | ৩.২৩ ,, |
| | মোট :—১,৭১১ জন | ১,৩৫৮.৩৩ একর |

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 21st August, 1996 at 11. A. M.

### PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, The Deputy Speaker, 14 Ministers and 37 Members were present.

### QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তাঁর নামের পার্শে যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা।

শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (টাকারজলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে উপজাতি মহিলাদের কোমর তাঁতের মাধ্যমে কাপড় তৈরীর জন্য কোন প্রকার সাহায্য ও উন্নতিকল্পে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা,

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে তাহা কি কি ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ।

২। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কোমর তাঁতে নিয়োজিত উপজাতি মহিলাদের উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন যাহাতে রয়েছে বাণিজ্যিক তাঁতে প্রশিক্ষণ প্রদান ( কমার্শিয়াল লুম ), উন্নতমানের তাঁত সরঞ্জাম ও গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান, মূলধন প্রদান ইত্যাদি।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে সমস্ত মহিলারা কোমর তাঁতের মাধ্যমে কাপড় তৈরী করে তাদেরকে এক সময় বিনা পয়সায় সূতা দেওয়া হত। এখন এই প্রকল্প চালু আছে কি না ?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— উক্ত মহিলাদের সূতা দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের হাতে তৈরী কাপড় পড়তে পছন্দ করেন। সে জন্য এ. ডি. সি এই কাজ করে থাকেন। এর জন্য এ. ডি. সিকে আমরা ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং তাঁরা নিজেরাও আরও কিছু টাকা দিয়েছেন এই ধরনের কাপড় তৈরী করার জন্য।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ. ডি. সি এলাকা ছাড়া নন্‌ এ. ডি. সি এলাকায় বিনা পয়সায় সূতা দেওয়া হয় কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই তথ্য জানা আছে কি না।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :— স্যার, নন্‌ এ. ডি. সি এলাকায় এই ধরনের কোন প্রকল্প নেই। এটা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে করা হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকল্পে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন তাঁত শিল্পী যারা দীর্ঘদিন যাবৎ উপযুক্ত মজুরী পাচ্ছেন না, এই ঘটনা সত্য কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি ?

**শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী)** :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত নয় তাই মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** (কল্যাণপুর) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে কোমর তাঁত শিল্পী তার মধ্যে কত সংখ্যক উপজাতি মহিলা এই সুযোগ পাচ্ছেন তার হিসাব জানা আছে কি?

**শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী)** :— এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

**শ্রীদেবব্রত কলই** (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উনার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন উপজাতি মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। কয়টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কত জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং কতজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আছে। এটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী )** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রজেক্ট প্যাকেট স্কীম এবং এস, ডি, সি স্কীমে শিলঘাটি একটা এলাকা আমরা নিয়েছি। সেখানে এই কাজটা চলছে। ২০০ উইভারস্, সেখানে নন ট্রাইবেল, ট্রাইবেল উভয় আছে। আমাদের প্রজেক্ট প্যাকেট স্কীমে মান্দাই, জিরানীয়া অঞ্চলে ৫০ জন এবং বৈদ্যু এলাকায় ৫০ জনের একটা স্কীম আছে। সেটা এখনও চালু হয়নি। ৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়ে এসেছে এবং কয়বুক এলাকায় ৫০ জনের সেখানে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এইটাও এইবারের স্কীমে এসেছে এস, ডি, সির মধ্যদিয়ে। তাছাড়া মিক্সড্ এলাকার মধ্যেও অন্যান্য যেমন ভাউলিয়া বস্তি সেখানেও কিছু কিছু এই ধরনের, শিকারীবাড়ী এলাকার মধ্যে আমরা এই কাজটা নেওয়ার জন্য এস, ডি, সি, একটা প্রোগ্রাম পাঠিয়েছি। টাকারজলার জন্য এইবার এস, ডি, সি, মঞ্জুর করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনিয়া ) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছিলেন সেটা হল মহিলাদের কোমর তাঁতসম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন সেটা হল তাঁত শিল্পকে ডেভেলাপ করতে গিয়ে কি কি করা হচ্ছে, কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেটা। কোমর তাঁত যেটা সেটা একটা সহজাত উপজাতি অংশের মা বোনদের পরিবার ভিত্তিক। এইটা পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সেই জিনিসটাকে জীইয়ে রেখে এবং সেই জিনিসটাকে আরো সুচারু ভাবে, সুন্দরভাবে কিভাবে মহিলাদের কোমর তাঁতের মধ্যমে আরও ডেভেলাপ করা যায় তার জন্য কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

**শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ ( মন্ত্রী )** :— স্যার, কোমর তাঁত-এ অনেক কিছু হতে পারে। সবচেয়ে বড় জিনিষ আমাদের গোটা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা ডিজাইন যেটা করেন সেটা খুব উৎকৃষ্ট ধরণের ডিজাইন এবং এইটা সারা ভারতবর্ষে সমাদৃত। আজকে ডিজাইনটাকে আমরা কনভার্ট করে সেখানে গারমেন্টে রূপান্তরিত করার জন্য এবং সেগুলিকে ঘরের আসবাবপত্র সেগুলির কাজে ব্যবহার করার জন্য. আমাদের যে ডিজাইন স্কীম আছে, সেই স্কীমটাকে আমরা ইমপ্লিমেনটেশান করার জন্য, আমাদের যেমন ট্যাডিশনাল উইভার আছে সেখানেও এই কাজটা করার জন্য সেই জায়গার মধ্যে কোট-আইটেম থাকে, কোমর তাঁতের মধ্য দিয়ে ডিজাইন হয়।

মাননীয় সদস্য শ্রীজুয়েল দাস-এর অতারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—২১

ডঃ ব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :—অ্যান্ডার দি ত প্রশ্ন নং—৩৮ স্যার।

১। ১৯৯৬ ইং সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯৬ ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এফ, সি, আই, থেকে মোট কত পরিমাণ চাউল, চিনি, লবন রাজ্যে আসার কথা ছিল এবং কত পরিমাণ এসেছে?

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ কেরোসিন রাজ্যে এসেছে এবং তা প্রয়োজনের তুলনায় কত কম বা বেশী।

উত্তর

১। ১৯৯৫ ইং সনের অক্‌টোবর থেকে ১৯৯৬ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত এফ. সি. আই থেকে প্রাপ্ত চাল. চিনি, লবন ইত্যাদির পরিমান নিয়ে প্রদত্ত হলো ঃ—

টন প্রতি হিসাব ঃ—

| মাসের নাম | দ্রব্যের নাম | | | |
|---|---|---|---|---|
| | চাউল | | চিনি | |
| | মাসিক বরাদ্দ | আমদানি | মাসিক বরাদ্দ | আমদানি |
| অক্‌টোবর ৯৫ইং | ১৬,২০০ | ১২,১৬৮ | ১,২৩১.৩ | ১,২৩১.৩ |
| নভেম্বর ৯৫ইং | ১৬,২০০ | ১২,৬৮৬ | ১,০৭৯.৮ | ১,০৭৯.৮ |
| ডিসেম্বর ৯৫ইং | ১৬,২০০ | ৯,১৩১ | ১,০৭৯.৮ | ১,০৭৯.৮ |
| জানুয়ারী ৯৬ইং | ১৬,২০০ | ১০,৪১৭ | ১,২০১.৮ | ১,১২৪.৮ |
| ফেব্রুয়ারী ৯৬ইং | ১৬,২০০ | ১১,৬৪২ | ১,২০০.৭ | ১,২০০.৭ |
| মার্চ ৯৬ইং | ১৬,২০০ | ১৪,০৯২ | ১,২০০.৭ | ১,২০০.৭ |

লবণটা এফ সি আই সরবরাহ করে না। রাজ্য সরকারের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অনুযায়ী লবণ আমদানি করা হয়। আমদানির হিসাব নিম্নরূপ :—

| মাসের নাম | মাসিক বরাদ্দ | আমদানি |
|---|---|---|
| অক্টোবর ৯৫ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ১৬২৩ মেট্রিক টন |
| নভেম্বর ৯৫ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ৯০৩ মেট্রিক টন |
| ডিসেম্বর ৯৫ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ৫২৭ মেট্রিক টন |
| জানুয়ারী ৯৬ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ২৯৬ মেট্রিক টন |
| ফেব্রুয়ারী ৯৬ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ১০০৪ মেট্রিক টন |
| মার্চ ৯৬ ইং | ১৭১০ মেট্রিক টন | ১৩৯ মেট্রিক টন |
| | ১০,২৬০ মেট্রিক টন | ৫,১৯২ মেট্রিক টন |

২) ১৭,৫৮৯ কিলোঃ লিঃ কেরোসিন তেল রাজ্যে এসেছে এবং তাহা চাহিদার তুলনায় ৩,৪১১ কিলোঃ লিঃ কম।

শ্রীসুধন দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিমান চাউল চিনি লবণ আমার হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে চাউল প্রায় প্রতিমাসেই ৪ থেকে ৫ মেট্রিক টন কম আসছে। চিনি অনিয়ে কিন্তু লবণ এবং চাউল এইটা প্রায় প্রতি মাসেই কম আসছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই কম আসার কারণটা কি এবং রেশন ব্যবস্থাকে ঠিক মত চালু রাখার জন্য রাজ্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি না?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ভারতীয় খাদ্য নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রতিমাসে ১৬,২০০ মেট্রিক টন চাল রাজ্যে সরবরাহ করার জন্য দায়বদ্ধ। রাজ্যের গুদাম পর্যন্ত পরিবহণ করার দায়িত্বও তাদেরই। কিন্তু কোন মাসেই তারা নির্ধারিত পরিমাণ চাল রাজ্যে সরবরাহ করিতে পারে না। তারজন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে ধর্মনগর, কুমারঘাট, চূড়াইবাড়ী, গৌহাটি থেকে চাল পরিবহন করে এনে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও গণবণ্টন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব মহোদয় আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন, ওনার সঙ্গে আমাদের একটা মিটিংও হয়েছিল, তাতে এফ, সি, আই-এর লোকও ছিল। মিটিং-এ এফ, সি, আই-এর তারা যে কথা দিয়েছিল সেই কথাও তারা রাখেননি। ফলে আমাদের নিজেদের নিযুক্ত করা ঠিকাদারের মাধ্যমে ধর্মনগর, কুমারঘাট, চূড়াইবাড়ী এবং গৌহাটি থেকে চাল পরিবহন করে এনে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে ও গনবণ্টন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা হচ্ছে।

খ) ভারতীয় খাদ্য নিগম তদ্রূপ রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ পরিমাণ চিনি তাদের আগরতলাস্থিত ডিপোগুলি থেকে প্রতি মাসে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। যারফলে রাজ্য সরকারকে তাদের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে নিগমের গৌহাটি ও ধর্মনগরের ডিপোগুলি থেকে চিনি পরিবহন করে আগরতলা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন খাদ্য গুদামে গুদামজাত করে গনবণ্টন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় চিনি সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হচ্ছে।

গ) রেলওয়ে বোর্ড যথাসময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেক্ বরাদ্দ না করায় নির্ধারিত পরিমাণ লবন আনায় সক্ষম হয়নি। ১৯৯৫ ইং সনের রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদার মেসার্স ন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ কন্‌জিওমার্স ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড অনুযায়ী, ৯৬ ইং সনের নথিভুক্ত ১ (এক) রেক লবন রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এই লবনের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৯৯৬ ইং সনের রাজ্য সরকার নিযুক্ত ঠিকাদার (জুন, ৯৬ ইং অবধি ) মেসার্স সাবিত্রী সল্ট সাপ্লায়ার্স এর নথিভুক্ত কেয়ুরারী ১৯৯৬ ইং থেকে জুন. ৯৬ অবধি চার রেক লবনের মধ্যে এক রেক লবন ইতিমধ্যেই রেলযোগে রাজ্যাভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। রাজ্য সরকার রেলমন্ত্রককে অবশিষ্ট নথিভুক্ত তিন রেক লবন প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করেছেন। উপরোক্ত দুই রেক লবন যার পরিমাণ প্রায় ৩,৪০০ মেঃ টন ইতিমধ্যে যে পরিমান লবন এসে পৌঁছেছে তাতে গনবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে লবন সরবরাহের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটবে না।

ঘ) বর্তমানে কেরোসিনের মাসিক বরাদ্দ ৩,২১৪ কি, লি, । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকে যে বর্তমান কেরোসিন বণ্টনের স্কেল অনুযায়ী রাজ্যের মাসিক চাহিদা ৩,৫০০ কি, লি, । এই বরাদ্দকৃত কেরোসিন ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন তাদের নিযুক্ত ডিলারের মাধ্যমে আমদানী করে থাকে। গত মে, ১৯৯৬ ইং মাস থেকে রেলওয়ে কর্তৃক প্রয়োজনীয় ট্যাংক ওয়াগন বরাদ্দ না করায়, বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ কেরোসিন রাজ্যে আমদানি করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন ও এন, এফ, রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে ট্যাংক ওয়াগন্ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই অবস্থায় আমরা আশা করছি কেরোসিন এসে গেলে আমরা কেরোসিনের সরবরাহ করতে পারব।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন যে রাজ্যে প্রতি মাসে ১৬,৩০০ মেট্রিক টন চাল, এবং ১২৩১ মেঃ টন চিনি এবং ৩,৫০০ কি, লি, কেরোসিন প্রয়োজন। সে জায়গায় প্রতি মাসে প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি, চাল এবং কেরোসিন কম আমদানী করা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যেমন ধরুন প্রতি মাসে প্রায় ৫০০০ মেঃ টন করে চাল কম আসছে। এই অবস্থায় গত পাঁচ ছয় মাসে এই পরিমাণ হবে প্রায় ৩০,০০০ মেঃ টন চাল। এই যে কম চাল আসছে সেটা কিভাবে রাজ্য সরকার মিট আপ্ করছেন ?

দ্বিতীয়তঃ কেরোসিনের ক্ষেত্রে যে ডিস্ট্রিবিউশন হয় রেশনশপের ডিলারদের মাধ্যমে-সেখানে দেখা যায় রেশনশপের ডিলাররা কেরোসিনের জন্য গেলে প্রায় বলে এখন কেরোসিন নেই। এই রেশনশপ ডিলাররা এবং হকাররা যখন ইণ্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশনের ডিপো থেকে কেরোসিন সংগ্রহ করে তখন তারা সেখানেই কিছু পরিমাণ কেরোসিন কালো বাজারে বিক্রি করে দেয় এবং এই কেরোসিন কালোবাজারে দশ থেকে পনের টাকা প্রতি লিটার বিক্রি হয়। কাজেই, এই সমস্ত রেশনশপ ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ? তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী)** :—স্যার এখানে মাননীয় বিধায়ক দুইটি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন রেখেছেন। একটা হচ্ছে—প্রতি মাসেই যদি রাজ্যে চাল কম আসে তাহলে রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থা কিভাবে চালু রয়েছে ? আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি সময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে না। মাননীয় বিধায়ক রাজ্যের একজন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন যে, এই বাধাটা সব সময়ে থাকে না। পরবর্তী সময়ে আমরা সেই বাধাটাকে মিটিয়ে ফেলতে সমর্থ হই। দপ্তরে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে—কোথায় কতটুকু প্রয়োজন, সেইভাবে চাল দেওয়া হচ্ছে, আমরা চরম মজুত দিয়ে রাখছি না। তবে দৈনন্দিন যে চাহিদা রয়েছে সেটাকে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে সময়মতই।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন কেরোসিনের ব্যাপারে, আমি আগেও এই ব্যাপারে বলেছি এবং এখনও বলছি, যদি বণ্টন প্রণালীতে কোথাও কোন অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে দপ্তরের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করুন। নিশ্চয়ই তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি মাসেই চপর থেকে বাজারের অবৈধ কেরোসিন বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। কেইস হয়েছে। আমরা সজাগ আছি। আপনাদের কাছে যদি সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য থাকে তাহলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।

**শ্রীমতিলাল সাহা** :— স্যার, কেরোসিনটা পেট্রল পাম্পের মাধ্যমে আনা এবং সেখানে থেকে গণ বণ্টন ব্যবস্থা করা হলে অবৈধ ব্যবস্থা বন্ধ হবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গণবণ্টন ব্যবস্থা যদি সঠিক পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে তাহলে বাজারে বেশী দামে কি করে কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে ? আমি কত সুনির্দিষ্ট তথ্য দেব ? সেখানে যাবেন সেখানেই তো তেল বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে।

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী )** :— স্যার, আমরা বলছি যে এই ব্যবস্থার উপর আমরা নজর রাখছি। অভিযোগ থাকলে অবশ্যই জানাবেন এবং আমরা ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জানাবেন কি মাসে চারসপ্তাহের মধ্যে ভোক্তাদের কত সপ্তাহের চাল নিয়মিত দেওয়া হয়ে থাকে রেশন থেকে ? মোহনপুর খাদ্য গোদাম থেকে গত মাসেও ৩৭টি রেশন দোকানে মাত্র তিন সপ্তাহের চাল দেওয়া হয়েছে। ভোক্তারা বাকী চালটা আর পান নাই। আমি মনে করি সদর উত্তরাঞ্চলের গরীব মানুষের উপর চাল বণ্টনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বৈষম্য দেখাচ্ছে সরকার। মাননীয় মন্ত্রীর এই ব্যাপারে বক্তব্য কী ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন হলে দপ্তর থেকে খোঁজ করে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া যেত। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৩৬।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৩৬।

শ্রীসমীরদেবসরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার; উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিসপেনসারীগুলি ভাড়া ঘরে আছে। এই সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জায়গা যদি নির্দিষ্ট করা থাকে এবং যদি পঞ্চায়েত থেকে জায়গা দেওয়া হয়, সেই জায়গায় গৃহ তৈরী করার কথা দপ্তর বিবেচনা করবেন কিনা? এবং আর যেসমস্ত ঘরগুলি আছে, পঞ্চায়েতের দেওয়া ঘর কিন্তু সেখানে কোন বসার মত ব্যবস্থা নেই অথবা ঘরগুলি ভগ্নদশা অবস্থা সেই জায়গায় ঘরগুলি মেরামত করার দায়িত্ব দপ্তর নেবেন কিনা?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী):—স্যার, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এটা ঠিক বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ভাড়া করে এই সমস্ত ডিসপেনসারী চলছে এবং সেগুলি খুব অব্যবস্থার মধ্যে আছে। বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি। সেই কারণে আমি প্রত্যেকটা ব্লকে অনুরোধ রাখছি যে তারা যেন গাঁও পঞ্চায়েত থেকে জে, আর, ওয়াই, এন, আর, ওয়াই, ও, বি, পি এবং নানা রকম স্কীম থেকে পঞ্চায়েত থেকে সেই ঘরগুলি করে দেয় এবং অন্যান্য যে পরিকাঠামো সেগুলি হেলথ দপ্তর যথোপযুক্ত ভাবে করবে।

শ্রীসমীরদেবসরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, আর, ওয়াই এবং অন্যান্য স্কীম থেকে করার জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এই ধরনের ডিসপেনসারীগুলি বা প্রাথমিক হাসপাতালগুলি করার জন্য প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। সেখানে আবার একটি বক্তব্য থেকে যায় ঐ ও, বি, পি, পেট্রান বা এই সমস্ত স্কীমের মত যদি দপ্তর তাঁর ৬০ শতাংশ দেন তাহলে আর, ডি, দপ্তর এর যে কাজ আছে তার বাকি ৪০ শতাংশ দিতে পারবেন এই ধরনের প্রস্তাব তারা রেখে থাকেন। কাজেই, ঐ স্কীমটাকে এইভাবে বিবেচনা করা যায় কিনা অথবা যদি না হয় তাহলে ডাইরেক্টলি যাতে আর, ডি, থেকে করা হয়, ডাইরেক্টলি আর, ডি থেকে যেন পারসেন্ট দেয় যাতে করে হয় তারজন্য কোন নির্দেশিকা যাবে কিনা?

শ্রীবিমল সিনহা ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ধর্মনগরের তিন চার জায়গায় এই রকম হয়েছে। ঐ ইরেন স্কীমের আওতায় কমপ্লিট বিল্ডিংসও করা হয়েছে এবং সেখানে খুব ভালভাবে ডিসপেনসারী চলছে। সেখানেও খুব ভিন-সাইনেজ ফ্রি এখন সেখানে করা হয়েছে। কাজেই, এটা ব্লক থেকে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নিজস্ব উদ্যোগ নিলে এইসব ডিসপেনসারীগুলিকে চালু করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষ্ণপুর ):—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে, গণ্ডাছড়া মহকুমার গণ্ডাছড়ায় ছয় শয্যা বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কথা ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত কি অবস্থায় আছে এবং কবে নাগাদ এটার গৃহ প্রবেশ করা যাবে বলে আশা করা যায় এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—স্যার, গণ্ডাছড়ার ব্যাপারে এটা সত্য যে, ছয় শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল করার কথা ছিল এবং প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে সেখানে যে পরিমাণ পরিকাঠামো, বাড়ী, আর উপরে বেসিন ছাড়ে আমরা আশা করে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রথম আপত্তি আসে সেখানে লেট্রিন, ইউরিনাল এইগুলি তৈরী করা নিয়ে। আরপর ব্লক থেকে

সেখানে অবজেকশান আসে যে, এখানে করলে তাদের অসুবিধা আছে। সেই কারণে যে জেটে করার কথা ছিল সেটা আবার রি-কনসিডার করতে হয়েছে। অন্য আর একটি জায়গায় পেছন দিকে একটি টিলার উপরে একটি পি, জে, পির তৈরী করা ঘরের মধ্যে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু সেখানে আবার নতুন সমস্যা দেখা গেছে সি, আর, পি, এফ বা আলাদা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি না থাকে, কারণ আপনারা জানেন গঙ্গানগর এলাকা খুব সেনসেটিভ এলাকা এখানে এটা সম্ভব না। ঐ জায়গাতে সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকতে যদিও আমরা সেখানে একটি স্কুল তৈরী করে পেছনদিকে রুতায় করে আমরা সেখানে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রীসমীরদেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ... চাইছি যে পশ্চিম ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এই ধরনের শুধু হেলথ ... ক্ষেত্রে দেখেছি ডিসপেনসারী বা অন্য এগ্রিকালচার ... সেখানে জেলা শাসক এর অফিস থেকে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি, সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

২নং হচ্ছে, খোয়াই মহকুমার তুলাশিখড় এবং বেহালাবাড়ীতে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেটা কি পর্য্যায়ে আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমাদের এই সম্পর্কে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এবং উনাদের উদ্যোগে এই বেহালাবাড়ী হেলথ সেন্টার করার উদ্যোগ তারা নিয়েছেন। শুধু বেহালাবাড়ী নয় তুলাশিখড়ের দায়িত্ব তারা নিয়েছেন এবং তুলাশিখড় আমরা পি, ডাব্লিউ, ডিকে দিয়ে করাচ্ছি কিন্তু বেহালাবাড়ী আমরা ডি, এম, লেবেল থেকে করানো হচ্ছে। আর খিলাতলী যেটা প্রশ্ন করা আছে সেটা আমার জানা ছিল না এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা ( রাইমাভ্যালী ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী বাহাদুর বলেছিলেন যে আমরা সব দিকে লক্ষ্য রেখে সুষ্ঠুভাবে চালানোর চেষ্টা করেছি, তা হলে রইস্যাবাড়ী, তীর্থমুখ, করবুক, আজকে ২ বছরের উপরে সেখানে কোন ষ্টাফ নেই। সেখানে কোন ডাক্তার যায় না, সেখানে কোন ঔষধপত্র নেই, এই প্রশ্নটা আমি আগেও করেছিলাম, সেখানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কোন উদ্যোগ আছে কিনা ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবিমল সিংহা ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রইস্যাবাড়ী তীর্থমুখ করবুক। ১ নং তীর্থমুখে ডাক্তার আছে। সেখানে ৬ বেডের হাসপাতাল আছে, ঔষধও আছে। প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে প্রেসক্রিপশান করার পর ঔষধ কেনার মত কোন ডিসপেনসারী নেই, ৩০ কি. মি. এর মধ্যে। তাদেরকে নতুন বাজারে গিয়ে ঔষধ কিনতে হয়। এটা একটা সমস্যা সেখানে। এই সমস্ত বিবেচনা করে যাতে এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র সময় পাওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা আমরা করেছি। সেখানে দুইজন ডাক্তার ছিলেন। একজন প্রায়শই নানা অজুহাত দিয়ে ছুটিতে থাকেন তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার তীর্থমুখের ব্যাপার। তীর্থমুখ যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেখানে পেরা মেলিটারী থাকেন, সি. আর. পি. এরাও থাকেন, এখানে যারা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারী তাদেরও চিকিৎসার দরকার, তা ছাড়া অগণিত ট্রাইবেল আছেন তাদের জন্যও এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব সময় এই ব্যবস্থাটা চালু করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে করবুক সেখানে হাসপাতালটা চলছে না তবে তা আউটডোর হিসাবে চলছে। সেখানে ডাক্তারবাবুর একটা কোয়ার্টার ছিল দুঃখের বিষয় সেই কোয়ার্টারটার পি. ডাব্লিও. ডি. হেণ্ড ওভার করার আগেই এটা অভার হয়েছিল খুব সম্ভবত গত বামফ্রন্ট আমলে কাজ হয়েছে জোট আমলে, জোট-বামফ্রন্ট কথা নয়, বিল্ডিংটা হেণ্ড অভার করার আগেই তা ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে, ডাক্তারবাবু থাকার মত সুবিধা সেখানে নেই। যে কারণে ডাক্তারবাবুকে বাইরে থেকে আসতে হয়। কিন্তু সেখানে আউটডোর যেটা আছে সেটা চলছে। তবু আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের এখানে একটা সেক্রেটারী এবং সমস্ত মন্ত্রীদের নিয়ে একটা হাইলেভেল মিটিং হয়েছে. সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ক্যাটেগরিকেলি আমরা করবুক হাসপাতালকে আমরা ২-১ মাসের মধ্যে সমস্ত বেড আমরা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তারপর আছে বইসাবাড়ী এই বইসাবাড়ীতে কোন ষ্টাফ নেই এটা ঠিক নয়। সেখানে একজন ধাই আছে একজন বাংখল মহিলা, সেখানে আপনার পেরামেডিক্যাল ওয়ার্কার আছে. সর্বজন বিয়াং এর ছেলে সেখানকার এম. পি. ডাব্লিও এটা ঠিক না সেখানে কোন স্টাফ নেই। ডাক্তারবাবুও আছে কিন্তু সেখানে ডাক্তারবাবু সেখানে থাকতে নানা কারণে ভয় পান। বেশীর ভাগ সময় তিনি অনুপস্থিত থাকেন সেটা হচ্ছে অজুহাত। সেখানে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অন্যান্য স্টাফরা থাকে সেই ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা অন্যান্য দপ্তরেরও সহযোগিতা চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, যে মনিরামবাড়ী সাব-সেন্টারের ঘর তো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে এবং সেখানে একজন ফার্মাসিস্ট আগে ছিলেন, এখন সেখানে ফার্মাসিস্ট যান না, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় আমাকে ঔষধ পর্যাপ্ত দেওয়া হয় না। আমি কি করে এটা চালাব। এবং দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে মতাই সাব সেন্টারে একজন ডাক্তার ছিলেন এখন সেই ডাক্তার নেই আজকে প্রায় ৩ বৎসর হয়েছে। সেখানে কোন ডাক্তার দেওয়া হবে কিনা?

**শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী)**:— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছে মনিরামবাড়ী সাব সেন্টার সম্পর্কে তা কিছুটা সত্য। ঔষধ পত্র প্রচুর নেই এটা ঠিক। তবে ফার্মাসিষ্ট কেন থাকেন না সব সময় তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। আর দ্বিতীয় মতাই সম্পর্কে যা বলেছেন তা ঠিক নয়। এখানে রোগীর যা সংখ্যা তাতে একজন ফার্মাসিস্ট দিয়েই কাজ হয়। তাছাড়া কাছেই খবামুখ, নল্‌বা, বিলোনীয়া আছে। যদি ডাক্তারের প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই দেওয়া হবে। তবে রোগীর আনুপাতিকহারে সেখানে একজন ফার্মাসিষ্ট হলেই চলে। সেই ফার্মাসিষ্ট ঠিকমত থাকেন কিনা সেটা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৫।

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :—স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৫।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে অনেক ফার্মাসিস্ট বেকার আছে,

২। থাকলে কত জন,

৩। ইহা কি সত্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ফার্মাসিস্ট পাশ নয় এমন ব্যক্তিবর্গকে ডি, ডি ক্যাটাগরি লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে,

৪। সত্য হয়ে থাকলে কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্যে ফার্মাসিষ্ট বেকার আছেন।

২। ৫৬ জন।

৩। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত রাজ্য ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিল থেকে ফার্মাসিষ্ট পাশ করা নয় এমন ব্যক্তিদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪। এই রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার ভিত্তি নিম্নরূপ :

ক) ন্যূনতম মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা পাশ হতে হবে। এবং কমপক্ষে ৫ বৎসরের ডিস্পেন্সিং অ্যাণ্ড কম্পাউণ্ডিং অব ড্রাগস্-এ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

খ) উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজ্য ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিল দ্বারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তারপর কিছুদিনের জন্য একটা ওরিয়েনটেশান ট্রেনিং নিতে হবে।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বেকার সংখ্যা ৫৬ জন বলেছেন। কিন্তু এ বছর বেড়িয়ে আসলে তাদের সংখ্যা ১০০ হয়ে যাবে। এই সমস্ত বেকার ফার্মাসিষ্টদের অবিলম্বে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ ফার্মাসিষ্ট নয় এমন যে সব ব্যক্তিদের, ফার্মাসিষ্টদের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্য ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিলের গাইড লাইন মতই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে যেখানে ডিপ্লমা প্রাপ্ত ফার্মাসিষ্ট বেকার রয়ে গেছেন সেখানে তাদের রেজিষ্ট্রেশন লাইসেন্স না দেওয়াই উচিত। কেন না, রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, ২৫০০ মত। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে দোকান আছে, ১২০০ থেকে ১৩০০ মত। কাজেই এ দিকটি বিবেচনা করে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় সদস্য যে সব ব্যক্তিদের হয়ে এখানে বলছেন, তারা যেমন আপনার কাছে গেছে ঠিক তেমনি আমার কাছেও এসেছে। আপনার জেনে রেখা ভাল, এই ডি সার্টিফিকেটে তাদের আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই কিছুক্ষণ আগেই শুনলেন, ফার্মাসিষ্ট তীর্থমুখে নেই ? তারাও যাবে না, অন্যকে যেতে দেব না এটা কেমন কথা ? তারা আপনাকে কি বুঝিয়েছে তা জানি না। কিন্তু এইসব ছেলেরাও মূলতঃ সেলস্‌ম্যানের কাজ করছে। তারা কিছু ঔষধ বিক্রি করছে। আর ওদেরত সব কিছু করার অধিকার আছে। এমন কি ওরা প্রেসক্রিপশানও করতে পারেন। ব্রজেন্দ্রনগরে কোন ডাক্তারখানা নেই। সেখানে একটি ঔষধের দোকান খুলতে দেব না তাও হতে পারে না ? এতে ত্রিপুরা রাজ্যের অগনিত বেকারের সাহায্য হচ্ছে। যে সব তথ্য মাননীয় সদস্য এখানে দিলেন তা সত্য নয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমাকে বুঝানোর প্রশ্ন নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে একথা কেন বললেন, বুঝলাম না। কেন রেগে গেলেন তাও বুঝলাম না। আমি ত বলছি, এখানে যে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, তা ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিলের একট রেসেই করা হচ্ছে।

আমার বক্তব্য হচ্ছে ফার্মাসিষ্ট কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার গাইডলাইন মতে ত্রিপুরার ফার্মাসীষ্ট কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এবং সেই এ্যাক্ট মানা হয়। সুতরাং কে ইনষ্ট্রাকশান দিয়েছে যে ২০০৫ সালের পর কোথায় কোন রেজিষ্ট্রেশান ডিপ্লোমা নয় ডিগ্রী ছাড়া কাউকে দেওয়া হবে না। এই রাজ্যের ১০টা সাবডিভিশানে ২০টা ঔষধের দোকান খোলার জন্য দিন সেটা আলাদা ব্যাপার সেটা সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত লাইসেন্সগুলি সোনামুড়ায় কয়টা দেওয়া হয়েছে, আগরতলায় কয়টা দেওয়া হয়েছে, বিলোনীয়ায় কয়টা দেওয়া হয়েছে, সাব্রুমে কয়টা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বর্ডার অঞ্চলগুলিতে আজকে ঔষধের রেজিষ্ট্রেশান নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রতিদিন উঠছে। সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে একটা বিরাট কালো বাজারী চলছে। প্রতিটি বর্ডারেই বি এস এফ বা পুলিশের হাতে বিভিন্ন ভাবে ধরা পড়ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সুচারু করার জন্য আরও বাড়ানোর জন্য যে অঞ্চলগুলিতে নেই যেমন, তীর্থমুখে নেই, সেখানে দেন আমার কোন আপত্তি নেই, সে সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, এটার সঙ্গে রিলেটেডও না। ত্রিপুরার ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া কি অল ইণ্ডিয়া ফার্মাসী কাউন্সিলকে গাইড লাইন মানেনা। সেই গাইডলাইন মেনেইতো ১৯৪৮ ইং সালে এখানে হয়েছে আমি কারও দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারোর এজেন্ট হিসাবেও আমি এখানে এটা বলিনি। এটা খুব পরিতাপের বিষয়। আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কেন বলেছেন আমি জানিনা।

**শ্রীবিমল সিনহা ( মন্ত্রী ):—** মাননীয় সদস্য মহোদয়কে বলছি, এটা পারসন্যালী নেবেন না। উনি অযথা পারসন্যালী নিচ্ছেন। এটা মোটেই পারসন্যাল ব্যাপার না।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরার সেক্রেটারী, হেল্থ এ্যাণ্ড ফেমিলী ওয়েলফেয়ার অব ত্রিপুরাকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের স্বার্থে আপনারা কি করবেন সেটা আলাদা ব্যাপার।

**শ্রীমতিলাল সাহা ( কমলা সাগর ):—** ডাপ্পিকেটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যারা ফার্মাসি পাশ করা না তাদের লাইসেন্স দেওয়া হবে তবে তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা হতে হবে মাধ্যমিক পাশ কম্পাউণ্ডার হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা তার আছে কি নেই সেটা নিরূপণ করার অথরিটি কে, কে তাকে সার্টিফিকেট দেবে। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত ফার্মাসিষ্ট বেকার আছেন, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাইরে পাঠানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। আমরা জানি অনেক বেকার আছে যারা রাজ্যের বাইরে পড়াশুনা করছে। আদার ষ্টেটে ফার্মাসীতে পড়াশুনা করবার জন্য রাজ্যের কোন কোটা আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীবিমল সিনহা ( মন্ত্রী ):—** স্যার, প্রথমেই আমি বলছি বুঝতে ভুল করা হচ্ছে। রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া তার তিন বছর পড়াশুনা করে ডিপ্লোমা পাশ করা দুটো এক জিনিষ না। অনেকে এটা গুলিয়ে ফেলেছেন দুটোই বুঝি এক। এখানে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছে কে পরীক্ষা করবে, কে সার্টিফিকেট দেবে ? এখানে বিভিন্ন প্রাইভেট ডাক্তার আছেন, বা বিভিন্ন নার্সিংহোম আছে তারা সার্টিফিকেট দিতে পারে। তারপরও আমরা সন্তুষ্ট না তাদের আবার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ড্রাগ কনট্রোলার ফার্মাসী কাউন্সিল থেকে। তারপর যার যোগ্য হবে তাদের আবার ২/৩ মাসের ওরিয়েন্টেশান কোর্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যাতে যে কোন ভাবেই ভুল ঔষধ বিক্রি করতে না পারে। এইভাবে করা হচ্ছে। হাইয়ার এডুকেশান সম্পর্কে যেটা বলছেন

বি, ফার্মা কোর্সে পড়ার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে ২।১ টা কোটা আসে। প্রতি বছরই আসে, এবারও বোধ হয় এসে গেছে বা আসবে।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সীট যদি ২।১ টা হয় তাহলে কি ভাবে তা বণ্টন করা হয়ে থাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :**—স্যার, এটা হঠাৎ করে কিছু বলতে পারছি না, দেখে বলতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :**— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

**শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী :**— স্যার এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৩২।

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :**—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বৎসরে স্বনির্ভর প্রকল্পে বেকার যুবক, যুবতী বা গ্রামীণ দরিদ্র কৃষককে ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা কত ছিল।

২। এর মধ্যে কত জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, (আই. আর. ডি. পি, শিল্প ঋণ প্রধান মন্ত্রী রোজগার যোজনায় আলাদা হিসাব।)

৩। ইহা কি সত্য যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তালবাহানায় অনেক স্বীকৃত বেনিফিশারী ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

৪। সত্য হইলে ঐ সব স্বীকৃত বেনিফিশিয়ারীর জন্য সময় সীমা বাড়িয়ে পুনরায় ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

**উত্তর**

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্পে বেকার যুবক যুবতী বা দরিদ্র কৃষককে ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা প্রকল্প অনুযায়ী নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| ক) **PRMY** | 1.300 জন। |
| খ) **TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment)** | 2.500 জন। |
| গ) **S. E. P. (STATE)** | 500 জন। |
| ঘ) **IRDP (গ্রামীণ কৃষক)** | 20,000 জন। |

২। উক্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ঋণ প্রাপকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| ক) স্বনির্ভর প্রকল্প (**PMRY**) | ৫৯০ জন |
| খ) **IRDP** | ১৪৫৫৯ পরিবার |
| গ) **TRYSEM** | ৩৮০৮ পরিবার। |

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে এটা পরিস্কার ধরা পড়েছে যে লক্ষ্য মাত্রা ছিল সেটা পূরণ করা হয়নি কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম ধরা হয়েছে। যে সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীদের সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঋণ পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার থেকে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল এবং ব্যাংকের অফিসারগণও সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারপর দেখা গেল ব্যাংক থেকে বেকারযুবক-যুবতীদের বলা হলো তোমরা অমুক অমুক স্কীম করে আন। কিন্তু দেখা গেল অনেক বেকার যুবক-যুবতী প্রায় ২০০০ হাজার আড়াই হাজার টাকার খরচ করে এই সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করে আনার পরও তারা ঋণ পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী ( মন্ত্রী )** :— ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক বৎসরে পি. এম. আর. ওয়াই প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সর্বমোট ১৩,০০০ জনকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। জেলা শিল্প কে এই আর্থিক বৎসরে মোট ১,৮৯৩টি দরখাস্ত ব্যাংকে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য পাঠিয়েছে।

গত ৩১শে জুলাই ১৯৯৬ইং পর্যান্ত মোট ৫৯০ জনকে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। গত ৩১শে জুলাই ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত ৬০০(ছয়শত) দরখাস্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণ বিতরণের জন্য পড়ে আছে। এই ৬০০ (ছয়শত)টি দরখাস্তের ঋণ বিতরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ দরখাস্তকারীকে বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পন্ন না করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ টি আর, ওয়াই, এস, ই, এম প্রকল্পে ৩৮৩৮ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৪২৬ জন যুবককে মঞ্জুরীভিত্তিক স্বনির্ভর প্রকল্পে আনা হয়েছে এবং বাকী ৬৪৪ জনকে আই, আর, ডি, পির মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আই, আর, ডি পি, লোন টারগেট ফিল আপ না হবার অন্যতম একটি কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কম আর্থিক বরাদ্দ করার জন্য। যেখানে রাজ্য সরকার ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা দিয়েছে। ফলে আমরা সমস্ত ফিনানশিয়েল টারগেট অ্যাচিভ করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করতে হয় এই প্রকল্পটি হচ্ছে যৌথ প্রকল্প। এই প্রকল্পের টাকা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৫০ : ৫০ প্রয়োজন। এস, ই, পি, স্কীমে ৫০০ টারগেট অনুযায়ী ১৯১ জন বেনিফিসিয়ারীকে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল (পঃ ত্রিপুরা-৭৪, উঃ ত্রিপুরা-১০১ এবং ধলাই জেলা-১১৬ ) কিন্তু ভর্তুকী টাকার অভাবে এই কেইসগুলি পেণ্ডিং রয়েছে। সাবসিডি বাবদ ১৯৯৫-৯৬ইং সালে বাজেট বরাদ্দে যে ১২ লক্ষ টাকা সংস্থা ছিল তা দিয়ে আগের বছরের কেইসগুলি সেংশান করার জন্য শেষ হয়ে যায়। বাজেট বরাদ্দে অপ্রতুলতার জন্য সাবসিডি স্যাংশান করা হয়নি। এই বৎসর আমরা এই খাতে আমাদের স্বল্প বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

**শ্রীসুবল রুদ্র ( সোনামুড়া )** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও একটি লম্বা হিসাব দিয়েছেন। দেখা গেছে যে, এই সমস্ত স্কীমে যেমন আই, আর, ডি, পি, স্কীম ইত্যাদি যে সমস্ত ঋণ ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে, যেটা উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা যতটুকু জানি যে ঋণগুলি সেখানে ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে, গভর্ণমেন্ট যে সাবসিডির টাকাটা ব্যাংককে দিয়েছে, ধরুন, কোন আই, আর, ডি, পি, স্কীমে যদি ১০ হাজার টাকা হয় তার সাবসিডি যদি ৫ হাজার টাকা গভর্ণমেন্ট থেকে দেয়, তাহলে সেই ৫ হাজার টাকা বেনিফিসারীকে দিয়েই ঋণ শুদ হয়ে গেছে এই কথা লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকে।

অসংখ্য ঘটনা আছে। ২০ হাজার টাকা সেংশান হলে পরে তার সাবসিডির টাকাটা দিয়ে বাকী টাকাটা যখন তখনই হুগুল করে নিচ্ছে ব্যাংক। এই ধরণের ঘটনা ব্যাংকগুলিতে ঘটছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা এবং এই তথ্য বিভিন্ন এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে বেনিফিসারী সে মনে করল ৫ হাজার টাকা পেয়েছে এইটা যথেষ্ট এবং যে স্কীমটাকে ইমপ্লিমেন্টেশান করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সে স্কীমটাকে সামনে রেখে সেখানে সাবসিডির টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেই স্কীমটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং সেল্ফ অ্যামপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে হোক, অথবা আই, আর, ডি, পি'র ক্ষেত্রেই হোক অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক এইটা ফলপ্রসূতা লাভ করছে না ব্যাংকের এই গাফিলতির জন্য, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, প্রথমত: হচ্ছে এই আই, আর, ডি, পি, প্রকল্প শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে দেখা গেছে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১৫ থেকে ১৬ বৎসর আগে নেওয়া এই কর্মসূচী প্রকৃতপক্ষে কতখানি সফল হয়েছে সেই নিয়ে আজকে পর্যালোচনার প্রশ্ন উঠেছে, এইটা অল ইণ্ডিয়া লেবেলে। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, সুনির্দিষ্ট কেইস্ থাকলে আমরা সব তদন্ত করে দেখব। তাহলে এই প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশানের জন্য পিরিওডিকেলি রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে ডি, এম, এবং চীফ সেক্রেটারীরা এস, এল, বি, সি, যে কমিটি আছে সেখানে, বা ডিস্ট্রিক্ট লেবেলে যে কমিটি আছে সেখানে তারা পর্যালোচনা করেন। রাজ্য থেকেও এইটা আমরা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, একটা লোককে স্বনির্ভর করার জন্য আজকের বাজারে যে পরিমান টাকার সংস্থান রাখা দরকার তাতে এখানে যে বরাদ্দ হয় তা দিয়ে স্বনির্ভর হয় না। ফলে এই স্কীমটাকে পুন রিভিউ করার জন্য আমরা কেন্দ্রকে অনুরোধ করছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, ১৯৯৫-৯৬ সালের যে টারগেট ছিল ১৭০০ টার, তা থেকে ঠিক করা হয়েছে ৮৯৩টা এবং ব্যাংক'ল ফিনান্স করেছে ৫৯০ জনকে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে বাকী যারা আছে তারা বিভিন্ন ব্যাংকের যা চাহিদা, ব্যাংক যা চায় তারা তা পূরন করতে পারেনি, এইজন্য তাদেরটা হয়নি। এইটা বোধ হয় ঠিক না। কারণ, আমরা দেখেছি যে, বেনিফিসারী সিলেক্ট করেই ডি, আই, সি, থেকে চিঠি পাঠিয়ে দেয় পার্টি যে তুমি সিলেকশান পেয়েছ, তুমি অমুক ব্যাংকে যাও। ব্যাংকে যখন সে সেই লেটারটা নিয়ে যায় তখন ব্যাংকের ম্যানেজার বলে যে এইটা দিয়ে হবে না, এটাই শুধু শেষ কথা না, আপনারটা যদি হয় তো আমরাই আপনাদেরকে চিঠি দেব। তারপর ব্যাংকের চিঠিও আর আসেনা আর সেই লোকেরও আর সেখানে যাওয়া হয়না। তারপর সেই লোক যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে দুই চার বার দৌড়াদৌড়ি করে ডি আই, সিতে, তখন সেখান থেকে তাকে বলা হয় যে এবারতো আপনারটা হল না, বছরওতো শেষ হয়ে গেছে। আপনি আগামী বছর দরখাস্ত করবেন। কিন্তু কার্যত দেখা যায় আগামীবারের জন্য দরখাস্ত করতে গেলে সেই আগের বছর যে সমস্যাটা হয়েছিল সেই সমস্যাটাই আবার হয়। কাজেই, এই যে অবস্থাটা চলছে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের দিয়ে ব্যাংকগুলির সঙ্গে এই সমস্ত পারটিকুলার কেইসগুলি নিয়ে কোথায় কি কারণে কোন কেইসটা দিতে পারেনি সেই সমস্ত জিনিষগুলি দেখবেন কিনা জানবেন কি? তারপর এ ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় আমি একটা ট্রেইডের জন্য একটা দরখাস্ত দিলাম, ব্যাংক যাওয়ার পর বলে যে না এই রকমভাবে হবে না, আর একটা ট্রেড দেওয়া হোক। তখন আমার মনে একটা ধারনা স্বাভাবিক কারণেই আসে যে, আমি একটা ট্রেইড পছন্দ করি এবং আমি সেটা করতে চাই, সেটা না দিয়ে আমাকে দেওয়া হল আর একটা করার জন্য। তখনই আমি

মনে করি যে, আমি যে কোন ভাবে টাকাটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। এই সমস্ত প্রশ্নগুলি এনে আজকে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে যে লোনগুলি আছে সেগুলির ফিফ্‌টি পারসেন্টও হয় না। আই, আর, ডি, পি, বা ছোটখাট যেগুলি আছে সে গুলি তারা পূরন করে। বাকীগুলি মানে বড় অংশের যেগুলি আছে সেগুলি ঠিক ঠিক মত হয় না। অনেক জায়গায় দেখা যায় এক লাখ টাকার প্রজেক্ট, এক লাখ টাকার কষ্ট যেখানে আছে সেখানে দেখা যায় ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকার বেশী উঠেই না। কাজেই, এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ডিপার্টমেন্টের অফিসারকে স্পেশ্যালী নিয়োগ করে খতিয়ে দেখার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই স্কীমটা ১৯৯৩ সালে চালু হয়েছে এবং তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে এবং অন্যান্য রাজ্যের খবরও আমরা সংগ্রহ করেছি যে, সেখানে কিছু ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে আজ কাল। এই বছরের জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে শিলং-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শিল্পমন্ত্রীদের এবং অর্থমন্ত্রীদের একটা বৈঠক হয় এবং সেই মিটিং-এ সমস্ত ন্যাশানালস্‌ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানরাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তৎকালীন ডাঃ দেবীপ্রসাদ পাল মিটিংটা ডেকেছিলেন এবং সেই মিটিং-এ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির এই সমস্ত স্কীমগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। আমরা আমাদের রাজ্যের যে অভিজ্ঞতা সেটা আমরা সেখানে বলেছি। আমি দেখেছি তাতে আমি এখানে ব্যাঙ্কের ভালবাহানা বলব না, ব্যাঙ্কগুলি কেউ কেউ দিচ্ছেন না এমন নয়, প্রত্যেকটা ব্যাঙ্কের টারগেট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডিলে হচ্ছে। এই ডিলের ব্যাপারে পর্যালোচনার পরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডিরেক্‌শন দিয়েছিলেন, ব্যাংকের চেয়ারম্যানরাও তাদের নির্দিষ্ট স্টেইটে তাদের অ্যাকজিকিউটিভদের ডিরেকশন দিয়েছিলেন যে, ইন টাইম যেন ডিসপোজেলটা হয় এবং যদি পরবর্তী বছরের লক্ষমাত্রাটাকে ধরা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই পর্যালোচনা হয়। আমাদের ষ্টেইটের ক্ষেত্রে আগেই বলেছি এগুলি পিরিয়ডিক্যালি চীফ সেক্রেটারী এবং ডিষ্ট্রিক্‌ট লেবেলে সেটা মনিটেরিং হচ্ছে, স্ক্রুটিনি হচ্ছে এবং যদি কোন সুনির্দিষ্ট কেইস আমাদের নজরে আসে আমরা শিল্প দপ্তরের অফিসারদেরকে সেখানে এগুলি দেখবার জন্য বলে থাকি।

ডিষ্ট্রিকট লেভেলে এইগুলি মনিটরিং হচ্ছে এবং যদি কোন সুনির্দিষ্ট কেইস্‌ আমাদের নজরে আসে তাহলে আমরা শিল্প দপ্তরের অফিসারদের এইগুলি দেখার জন্য বলে থাকি।

**শ্রীসমীরদেব সরকার ( খোয়াই ) :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় ষ্টেট্‌ লেবেলে বা ডিষ্ট্রিক্‌ট লেভেলে আমরা যখন টার্গেট দিয়েছি আমাদের রাজ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অনেক জায়গায় এস, ই, পি, অথবা এস, ডি, পি, এর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেননি,' সেই ক্ষেত্রে অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে টার্গেট দেওয়া হয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি লেভেল থেকে তখন তারা কোটা বণ্টন করা, বেনিফিসিয়ারী বা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ব্যাংকগুলি যেমন ইউ, বি, আই, বা এস, বি, আই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে এইটা কার্যাকরী করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা নেন্‌। এইগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ? যদি জানা থাকে তাহলে এরিয়া অপারেশন গ্রামীণ ব্যাংক এর সেগুলিকে পরিবর্তন করে অন্য ব্যাংকের সে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া হবে কি না বা ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাংকের অবস্থা সবারই জানা আছে। সেই জন্য পি, এম, আর, ওয়াই, এফ, এ আমরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে যুক্ত করি নাই। এবং তারাও অলরেডি তাদের ইন-অ্যাবিলিটি একস্‌প্রেসড করেছেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মত হয়েছে। কাজেই, এইটাকে রিভাইভ করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আর অন্যান্য যে সমস্ত কমার্শিয়েল ব্যাংক বা নেশনেলাইজড ব্যাংক রয়েছে তারা দায়িত্ব নিচ্ছেন না বা কিছু করছেন না, এই ধরনের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। তবে পারস্যুয়েশনের দরকার হয়। আমি আগেই বলেছি যে সময়মত হয়তো তারা সেগুলি ডিস্‌পোজ অফ করছেন না। সে ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট বা ষ্টেট লেভেলে প্রতিনিয়ত তদারকি চলে।

**মিঃ স্পীকার :**— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি—সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নোগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— মিঃ স্পীকার স্যার, জিরো আওয়ারে আমার বক্তব্য হলো আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅশোক দেববর্মার সিকিউরিটি নাই অর্থাৎ পারসোন্যাল গার্ড নেই—সে গত সেশন থেকে। এবং সেটা গত সেশনেও বলা হয়েছে। এখন কি কারণে কেন তিনি পি, জি, পাচ্ছে না এবং এই ব্যাপারে তিনি বার বার রিপ্রেজেনটেশনও দিয়েছেন সে রিপ্রেজেনটেশনের উপরও সঠিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি স্যার। এখন গত ১৫ দিন পর্যন্ত তার কোন প্লেইন ক্লথেড সিকিউরিটি নাই স্যার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক বাবু থেকে আমি রিপ্রেজেনটেশন পেয়েছি। আরক্ষা দপ্তরের অফিসারদের বলেছি ব্যাপারটা জানানোর জন্য। তাদের কাছ থেকে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি—যে, অশোকবাবু বাড়ীতে এই পি, জি কে রাখতে চান। তিনি যে এলাকায় থাকেন সেখানে একবার নয় দুইবার এই ঘটনা ঘটেছে এবং এইটা নিয়ে একটা মামলাও হয়েছে। এবং তার আগের পি, জি, কে বদল করে অন্য পি, জি, দেওয়ার জন্য আমি বলেছি। কিন্তু আরক্ষা দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে এখন এই মুহূর্তে ঐ এলাকায় পি, জি, দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, আমরা অশোকবাবুকে অনুরোধ করব সুনির্দ্দিষ্টভাবে আগরতলা শহরে বা এম, এল, এ, হোষ্টেলে থাকার জায়গা আছে সেখানে এখন উনি থাকুন। আর বিধানসভা শেষ হবার পর উনার সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিধানসভার পর উনাকে পি, জি, উইথ আর্মস দেওয়া হবে।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— স্যার, সেটা না হয় পরে দেবেন। কিন্তু এই সেশনের মধ্যে যদি তিনি বাড়ী যেতে চান তাহলে শর্ট টাইমের জন্য দুই একজন পি, জি, না হয় ব্যবস্থা করে দেবেন উনি বাড়ী গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :**— সেটা সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রোগ্রাম করলে পরে দেখা যাবে।

**মিঃ স্পীকার :**— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**—মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে যে লিষ্ট অব্‌ বিজনেস্‌ দেওয়া হয়েছে তাতে নাম্বার-২ তে রেফারেন্স পিরিয়ড বা কলিং অ্যাটেনশন পিরিয়ড এর উল্লেখ নেই। তাহলে আপনি এখন রেফারেন্স পিরিয়ড শুরু করছেন কিভাবে। এখানে নাম্বার-২ তে রয়েছে ফিনান্‌সিয়াল বিজ্‌নেস্‌। যদি রেফারেন্স নোটিশ না

থাকে তাহলেও এখানে উল্লেখ থাকা দরকার এইভাবে যে রেফারেন্স পিরিয়ড অ্যাণ্ড কলিং অ্যাটেনশন পিরিয়ড ইফ আানী। কিন্তু সেটা এইখানে করা হয়, স্যার।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার মাননীয় সদস্য যা' বলেছেন ঠিকই আছে, এইটা ভুল হয়ে গেছে এইটা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে নিয়ে উল্লেখ্য বিষয়গুলির কয়েকটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরিক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি ক্রমান্বয়ে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকিব এবং যে সদস্যর নাম ডাকিব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করিবেন। রেফারেন্স পিরিয়ডের প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথকে অনুরোধ করছি।

**শ্রীরতনলাল নাথ ( মোহনপুর ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "অপারেশনের পর ইনফেক্শন-হাসপাতালে চক্ষু খোয়ালেন ৯ জন রোগী" এই শিরোনামে গত ৮ই জুলাইয়ের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না পাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীবিমল সিনহা ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটির উপর আমি আগামী ২৭-৮-৯৬ইং তারিখে বক্তব্য রাখিব।

**মিঃ স্পীকার :—** রেফারেন্স পিরিয়ডের দ্বিতীয় নোটিশটির বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমদন দাস এবং মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজাকে অনুরোধ করছি। উনারা বিষয়বস্তুটি যুগ্মভাবে এনেছেন।

**শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা ( রাইমাভ্যালী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, "ডম্বুর জলাশয়ের চতুর্পার্শ্বে মৎস্যজিবীগণ ডম্বুর জলাশয়ের মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বর্তমানে মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি তাঁহার বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটির উপর আমি আগামী ২৭.৮.৯৬ইং তারিখে বক্তব্য রাখিব।

**মিঃ স্পীকার :—** রেফারেন্স পিরিয়ডের তৃতীয় নোটিশটির বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথকে অনুরোধ করছি।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** ( কদমতলা ) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ৯ই জুলাই চুরাইবাড়ী থানাধীন বৈকনার নীতিকেশ শর্মা দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টির উপর আমি আগামী ২১.৮.৯৬ ইং তারিখে বক্তব্য রাখিব।

## CALLING ATTENTION.

**মিঃ স্পীকার :—** আমি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়-এর কাছ থেকে। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—"বিলোনীয়া, মহকুমার শান্তিরবাজার আই. এস. এর অধীন সর্বাধীন বিরাং পাড়া ইস্কুল, লাউপাঙ্গ স্কুল সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে বিগত কয়েকমাস ধরে নিয়মিত মিড ডে মিলের চাল না পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি সে বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( মন্ত্রী ) **:—** মিঃ স্পিকার স্যার, আমি বিষয়টির উপর আগামী ২৭.৮.৯৬ইং একটি বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ অপর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "HARD CARD জুমিয়াদের বিভিন্ন স্কীমে পুনর্বাস দেওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি ঐ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** ( মন্ত্রী ) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী, ২৮.৮.৯৬ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ২০.৮.৯৬ইং তারিখে বিকালবেলা ভট্টপুকুরে পথ দুর্ঘটনায় রিক্সা শ্রমিকের মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

## GENERAL DISCUSSION THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1996-97

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি ২৩ তারিখ এর উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর (জেনারেল ডিসকাশান অন্ দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯৬-৯৭ইং) বিস্তৃত আলোচনা।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যেসকল সদস্য মহোদয় অংশগ্রহন করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে শুরু করার কথা।

**মিঃ স্পীকার :—** হ্যাঁ, বিরোধী পক্ষ থেকে আরম্ভ করুন। রতনবাবু বলবেন, তাহলে শুরু করুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় অর্থ দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় যে, বাজেট পেশ করেছেন তা এক কথায় অনুপম। কারণ, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প আর শুভংকরী আর্যা জানা না থাকলে এই বাজেট নিয়ে কথা বলা ভীষন বিপদ। কারণ, উনি পেশ করেছেন ১ হাজার ২শত ৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার বাজেট। এক পয়সাও ঘাটতি নেই, এক পয়সাও কর নেই। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই চমৎকার বাজেট থেকে আমার ধারণা ত্রিপুরাবাসী উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ, প্রথম থেকে আমি একটি একটি করে বলছি, বলতে গেলে সাত কাহন লাগবে। প্রতিটি ছত্রে ছত্রে আপনাদের উত্তর দেওয়ার আছে। কিন্তু এটা সম্ভব না সময় নেই। আমি প্রথমেই বলেছি দুই নাম্বারে উনি যেটা বলেছেন যে, ফিনানসিয়াল ডিসিপ্লিন যে স্বীকৃতির কথা প্রশংসার কথা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু ব্যাপারটি একটু অন্য রকম ১৯৯২-৯৩ইং সালে যে ফিনানশিয়াল ডিসিপ্লিনের জন্য প্লেনিং কমিশন ১২ কোটি টাকা দিয়েছে, এটা ওরা সব সময় দেয়। এটা হচ্ছে জোট সরকারের শেষ বর্ষ, ঐ টাকাটা উনারা পেয়েছেন, এটার জন্য আলাদা কিতৃত্ব নেওয়া বা এটার সঙ্গে জড়ানোর কোন মানে আমি দেখছি না।

দুই নাম্বার হচ্ছে, তিন নাম্বার পয়েন্টে উনি যেটা বলেছেন যে, কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার যে রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরাও সিদ্ধান্তটাকে এখানে সমর্থন করছি এবং একমত হয়ে আমরা এখান থেকে এই ম্যাসিজটা দিল্লীতে পাঠিয়েছি। কিন্তু বাস্তবিক চেহারাটা কি? এই সম্পর্কে আমাদের এবং ত্রিপুরাবাসীর মনে গভীর সন্দেহ এবং আশংকা রয়ে গেছে। কেন্দ্র রেল বাজেটে ত্রিপুরার জন্য আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা কি সেই আবার ত্রিপুরাবাসীর সঙ্গে তামাশা? আন্দোলন হয় বিভিন্ন দল থেকে বিশেষ করে বিরোধী দলে যারা থাকে তারা আন্দোলন করে এই ব্যাপারে শাসক দলে যারা আছেন তাঁরা প্রচণ্ড পারদর্শী, আমাদের চাইতেও তাঁরা আন্দোলন যথেষ্ট করেছেন।

আমি আজকে বাজেট বক্তব্য এর মাধ্যমে এই কথা সবার সামনে উপস্থাপিত করতে চাই যে এই রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য এই যে ১ কোটি টাকা, এই ১ কোটি টাকা দিয়ে কি কাজ হবে আমি জানি এটা

টোকেন। তারপর এই টাকাটা কোথা থেকে আসবে। এটা কি একটা গিনি, পলিটিক্যাল গিনি। তা ত্রিপুরা বাসীর সঙ্গে একটা চরম তামাশা করা হল। এই বিষয়ে এখনো আমরা অন্ধকারে আছি। কাজেই, ত্রিপুরা বাসীর মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। এছাড়া উনি বলেছেন ৪৪ নং জাতীয় সড়কের কথা, সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কথা, বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে মাল এবং যাত্রী পরিবহন, ভারত বাংলদেশের মধ্যে কাঁটা তারের বেরা, আগরতলা এয়ারপোর্ট এর উন্নতি, এই সমস্ত প্রস্তাবই আমাদের সময় ছিল কাজেই এটা নিয়ে নতুন কিছু চমক দেওয়ার ব্যাপার নেই। আর বাজেটে এ, ডি, সি, উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা চেয়েছেন তা খুব ভাল কথা জোট সরকারের আমলে কিন্তু আমরাও চাই যে এ. ডি, সি, শক্তিশালি হউক কিন্তু, এটা কি করে করবেন? যদি কিনানসিয়াল রুল যদি সংশোধন করা না হয় তাহলে এইভাবে কোন দিনই এ, ডি, সি, এলাকায় উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাদের কাছে টাকা রেখে দেওয়া হবে কিন্তু কোন ক্ষমতা দেওয়া হবেনা, এটা তো কোন দোকান সেলফ্ গভারমেন্ট বা আণ্ডার টেকিং সংস্থা না এটা একটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ। তারা টাকা তুলে রেখে দেবে আগে অথচ তারা ঠিক মত নিজেরা তা ব্যবহার করতে পারবেনা, এই স্বাধীনতা না দেওয়া এ. ডি, সি-র হাতে অধিক অর্থ দেওয়া আর অধিক ক্ষমতা দেওয়ার কোন সামঞ্জস্য না আসলে এ, ডি, সি-র উন্নয়ন সম্ভব হবেনা। তারপর এ, ডি, সি এলাকার ভিতরে আইন শৃঙ্খলা, প্রত্যেকটা ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা ঠিক না থাকে তা হলে উন্নয়ন তো অসম্ভব সেটা পরবর্তী সময়ে বলেছেন। ৪নং এ যেটা বলেছেন যেটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাজ্য সরকার পাবলিক হাউসিং গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ গ্রামীণ সড়ক তিনটি ক্ষেত্র নিয়েছেন। আগামি ২, ৩ বছর কেন আমার হিসাব অনুযায়ী আমি যতটুকু বুঝি যে ২, ৩ যোগেও উপজাতি এলাকায় যোগাযোগ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবেনা যতদিন না উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হয়। কারণ, সেখানে কন্ট্রাক্টার যায় না, ক্যাস বিল হয়, ইঞ্জিনিয়ার যায় না। পূর্ত দপ্তরের লোক যায় না অথচ বিল্ডিং-হেড কোয়ার্টারগুলিতে বসে বিল তৈরি করে সেখানে কাজ দেখানো হচ্ছে। এই অবস্থায় টাকা খরচ হবে কিন্তু উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে না। এটা সম্পূর্ণ ২০ ভাগ জলের নীচে চলে যাবে। এছাড়া অর্থমন্ত্রী আরো বলেছেন যে ১০০ ভাগ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে পরিকল্পনা দপ্তর সংযোগকারী যে কাজ করবে, আমরা এই সরকারের আমলে আজকে উপস্থিত নেই, বর্তমান বিধায়ক যিনি এই সভার নৃপেনবাবু যখন প্লেনিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তারপরে একটি মিটিংও এই প্লেনিং কমিশনের হয়নি। তা আমলারা চালাচ্ছে। গ্রাসরুট লেভেল থেকে যে পরিকল্পনা উঠে আসার কথা তার চেহারা কি, তার চেষ্টা কোথায়। শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক হয়ে থাকলে তাহলে রাজনীতিতে আমরা আছি কেন। মন্ত্রীসভা আছে কেন। তাদের জনপ্রতিনিধিরা আছেন তারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করবেন সমস্যার কথা বলবে তারপর এখানে পরিকল্পনা রচনা হবে তারপর সেটা রূপায়ন হবে। তার পরে একটা একটা করে যদি দেখি ৪ নং পর্যন্ত এই অবস্থা। তারপর শিক্ষা ক্ষেত্রের কথা বলছি আমি একটু একটু করে বলছি, আমি যতটুকু তৈরী করেছি তা পড়তে ৩ ঘন্টা সময় লাগবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা একেবারে পরিষ্কার তা আমরা সবাই জানি। যে শত শত স্কুল বন্ধ। কোথাও স্কুলের বাড়ী নেই, ব্লেক বোর্ড নেই, স্কুলের দরজা, জানালা নেই, ছাত্রদের বসার জন্য বেঞ্চ নেই, চক নেই, শিক্ষক থাকলেও সেখানে যাওয়ার কোন উপায় নেই শিক্ষা ব্যবস্থার এই হাল হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, একমাত্র যার সৎ সাহস আছে ঐ মন্ত্রী সভার ভিতর থেকে এই কথা ঠিকই বলেছেন যে উগ্রপন্থী যেখানে আছে সেখানে শিক্ষক যাবে কি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে খুব সম্ভবত এই মন্ত্রীসভার এবং পার্টির চাপে তিনি যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে এমন সব জায়গায় বদলি করছেন তা প্রতিহিংসামূলক বদলি তা আমাকে বলতেই হবে যেখানে মানুষকে পুলিশ পর্যন্ত যেতে সাহস পায় না। শিক্ষার প্রসার কি করে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা শুনলে আজকে

উঠতে হচ্ছে। আমরা জানি প্রাক্তন জনের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রচণ্ড দরদ এবং আমাদেরও সেটার সমর্থন আছে। তবে অবস্থাটা দেখুন। আমি জানি না তা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর গোচরে আছে কিনা যে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত ৬৮.৩৯ পারসেন্ট ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর উচ্চ বিদ্যালয়ে যে ড্রপ আউটের হার তাতে তপশিলি জাতি ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ৮৮.৩৯ পারসেন্ট। আর উপজাতি ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ৯১.৫৬ পারসেন্ট। ভয়াবহ চিত্র। আজকাল পত্রিকায় আগে এটা উঠেছিল। সরকার তার প্রতিবাদ করেনি। কোন প্রেস রিলিজ দেননি।

ভয়াবহ চিত্র। আজকাল পত্রিকায় দুই মাস আগে বেড়িয়েছিল। কিন্তু সরকার এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কোন প্রেস রিলিজও দেওয়া হয়নি। এই যদি অবস্থা হয়, এখানে আজ অনিলবাবু নেই। থাকলে ভাল হত। কাল অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য নাকি লড়াই করছেন। কিন্তু এর খবর রাখেন? কাল আরো শুনেছি, ৫ হাজার বছর, সাড়ে তিন হাজার বছর অন্ধকারের কথা, অশিক্ষার কথা। এটা সবাই মানেন। আমরাও মানছি। আমরাও বলছি। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে? ১০, ১৫, ২০, ২৫, বছর ধরে কি হচ্ছে? শুধু মাত্র প্ল্যানিং হচ্ছে, আর বাজেটে টাকার পর টাকা রাখা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ব্যাক-লক সব সময়েই ছিল। বার বারই আমরা এস. সি., এস. টি. ও. বি. সি. দের কথা বলছি। কিন্তু এতে অবস্থা কি হয়েছে? আজকে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিনিমাম মেধা নিয়ে ভর্তি হতে পারছে না। কাগজে দেখেছি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে ছিলেন না। এসেই মিটিংএ বসেছেন। অভিভাবকরা পাগল হয়ে, হন্যে হয়ে ঘুরছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। এই অবস্থায় আজকে আমি এখানে শিক্ষা সম্পর্কে ২/১টি কথা বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারের অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড। যুগান্তকারী পরিকল্পনা। কিন্তু ত্রিপুরায় এই অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ডকে লোকে আখ্যা দিয়েছে অপারেশন ব্ল্যাক আউট। এই যদি চলে, তাহলে কি করে হবে। এডুকেশান ডাইরেক্টরেট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মাধ্যমিক থেকে শারীরশিক্ষা তুলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ শারীর শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন। অলম্পিকে ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে আমাদের মাথা হেট হয়ে যায়। একমাত্র লিংপ্তার পেজকে নিয়ে আমাদের আজকে মাতামাতি করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষ ৯০ থেকে ১০০ কোটি লোকের দেশ। সেখানে সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থ মানসিকতার জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার শারীরশিক্ষা।

স্যার, এরপর বিদ্যুতে আসছি। বিদ্যুতে ১১ পারসেন্ট দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে অনেক গালভরা কথার ফুলঝুড়ি শুনা যায়। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে ত্রিপুরা হচ্ছে, কুপির তলা। ট্র্যান্সমিশান লাইন নিয়ে ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী একবিংশ শতাব্দীতে রাজধানী আগরতলাও অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আগরতলা কুপির তলায় চলে যাবে।

স্যার, এবার আসছি, পূর্ত দপ্তরে। সেখানে ১২৫'২১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে হ্যাঁ, কংগ্রেসীরাও ট্র্যাডিশনাল্যালি খারাপ দল। ওরা গুণ্ডা, বদমাস, লুটেরা। গত সাড়ে ৩ বছরে পূর্ত দপ্তরের কি অবস্থা কি হয়েছে? পলিসি ভাল হতে পারে। মন্ত্রী ভাল হতে পারে, দুর্নীতি না থাকতে পারে মন্ত্রীর মধ্যে। কিন্তু কাজ নিয়ে কি হচ্ছে মাধববাবুর কনস্টিটিউয়েন্সীতে যার দা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। ইঞ্জিনীয়াররা আক্রান্ত হচ্ছে এম. বি. বাড়ীতে বসে লিখা হচ্ছে। বিল হয়ে যাচ্ছে কাজ না করে। বক্তৃতায় কাজ হবে না। রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ভাল করতে পারবেন না। এটা একটা দিবা স্বপ্ন এর বেশী আর কিছুই হতে পারে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী হয়তো নিষ্ঠার সাথে বাজেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলাপমেন্টের কথা বলেছেন। কিন্তু উনার ইচ্ছা থাকলেও হবে না উনাদের ক্যাডার

বাবুদের বাজনায়। কংগ্রেস আমলে হয়তো কিছু অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা করছেন কি? এত ভাল তাবড়মন্ত্রী, এম, এল, এ মহোদয়রা আছেন, একটা সুশৃংখল দল অথচ তা নিয়ে দৌড়া দৌড়ি হচ্ছে। টেন্ডার খুলে দেওয়ার আগেই কাজ বন্টন হয়ে যাচ্ছে, কম্প্লিট বিল করে টাকা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে? এইগুলি কিভাবে হচ্ছে। এইভাবে কোনদিন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলাপমেন্ট কোন দিনই হবে না। স্যার, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিজ্ঞ মানুষ। তার দপ্তরের জন্য ৮২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সম্ভবতঃ ৯ শতাংশ হবে। নির্বাচনে আসার আগে তিনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের একান্ত নিরাপত্তা দেবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমুতে পারে সেই চেষ্টা করবেন। জোট আমলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ছিল আপনারা দাবী করেন। কিন্তু আজকে কি হচ্ছে? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মনে যে যন্ত্রনা আছে, তার এক বিন্দুও আপনার মস্তিস্কে প্রবেশ করে তাহলে আপনারা এক মিনিটও ঘুমুতে পারবেন না। আপনারা বলছেন আপনাদের আইন শৃংখলা সুরক্ষিত আছে ভেংগে পড়েনি। এই ভেঙ্গে পড়াকে আপনারা কি বলতে চান—ঘরে ঘরে মারামারি, কাটাকাটি, ভয়াবহ দাঙ্গা? প্রতিদিন মানুষ নরক যন্ত্রনার মধ্যে বাস করছে। আপনাদের আমলে আইন শৃংখলা সুন্দর একথা এখানে বসে বলছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে এই কথাটা বলতে পারবেন কি? মানুষকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না। এমন এক সময় আসবে সেদিন হয়তো মানুষ মৃত্যুর ভয়াবহতা একদিন ভুলে যাবে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে খুন, অপহরণের ঘটনা দেখতে পাচ্ছে। আমরা জানি গণতন্ত্রের যুগে খবরের কাগজে লেখার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাই বলে তারা যদি মিথ্যা খবর পরিবেশন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা প্রসিডিংস ড্র করছেন না কেন। এই অপহরণ বাণিজ্য কি করে চলছে? নিত্যদিন মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার কনষ্টিটিউন্সীতে এখনও একটি ছেলে অপহৃত, আজও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এলাকায় দিলীপ শর্মা, কিছু দিন আগে তার ভাই খুন হয়েছে, আর মুক্তির জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে তারপরও তাকে মুক্তি দেয়নি। আশংকা করা হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়তো একটি কথাও বলতে পারছেন না যে তার পুলিশ একজন অপহৃতকে উদ্ধার করেছে। কেন পারছেন না? আসলে সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে। পুলিশের একাংশ এই কাজে জড়িত। শাসক দলের একাংশ এই কাজে জড়িত। এই আগরতলায় নাকি বসে মুক্তি পনের টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন হচ্ছে। এই এজেন্টগুলিকে রেড় করা যায়, না? কি এতই দুঃসাধ্য কাজ? পুলিশকে আরও সফিস্টিকেটেড আর্মস দিতে হবে এটা আমরাও স্বীকার করছি। কিন্তু আগরতলায় এই এজেন্ট কারা সেটা বের করা পুলিশের পক্ষে দুরুহ কাজ? এখান থেকে ম্যানেজ যাচ্ছে তারপর অপহৃতকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আমার এলাকার ৫/৭ জন লোক লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ছুটে এসেছে। এই এসেম্ব্লীতে আমাদের বলার অধিকার আছে, তাই এখানে দুই একটি কথা বলছি। তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যদি শান্তি পায় এবং আমরাও একটু তৃপ্তি পাই। এর বেশী তো জন প্রতিনিধি হিসাবে কিছু করতে পারি না। আমার কাছে, ড্রাইভারের বউ এসে কান্নাকাটি করছে তার স্বামীর মুক্তিপন হিসাবে ৪/৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে। সে এত টাকা কোথা থেকে দেবে? ঘটি, বাটি বিক্রি করেও তো দিতে পারবে না। এই হচ্ছে আপনাদের আমলে আইন শৃংখলার অবস্থা। আপনাদের আমলে ৫৮১ জন খুন হয়েছে, যেভাবে খুন হচ্ছে, প্রতিদিনই তার সংখ্যা বাড়ছে। আমরা জানি, আজকে পাহাড়ে, কন্দরে ছেলেদের জন্য মায়ের চোখে ঘুম নেই। সন্তানের পেটে খাদ্য নেই, রমনীদের শ্লীলতা নেই। ন্যূনতম নিরাপত্তা তাদের নেই। গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড়ের পর পাহাড় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষ ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে, হয় খাদ্যের যন্ত্রনায় না হয় বৈরীদের উৎপাতে। শুধু বাঙ্গালী নয়, পাহাড়ীরাও আক্রান্ত হয়েছে। আগরতলা শহরে বসে অনেকে ভাবতে পারেন শুধু বাঙ্গালীরাই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তা নয় পাহাড়ীরাও আক্রান্ত হয়েছে সাংঘাতিক ভাবে ব্যবসা বানিজ্যে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইমাত্র শুরু করলাম।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের তো ৩৫ মিনিট সময়। তার মধ্যে তো অনেক সময় চলে গেছে। আপনি আর কতক্ষন বলবেন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমাকে একটু সময় দিন আমি বেশী বলব না। স্যার, রাজ্যের বাড়ীতে এই রেজিমেন্ট দাপিয়ে বেড়ায়। এই ক্ষুদিত পাষাণের পাগলের মেহের আলীরা যা কিছু বলছেন সব ঠিক হ্যায়, আর বিরোধীরা কিছু বললেই সব ঝুটা হ্যায়। রাজ্যের বাহিনী সব জানে এই হচ্ছে আমাদের আরক্ষা দপ্তরের অবস্থা। আইন শৃংখলা সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন না। আসলে মনে থাকে না কিছু আবেগ এসে যায়, আমার হাতে এত তথ্য এইগুলি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন যে, পরিস্থিতি আমরা এই সাড়ে তিন বছর কয়েকটা নির্বাচন দেখলাম যদি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কোন উপায় হয়ে থাকে আর এটাই যদি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের রাস্তা হয়ে থাকে তাহলে আমরা যারা বিরোধী যত দিন পর্যন্ত শেষ না হয়ে যায় তত দিন পর্য্যন্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। কারণ যে আমলে আমাদের ভোটাধিকার থাকে না, যে আমলে মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারে না, মানুষকে বেড়িক্যাট দিয়ে আটকে রেখে তারপর ভোট হয়, ভোট কেন্দ্র থেকে মানুষকে বের করে দেওয়া হয় তারপরও যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে গণতন্ত্রের মূল পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে আমার আপত্তি নেই তবে মানুষ একদিন তার বিচার করবে। বেকার সমস্যা নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনার যব ফর্ম কম করেও ৮০ হাজার বিলি করেছেন এবং সাড়ে তিন বছর ধরে নদি পথ ঝুলিয়ে রেখেছেন। তারপর যে পদ্ধতিতে আপনারা ৮০ হাজার ছেলে মেয়েদের আওতায় এনেছেন এবং যে ভাবে ইন্টারভিউ হচ্ছে আপনারা কতজনকে চাকুরী দেবেন জানি না কিন্তু এই ৮০ হাজারের মধ্যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান যুবক-যুবতী ছাড়া একবিংশ শতাব্দীতে এদের কিছু হবে না আমাকে জোর গলায় বলতে হচ্ছে। আপনারা শিল্পের কথা বলেছেন কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প ইত্যাদি। একটু আগে প্রশ্নত্তরের সময় আমি প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন। ঠিকই বলেছেন এর আলাদা প্রশ্ন করা উচিত ছিল, আমাদের কাছে খবর আছে হাজার হাজার তাঁত শিল্পী তাদের মজুরী পাচ্ছে না তাদের জীবন বিপন্ন। আমাদের বাজেট ভাষনে বলা হয়েছে, শিল্প এগিয়ে চলেছে। হ্যা, এগিয়ে চলেছে এটাই যদি হয় তাহলে আসলে এই বাজেট একটা "রঙ্গীন ফানুস" "মিথ্যার স্বপ্নের ফুলঝড়ি ছড়ানো" হয়েছে এবং কম শূন্য বাজেট দেখান হয়েছে এতে আর যাই হোক মানুষের বাহাবা কুড়ানো যাবে। কিন্তু মানুষ আর আগের মত অসচেতন নেই। আর একটা জিনিষ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে বলেছেন, যে গ্রামীন জনগণ ৩°৫৮ পারসেন্ট দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে। কিন্তু কোট আসলে ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী দরিদ্র সীমার নীচে ৬৮°৫৫ সংখ্যক লোক বসবাস করত। তাহলে কি ধরে নিতে হবে সাড়ে তিন বছরে মানুষ আরও দারিদ্র সীমা রেখার নীচে চলে গেছে। এই তথ্য উনি দিতে পারবেন, কারণ কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে এসেছে তাহলে কোন কাজ করেননি তথ্য ভিত্তিক। আপনারা যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য ভিত্তিক হিসাবে

এটা বুঝা যায়। আপনারা তিনটা জিনিষের কথা বলেছেন বিশুদ্ধ পানীয় জল, আবাসন মিড-ডে মিল এবং গ্রামীন রাস্তা। আমি একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট এই ব্যাপারে বলছি যে আমাদের রাজ্যে জলে আয়রন বা লোহার পরিমাণ বেশী যারজন্য ৯০ ভাগ রোগ হয় এই আয়রন ঘটিত কারনে। সেখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগেনাইজেশান-এর স্ট্যাণ্ডার্ড হল পয়েন্ট ওয়ান পি, পি, পি। সেখানে ত্রিপুরার পানীয় জলের আয়রনের পরিমাণ হল ২.৫ পি, পি, এম থেকে ২০ পি, পি, এম। এইটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচণ্ড হানিকর। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? তাহলে করতে হবে, যেটা বলা হচ্ছে যে, এইখানে আয়রন রিমুভেল প্ল্যান্ট বসাতে হবে। আর সরকার কি করছেন? ফিল্টারের রাজনীতি করছেন। ফিল্টার ফিলোসফি চালু করছেন? গ্রামে গ্রামে ফিল্টার দেবেন। আর ফিল্টারের ক্যাণ্ডেল খারাপ হয়ে গেলে সেটা কিনবে কোথা থেকে? আমাদের যতদূর খবর ফিল্টারের ভিতরে এখন গম রেখেছে, আপনারা যে ফিল্টার দিয়েছেন। এই প্ল্যান্ট না বসালে কোনদিন সেন্ট পারসেন্ট না আধা লোকের কাছেও আপনারা বিশুদ্ধ জল দিতে পারবেন না। আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। জন আবাসন, সপ্তাহ দুইয়েক আগে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী সর্ব ভারতীয় একটি সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, যেটা ভারতবর্ষের অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপারে, ম্যাকসিমাম নিউজ পেপারে উঠেছে যে ত্রিপুরায় নাকি ২ লক্ষ গৃহহীন রয়েছে। আমি জানি না এই তথ্য উনি সরকারে আছেন উনি কোথা থেকে পেয়েছে? আমার অন্ততঃ জানা নেই। আগামী ২১ শতক পৌঁছবার আগেই তিনি ২ লক্ষ গৃহহীনকে আবাসন তৈরী করে দেবেন। এইটা অল ইণ্ডিয়া পেপারে উঠেছে। তাহলে এবারে দেখি আমরা জানি এই বৎসরে রাজ্য সরকার ১ হাজার গৃহহীনকে ইন্দিরা আবাসন যোজনার মাধ্যমে গৃহ দেবেন। ৪০০ কোটি টাকা লাগবে ২ লক্ষ গৃহহীনকে আবাসন তৈরী করে দিতে। এই বলেছেন, ঠিক আছে টাকা নিয়ে আমার কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এইটা যে দিবাস্বপ্ন কিরকম দেখুন, ১ হাজার গৃহহীনকে যদি প্রতি বৎসর দেওয়া হয় তাহলে আমরা হিসাব করে দেখি ২ লক্ষ গৃহহীনকে আবাসন করে দিতে হলে লাগবে মাত্র ২০০ বৎসর। কাজেই, এই সমস্ত কথা বলে লাভ কি? কোন লাভ নেই। সরাসরি এইগুলি প্লেইস না করলেও হত, আমরা বাজেট এমনিই পাশ করে দিতাম। মিড- ডে, মিলের সম্বন্ধে আমি বেশী কথা বলব না, কারণ মিড- ডে, মিল সম্বন্ধে এত কথা বলা হয়েছে, বোধ হয় সরকারী কর্মচারী কয়েকজন সাসপেণ্ড অবস্থায় আছেন যে মিড ডে. মিলের, তারা মালপত্র সরবরাহ করেননি, লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আমরা জানি যে এইটা অত্যন্ত নারকীয় ঘটনা যে যারা শিশু খাদ্য নিয়ে বা স্কুলের ছেলে মেয়েদের খাদ্য নিয়ে যারা ব্যবসা করছে তারা সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত এবং ঘৃণিত জীব। এগুলিকে সবাই মিলে উন্মুক্ত করা দরকার এবং শক্ত হাতে ধরা দরকার। প্রশাসন যেন তাদের শক্ত হাতে ধরে। তবে মিড্ ডে মিলের যে উপযোগিতা, কার্যকারীতা সেটা সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন না হলে কোনদিন সেটা ফলপ্রসূ হবে না। আমি শেষ দিকে চলে আসছি, কারণ, খুব অল্পের মধ্যে আমি একদম অর্ধেক আপনার কথায় ছেড়ে চলে আসছি। কারণ. আমি বলেছিলাম যে এইটা একটা শুভংকরী আর্যামাত্র। কারণ, এইখানে কোন ঘাটতি নেই এবং যে আয়ের সূত্র দেখানো হয়েছে তাতে বৎসরের শেষে ঘাটতি হতে বাধ্য। অভিজ্ঞতা আমাদের সেই কথা শিখিয়েছে। ঘাটতি ছাড়া তখন কি হবে, তখন বাজেট হবে না, প্রশাসনিক আদেশ দিয়ে তারা তখন চার্জ, সার-চার্জ বাড়িয়ে বিধান-সভাকে পাশ কাটিয়ে তারপর তাদের অর্থনৈতিক ব্যালেন্স রাখতে হবে। না হলে কোনদিন ফিনানশিয়েল ব্যালেন্স রাখা সম্ভব হবে না। আমি এইবার দুটো জিনিস লক্ষ্য করছি, একটা বাজেট অধিবেশনের সময়, আর দ্বিতীয়তঃ এইভাবে গোটা নিকলুষভাবে, ব্যালেন্স করে, কোন কর নেই, মানুষের উপর কোন বোঝা নেই, ঘাটতিও নেই, এত সুন্দর একটা নিকলুষ বাজেট পেশ করেছেন, আগামীদিনে আমরা জানি আপনারা কি করবেন। আমি একটা

কথা বলি, যিনি বাজেট পেশ করেছেন, তার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবং আমার সহকর্মীরাও জানেন যে যিনি নেতার দায়িত্বে আছেন তার সম্বন্ধে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। উনি শুধু বয়সে বড় না, অভিজ্ঞতায়ও বড়। ব্যক্তিগত জীবন এবং সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আমরা কখনও করিনি, করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ লাগে উনার জন্য, কারণ, উনাকে দিয়েই আজকে এই বাজেট পেশ করানো হয়েছে। আমাদেরও সেই কথা বলতে হবে, কারণ এমন একটা প্রশাসনিক অবস্থা, এমন একটা মন্ত্রীসভার দায়িত্বে উনি আছেন বা থাকতে বাধ্য হয়েছেন যে যেটা হয়ত উনার কন্‌ট্রোলে নাই। থাকতে পারে না। কারণ যেভাবে চলছে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বুঝা যায়, এইখানে একটা আমার ঐতিহাসিক উদাহরণের কথা মনে পড়েছে। সম্রাট নীরুর কথা। সভ্যতার চরম বিশৃংখলার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, নির্যাতনের মধ্যে সম্রাট নিরুরাই দেশে দেশে তাদের বেহালার ছড় টানতে পারতেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা, স্টেইট নায়করা আজকে এইভাবে বেহালার স্বর টানছেন। উন্নতির কথা বলছেন, মানুষের বাঁচার কথা বলছেন, সব উড়িয়ে দিচ্ছেন, সমস্যার কথা তুললে কটাক্ষ করছেন। করুন, করে যান, সময় একদিন আসবে। আমরা জানি যে জনগণের বিশ্বাসকে সম্বল করে বৈরীরা যুগে যুগে হানা দেয় মানুষের বোধের আঙিনায়। এটাই সত্যি, এটাই ঘটনা।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনি কন্‌ক্লোড্‌ করুন।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** হ্যাঁ, শেষ করছি স্যার, আমিআগেও বলেছি বোনের ইজ্জত, মায়ের চোখের ঘুম যারা নিয়ে গেছে, চেতনাহীন চৈতন্যের নিলামে যে শিশুর চোখের জল বিকিয়ে দিচ্ছে, সেই শাসকদলকে ইতিহাস শিখিয়েছে যে, আকবর বাদশাকেও নীচে নামিয়ে দেওয়া যায় এক মুহূর্তের মধ্যে। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বার বার বাজেটে বক্তৃতা এড়িয়েও এখানে আসছি সত্যের সন্ধানে। এই সত্যটা তারা বুঝুক যে; দি ডেইজ অফ্ দা ডেভিলস্ আর নাম্বারস্। আমি শুধু এইটুকু প্রার্থনা করতে পারি যারা নিঃস্ব তাদের সহায়তা করুন। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার : –** মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা, সময় ১৫ মিনিট।

**শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা** (মাতাবাড়ী):—মিঃস্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৯ তারিখ এই বিধানসভায় রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের জন্য যে নিক্ষয় বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি এই বাজেটের স্বপক্ষে আমি আমার একটা বক্তব্য উপস্থিত করব। আমার বাজেট বক্তব্য উপস্থিত করার আগে আমি আমার বন্ধু বর্তমান বিরোধী অস্থায়ী নেতা রতনবাবু এই বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ব্যক্তিগত ভাবে ছোট বেলায় আমরা একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারিনি। ওর সম্পর্কে একটি ধারনা আমার জন্মে ছিল, আমি ভেবেছিলাম কিছু দিন পর্যন্ত সর্বত্র কংগ্রেস (আই) এর যে অবস্থা হয়েছে তাতে বুঝি ওনার কিছু চেতনা হয়েছে, কিন্তু তখন দেখলাম যে না তা হয়নি! এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যে তিন চারটা নির্বাচন হয়েছে তা দেখে অন্তত ওদের কিছু চেতনা হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু তা হয়েছে? এই রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস- জোট আমলে যে কলংকময় অধ্যায় তার রচনা করেছিল সেখান থেকে তারা নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে পারছে না বলেই বিশেষ করে আমার বন্ধু রতনবাবু এই বাজেটের মধ্যে দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন। দুর্নীতির মধ্যে যদি কেউ জন্মগ্রহন করেন তাহলে তা থেকে তার সরে আসা সত্যিই খুব কঠিন। সরকারের এই বাজেটে ওনার গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু পত্রিকারও গাত্রদাহ হয়েছে। রতনবাবু এখানে প্রকৌশলী ভাষায় বলেছেন, ভাষার মধ্যে অবশ্যআমার বন্ধুদের মধ্যে বন্ধু সেরা। তিনি বলেছেন খুব সুন্দরভাবে বাজেট এখানে

উল্লেখ করা হয়েছে। উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও উপলক্ষ করে বলেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাল। আমি আমার বন্ধুকে বলব মানুষকে ব্যক্তিগত চরিত্র দিয়ে শুধু বিচার করলে চলে না, অন্তত যারা রাজনীতি করে তাদেরকে। ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে তার চরিত্রটাকেও যোগ করতে হয়। যাই হোক এখানে বাজেট সম্পর্কে আমি যা বলব আপনারা সবাই জানেন, কেন্দ্রে একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছেন এবং এই সরকার সারা রাজ্যের দরিদ্র মানুষের জন্য একটা সুষ্ঠ ও সুন্দর বাজেট তৈরী করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। আমাদের রাজ্যের বাজেটেও রাজ্যের দরিদ্র জনগনের কথা চিন্তা করে সেখানে পানীয় জল, গ্রাম্য রাস্তা এবং গ্রামের উন্নয়নের দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া হয়েছে। বাজেটের এই অবস্থাটা দেখে এইটাকে ব্যঙ্গ করার জন্য বলা হয়েছে এই রাজ্যের মধ্যে পি. ডাবলিউ, ডি, এর কি হচ্ছে? এই বাজেট যদি পড়েন তাহলে দেখবেন এই পি, ডাবলিউ, ডি, কে কি করে গিয়েছিলেন আপনারা গত পাঁচ বছরে। আপনারা যে দেনা রেখে গিয়েছিলেন সেটা এখনো আমাদের শোধ করতে হচ্ছে এইটা এই রাজ্যের মানুষ জানে এবং আপনারাও জানেন যারফলে গত তিন বছরে ভাল করে কোন কাজই করা যায়নি এই দেনা শোধ করার জন্য এবং বাজেটেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে সড়ক যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এই রাজ্য একটা প্রত্যন্ত রাজ্য। এখানে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে এই সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই ফলে সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং চলাচল করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপর রয়েছে উগ্রপন্থী সমস্যা। আমাদের রাজ্যে যে উগ্রপন্থী সমস্যা নেই সেটা আমরা বলব না। এখানে গতকালকেও আপনারা কেউ কেউ স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এখানে অপহরণ বাণিজ্য চলছে। কিন্তু আমি যেভাবে এইটাকে বলতে চাই যে এই অপহরণ বাণিজ্য আপনাদের সময়েই শুরু হয়েছে। তবে তখন তার পরিমাণ কম ছিল। কারন আপনাদের অন্যত্র বাণিজ্য করার জায়গা ছিল। আপনাদের জোট সরকার তখন ক্ষমতায় ছিল। তখন পাহাড়ে জঙ্গলে আপনারা আপনাদের যে সকল শিষ্যদের জন্ম দিয়েছেন তাদের বাণিজ্য করার এখন আর জায়গা নেই তাই তারা এই রাস্তা ধরেছে। কাজেই, এইটাকে ব্যঙ্গ করার কোন কারণই নেই যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে কেন এত টাকা দেওয়া হয়েছে? আমি বলব যে ব্যাপারটাকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার মত চিন্তাও কি বিরোধী বন্ধুদের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি না? এই যে সমস্যা এইটা কি শুধু এই রাজ্যের সমস্যা? এইটা শুধু এই রাজ্যের সমস্যা নয়, এইটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এবং আপনাদের দলের মধ্যে যারা চিন্তাশীল রয়েছেন, যারা দেশকে ভালবাসেন তারা অন্ততঃ এইটা চিন্তা করেন যে এই সমস্যা এইটা সারা দেশের সমস্যা, এই সমস্যা যারা সৃষ্টি করছে তারা এই দেশের মঙ্গল চায় না। এই দেশের মধ্যে সি, আই, এ, এবং আই, এস, আই, কাজ করছে। আমাদের রাজ্যেও সি, আই, এ, এবং আই, এস, আই, কাজ করছে। কাজেই, এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে। এইটা না দেখে কি শুধু বলব যে এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে। আমরাও এই রাজ্যে বাস করছি। আমার পিআরা এলাকায়ও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে— একটা ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। এই সম্পর্কে কলিং অ্যাটেনশন এনেছি— পরে আমি বলব কারা এইটা করছে কাজেই, এইভাবে দেশের মঙ্গল হয় না।

স্যার, এইখানে এইসব সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রাথমিকভাবে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষা খাতে গুরুত্ব দিয়েছেন এই বামফ্রন্ট সরকার। আপনারা দেখবেন এই শিক্ষাখাতে ২৩৩'৫২ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এখানে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নেই—এইটা হচ্ছে এবং এই রাজ্যের মধ্যে একটা নৈরাজ্য ওনারা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সেটাকে দূর করে সুব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের

হাতে তো আর মেজিকের মত কিছু নেই যে চট করে সেটাকে দূর করে দিতে পারেন। স্যার, এই রাজ্যে শিক্ষার আলো থেকে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হচ্ছেন উপজাতি অংশের মানুষ। সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় কি চলছে? এমনকি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আগে সুযোগ তাদের ছিল না। রেগিং এর জন্য কোন ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। এমনকি এই রেগিং এর জন্য কোন কোন ছাত্রকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে। কাজেই, এই নৈরাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সময় লাগবে। এবং এইটার জন্য চেষ্টা করছে এই বামফ্রন্ট সরকার এইজন্য আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলিও লড়াই করছে — বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক চাই। আজকে আপনারা শিক্ষামন্ত্রীকে আক্রমন করে আপনারা বলেছেন যে শিক্ষামন্ত্রী নাকি ইচ্ছা করেই এইটা করছেন। আজকে শহরের স্কুলগুলিতে দেখা যায় অতিরিক্ত শিক্ষকের ভীড়। সেখান থেকে যদি শিক্ষককে বদলি করা হয় তাহলে আপনারাই আবার বলবেন যে এটা শিক্ষামন্ত্রী শত্রুতা করে করছেন। কাজেই স্যার, এইখানে শিক্ষাখাতে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেটা শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যকে দূর করার জন্যই ধরা হয়েছে। তারপর বর্তমানে আমাদের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে সেই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানকেও তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এই রাজ্যের মধ্যে গণৎকারের কাজ করলে ভাল করতেন বোধ হয় আমার বন্ধুরা। কারন এখানে একজন এই প্রসঙ্গে যে কথাটা বলেছেন তাতে এই কথাটিই মনে হয়। তিনি বলেছেন এই রাজ্যের বেকারের কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এই সরকার করতে পারবেন কিনা বলা মুশকিল। তিনি বোধ হয় খবর রাখেন না যে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রসেস্ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী দুই মাস পরেই দেখতে পাবেন এই রাজ্যের বেকাররা চাকুরী পাবে। আপনাদের ছেলেরাও এই রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে সাইন্স বিষয় শিক্ষক পদে চাকুরী ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। এই রাজ্যে যে সার্ভে করা হয়েছে তাতে ৭৩.৫৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত এবং ব্লককে ব্যবহার করে এই সার্ভে হয়েছে। এই সরকার গ্রামের দারিদ্র মানুষের জন্য অনেক কিছুই করছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে, পঞ্চায়েতস্তরে অধিক ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। ফলে গ্রামের দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ সত্যিকারের উপকার পাচ্ছেন। এই সরকার সেটা করেছেন এবং করে ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন। নগর উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে ১১.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। এটা কিসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, ভেবেছেন কি একবার? আই. আর. ডি. পি জাতীয় বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের চেষ্টা এই সরকার করে চলেছেন। সর্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকে সভায় বলেছিলেন যে আমাদের ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতে ব্যাংকের সাহায্যের পরিমান অত্যন্ত কম। সেটাকে আরো উদার করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কিছুইতো এখনও কেন্দ্রীয় সরকার করলেন না। আপনারাতো গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য যে সমস্ত ল্যাম্পস্-প্যাকস্ কো-অপা-রেটিভগুলি ছিল সেগুলিকে লুটপাট করে প্রায় গায়েব করে দিয়েছিলেন। এই সরকার ক্ষমতায় বসেই এগুলিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যেতে তৎপর হয়েছেন। কারন গ্রামের মানুষের সত্যিকারের উন্নতি এছাড়া সম্ভব নয়। আজকের একটি পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে একটি পৌরসভা নির্বাচনে আপনাদের কংগ্রেস (ই) জয়লাভ করেছে। বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের নির্বাচনে ভয় নেই। আপনারা কিন্তু এতদিন কর্পোরেশন থেকে সেটা করেন নাই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কি একটা বিপ্রাক্কাল অবস্থার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস(ই)কে [illegible] পাকিস্তান বেয়োনেট তাবড়-তাবড় নেতারা। কোথায় গিয়েছেন সুখরাম? কেন এখনও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেন ধরা দিতে অনিচ্ছা তার? আমরা এখানে ৬০ জন আছি এবং আমাদের

১২০ টা চোখ। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের কিন্তু ৬০ লক্ষ চোখ রয়েছে। সবই দেখছেন সবই বুঝছেন। আগামী দিনে আপনারা সেটার জবাবের প্রতীক্ষা করুন।

আজকে রাজ্যে উন্নয়নের জন্য সমস্ত খাতে টাকা বাড়ানো হবে তাতেও আপনাদের বাধা রয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী অনুসারে আজ আমাদের সরকার বনাঞ্চলে জরীপ শুরু করেছেন। যেখানে বন নেই সেইগুলি জরীপ করে বের করার জন্য। জরীপ কার্য শেষ হওয়ার পর সংরক্ষিত বনাঞ্চল মুক্ত করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাব বনাঞ্চলের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট ঘর করে দখল করে বসে আছে।

তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার অনুমোদন দিতে পারে না। এটার জরীপ করার কাজ হাতে নেওয়া হবে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। জরীপ করে দেখা হবে কতটুকু বনাঞ্চল আছে আর কতটুকু বনাঞ্চল নেই সেটা জরীপ করে বের করা হবে এবং সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আগেও দরবার করেছি এখনও করছি। যদিও বন্ধুত্বমূলক একটা সরকার ওখানে আছে তার অর্থ এই নয় তাদের সঙ্গে আমরা আমাদের উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য দাবী করব না, এটা মনে করবার কোন কারণ নেই। আমরা সেই দাবী উৎথাপন করব যে অঞ্চলে বন নেই কিন্তু মানুষ বসবাস করে আসছে সেখানে সেটা বের করে একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তিক দাবী করতে হবে।

এখানে পূর্ত বিভাগ, একবারও উল্লেখ করেননি যে পূর্ত বিভাগে এইসব দুর্নীতি হয়েছে। এখানে সুনির্দিষ্ট-ভাবে ১২১.৪০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা নতুন একটা ডিভিশন খুলছি 'ধলাই ডিভিশন'। ওখানে ডিস্ট্রিক অফিস করার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার তা এখনও গড়ে তোলা যায়নি। এই যে পূর্ত দপ্তরের বাজেট তার মধ্যেতো ধলাই জেলার পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য টাকাটা এখানে ধরা হয়েছে। এটা করতে হবে আর আপনারা এই দাবী করবেন। আপনারা লক্ষ্য করছেন না আপনারা যেটা পারেননি আমরা পেরেছি। আমাদের পূর্ত দপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে আপনারা জানেন কাঠের ব্রীজ তৈরী করলে পরে তার মধ্যে একটা রেকারিং এক্সপেন্ডিচার হয় যা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবার সুযোগ হয়ে যায়, যারা পয়সা কামাবার জন্য চেষ্টা করেন। পূর্ত দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রত্যেকটা জায়গায় কংক্রীটের ব্রীজ করা হবে, পাকা ব্রীজ করা হবে তার কাজ চলছে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে। সব জায়গায় এক সঙ্গে করা যাবে না। কারণ আমাদের এই বাজেটের মধ্যে আয়ের দিক থেকে দেখানো হয়েছে, আর কোথা থেকে আসবে? যা দেখানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেফিসিটের টাকা। আমাদের একটা বিরাট অংশ, আমাদের রাজ্য-এ তো উৎস আর নেই। বলছেন কর বসাননি করতো আপনারা বসিয়েছিলেন। আবার মনে আছে ... ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য শেষ করুন, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করছি যে এখানে ৫ শত কোটি টাকা এই রাজ্যের এই সমস্ত ব্রীজ তৈরী করার জন্য, শিক্ষার জন্য, বিদ্যুতের জন্য ৫ শত কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বাজেটে, ২ শত কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে এ, ডি, সিকে স্ট্রেংথেন করার জন্য, এটাতে আপত্তি আছে। তাহলে রাজ্যের মঙ্গল ওরা চান আমারতো মনে হয় না। এ, ডি, সিতে এখনও যারা পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী আমাদের দলের কথা না সবাই। আমার বন্ধু রতনবাবু বলেছেন যে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর কথা আমরা সবাই বলি। হ্যাঁ, মুখে বলি এইতো মুখে বলার বিষয় বস্তু না। কিন্তু যখন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তখন বলছেন যে না এটা করা যাবে না। এ, ডি, সি'র হাতে টাকা দেওয়া যায় না। সেই এ, ডি, সি'র

হাতে টাকা এবং ক্ষমতা দুইটাই দেবার জন্য আমরা বলেছি এই বাজেটের মধ্যে যে, এ, ডি, সিতে যারা পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী তাদের উন্নয়নের জন্য, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য তাদের এলাকার রাস্তাঘাট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য। আরো একটাতো করতে হবে আপনারা কি ম্যাজিক জানেন নাকি যে, ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাবে না। যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা যদি এক্ষনি না হয় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বি, এ, সি, থেকে ফিল্টার দিচ্ছে তাতেও আপত্তি, আর-এ মানুষতো বাঁচতে হবে। ঐখানে আপনারা পাইপ লাইন ঢুকিয়ে দেবেন এই পরিকল্পনা কোথা থেকে এল এটা কোন ভালো মানুষের যুক্তি হলো নাকি।

আমাদের রাজ্যে জলের মধ্যে আয়রন আছে, আমরা সবাই জানি প্রচুর পরিমাণ আয়রন আছে। ফিল্টার দিলে পরে অন্তত ২৫ শতাংশ কমে যাবে।

কাজেই জনগণের দরদের প্রশ্ন না। দুইশত কোটি টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান দেওয়ার কথা এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং পাঁচশত কোটি টাকা এই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, এতে বিদ্যুৎ দপ্তরও আছে। সমস্ত দিক থেকে বিশেষ বিশেষ দপ্তরগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দপ্তরগুলির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে তাতেও আপত্তি করেছেন। আপত্তি করতে পারেন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে, আপত্তি করার একটা নিয়ম কানুন আছে, আমাদের এই প্রথা আছে, প্রথা অনুযায়ী করেছেন। কিন্তু আমি অনুরোধ করব এবার যে নিজস্ব বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনের বাজেট। ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী, ৩০ লক্ষ মানুষের বাস্তব জীবনের বাজেট এখানে পেশ করেছেন। একে সমর্থন করে এই রাজ্যের কল্যাণে গত তিন বছরের বাজেট খুলে দেখবেন যে টাকার ব্যবস্থা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে তেমনি এই রাজ্যের কল্যাণে বিশেষত শতকরা ৮০ জন মানুষের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে থাকুন, মানুষের কল্যাণের জন্য যা করা হয় তাকে সমর্থন করুন এই কথাগুলি বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** এই সভা অদ্য বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

**AFTER RECESS at—2·00 PM**

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা ):—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরার প্রধান সমস্যা হচ্ছে জাতি উপজাতি সমস্যা। এবং আমাদের হাউসের সামনে মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করতে হবে, কি করে এই সংখ্যালঘু ট্রাইবেলদের রক্ষা করতে পারব। যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, যারা সারা রাজ্যে বিক্ষিপ্ত, যাদের মধ্যে টেনশান, জাতি-উপজাতির মধ্যে একটা মনোভাব, সেটা এমন কোন সময় ছিল না, আজকে যতখানি রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, উপজাতি সংখ্যালঘুরা শহরে আসতে ভয় পায়। বাগমা বাজারের ঘটনা বেশীদিনের কথা নয়। ৪ জন যুবক তারা এসেছিল বাগমা বাজারে বাজার করতে। তাদের আটকানো হল। তারপর তাদের কুপিয়ে মারা হল। পরদিন যখন আমি বললাম, থানায় কি মধ্যে ছিল। তখন বললেন, না তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আমি বললাম, থানার কি পুলিশ নেই ? তোমরা নিজের হাতে আইন নিলে কেন ? দু'টো বাইক কেড়ে নিয়েছ ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, ওসব কিছু না। এমন অস্ত্র ওদের হাতে ছিল, সাংঘাতিক অস্ত্র। ও বুঝি না। কিন্তু আজকে কি হচ্ছে ? কতগুলি কেস হয়েছে ? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আছেন কি ?

( ভয়েসেসফ্রম অপজিশান বেঞ্চ- না, নেই। )

জানি, থাকবেন না। কতগুলি কেস হয়েছে। ট্রাইবেলরা সাধারণত টিপরা গামছা পড়ে আসে। শহরে আসলে উগ্র বাঙালীরা ঘেরাও করে ধরে। উগ্রপন্থী বলে পিটিয়ে মারে। একমাত্র বিলোনীয়াতেই ১৫টি ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থা কতদিন চলবে? কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? আমরা জানি, সবাই জানে, ত্রিপুরায় বিলোপ্রভার্টি লাইনে ৯০টি পারসেন্ট লোক আছে। একটা রাজ্যে যদি বিলোপ্রভার্টি লাইনে ৯০টি পারসেন্ট লোক আছে, তাহলে তারা কি কাজ করবে? তাদের কাজ দেবে কে?

স্যার, আমরা সবাই জানি ত্রিপুরাতে বিলো দি প্রভারটি লাইন হচ্ছে ৮০ পারসেন্ট। একটা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন লোক যদি বিলো দি প্রভারটি লাইন থাকে তারা কোথায় যায়, কি খায়, কি কাজ করে, তাদের ঘরবাড়ী আছে কিনা, তারা ঘর থেকে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে এলে কোথায় যায়? আমি তাদেরকে আগরতলা শহরে দেখতে পাচ্ছি। ঐ কাটাখালে গিয়ে দেখুন তারা কাজের সন্ধানে, খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় সরকার? গরীবের জন্য এখানে সরকার আছে? তাঁরা কি খবর রাখেন যে এক ফোটা পানীয় জল তারা পায় না? স্যার, এখানে তো ৭০ পারসেন্ট বাঙ্গালী। তারা কি সুন্দরভাবে ট্রাইবেলদের রিপ্রেস করেছে। অদ্ভুত। এখানে একটা ডি. সি. অফিস আছে তারা ট্রাইবেলদের সাথে কক-বরক ভাষায় কথা বলে না, কক-বরক ভাষায় কথা বলার জন্য একটা লোক নেই! পত্রিকা অফিসেও নেই। সব ইলিমিনেটেড। কাদের দ্বারা? মস্তান, ছাত্র যুবকদের দ্বারা। তাদের শ্রমিক লাগে না, কৃষক লাগে না। তাদের ছাত্র-যুবক চাই পশ্চিমবঙ্গের কায়দায়। জ্যোতিবাবু আরও ১৯-২০ বছর থাকবেন সায়েন্টিফিক রিগিং এর জন্য। তাদের শ্রমিকের দরকার হয় না, কৃষকের দরকার হয় না। তাদের ম্যাসল পাওয়ার দরকার। এই ম্যাসল পাওয়ারই এখানে কাজ করছে। তাদের হাতেই ক্ষমতা। এইভাবেই কতদিন চলবে? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট পার্টির মহামান্য সেক্রেটারী কমরেড মানিক সরকার তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন বাঙ্গালী হচ্ছে, আমার ভোট ব্যাংক। এই ভোট ব্যাংক হারাবার ভয়ে আজকে তিনি ইনার লাইন পারমিট সমর্থন করেন না। এত বড় একটা পার্লামেন্ট ইলেকশান গেল, তার বক্তৃতায় কোন জায়গায় আমি দেখিনি, কাগজে পত্রে কোন জায়গায় আমি দেখিনি, তিনি ইনার লাইন পারমিট সমর্থন করেন।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মানিক সরকার এখানে হাউসে উপস্থিত নেই। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এখানে কথা বলা ঠিক না।

**মিঃ স্পীকার :—** এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের আমার বলা আছে যে আপনারা বাজেটের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখবেন।

টি, টি, এ. এ. ডি. সিতে আমি জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালী মেজরিটি হলো কি করে, এটার জন্য দায়ী কে, টি. টি. সি. পরিচালনা করত কে? উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ তাদের সংগঠন সি. পি. এমের সংগঠন। একটা লোককে তাড়াল না। শুধু বাংলাদেশী নয়, ত্রিপুরার মানুষও ঢুকেছে। কেন ঢুকবে এ. ডি. সিতে। এ. ডি. সি পার্লামেন্টের সমান অনেক কষ্ট করে এ. ডি. সি. আনা হয়েছে। বাঙ্গালী মেজরিটি করার জন্য ওরা জবাব দিন, কি করে বাঙ্গালী মেজরিটি হলো? একটা বাঙ্গালীও সেখানে থাকতে পারবে না। যারা পারমিট নিয়ে যাবে তারা পারমিটের সময়ে যে সব কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সব করবে। ইনার লাইন পারমিট চালু করতেই হবে। কোথায় সেই উদ্যোগ? একটা উদ্যোগও নেই। শুধু তাই নয়। স্যার, আমি কিডনাপিং সম্পর্কে ঘটনার কথাগুলি উল্লেখ করেছি কিন্তু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। উনি তো আগে এই রকম ছিলেন না,

ওকে আমি ছোট বেলা থেকে দেখেছি। Expunged as Ordered by the Chair, আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখানে। প্রথম কাজ হচ্ছে, ইউ মাষ্ট স্যাক দি হোম মিনিস্টার। যদি উগ্রপন্থী বন্ধ করতে হয় প্রথম কাজ হচ্ছে, এই মিনিষ্টারকে স্যাক করা। তারপর একটা উগ্রপন্থীকে মিনিষ্টারের মধ্যে ঢুকালেন ইন্টারন্যাশনাল টেররিষ্ট!

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** এটা বলতে পারবেন না। উনাকে এটা এ্যাকস্‌পাঞ্জড করতে হবে। উনাকে প্রুভ করতে হবে, আদারওয়াইজ এ্যাকসপাঞ্জড করতে হবে; এখনই করতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** এটা এ্যাকসপাঞ্জড হবে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** যা কিছু বললেই হবে না।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** কি, চুপ বসে থাকুন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** না, চুপ করে বসে থাকলে হবে না, একদম হবে না।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—** এই সমস্ত কথাবার্তা বললে বাঙ্গালী থাকতে পারবে না, সংবিধানের অধিকার নিয়ে তারা থাকতে পারবে।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** ওরা ভোট ব্যাংকের জন্য দরকার। কমলপুর উনি শেষ করে দিয়েছে, কমলপুরের এম, এল, এ আছে তার কাছ থেকে শুনুন। কমলপুর কি ছিল? ৪টা সীট ছিল কমলপুরে কিন্তু আজকে সেখানে কি দেখি? কমলপুরে সি. পি. এম মেজরিটি হয়ে গেল কেন?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :—** এটা পাগলামি করার জায়গা না।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** ওরা ভোট ব্যাংক তৈরী করার জন্য।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনাকে একটু কনক্লোড করতে হবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** আপনি তো কংগ্রেসের অরগানাইজার হয়ে গেছেন।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** আপনার কৃতিত্ব সবাই জানেন।

স্যার, আমাদের একটা ডাইরেক্‌টার অফ হেলথ্‌ সার্ভিসেস আছে। আর একটা সাবজেক্ট। তিনি কি করেছে? তিনি একটা রায় দিয়েছেন, আমার স্বাস্থ্যের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তার ব্যাপারে? সে একটা চোর। আমার বক্তব্য না শুনে তাকে বিদেশে পাঠানো হল। তার উপর অনেক বিশ্বাস ছিল। ডাইরেক্‌টার অফ হেলথ সার্ভিসেস আমার ছোট বেলা থেকে পরিচিত। সে যে এত অসাধু হতে পারে আমি চিন্তাও করতে পারিনি। আমি তাকে বলেছি খবরদার, আমার এম. এল. এ. হোষ্টেলে তুমি পা দেবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কোন ডাক্তারের দরকার নাই। আমার একজন ডাক্তার আছেন ডাঃ অবনী মজুমদার ( হার্ট স্পেশ্যালিষ্ট ) আজকেও তিনি এসে পরীক্ষা করে গেছেন। আর একজন ডাক্তারও দরকার নাই। আমি কোন ঔষধ খাই না। জানেন, শুধু দুটো মাত্র ঔষধ খাই। একটা হল সরবিট্রেট, আর একটা দশ পয়সা দামের ঔষধ। ঔষধের দরকার নেই। এই দৃশ্য দেখার জন্য আর একদিনও বাঁচতে চাইনা। এই অপরাধী দলকে দেখবার জন্য আর একদিনও বাঁচতে চাইনা।

**মিঃ স্পীকার:—** মাননীয় সদস্য, আমি মনে করি কলির শেষটা দেখে যান।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—** স্যার, ডাইরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিসেস সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্যান্সার হাসপাতাল

সম্পর্কে দুই একটা কথা না বলে পারছিনা। আমি ৪ দিন আগে ক্যান্সার হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। এটাই আমার অভ্যাস। কারন এইটা আমার হাতে তৈরী। ক্যান্সারের কোন অ্যানসার নেই। ভাল হলেও লোক মারা যায়। এত ভাল একজন হেডমাষ্টার প্রগতি স্কুলের, আজকে তিনি মৃত্যুমুখে। কারন, ক্যানসারের নো অ্যানসার। সেই রোগীগুলিকে কি ভাবে অমানসিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কত আন্দোলন করে বললাম তাদের খাদ্যের তালিকায় মাছ দিতে হবে। রাজী হল। এখন বলছে ডিম দেবে। ডিম ত এমনিই পায়। কোন হাসপাতালে ডিম পায়না? একটা হাসপাতাল দেখাতে পারেন? ২টা করে ডিম পায়। মাছ দেবেনা কেন? মাছের কি অভাব আছে ত্রিপুরায়? আমি প্রত্যেকটা রোগীর সংগে কথা বলেছি। মেয়ে, ছেলে, ট্রাইবেল, বাঙ্গালী সে দামছড়া থেকে এসেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। এখানে যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা হল ১৬৮৭: এই ১৬৮৭ হচ্ছে পুরানো যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, বাড়ীতে যাও, বাড়ী থেকে ঔষধ নেবে কোন ঔষধের দাম দিয়েছে এখন পর্য্যন্ত ওকে জিজ্ঞাসা করুন। ডিরেক্টার হেলথ সার্ভিস থেকে একটা ঔষধের দাম দিয়েছে, কোথা থেকে পয়সা পাবে। বাবা মার যদি ক্যানসার হয় আর সে যদি বাড়ীতে যায়, একটা ঘর তাকে দিতে হবে, তো অন্য লোকরা থাকবে কোথায়। এই জ্ঞানটা যদি ওনার না থাকে তো ওনাকে তাড়িয়ে দিন, দিয়ে অন্য লোক বসান। মানবতা বোধ যদি ওনার না থাকে, ক্যানসার পেসেন্টের উপর এই রকম অত্যাচার আমি দেখিনি কখনও। ঔষধ কিনতে পয়সা পেয়েছে জিজ্ঞাসা করুনতো তাকে, আজও পয়সা পায়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত এটাই আছে, একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে, এখানে একটা ২ নম্বর এম, এল এ হোস্টেল আছে। এম, এল এরা অনেকে থাকে, অনেকে থাকে না, ওকে জিজ্ঞাসা করুনতো এখানে কে থাকবে, কে থাকবে না। কে খাবে, কে খাবেনা কোন আইন কানুন আছে কিনা। সব কনফারেন্স এখানে হয়, কেন হবে স্যার,, মানিক সরকার বলেছে আমি কি করব। সুপারিনটেনডেন্ট এর কথা হচ্ছে, মানিক সরকার নেতা কাজেই রাত্রি দশটাতেও এখানে মেয়েদের কনফারেন্স হতে পারে। রান্না ঘরেও মিটিং হতে পারে ছাদের উপরেও মিটিং হতে পারে। মিটিং-এর জায়গা না থাকলে যে কোন জায়গায় মিটিং হতে পারে। এটাই উগ্রপন্থীদের হচ্ছে জায়গা।

**মিঃ স্পীকার:—** আপনি কনক্লোড্ করুন।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—** স্যার, আমি যে ঘরে বাস করি তাতে বিমলবাবু আগে বাস করতেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন তিনটা ঘর তারজন্য কি লাগত, আমার তো লাগে না, কোন পরিবারের লাগে না তিনটা ঘর। ওর কেন লাগত, একটা উগ্রপন্থীদের জন্য ইন্টার ন্যাশানেল টেররিস্ট্। আর বাকী দুইটাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকত।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী):—** স্যার, আমি আগেই বলেছি তাকে সব প্রমাণ করতে হবে, না হলে সবগুলি অ্যাকসপান্জ করতে হবে। আমি যতটুকু জানি আমিও ছিলাম তখন ঐ হোস্টেলে। বিমলবাবু দুইটা ঘরে থাকতেন, সেখানে একটা রান্না ঘর আর একটা থাকার ঘর। বিমলবাবু যেভাবে ছিলেন, উনিও এখন সেই-ভাবে আছেন দুইটা ঘর নিয়ে।

**শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—** এখানে (মাননীয় সদস্য উনাট গলায় হাত দিয়ে দেখান) অ্যাকসপ্যানজ করুন।

**মিঃ স্পীকার:—** মাননীয় সদস্য, আপনিতো অনেক সময় নিয়েছেন। এখন মাননীয়

সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী গত ১৯.৮.৯৬ ইং তারিখে এই বিধানসভায় ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তার উপর যে সাধারন আলোচনা শুরু হয়েছে সেই আলোচনায় অংশগ্রহন করে আমি প্রথমেই যে জিনিসটা বলতে চাইছি যে এই বাজেটে একটা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এবং ভারতবর্ষের সংবিধানিক যে অবস্থা সেখানে কোন রাজ্য সরকার এর বাজেটে—আমরা যেমন লক্ষ্য করি কেন্দ্রিয় সরকারে যারা থাকেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটাই প্রতিফলিত হয়। আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তার প্রতিফলন এই বাজেটে পড়তে বাধ্য। কিছুদিন আগে আমরা যখন দেখেছি ভারতবর্ষের এই জাতীয় সরকার তাদের যে অর্থনীতি শোষণ নীতি এই বাজেটের উপর পড়তে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদীদের যেমন আই, এম; এফ, এবং বিশ্ব ব্যাংক তাদের অর্থনীতি তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তার প্রভাব যেমন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অক্টোপাসের মত চেপে বসেছিল। তার হাতে থেকে তাদের মুক্তি পেতে পারেননি। তার ফলে এর প্রতিফলন প্রত্যেক রাজ্যের উপরে পড়েছিল। কেন্দ্রের নরসীমা রাও সরকার ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে কেন্দ্রের বাজেট যা একেবারে বড়-লোকে স্বার্থরক্ষা করা হত সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতবর্ষের ৯০ কোটি মানুষকে বিক্রি করে দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে, বিক্রি করে দিয়েছেন— ভারতবর্ষের পবিত্রতা এবং অর্থনীতি। এবং এই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারাই ভারতবর্ষের বাজেট নিরুপিত হত। শুধু পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে তারা ভারতবর্ষের বাজেট নিরূপিত হত। শুধু পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে তারা ভারতবর্ষের বাজেটকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এমনকি বাজেট মিটিং চলাকালীন সময়ে তারা দিল্লিতে বসে সেখানে তারা নির্দেশ দিতো যে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী কিভাবে তাঁর বাজেট ভাষন রাখবেন এবং তার ভাষন কি হবে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেট এই কয়দিন আগেও সেখানে নিয়ন্ত্রন করতো।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা গত ১৯৯৫-৯৬ সালের রাজ্যের বাজেটে দেখেছি যে এই অবস্থার মধ্যে থেকে কেন্দ্রের বাজেটের মধ্যে থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে এখানকার সরকারকে বাজেট করতে হচ্ছে।

আমরা আজকে কেন্দ্রিয় সরকারে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি তবে যে একটা মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে তা নয়। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে। কিসের? ভারতবর্ষের মানুষ কেন্দ্রিয় সরকারে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী সরকারের বিশেষ করে নরসীমা রাও সরকারের, তার যে আই, এম, এফ, সেবা, যে জনবিরোধী নীতি, যে নীতি স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে আজকে বলা যায় ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দারিদ্র থেকে দারিদ্রতম দেশ হিসেবে পরিণত করেছে, যে নীতি ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার তৈরী করেছে, যে নীতি ভারতবর্ষে পৃথিবীর মানচিত্রে নিরক্ষর দেশ হিসেবে টেনে নামিয়েছে। সেই যে নীতি—সেই নীতির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণ রায় দিয়েছেন প্রত্যাখান করেছেন কেন্দ্রের কংগ্রেস আই সরকারের অর্থনীতিকে। এই পরিবর্তন আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে লক্ষ্য করছি। এবং আমাদের এই বাজেটের মধ্যে আমরা আশা করছি যে পরিবর্তন হয়েছে। এইখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রিয় সরকার তার যে বাজেট দিল্লীতে পার্লামেন্টে পেশ করেছেন—আমরা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেখেছি ত্রিপুরাতে অন্ততঃ আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন আনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সেখানে একটা

নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে এইটার কাজ করার জন্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে আমরা আমাদের এখান থেকে সর্বসম্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছি। কাজেই, সেখানে আজকে একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এবং আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি এই যে নীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন সেটা আগামী দিনে কাজ করবে এবং আমাদের রাজ্যের বাজেটের ক্ষেত্রেও গত বছরের এবং এই বছরের বাজেটের ক্ষেত্রেও আমরা তার অন্ততঃ কিছুটা প্রতিফলন দেখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, পরিবর্তন হয়েছে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এবং আমাদের এইখানেও পরিবর্তন হয়েছে যেটা আমরা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি। তবে মূলতঃ যেটা না বললেই নয় সেটা আগে ভারতবর্ষের সরকারে যারা ছিলেন তাদের কেউ হয়তো ৫০ বছর, কেউ ৪৫ বছর আবার কেউ দেবদিনও ছিলেন কিন্তু তাদের যে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষাকারী দৃষ্টিভঙ্গী, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী এবং তাদের দালাল, বড়লোকদের স্বার্থরক্ষাকারী তারা কিন্তু তাদের চরিত্র থেকে একচুলও সরে আসেননি। একটা গল্প মনে পড়ছে স্যার, একজন বুড়ো লোক সে গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত। চুরি চুরি করতে করতে তার এমন একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে যে সমাজের পরিবর্তন হয়েছে তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে নতুন রুচিবোধ, নতুন সম্ভ্রান্ত সমাজে এসেছে তো সবাই এখন বলছে যে না পরিবেশ পরিবর্তন হয়েছে আর এইগুলি করা যাবে না।

একটা বিশৃংখল অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা চলেছে। এখানে আমরা দেখেছি গত পাঁচটি বছর তারা কি করেছে এবং দিল্লীতে ৪৬টি বছর তারা কি করেছে সেটাও আমরা দেখেছি। তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শুধু মাত্র খাওয়া, খাওয়া করছেন এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কি হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিম বাংলায়। পত্রিকায় খবর রয়েছে যে মমতা ব্যানার্জী এখন পাল্টা প্রদেশ কংগ্রেস অফিস চালাচ্ছেন। কেউ কাউকে মানতে চাইছেন না। সবাই নেতা হচ্ছেন। এই বিধানসভার লবিতেও তাদের কালচার তারা দেখাচ্ছেন। এই স্বভাব তাদের এখনও রয়েছে। বড়লোকের দালালি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে শৃংখলাহীনতা এবং নীতি হীনতা এখনও তাদের মধ্যে রয়েছে।

গোজরাটে কি হচ্ছে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেছেন। দালালদের কি অবস্থা হয় তার উদাহরণ হচ্ছে গোজরাটের অবস্থা। সেখানে প্রায় ডজন খানেক মন্ত্রী দলছুট হয়েছেন। বাঘেলার নেতৃত্বে পাল্টা সরকার গড়ার উদ্যোগ। এই বি.জে.পি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্রে কি হচ্ছে? আমাদের রাজ্যের জোট জমানার মত সেখানে একটি বি.জে.পি. সরকার রয়েছে। এই মহারাষ্ট্র ৫০০-এর বেশী শিশুর অনাহার মৃত্যু হয়েছে বলে পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের মত যে সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলি রয়েছে সেই দলগুলির কথাই এখানে বলা হচ্ছে। অনাহার মৃত্যু আপনাদের জোট রাজত্বের নিত্য দৃশ্য ছিল। এরকমই অবস্থা এখন বুর্জোয়া সরকার শাসিত মহারাষ্ট্রে চলছে।

আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পর পর তিনটি বছরই এখানে যে বাজেট উত্থাপিত হয়েছে সেসম্পর্কে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বর্তমানে অর্থমন্ত্রী একটি কথাই স্পষ্ট করে সভায় বলেছেন যে, "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পরিচালনা বিচক্ষণতা ভারত সরকার সহ, যোজনা কমিশন সহ সংশ্লিস্ট সকলের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছে। এই শৃংখলতাবোধ আসছে নীতিবোধ থেকেই? আমাদের এখন আর ওভার ড্রাফটের জন্য হাত পাততে হয় না। অর্থনৈতিক শৃংখলতাবোধ থাকাতেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আই.এম.এফ-এর নীতি নির্দেশিকা

আমাদের মেনে চলতে হয় না। বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়েই এটা করা হয়েছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মত বিশ্ব ব্যাংক বা আই.এফ এর প্রয়োজন এখানে আসে না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বাজেট আলোচনায় আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, ন্যূনতম প্রাথমিক সেবার জন্য কিছু সেক্টর বাছা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে পানীয় জল, জন আবাসন এবং গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এপ্রসঙ্গে যে জিনিষটা বলার আমাদের রাজ্যে যে অংশের মানুষ আছেন তাদের জন্য এর চেয়ে বেশী যেটা গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই একেবারে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন থেকে শুরু করে যাবতীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা? শিক্ষা আমরা বিশ্বাস করি মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ তৈরী করবে এবং চেতনা সম্পন্ন মানুষ যারা ভাবতে শিখবে শত্রুকে, মিত্রকে। কাজেই, এখানে বসে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, বিধানসভায় এসে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এখনও যারা এখানে বসে নানাভাবে কায়দা করে চতুরালির আশ্রয় নিয়ে যারা এখানে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প বপন করার চেষ্টা করছেন, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদীর পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছেন তারা বুঝতে পারছেন যদি রাজ্য সরকারের বাজেট সত্যি সত্যি শিক্ষা সম্প্রসারণ হয়, যদি সেই বাজেটের উপর তার চিন্তা চেতনার মান সম্প্রসারিত হয় বিস্তৃত হয় তাহলে তাদের আসল স্বরূপ ধরা পরে যাবে। কাজেই, তারা এখানে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন যে একে সমর্থন করা যায় না। আমরা লক্ষ্য করছি সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সারা রাজ্য জুড়ে, ভারতবর্ষে যেমন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা মিশনের কথা জানেন আপনারা এবং আপনারা অবশ্যই তার বাইরে থাকবেন না। দিল্লীতে সেই আপনাদের সরকার ছিল যে দিন নেশানাল লিটারেসি মিশন গঠিত হয়। ২ হাজার সালের মধ্যে সারা ভারতবর্ষকে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার কথা। কিন্তু কোথাও কোন উদ্যোগ নিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ কোথায়? এখানে আপনারা ৫টি বছর ক্ষমতায় ছিলেন, নিরক্ষরতা বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল? এখানে জোট জমানায় আপনারা কি করেছেন বলতে পারবেন? পারবেন না। লজ্জায় আপনাদের মুখ ঢেকে যাচ্ছে। মানুষকে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য এই সরকার শুধু ঘোষণা দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। তার জন্য সেখানে যে সার্বিক প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা যুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শুনেছেন রাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে শুধু এটা আনুষ্ঠানিক কথা না, হাজার হাজার মানুষকে স্বেচ্ছায় শ্রমের মাধ্যমে যুক্ত করে ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক ব্লকে স্তরে গ্রামে গ্রামে ইতিমধ্যে শুনেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দয়ারাম পাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম নীরক্ষর মুক্ত পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষিত হচ্ছে। শুনেছেন একটি পুরো ব্লক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই ব্লক নগর পঞ্চায়েত সহ রাজ্যের প্রথম নিরক্ষর মুক্ত ব্লক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এই কাজে সাধারণ মানুষকে সংযুক্ত করে উচ্ছাসের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে মানুষ এগিয়ে আসছেন। এটা শুধু দেওয়া পাওয়ার জন্য না মানুষ সচেতন হয়েছেন বুঝতে পারছেন কোন সরকার আন্তরিকভাবে গরীব অংশের মানুষকে শ্রদ্ধা করেন, তাদের মধ্যে চিন্তা চেতনার উন্মেষন কে চান এবং কারা চান বুঝতে পারছেন। কাজেই, এই ভাবে মানুষকে বেশী দিন বিভ্রান্ত করার সুযোগ থাকবে না। কাজেই, আপনাদের বলব আপনারা সাবধান থাকুন আগামী দিন মানুষকে আর বিভ্রান্ত করার সুযোগ আর আপনাদের সামনে রইল না।

মিঃ স্পীকার স্যার, শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর যে জিনিষগুলি সরকার করেছেন যে সাধারণ মানুষের চিন্তার মধ্যে চিন্তা এবং চেতনাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার

লক্ষ্যে এই সরকার শুরু থেকে যে প্রচেষ্টাগুলি নিয়েছেন, অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। জোট জমানার দিনগুলিতে এই বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে সারা রাজ্য জুড়ে গণতন্ত্রের ছিটেফুটে ছিল কি? আপনারা যারা আজকে এখানে বসে, বিরোধী দলের আসনে বসে এখানে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে বলেছেন। আপনাদের অনেকেই সেই দিন ছিলেন বিধানসভার মধ্যে কি চেহারা করেছিলেন? সেই সময় বিরোধী দলের বিধায়করা বিধানসভায় নিজের মান প্রাণ মান নিয়ে এখানে বসতে পারতেন না, বিধায়ক মাখনলাল চক্রবর্তী সেই দিন আক্রান্ত হয়েছিলেন ভুলে যাননি। সারা রাজ্য জুড়ে জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। সেই দিন অন্যায় অত্যাচার, ব্যভিচার দুর্নীতি একটা জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত করেছিলেন। এখানে সাংবিধানিক যে ক্ষমতাগুলি সেই ক্ষমতাগুলি ছিল? নির্বাচন কি জিনিস অন্তত কংগ্রেস দলের এবং টি, ইউ, জে, এস দলের বিধায়করা সেই জিনিসগুলি গত ৫ বছরে তাদের জমানায় আমরা দেখিনি। ফটিকরায় নির্বাচন, আপনাদের মনে আছে ফটিকরায় উপনির্বাচনের কথা, ১৯৯০ সালে লোকসভা নির্বাচনের কথা। রামদা বোমা নিয়ে আজকে যারা বিধানসভা আলোকিত করে বসে আছেন তাদের অনেকেই সেইদিন ছিলেন নেতৃত্বে। ভোটের বাক্স সেইদিন দখল করেছেন নোংরামি চূড়ান্ত পোড়াকাষ্ঠ সেইদিন দেখিয়েছেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, দলের নেতারা। আর আজকে এখানে বসে গণতন্ত্রের কথা বলছেন। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে একটার পর একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, নগর পঞ্চায়েত, আগরতলা পৌরসভা নির্বাচন, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন একটার পর একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণকে যেমন সামিল করেছেন, উন্নয়নের দায়িত্ব রাজ্য বিধানসভায় যে বাজেট সেই বাজেট কার্যকর করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন নির্বাচিত সংস্থাগুলির হাতে। দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় চিন্তা করতে হবে।

এখানে বসে শুধু সরকারে বসেই শুধু সরকার চালাচ্ছেন আগরতলায় দালানে বসে শুধু সরকার চালানো নয়, সরকার তার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, গাঁও পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থাগুলো, এ, ডি, সি, পৌরসংস্থা নগর পঞ্চায়েতগুলি সেইগুলির মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের কাছে ক্ষমতা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। একটার পর একটা নির্বাচন, ছোট্ট একটা জায়গায় যেমন গভর্নমেন্টকে কো-অপারেটিভে নির্বাচন হয়েছে সেখানে তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, কংগ্রেস জিতলে গণতন্ত্র আসবে। যখন মানুষ তাদেরকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করছে তখনই তারা মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কি হল কি হল গণতন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। আজকে কেন এই প্রশ্নগুলি উঠছে। কারণ, মানুষের প্রতি তাদের আস্থা বিশ্বাস কোন দিনও তাদের ছিল না। সাধারণ মানুষকে ওরা শ্রদ্ধা করতে জানে না।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য কন্‌ক্লোড করুন।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :—** মানুষ যত অধিকার পাচ্ছেন, মানুষ যত নির্বাচিত সংস্থাগুলির মধ্যে অংশ গ্রহণ করছেন, নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন ততই তারা আঁতকে উঠছেন, যে কোন দিন আসছে। আগামী দিন ওদের আর ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, তারা তা বুঝতে পারছেন। কাজেই, এখন থেকে এই বিধানসভার মধ্যে এই যে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাকে তারা খাট করে দেখানোর চেষ্টা করছে। আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি থাকে, ওদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ গত চার চারটা নির্বাচনের মাধ্যমে। কেন ওদের মানুষ বর্জন করছে, কেন প্রতিদিন ওরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মুছে যাচ্ছে। কংগ্রেস দল আজকে সারা ভারতবর্ষ থেকে মুছে যাচ্ছে। ১০০ বছরের পুরানো কংগ্রেসের কেন আজকে এই দশা

হয়েছে। কেন রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে জাষ্টবিনে নিক্ষেপ করছেন। নিজেরা যেমন দাঁড়াতে পারছে না তেমনি দেশের ছোট খাট দলগুলি তাদেরকে ভরসা করে দাঁড়াতে পারছে না। কাজেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কংগ্রেসের বন্ধুদের বলব রাজ্যের মানুষের যেমন চিন্তা করবেন, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখারও চিন্তা করুন। এইভাবে মানুষের দুঃসময় হিসাবে নিজেও বাঁচা যায় না তেমনি মানুষের নিম্পন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত একটা গণতান্ত্রিক দলকে রক্ষা করা যায় না। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। জনগণের সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তাহলে এখানে যে জনহিতকর যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি বিশ্বাস করি বিরোধী দলের সদস্যরা অবশ্যই তা বুঝতে পারবেন। এই বাজেট বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির বাজেট। কেন্দ্রে যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে সামনে রেখে রাজ্যের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে ১৯৯৩ সালে এই পরিবর্তনকে মাথায় রেখে এই রাজ্যের যে ৩০ লক্ষ মানুষ তাদের আশা আকাঙ্খাকে মাথায় রেখে তাকে বাস্তবে প্রতিফলন করার জন্য সমন্বিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের যে চিন্তাধারা তাকে এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। আমি আশা করব আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে মূল্যবান বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী। ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

**শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে ১৯৯৬-৯৭ সনের যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার এই বাজেট হল মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিপুরার গত সংগ্রামের ফসল। আগরতলা পর্যন্ত রেলের অনুমোদন সহ কেন্দ্রীয় বাজেটে বাজেট ত্রিপুরার উন্নয়নের বাজেট। এই বাজেট গণমুখী বাজেট, জনস্বার্থে বাজেট, জনকল্যাণের বাজেট। বিরোধী দলের অস্থায়ী দলনেতা রতন চক্রবর্তী বলেছেন, এই বাজেট নাকি ফানুস। এটা রঙিন ফানুস নয়। এটা হল শক্তি শেল।

আমাদের অস্থায়ী দলনেতা রতন চক্রবর্তী এই বাজেটকে রঙীন ফানুস বলে অভিহিত করেছেন। আমি বলছি, এই বাজেট রঙীন ফানুস নয়, এটা শক্তি শেল। যারা জোট রাজত্বের নায়ক, যারা ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলেন এই বাজেট তাদের জন্য শক্তিশেল। স্যার, এখানে এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের দাদা নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন তা খুবই দুঃখজনক। তিনি এক সময় আমাদের বলতেন; জাতি-উপজাতির মূল শত্রু কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, কে চিহ্নিত করে সংগ্রাম করতে হবে, আর আজ সেই মূল শত্রু কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস-এর অধিনায়ক হিসাবে তিনি কাজ করছেন। বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রথমে বলেছেন, ট্রাইবেলরা শহরে আসতে পারে না। আবার বলেছেন, এ. ডি. সি. তে বাঙালী থাকতে পারবে না। আমি বলি, এটা মামার বাড়ীর আবদার? ভারতের সংবিধানে নেই? স্যার, উনি বাংনেমীর রক্তা তাদের আশায় এসব কথা বলছেন। কিন্তু উনার এই আশা পূরণ হবে না। আজকে পত্র-পত্রিকায় কিছু ছবি দেখেছি। উনার অবস্থাও ঠিক এই রকমই হবে। স্যার, এখানে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি বাজেটের মূল বিষয়গুলি খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই বাজেটে মূল সমস্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্থান রাখা হয়েছে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, বিদ্যুৎ, সেচ-বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জাতি উপজাতি মানুষের কল্যাণ সাধনে এই বাজেটে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মূল তিনটি কর্মসূচী পানীয় জল, গ্রামীণ সড়ক ও রাস্তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও কর্মসংস্থান খুবই গুরুত্ব দিয়ে

রাখা হয়েছে। রতনবাবু এখানে শিক্ষার উপর আক্রমণ এনেছেন। কিন্তু জোট আমলে শিক্ষাকে কোন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা ত্রিপুরার মানুষ ভুলেনি। কি হয়নি? বই কেলেঙ্কারী, কল কেলেঙ্কারী, পরীক্ষা কেলেঙ্কারীর কথা মানুষ ভুলেনি। তৃতীয় বামফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে আবার গণমুখী করা হয়েছে। পরীক্ষা ঠিক মত হচ্ছে, রেজাল্ট ঠিক মত বের হচ্ছে।

আজকে মানুষ কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না সেই রেকর্ডগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দেবার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এখানে যে স্বাক্ষরতার কথা বলেছেন এটা ঠিক আছে। স্যার, ৮৭ইং সনে জোট সরকারের আমলে স্বাক্ষরতার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তারা কিছুই করেননি। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ৯৭ইং সনের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবেন আজকে সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকে আমরা তার রেজাল্ট পাচ্ছি? আমরা প্রতিটি ব্লকে মূল্যায়ন করে দেখেছি। পশ্চিম ত্রিপুরার প্রতি ব্লক তেলিয়ামুড়া ব্লক বলুন, বিশালগড় ব্লক বলুন সমস্ত ব্লকই নিরক্ষরতা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা নিয়ে সমালোচনা করার কোন প্রশ্নই আসে না। স্যার, পূর্ত দপ্তর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। জোট সরকারের আমলে পূর্ত দপ্তর সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? জোট সরকারের আমলে পূর্ত দপ্তরের কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। ৩য় বামফ্রন্ট যখন সরকারে আসে তখন জোট সরকারের ফেলে যাওয়া ৫৫০ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তাদের আমলে ওভার ড্রাফটের চিত্রগুলি আছে। স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমি দেখলাম তেলিয়ামুড়া ব্লকে পূর্ত দপ্তরে ১ কোটি টাকা দেনা। এই টাকাগুলি কোনভাবেই মেটানো যাবে না। কারণ, কোন কাজকর্ম করা হয়নি। খিলাতলী থেকে মহারাণীপুর পর্যন্ত মেটেলিং, কার্পেটিং হয়েছে, বলে কাগজে পত্রে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বস্তুতে কিছুই হয়নি। এইভাবে ভুয়া বিল করে পূর্ত দপ্তরের কোটি কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছিল। আজকে উনারা সমালোচনা করছেন, ওদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। আজকে আমরা সাড়ে তিন বছর হয়েছে ক্ষমতায় এসেছি। এই সময়ের মধ্যে কত বেকার যুবক যুবতী চাকুরী পেয়েছে তার তথ্য গত পরশু দিন এই বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। স্যার, আমরা এষ্টিমেট কমিটি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরেছি। আমরা দেখছি ৩য় বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর কি বিপুল পরিমাণ কাজ হয়েছে। এগুলি মিথ্যা না স্যার। পূর্ত দপ্তর আজকে কাজের গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এগুলি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার, জোট সরকারের আমলে পঞ্চায়েত সমস্ত পরিকাঠামো ধ্বংস করে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দিয়ে, সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তার অনেক প্রমাণ আমরা এই হাউসে বিগত দিনে দিয়েছি। কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তৎকালীন মন্ত্রী, এম. এল. এ. রা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছিলেন তার অনেক তথ্য আমরা দিয়েছি। নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৩য় বামফ্রন্ট যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করে তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত করা হবে। আজকে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। আজকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজকে এ. ডি. সি, পঞ্চায়েত, পৌরসভা সমস্ত পরিকাঠামোগুলিতে নির্বাচন করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। তারা আজকে জনসেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, গতকাল পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম ৩য় বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর পঞ্চায়েতের হাতে কি কি ক্ষমতা

তুলে দিয়েছেন। স্যার, গুরুত্বপূর্ণ ১২টা দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সেচ. ইত্যাদি দপ্তরগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ থেকেই বুঝা যাচ্ছে গণমুখী বাজেট পেশ করা হয়েছে। আগে পঞ্চায়েত অবস্থা কি ছিল আর এখন সেই পঞ্চায়েতকে বামফ্রন্ট সরকার কোথায় নিয়ে গিয়েছে সেটা বাজেট দেখলেই বুঝা যাবে স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখন শিল্পের কথা বলেছেন এবং শিল্পের জন্য মায়াকান্না কাঁদছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মাত্র শিল্প ছিল কিন্তু সেই শিল্পকে জোট আমলে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন? উনারা সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই শিল্পের অগ্রগতির জন্য বহু চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জুট মিল আবার চালু হয়েছে। এখানে কর্মচারীর সংখ্যা ১৬১০ জন। এখন বাজারে পাট চাষীরা ৮০০/৯০০ টাকায় পাট বিক্রি করছে। এখন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা উগ্রপন্থী উগ্রপন্থী বলে চিৎকার করছেন কিন্তু এই উগ্রপন্থী কে সৃষ্টি করেছেন? জোট আমলেই এই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে উল্লেখ আছে। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাই শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে উল্লেখ আছে। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাই শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে প্রাথমিক ও বিদ্যালয় শিক্ষা। কিন্তু জোট আমলে দেখা গেছে অনেক এস. সি. এবং এস. টির সীটের মধ্যে আদারস যারা আছে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার জনমুখী সরকার তাই শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলেছেন যাতে পিছিয়ে পড়া জাতি তারা যাতে শিক্ষার আলোর আসতে পারে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আমাদের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল? মানুষ রাত্রিতে বের হতে পারত না বিশেষ করে মহিলা কিন্তু এখন আবার উনারাই আইন শৃংখলা নেই বলে চিৎকার করছেন। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের আইন-শৃংখলার অনেক উন্নতি হয়েছে তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন না করে পারছি না কারণ, এটা জনমুখী বাজেট এবং সময়োপযোগী বাজেট হয়েছে।

এখন আমাদের রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে। আমি আশা করছি আমাদের এই যে গণমুখী বাজেট সেটাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করে যাতে আমরা নিপীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এই বাজেটের যে কর্মসূচী, তার যে সুফল সেটা যাতে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায়, রাজ্যে যাতে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় থাকে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে, ত্রিপুরা গড়ার স্বার্থে, শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে এই বাজেটকে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ** — মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ( বাগমা ) :** — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গত ১৯শে আগষ্ট এই হাউসে ৩০ লক্ষ মানুষের জন্য বাজেট উপহার দিয়েছেন। এই বাজেটে ১২৮০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই বাজেটে এইটাও দেখানো হয়েছে এইটা একটা নিকর এবং ঘাটতিবিহীন বাজেট কিন্তু উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট অত্যন্ত মসৃন, ঠিকই তাদের বক্তব্যও মসৃন কিন্তু এটার ভিতরে কতগুলি পোকা কিলবিল করছে। মাকাল ফল পাকলে খুব সুন্দর লাল টক্ টক্ করে। কিন্তু ফাটলে পরে ভিতরে কাড। ঠিক এই রকম। এইখানে করবিহীন বলছেন ঠিকই কিন্তু এটা আশার মধ্যে বাসা বাঁধছে। আশার মধ্যে বাসা বেঁধে কোন কিছু পাওয়া যায় না। সব কিছুই হতে পারে, হতে পারে। এরা খুব খুশী বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে

নিয়ে, কিন্তু এরা নরসীমা রাওকে নিয়ে বিষোদ্‌গার করতে একটু কুণ্ঠাবোধ করল না। এই নরসীমা রাওয়ের দয়ায় এই সরকার ধরে আছে। এই নরসীমা রাওয়ের দয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার টিকে আছে। নরসীমা রাওয়ের সমর্থন না থাকলে রেল সম্প্রসারণের জন্য এরা দুবাহু তুলে বলতে পারতেন না। কেন্দ্রে এদের পূজা করছে, আর এইখানে এসে ওরা বিষোদ্‌গার করছে। ওদের এই দুমুখো নীতি বরাবরই দেখছি। কথায় আছে গাধা নাকি পরিষ্কার জল পছন্দ করে না, কাধা ঘোলা জল পছন্দ করে। স্যার, এইখানে বলা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন, তারপর বলা হচ্ছে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন উল্লেখ করেছেন।

আমরা কি দেখলাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম বিরোধী যারা আছে তারা নমিনেশান দিতে পারল না। নমিনেশান পেপার নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাদেরকে পিটিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তারপর এ. ডি, সির নির্বাচনের সময়ও আমরা দেখলাম সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, উগ্রপন্থীদের দিয়ে পি য়ে সবাইকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। আর এগুলিকেই বলছেন ওনারা গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের কথা তাদের মুখে সাজে না। তাদের গণতন্ত্র হচ্ছে একনায়ক তন্ত্র। তারপর এখানে রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে ওনারা খুব বড় বড় কথা বলছেন খুব প্রশংসা করেছে। এটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এটাও বলার দরকার ছিল যে পেট্রোল জাতীয় জিনিষের দাম যে ৩০ পারসেন্ট বাড়িয়েছে সেটা সম্পর্কেও তাদের কিছু বলার দরকার ছিল। এখানে এটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। আমরা গত বৎসর এই হাউসে দেখেছি তৎকালীন স্পীকার বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে সেখানে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্লেনের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে। আর আজকে এখানে রান্নার গ্যাস এবং পেট্রোল জাতীয় জিনিষের দাম যে এইভাবে বাড়ানো হয়েছে এটা নিয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি। এখানে তারা রেল লাইন সম্প্রসারণের কথা বলেছেন, কিন্তু ব্রডগ্রেজের কথা বলেন নি। রেল লাইনের জন্য আজকে কি করা হয়েছে, এক কোটি টাকা সাহায্য করা হয়েছে, এক কোটি টাকা দিয়ে ৫০ মিটার রাস্তাও করা যাবে না, তো ওনারা এখান পর্যন্ত রেল লাইন তৈরী করবেন কি করে এই টাকা দিয়ে এই এক কোটি টাকা দিয়ে এই আগরতলা পর্যন্ত গরুর গাড়ীর রাস্তাও হবে না তো রেল লাইন হবে কি করে, এই দিকে তাদের কোন চিন্তাই নাই।

বিগত কেন্দ্রিয় সরকারের আমলে পাথারকান্দি থেকে ধর্মনগর এবং তারপর ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে। সেটা কত কিলোমিটার? মাত্র ৫০ কিলোমিটার মাত্র আনা হয়েছে। আর এখন জনতা সরকার কেন্দ্রে এরা কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার—এই ১৩০ কিলোমিটার রেল লাইন করতে গেলে কত কোটি টাকার দরকার? কাজেই এখানে কেন্দ্রিয় সরকার যে এক কোটি টাকা বাজেটে ধরেছেন সেটা টোকেন হিসেবে ধরেছেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই যে, উনিও সেটা জানেন যে কেন্দ্রের এই বাজেট সেটা বর্তমান ৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরের জন্য। কাজেই, এই এক বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত কাজ কর্ম করা সম্ভব নয়। তাই সব টাকা তো এই বাজেটে রাখা যাবে না। এখন মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে সব টাকাই বাজেটে ধরতে হবে তাহলে তো এটা ঠিক নয়।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:—** এটা রাখা উচিত ছিল। কাজেই, এইভাবে যে প্রক্রিয়া করা হয়েছিল—এই প্রক্রিয়াগুলি বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেই করা হয়েছে। এবং সেটা ব্রডগেজ করার কথা ছিল। বিগত

কংগ্রেসের রেলমন্ত্রী জাফর শরিফ সাহেবের সময়েই এটা করা হয়েছিল। এখন এটা নতুন করে করা হয়েছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—সেটাওতো এক বছরে হয়নি।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** : সেটা আমি জানি স্যার। এই ১০০ কিলোমিটার রেল লাইন করতে হলে যেখানে ৫৭৫ কোটি টাকা লাগে সেখানে এক কোটি টাকা তো টোকেন মানি। এবং এইখানে স্যার, আমি দেখাতে পারি যে আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্তমন্ত্রী বিগত তিন বছর আগে মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়ের আনীত উদয়পুরের বদরমোকামঘাটের একটি ব্রীজ নির্মাণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে বদরমোকামে ব্রীজ নির্মাণ করার জন্য টোকেন মানি হিসেবে বর্তমান আর্থিক বছরে কিছু অর্থ ধরা হয়েছে এবং এটার কাজ এখন থেকে শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এই কমিটমেন্টের পরেও আজকে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—স্যার, এখনো সেই ব্রীজটি করা হয়নি। এখন তিনবছর পরে তিনি আবার বলছেন যে সেটার কাজ এখন হবে না। তাহলে কিভাবে—স্যার, এটা বিশ্বাস করতে পারি। কাজেই, এটা টোকেন মানি হিসেবেই ধরা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয় কারণ, এই সরকার বিগত ৪০ মাসে সারা রাজ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। এই ৪০ মাসের মধ্যে সারা রাজ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি করেছে? এরা এইখানে বার বার বলছেন যে তারা শিক্ষার জন্য বিস্তর করেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় কি কি হচ্ছে সে সম্পর্কে এইখানে মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বললেন কি ঘোষণা করা হয়েছে। খোয়াই সাবডিভিশনকে নাকি নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অপর দিকে আমরা দেখি সারা রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৫০০টির মত স্কুল বন্ধ রয়েছে। এই ৫০০টি স্কুলকে বন্ধ রেখে শিক্ষার প্রসার ঘটবে এইটা কি ভাবা যায়? স্যার, গোঁড়ায় কেটে আগায় জল দিলে তো কিছুই হবে না, স্যার।

গাছের আগা কেটে গোড়ায় জল দিলে গাছ বাঁচবে না স্যার। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম যেগুলি তার মধ্যে পাঁচ শতের উপর স্কুল এখনও বন্ধ হয়ে রয়েছে। সরকার সেগুলি পুনরায় খোলার কোন চেষ্টাই করছেন না। কি এক অদ্ভুত অবস্থা। তারপর এখানে শিক্ষার প্রসার নিয়ে গালভরা ভাষণ দিচ্ছেন তারা। বহু সংখ্যক বালোয়াদী এবং অঙ্গনাওয়ারী বন্ধ হয়ে রয়েছে। এসব কি জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এগুলি কি উগ্রপন্থীদের কারণে বন্ধ করে রাখা হয়েছে?

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— করছি স্যার, রাজ্যে অপহরণের যে হিসাবটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে ৭৩০ জন নাগরিক অপহৃত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৩০ জনকে ইতিমধ্যেই হত্যা করেছে বৈরীরা ও ৮৪ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে এর হিসাব রয়েছে কোন এলাকায় কত তারিখ কি হয়েছে সেটা আমার কাছে তথ্য রয়েছে। কিন্তু বলার সময় হবে না। কানুলাল ঘোষ, পলাশ বণিক, শংকর সাহা, অনিন্দিতা বর্মণ, আব্দুল রব, এইভাবে বহু লোকের কাছ থেকে অপহরণের পর ভাল অংকের টাকা আদায় করে ছাড়া হয়েছে। সুখেন সাহা, নিকুঞ্জ দেবনাথ, কানু দেবনাথ সবার একই অবস্থা হয়েছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর সময় দেওয়া যায় না।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— তারপরও তারা এখানে বলছেন কি করে যে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে যাদেরকে

দিয়ে তারা অপকর্ম করিয়াছে তাদেরকে আবার আত্মসমর্পনও করিয়েছে তারাই। আত্মসমর্পনকারী তথাকথিত উগ্রপন্থী রত্ন সিং জমাতিয়ার মত বহু আত্মসমর্পনকারীকেই এখন তারা জামাইয়ের মত পুষিয়ে রাখছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি নূতন নূতন কথা বললে তো শেষ হবে না। সময় মেনেতো সভাটা আমাকে চালাতে হবে। আপনি সারা করুন আমাকে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই স্যার, আমি বলতে চাই এই রাজ্যে শান্তির কোন পরিবেশই নয়। আর বাজেট নিয়ে আর কি বলব? এটাতো কোন গণমুখি বাজেট নয়। এই বাজেট রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষকে ঠকানোর জন্য তৈরী করা বাজেট। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বছরের বাজেটে বলা হয়েছে ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এখনও পাওয়া যায়নি। এই যে পাওয়ার আশা রেখে বাজেট সেটা কি করে বাস্তবমুখী হতে পারে। এইভাবে ইতিপূর্বেও তারা পাওয়া যাবে বলে বাজেটে বলেছিল। কিন্তু পেয়েছে কি? কাজেই, এটা লোক দেখানো ও রাজ্যের মানুষকে ঠকানোর একটি নমুনা বাজেট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি থামুন। আমাকে বাধ্য করাবেন না। মাননীয় সদস্য আপনাকে থামতে বলা হচ্ছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই আমার কাছে এই জিনিষটি পরিস্কার যে তারা বাজেট ঘাটতি মেটাতে বরাবরের মত এবারও মানুষের পিছন দিক দিয়ে আঘাত করার জন্য পরবর্তী সময়ে রাজ্যের মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা চাপাবেই। কাজেই এই জন্য বাজেটকে আমি সমর্থনযোগ্য বলেই মনে করি না এবং সরকার পক্ষের কাছে অনুরোধ করছি বাজেটটি আবার ত্রুটি মুক্ত করার জন্য নুতন করে আনুন। এইটুকু বলেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখ মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উনি যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই এবং যে বাজেট ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে যে চমৎকার বাজেট তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। তবে এই বাজেট বক্তব্যের মধ্যে আমি সবগুলি দিকে যাচ্ছি না শুধু কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। এই বাজেটের মধ্যে একটা মাত্র অংশ যেটা সমবায় দপ্তরের জন্য বাজেট রাখা হয়েছে। এটা ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য গত বছর ছিল ১০.৮৯ কোটি টাকা। এখানে এবার আমরা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মত এখানে বাজেট বেড়েছে। আমি দপ্তরের তিন বছর আগের কিছু কথা উল্লেখ করব। সমবায় দপ্তর যেটা ছিল যে সমবায় দপ্তরের উদ্দেশ্যে মহাজনী কর্তীয়া যারা লুটেরা যারা গরীব মানুষকে ঠকায় তাদের উদ্দেশ্য এই সমবায় সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করার জন্য রাজ্যের যে প্রান্তিক চাষী গরীব কৃষক জুমিয়া এবং সকল অংশের স্বার্থে যে সমবায় আন্দোলনকে প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট যেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এটা ১৯৮৮ সালের জোট জমানায় প্রথম আঘাত আমরা লক্ষ করি। তারা ১৯৮৮ সালে আসার পরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে আধা ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব এবং এই রাজত্বের মধ্যে আমরা দেখেছি এই সমবায় সংস্থাগুলিকে পুরাপুরি এই কংগ্রেস নামক বর্গী বাহিনী, চেয়ারম্যান, তার লুটেরা বাহিনী তারা দখল নিয়েছে। এবং আপনারা এটাভালোভাবে জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে তখন গণতন্ত্র ছিল না। আর চেয়ারম্যান, হাজার হাজার চেয়ারম্যান শুধু। এখানে কোন গণভিত্তি ছিল না। এইভাবে তারা জোড় করে সেই ল্যাম্পস্ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৫৬টি ল্যাম্পস্ এবং ২১০টি প্যাক্স ছিল। প্রত্যেকটা তাদের বর্গী বাহিনী লুটেরারা কিভাবে লুট করবে তারা তা করতে শুরু করল। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি।

যেখানে কোন নির্বাচন হয়নি। আমি একটা নিদর্শন দিতে চাই যে, আমাদের তখনকার আমলে মাত্র একজন চেয়ারম্যান ছিলেন. এ, ডি, সির চেয়ারম্যান আর কোন চেয়ারম্যান আমাদের ছিল না। সেই এ, ডি, সির চেয়ারম্যানকে খতম করার জন্য বার বার তারা দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টে গেছেন। এই বর্গী বাহিনী লুটেরা বাহিনীরা কি করেছেন? তারা সেই অফিসটাকে দখল করে তারা লুটের একটা আখড়া তৈরী করেছেন। আমি নিদর্শন হিসাবে বলতে চাই এটা আমরা পুনরুদ্ধারের জন্য যে বাজেট আমরা এখানে রেখেছি তাদের যে বকেয়া মাথাদার কথায় দোকান বাকি দোকান বাকি কিভাবে হল? ছিল না কোন নির্বাচন, গণতন্ত্র ছিল না মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। বাহু বল প্রয়োগ করে প্রত্যেকটা দখল করে যাকে ইচ্ছা তাকে আই, আর ডি, পি, দিয়েছে, যাকে ইচ্ছা তাকে এস, টি, এস, সি, কো-অপারেটিভ থেকে কৃষি ঋণ দিয়েছে। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিতে চাই, ফটিকরায়ের নির্বাচন। এই যে আমাদের এখানে অমলবাবু আছেন উনি গিয়েছেন কিনা আমি জানি না তবে আমাদের নির্বাচনের কাজে আমাদের খোয়াই থেকে শ্রদ্ধেয় বিদ্যা দেববর্মা মাথনদা গিয়েছিলেন। এবং সেই কংগ্রেসের ভোট জমানার তখনের যে অবস্থা তাদের তখন শুধু বর্গী বাহিনী না আপনারা বিহারে দেখেছেন বিহারে যে নতুন বাহিনী গণহত্যা করল সেই রণবীর সেনার বাহিনী, আমাদের এখানেও সেই বাহিনীর অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিধায়করা পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনারা বিহারে দেখেছেন যে নুতন বাহিনী গণহত্যা করল রনবীর সেনা বাহিনী। তাদের অত্যাচারের এবং ভোটের রিগিং এর ফলে আমাদের বিধায়ক পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। সেই রনবীর বাহিনীরা ভোটের সময় করেছেন, তার বিভিন্ন অপকর্ম এবং হত্যালীলা করেছেন। আমরা এই সমবায়গুলিকে কি ভাবে আরো চাঙ্গা করতে পারি তার চেষ্টা আছে। তারা ল্যাম্পস্ এবং পেক্সগুলিকে উন্নয়ন না ঘটিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থের ঘুচিয়েছেন। যা এই রাজ্যের প্রতিটা ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স কে ডিফল্টার করে রেখেছে। এইগুলি থেকে বিভিন্নভাবে ঋন দেওয়া বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। সেই সুযোগটা পর্যন্ত নাই। রতিবাবু এই নির্বাচনের কথা বলেছেন। গত নির্বাচনে উনি কার কথা বলেছেন? যুব সমিতির কথা। এই কংগ্রেসকে তো তাদের পিত্রি পুরুষদের শ্রাদ্ধ করে ভোট চেয়েছিলেন। এখন উনি আবার কি জানি চিন্তা ভাবনা করছেন। এই ত্রিপুরাবাসী উদেরকে ডাস্টবিনে ফেলেছে। এখানে মাত্র উনি একজন আছেন। এ, ডি, সি-তে ও একজন আছেন। এখানেও কোন ক্রমে বেঁচে গেছেন। আগামী দিনে একজনও থাকবেন না। তা আপনারা জেনে নিন। আমরা এখন সেই ল্যাম্পস্ এবং পেক্সগুলির উন্নতির জন্য তাদেরকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করছি। কি করে তাদের উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টা করছি। সেইগুলির উন্নতি হবে। মানুষের জন্য কাজ করবে। সেই ল্যাম্পস্, পেক্সদ, গরীব মানুষের জন্য কাজ করবে। সেখানে পাট কিনবে, ধান কিনবে, কিংবা অর্জুন ফুল কিনবে মানুষের কাছ থেকে নায্য মুল্যে কিনে নেবে। সমবায়ের যে দৃষ্টিভঙ্গি ভালভাবে মানুষের জন্য কাজ করার তার প্রতিফলন এই বাজেটে রয়েছে। আমি আমাদের অর্থ মন্ত্রীকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার গত বৎসর আমাদের বাজেটে ছিল ৫৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। এবার ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক সালের বাজেটে ধরা রয়েছে। ৭৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। মোট প্রায় ১৮ কোটি টাকার মত এবার বাজেটে বেশী ধরা হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, গত জোট আমলে উপজাতি যুব সমিতি যারা সাজ্জা ট্রাইবেল হিসাবে, কংগ্রেসের বন্ধু হিসাবে তাদের সংগঠনগুলি টি. এস. এফ. দাবী তুলেছিল এটা উপজাতি বিরোধী সরকার। যুব সমিতির কর্মচারী সংগঠন তারা দাবী তুলেছিল যে এই সরকারটা উপজাতিদের

রক্ষা করতে পারবেনা। তখন যুব সমিতির একটা অংশ তাদের থেকে বের হয়ে এসেছিল। সেই আমলে সবচেয়ে বেশী উপজাতিরা অত্যাচারিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে অর্থনৈতিক অবরোধ হয়েছিল। তখন কি বিচার হয়েছিল ? কোন বিচার ছিল না। সেই সময় যুব সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভায় আট জন মন্ত্রী ছিলেন। তখন তো একটাও কথা বলেন না। আজিকে মারা যাচ্ছে, কাজ পাচ্ছেনা, কিছুই হচ্ছে না। ধর্ষিতা মা বোনদের কোন বিচার নেই। একটা এফ. আই. আর. করার পর্যন্ত সুযোগ হয়নি। তখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছে এই উপজাতি অংশের মানুষ। তাই তাদের আমার সবকিছু দেখিছি। তারফলে তার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ তাদেরকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে। উগ্রপন্থীর সমস্যা আছে,উপজাতিদের সমস্যা আছে এবং তা থাকতে পারে। হঠাৎ করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। তা সম্ভব নয়। তবে বাজেটের মধ্যে আমরা যে ভাবে সংস্থান রেখেছি টাকা আমরা বাড়িয়েছি। এই যে টাকা উপজাতি কল্যাণের জন্য আমার টাকা আমরা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য খরচ করতে চাই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নিয়ম আছে যে রাজ্যের ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চলকে রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে হবে। কিন্তু তা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০ শতাংশের উপরে আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই অতিরিক্ত বনাঞ্চলকে রিজার্ভ মুক্ত করছেন না। তাহলে আমরা উপজাতিদের পুর্ণর্বাসন দিতে পারতাম। রাবার বাগান কিংবা চা বাগান দিয়ে, পুর্ণর্বাসন দিতে পারতাম, যারা এখনো বছরের পর বছর জুমের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নতি ঘটাতে পারতাম। এবং তাদেরকে পুণর্বাসন দিতে পারতাম।

আমাদের যারা উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। উপজাতি যুবকরা যাতে বিভ্রান্তির পথে যেতে না পারে সেজন্য এই উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে চিন্তা করতে হবে। রাজ্য সরকারকে চিন্তা করতে হবে, তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়। যে সব উপজাতি ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যাবে তাদের ষ্টাইপেণ্ড আরো কিছু বাড়ানো যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। স্যার, আমরা চাই, আগামী দিনে এই পুনর্বাসন প্রকল্পে পি. জি. পি, দপ্তরকে আরো শক্তিশালী করতে। এখানে হোষ্টেলের অনেক সমস্যা আছে। এ জন্য আমরা ১৫,১৬, ২০টি করে গ্রামকে দিয়ে ক্লাষ্টার ভিলেজ গঠন করে আরো বেশী সংখ্যক উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক হোষ্টেল তৈরী করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। স্যার, আমি পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে কিছু বলছি। আমাদের মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী তথা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিরাট সংখ্যক জাতি উপজাতিকে কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা হবে। ট্রাইবেল বেনিফিট স্কীম বা ফর্ম ইনেভেরের মাধ্যমে যে ভাবে কাজ দেওয়া হচ্ছে এবং এ. ডি, সি. কাজ দিচ্ছে, তাতে আমি বলব, এই টাকার মধ্য দিয়েও বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। স্যার, আমি চাই, শুধুমাত্র কাজ দিয়েই নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গরীব অংশের লোক টাকার অভাবে কাজ পেয়েও করতে পারছেন না। সেই সমস্ত অংশের লোকদের ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে কিংবা সরকার থেকে কম সুদে টাকা দেবার ব্যবস্থা করলে আরো ভাল হবে। এটা চিন্তা করার দরকার আছে। এই বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী।

**শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী :—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে

১৯৯৬-৯৭ইং সালের বাজেট পেশ করেছেন সেটা কর এবং ঘাটতি মুক্ত হলেও এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এবং এই বাজেটে সরকারের নুতন কোন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ নেই। কাজেই, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেটা অন্তঃসার শূন্য এবং সম্পূর্ন অবাস্তব বলে আমি মনে করি। আমি দেখেছি শিক্ষা খাতে ২৩৩ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ ধরেছেন। কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০০ মত স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। আপনারা এগুলি খোলার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। বাজেটে শিক্ষাখাতে প্রচুর টাকার সংস্থান রেখেছেন এটা ঠিক আছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়াঞ্চলগুলিতে যে সব স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি খোলার উদ্যোগ আপনারা নিন। সেই স্কুলগুলি যদি আপনারা খোলার কোন উদ্যোগই না নেন তাহলে আমি বুঝতে পারছি না বাজেটে শিক্ষাখাতে এত টাকার প্রস্তাব কেন করেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া একটু বলেছেন যে সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক চিন্তা করছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো জুনিয়র বেসিক, সিনিয়ার বেসিক, হাইস্কুল নিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০০ স্কুল যদি বন্ধ থাকে তাহলে হায়ার এডুকেশান নিতে কে আসবে? আজকে গ্রামাঞ্চলগুলিতে ট্রাইবেল থাকতে পারছে না। আমরা বিরোধী দল থেকে অনেক অভিযোগ করেছি কিন্তু আপনারা কোন কর্ণপাতই করছেন না। হাজার হাজার ট্রাইবেল ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত কথাগুলি আপনারা হেসে উড়িয়ে দেবেন এটা ঠিক না। আজকে শুধু ট্রাইবেলরাই নয় সমাজে যারা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি বাস করছেন তারাও আজকে এই রাজ্যে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না। জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবেন না। বাজেট শুধু টাকার অংক ধরলেই হবে না. এই টাকাগুলি সুষ্ঠভাবে বাস্থিত করুন। আমি আপনাদের জুনিয়ার হতে পারি, আমি আপনাদের উপদেশ দিতে পারি. কিন্তু বাস্তবে আপনারা কি এটা মেনে নেবেন। গত তিন বছরে আপনারা সরকারে আসার পর কোথায় কোথায় চাকুরী দিয়েছেন তার কোন হিসাব আপনারা প্রকাশ করেননি। পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবু তার এক আত্মীয়কে চাকুরী দিতে গিয়ে অনেক হেনস্তা হয়েছেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, লেফট্ ফ্রন্ট আসলে আমার কোন আত্মীয় চাকুরী পাননি। মাননীয় সদস্য হয় নাম, ধাম দিয়ে প্রমাণ করুন আর না হয় উইথড্র করুন নতুবা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব এটা প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জ করতে।

**মিঃ ডিপুটি স্পীকার:—** মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

**শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী (জোলাইবাড়ী):—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোধহয় লক্ষ্য করেননি যে আমি বলেছি এটা পত্রিকায় দেখেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাই আমি এই বাজেটকে অন্তসারশূন্য বাজেট বলে অবিহিত করেছি। এই বামফ্রন্ট সরকার সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল ক্ষমতায় এসেছেন কিন্তু আসার পর সাধারণ প্রার্থীর চাকুরী হয়নি। যারা মানুষ খুন করেছে তাদের খুন করেছে তাদের চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে চাকুরী দিয়েছেন অর্থাৎ যারা উগ্রপন্থী নামে পরিচিত। আমার প্রশ্ন হলো আমাদের কংগ্রেসে যারা আছেন তাদের চাকুরী নাই দিলেন কিন্তু আপনাদের যারা চেলাচামুণ্ডা আছেন তাদের তো দিতে পারতেন। কিন্তু তাদের না দিয়ে যারা মানুষ কাটছেন তাদের দিচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার ত্রিপুরা রাজ্যে আমার জন্ম কিন্তু সেই জন্মলগ্নে ত্রিপুরা রাজ্যে যে চেহারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তারফলে সাধারণ মানুষ এবং ট্রাইবেলরা চাকুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ভোগ করছে। এই বাজেটে প্রচুর পরিমানে প্রার্থীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আর একটা কথা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনারা এ. ডি. সির জন্য ২০০ কোটি টাকা এবং ৫০০ কোটি টাকা অন্যান্য পরিকাঠামোর জন্য যে দাবী করেছেন এই ৭০০ কোটি টাকা আপনারা কি করবেন? আপনারা সমস্ত কিছু আপনাদের

কেডারদের ভাগ করে দিয়ে দেবেন, কাজ তো কিছুই করবেন না। মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্ত্তী বাজেট ভাষনে বলেছিলেন পি. ডবলিউ. দপ্তরে এখন কাজ করতে গেলে বন্দুক দা, পিস্তল নিয়ে মারামারি করতে হয়। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাতে আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের প্রায় ৪৫ শতাংশ বকেয়া ডি. এ আছে। আপনারা করমুক্ত বাজেট, ঘাটতি বাজেট পেশ করছেন কিন্তু কর্মচারীদের এ৪ ৪৩ শতাংশ ভাতা বঞ্চিত করে। কেন করলেন? কর্মচারীদের যতটুকু ডি. এ পাওনা ছিল সেটা আপনারা এইবার বাজেটের মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারতেন। চতুর্থ পে-কমিশন আজও আপনারা গঠন করতে পারেননি। কিন্তু যখন জোট আমল ছিল তখন তো আপনারা চিৎকার করে বলতেন কেন পে কমিশন গঠন করা হচ্ছে না? কিন্তু আজকে আপনারা ক্ষমতায় থেকে পে এনামেলি রিপোর্ট যেটা ১৯৯১ সালে জমা দেওয়া হয়েছিল সেটা আজ পর্যন্ত আপনারা প্রকাশ করতে পারেননি। কেন করেননি? আপনারা মনে করেন কর্মচারীরা টাকা পেলে সেটা আপনাদের গায়ে লাগবে তাই নয় কি? আমি যেটা বলছি সেটা আপনারা করতে পারেন কারণ ভোট পেতে হলে আপনাদের কর্মচারীদের ভোট পেতে হবে। কর্মচারীরাই সরকার পরিবর্তন করে। আপনারা ৪৬ শতাংশ ডি, এ বঞ্চিত করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ৫নং-এ আমরা কটা জিনিস লক্ষ্য করেছি জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্য্যন্ত এ, টি, টি, এফ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্‌ধ ডেকেছিল। এই ১০ দিনের মধ্যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে কিছু হয়নি উল্লেখ করেছেন! শুধু দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে ছোট খাট ২টি ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী এখানে বলে গেছেন বিলোনীয়ায় ঘটনা ঘটেছে। এটা কি করে ছোট খাট ঘটনা হল? একজন মানুষ মারা গেছে হরিপদ গোস্বামী আর একজন সুনীল দাস। ২টা গাড়ী অ্যাটাক হয়েছে। এটা কি করে ছোট খাট ঘটনা হল? পুলিশ মন্ত্রী এখানে নেই, যদি থাকত আমি জিজ্ঞাসা করতাম দক্ষিণ ত্রিপুরার এস, পি, পার্শ্বনাথ রায় একজন অপদার্থ। তার অপদার্থতার জন্যই এই ১ তারিখ হইতে ১০ তারিখের মধ্যে এই ঘটনা হয়েছে। জুলাইবাড়ীর নির্বাচনী কেন্দ্রপূর্বপিলাক থেকে ৩০শে জুন রাত্রে আমাদের কংগ্রেস কর্মী এবং একজন অ্যাকস টি, এন, ভি, ২ জন কংগ্রেস কর্মী, একজন স্যার, বয়সে আপনার থেকে বড় হবে উনাকে উগ্রপন্থী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আর একজন কাঠের ব্যবসায়ী উনাকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে ৩০শে জুন। অ্যাকস টি, এন, ভি, স্যারাণ্ডার করেছিল, তাকেও অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আমি যখন গেলাম থানাতে আমি পার্শ্বনাথ রায়কে বললাম এই বুড়া বয়স্ক লোকটাকে আর কাঠের ব্যবসায়ীকে কেন অ্যারেষ্ট করলেন? ও, সিকে বললাম। ও, সি, বলল আমাকে এস, পি, সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বলেছি আপনি কি করে আইডেনটিফাই করলেন যে ওরা উগ্রপন্থী? আপনি প্রমান দেখান। এস, পি, সাহেবকেও বললাম। স্যার, আপনার থেকেও বয়সে বড়, ৭০ বছর বয়স হবে, নাম অনন্ত ত্রিপুরা। এস, পি. সাহেব একজন অপদার্থ। তার দায়িত্বে অবহেলার জন্যই বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনে এই ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর একটা পয়েন্ট এর কথা বলব। ১৯ নম্বর পয়েন্টে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে উদয়পুরে যাত্রিকা নির্মাণ এবং নীরমহল প্রাসাদ সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে। পর্যটক-দের জন্য পুরানো জিনিস রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আরও উদ্যোগ নিলে ভাল হত। এই ব্যাপারে আমি কয়েকটা কথা এখানে বলছি. যেমন আমরা যেখানে বসে আছি এটা হল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। এখানে দেখুন ভি, আই, পিরা যেখানে বসেন সেখানে জল পড়ে। কালকে

যিনি এখানে বসেছিলেন তিনি বলে গেছেন জল পড়ছে এখানে বসা যাচ্ছেনা। তাই আমি আমাদের পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে বলব যেগুলি দর্শনীয় জিনিষ সেগুলিকে ঠিক করার কাজে যেন তিনি উদ্যোগ নেন। তারপর বুদ্ধমন্দির যেটা আছে সেটার দিকেও একটু নজর দেওয়া দরকার। তারপর রাজ প্রাসাদের চারদিকে যেসব মন্দির, মসজিদ আছে সেগুলির দিকেও একটু নজর দিতে হবে এবং এগুলিকে মেরামত করার কাজে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের আমলে পূর্তমন্ত্রী ছিলেন সুরজিৎ দত্ত, তিনি বুদ্ধ মন্দিরের প্রাচীরটা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার সেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটাকে আবার ঠিক করতে হবে, না হলে একদম ভেঙে যাবে। আমি আশা করি এই পুরাতন জিনিষগুলি যেগুলি দর্শনীয় জিনিষ সেগুলিকে ঠিক ও সুন্দর রাখার দিকে আপনারা নজর দেবেন।

তারপর এখানে ৫ নং পয়েন্টে যেটা বলা হয়েছে, বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার জন্য তাদেরকে শুধু আত্মসমর্পণ এর সুযোগ শুধু দিলেই চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিলে আমার মনে হয় এটা সত্যি সত্যি নির্মূল করা যাবে। আমি আশা রাখছি উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেবেন। সর্বশেষে এই বাজেটকে অন্তঃসার বলে আমার মনে হয়েছে, কাজেই, এটাকে আরও বাস্তবমুখি করার জন্য আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ :—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯শে আগষ্ট এই হাউসে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, মূলত যারা এখানে সরকার চালাচ্ছেন তাদের চিন্তা ভাবনারই প্রতিফলন এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। এই রাজ্যে এই সরকার যে কি অবস্থার মধ্যে গঠিত হয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন। যে রকম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে এই সরকারটা গঠিত হয়েছিল সেই অবস্থাটাকে আজকে এতদিন পর এই সরকার কাটিয়ে উঠেছে। এখানে এই বাজেট প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে টি, ইউ, জে, এস-এর প্রতিনিধি যে কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যটা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য, এই রাজ্যের যে প্রাকৃতিক অবস্থা, এই রাজ্যে যে সম্পদ আছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে এই বাজেট তৈরী করতে হয়েছে। আর উনি বলছেন আমরা কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সাহায্য চাই আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাই বা কেন্দ্রের একটা দায়িত্ব থাকে যেটা একটা অনগ্রসর বা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরী ষ্টেট থাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তার উন্নতি ত্বরান্বিত করা সেই ক্ষেত্রে এটা কোন দান নয়, এটা কোন দয়া নয়। কিন্তু যেভাবে বিরোধী দলের বন্ধুরা বলে গেলেন যে এটা একটা দয়া এবং তদানিন্তন কেন্দ্রের যে কংগ্রেসী সরকার ছিলেন তাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। এর থেকে একটা জিনিষ প্রমাণিত যে একেবারে মেরুদণ্ডহীন হয়ে না পড়লে পরে এই ধরনের কথা বলতে পারতেন না যদি মানুষের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকতো। আমরা ভারতে আছি ভারতীয় কাজেই, এই জায়গায় উন্নয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কাজেই, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোড় হাত করে ভিক্ষা নিতে যাচ্ছি না। মানুষের জন্য কথা বলতে যাচ্ছি। আগে আমাদের যেভাবে দীর্ঘদিনের এক বঞ্চনার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যার ফল হিসেবে মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে অনৈক্য একটা অবিশ্বাসের দেওয়াল সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে আমরা দেখেছি কিভাবে রাজ্যে রাজ্যে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের হাতকে অধিক

শক্তিশালী করার নামে কিভাবে রাজ্যের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা হচ্ছে। সেইদিক থেকে আমরা এইখানে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে চেষ্টা করছি। এবং মানুষ এই ধরনের মনোভাবের যারা যারা পরিচালিত তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছেন। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর একটা সাঙ্ঘাতিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। এই সরকার রাজ্যের দাবীর কথা সোচ্চারভাবে তোলে ধরার চেষ্টা করে আসছেন যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখনো চেষ্টা করেছেন এবং ক্ষমতায় এসে সমানভাবে চেষ্টা করছেন। সুতরাং, সেইদিক থেকে আমরা দেখি এই যে রেল সম্প্রসারিত করার জন্য অর্থ ধরা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে, কেন্দ্রীয় সরকারের পার্লামেন্টে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে যখন আমাদের একটা অপূরণীয় দাবী পূরণের দিকে যাচ্ছে তখন আমাদের এই রাজ্যের মানুষ খুশী হয়েছিলেন। কাজেই, প্রস্তাব দিয়ে এইখানে বলার চেষ্টা করছেন এই বিধানসভার মধ্যে। কাজেই, এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষ যে আনন্দিত তা নয়, আনন্দিত হবেন তখনই যখন এইটার কাজ শুরু হবে এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা, এসে তারপর সাব্রুম পর্য্যন্ত রেললাইন হবে। এই জায়গায় আমার একটা গল্প মনে পড়ছে বাজারে যাচ্ছিল একজন লোক কিছু জিনিস মাথায় নিয়ে। তখন একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো যে এইগুলির দাম কত সে যখন তার দাম বললো তখন বললো এত দাম চেয়েছে আমার মনে হয় এত দামে এইটা বিক্রি করতে পারবে না। আর সেও বললো যে এই দামের চেয়ে কম দামে আমি এইটা বিক্রি করবো না। পরে সে বাজারে তার জিনিস বিক্রি করে যখন ফিরছে তখন সেই লোকটির সঙ্গে আবার তার দেখা সে তাকে জিজ্ঞেস করলো কি তোমার জিনিস বিক্রি হয়েছে ? সে উত্তর দিল—'হ্যা' হয়েছে। সেই দামে বিক্রি হয়েছে, হ্যাঁ, সেই দামেই বিক্রি হয়েছে। তবে বোধ হয় পয়সা দেয়নি। না, না, পয়সা দিয়েছে তবে বোধ অচল পয়সা দিয়েছে। সে বললো না. না, আমি সচল পয়সাই নিয়ে এসেছি এবং সেটা বাজারে চলে। কাজেই, এই যে, আমি যে দামটা বলেছি সেই দামে অন্য কেউ কিনে নিলে সেটা বিশ্বাস হয় না যে সে এত দাম দিয়ে কিনেছে। আর যদি কিনে থাকে—তাহলে সে নিশ্চয়ই ভাল টাকা দেয়নি অচল টাকা দিয়েছে। ঠিক তেমনি আজকে ৫০ বছর কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস এবং রাজ্যেও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু আজকে তারা রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা যার উপর আজকে এই রাজ্যের যোগাযোগ নির্ভর করছে, ত্রিপুরার শিল্প নির্ভর করছে, ত্রিপুরার অর্থনীতি নির্ভর করছে সেটা না করে আরো কি দেখলাম তারা নিজেদের জায়গা ঠিক রাখবার জন্য, মুখ্যমন্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, দলের সভাপতির পদ বজায় রাখবে জন্য সব সময় দিল্লীমুখী হতেন। সেখানে যে আমাদের শুধু কুর্ণিশ করার অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই দিক থেকে আজকে এইখানে যে এক কোটি টাকা কেন্দ্রের বাজেটে ধরা হয়েছে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেললাইন তৈরী করার জন্য আজকে পার্লামেন্ট চলছে এই বছরের আর কয়েকমাস বাকি আছে তার মধ্যেই এই টাকা দিয়ে কাজ শুরু হবে। এবং এইটা আগামী পাঁচটা বছরের মধ্যে হবে। এইটা অনেক দিন লাগবে এই কাজটা শেষ করতে। আমরা এইখানে দেখলাম পাথারকান্দি থেকে ধর্মনগর, ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল এসেছে। যদিও এইটা এইখানে বলা হয়েছে যে এইটা কংগ্রেস কেন্দ্রের সরকারে থাকাকালে করেছে কিন্তু কংগ্রেস তো আর সব সময় ক্ষমতায় ছিল না জানি না আমার বলার মধ্যে তথ্যগত কিছু ভুল থাকতেও পারে। কিন্তু আমাদের যতটুকু জানা আছে এই সময়ের মধ্যে সব সময় কংগ্রেস ছিল না যখন এইটা হয়েছে।

কারণ. আজকে কংগ্রেস রেল-রেল করে মাঠের সমর্থনটাকে নিতে চাইছে। কিন্তু এতদিন তারা রাজ্যের মানুষের দাবীকে উপেক্ষা করেছে এবং রাজ্যের মানুষকে সম্মান জানাতে পারেনি। কিন্তু আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের

যারা রয়েছেন তারা রেল বাজেটেত্রর পূর্বাঞ্চলকে সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করছেন এবং আমাদের রাজ্যেও আমাদের দাবী অনুসারে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত রেল লাইনের কথা স্মরণ রেখে বাজেটে সেটা ঢুকিয়েছেন। কাজেই, এখানে আমরা একটি বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে। অন্তত আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে এই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বেকার কংগ্রেস সরকারের মত বিশ্ব ব্যাংক বা আই, এম, এফের দিকে তাকিয়ে বাজেট করছেন না। তারা অনুন্নত জায়গাগুলিকে উন্নত করার চেষ্টায় যে রয়েছেন তারই উদাহরণ আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইনের সিদ্ধান্ত।

এখানে আলোচনাকালীন রতনবাবু পঞ্চায়েত নিয়ে যে কথাটা বলেছেন তাতে আমি জানি না উনি পঞ্চায়েত আইনটা ঠিকভাবে দেখেছেন কিনা। এখন গ্রামস্তর থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজের বন্টন প্রণালী চালু রয়েছে। জোট জমানায় পঞ্চায়েতগুলিকে ভেংগে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাঁচটি বছরের মধ্যে তারা নির্বাচন করাতে পারেন নাই। নমিনেট কমিটি করে কিভাবে তারা লুটপাট করেছে গত পাঁচটি বছর সেটা এখানে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবু বলেছেন। তারা ঐ সমস্ত কাজ করে জন সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তারা জানেন না কিভাবে সংরক্ষণ মেনে নমিনেশনটা দেওয়া হয়। মহিলা প্রার্থীদের জায়গাতে তারা পুরুষদের প্রার্থীপদ দিয়েছিলেন এবং পুরুষদের জায়গাতে মহিলাদের প্রার্থীপদ দিয়েছেন। ফলে নমিনেশনটাই বাতিল হয়ে গিয়েছে। তারাই আজকে পঞ্চায়েত আইন মানা হচ্ছে না বলে আইন না জেনেই কথা বলছেন। কাজেই, আজকে আমরা দেখছি ৫০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আমি ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বছরের একটি উদাহরণ দিচ্ছি—১১৪টি সেতুকে বক্স কালভার্ট এবং পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করা করার পরিকল্পনা রয়েছে ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বছরে ২৩৩টি সেতুকে এইভাবে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং ঐ সময়ে ৬১৫.৮৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজ হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬১৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আপনারা আরো ও জানেন যে এই সরকার পূর্ত দপ্তরের ঠিকাদারি কাজের বন্টনের ক্ষেত্রেও এস. টি. ও এস, সিদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ডিড্ কার্ডের মাধ্যমে ও নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনেই টিকা দারী কাজের বিলি বন্টন হচ্ছে। তাতে জেনারেল ক্যাটাগরির যারা রয়েছেন তারাও উপকৃত হচ্ছেন। তিনটি জেনারেল দুটি এস. টি. এবং একটি এস. সির জন্য এইভাবে কোটা বন্টন হচ্ছে ঠিকাদারি কাজের।

গত অর্থ বছরে ২৭ ব্লকের মধ্যে ৩০ কিলোমিটার ১১ কে ভি লাইন টানা হয়েছে। নতুন দপ্তর থেকে। ১৫০ কি. মি. এস. টি. সম্প্রসারণ হয়েছে।

৩১.৩.৯৬ ইং তারিখ পর্যান্ত এখানে ৩৫৪টি ডিপ টিউবওয়েল চালু অবস্থায় আছে। দুর্গম অঞ্চলে জল সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ট্যাংকের ভিতর দিয়েও যেখানে এই সমস্ত নেই সেখানে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এস, আর, ই, পি, জে, আর, ওয়াই এবং তাতে মেনডেজ তৈরী হয়েছে যেটা ১০০ দিন এর কাজের কথা সেখানে যদিও রাজ্যের পক্ষে করে দেওয়া সম্ভব নয় বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকার দাবী করা হয়েছে। যদিও সেখানে আগে লেবার কার্ড হোল্ডাররা যাতে অন্তত: পক্ষে ১০০ দিন না থাকুক কিছু দিন কাজ পায় সেই ব্যবস্থা আগে যখন কংগ্রেস আমল ছিল তখন আমরা দেখেছি ২-৩ দিনের বেশী কাজ হত না। এখন অনেক বেশী কাজ হচ্ছে এবং আরও কাজের পরিকাঠামো তৈরী করার জন্য আর্থিক অনুদান বাড়িয়ে ধরার দাবী উঠছে। এখানে ঐগুলি নির্বাচিত লোকের কাছে যাচ্ছে সুতরাং, নির্বাচিত লোকরা সেগুলি মানুষের মধ্যে আজকে সম্পদ সৃষ্টি করে আজকে তাদের জীবনজিবীকার মান উন্নন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে তদারকির ব্যবস্থায় নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে কি কি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে এটা আপনারা শুনেছেন মাধবদার বক্তব্য রাখার সময়। সুতরাং আমরা দেখছি

এই যে কাজ ১৯৯৫-৯৬ সালের যেভাবে এটা করবার চেষ্টা করেছেন সেই ভিত্তিতে আজকে এখানে অনেক কাজ করবার জন্য যে টাকা দরকার আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে, যে আর্থিক অবস্থার মধ্যে আমরা আছি সেখানে সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং সেই জন্য স্পেশাল কেটাবের ষ্টেট হিসাবে রতনবাবু সেই দিনও বলেছেন স্পেশাল কেটাগরি ষ্টেট হিসাবে আমাদের যদি আরও সাহায্য আমাদের যদি পরিকাঠামো গড়বার জন্য আমাদের আরও বেশী করে টাকা দেন সেইজন্য টাকার দাবী করা হয়েছে। আসুন সবাই মিলে এই দাবীটা সমর্থন করি।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখানে যদি রাজনীতি করতে হয় এখানে যদি মানুষের উন্নয়ন আমরা চাই, মানুষ কাজ পায় এটা যদি আমরা চাই, এখানে যদি আজকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি হয় সেটা যদি আমরা চাই এখানকার পানীয় জলের যে সমস্যা আছে সেটা সুরাহার জন্য যে চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে সেটা যদি আমরা চাই তাহলে আমাদের এখানে বাজেটের মধ্যে যে প্রস্তাব হয়েছে সেখানে নিশ্চয় বিরোধীতা করবার সুযোগ নেই। সুতরাং সেই দিক থেকে এটাকে সমর্থন করতে হয়। কারণ এখানে আজকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তার বেসিক মিনিমাম নীডস যে ভিত্তিতে যে প্রায়রিটি সেক্টর ঠিক করা আমরা এর আগে দেখেছি যে, বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ভিতর দিয়ে মুক্ত অর্থনীতির ব্যবস্থার কথা বলে আজকে অনেক কাজ গরীবের জন্য করা হয়েছে বলে চিৎকার করা হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষাগুলি কি বলে? যে এই সুফল গরীব মানুষের কাছে যায়নি। মধ্যবিত্ত বড়লোক আজকে যারা অসৎ উপায় ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা বাড়ীতে পাওয়া যায় সংরক্ষিতকে পাওয়া যায় কারো আজকে স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়, কারা আবার দেশে থাকেনা বিদেশে থাকে বিদেশে আবার খোঁজা শুরু হয়। বরং দুর্নীতি আরও বেশী করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে স্যার, ভারতবর্ষের মধ্যে মুক্ত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এটা সবাই স্বীকার করছেন তারই ফলশ্রুতিতে এই যে লোকসভা নির্বাচন গিয়েছে তাতে আজকে কোথায় সেই মুক্ত অর্থনীতির ধারক বাহকরা মানুষ তাদেরকে কোথায় নিয়ে বসিয়েছে? মানুষের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে তার ক্ষমতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তাদের জন্য আজকে মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা তারা আসলে কাদের পকেট ভরাচ্ছেন। এটা সাধারণ মানুষের এই যে রায় তার ভিতর দিয়ে এটা আজকে প্রমানিত।

সুতরাং, এই দিক থেকে আমরা এই জায়গায় দেখেছি যে না মানুষের যেটা চাহিদা আমাদের দেশের যে আর্থিক অবস্থা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পানীয় জলকে সব চেয়ে বড় সমস্যা ধরে এটাকে যাতে সুরাহা করা যায় ১০০ শতাংশ কাভারিজ দেওয়া যায় সেইজন্য কেন্দ্র সেটা দেখিয়েছে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম আজকে বেসিক নাম্বার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে। এখানেও সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ১, ২, ৩ করে আমাদের এখানেও এই রাজ্যের বাজেটের মধ্যেও সেটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তারপর হচ্ছে, শিক্ষার ব্যাপার। শিক্ষা নিয়ে অনেক বলেছেন আমি সেইদিকে যাচ্ছি না। শিক্ষায় পরিবেশ আগে কি রকম কলুষিত ছিল আমরা এক সময় দেখেছি খবরের কাগজে উঠেছে আলাদাভাবে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অমুক সংগঠনের নেতা আমাদের জন্য আলাদা ঘর দিতে হবে, বই দিতে হবে এইরকম বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজকে সেই ব্যবস্থা নেই। যারা উশৃঙ্খল তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো আজকে শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরায় একটা, উত্তর ত্রিপুরায় ১টা এই ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য জেলা-ভিত্তিক ২ টি প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে।

যায়নের দিকে এটা হবে। এটা হলে পরে তাদের রিওরিয়েন্টাশান যে ব্যবস্থাটা যে আজকে চাহিদার সঙ্গে মিলবার জন্য যেখানে শিক্ষক নেই সেখানে শিক্ষক দেওয়ার প্রশ্ন আছে আর যেখানে শিক্ষক আছে সেখানেও আবার প্রশ্ন আছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজকে যারা পড়াশুনা করছেন, আজকে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং যারা অভিভাবক আছেন তাদের ছাত্রদের প্রয়োজনে এটা অত্যন্ত জরুরী এটা যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে এখানে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটির দুইটাই প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষার প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্যোগ বা উৎবেগ তা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সেখানে আর্থিক অবস্থা বাড়িয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে শিক্ষাকে আরো সম্প্রসারিত করা, আরো উন্নত করা এবং সেখানে সমস্ত অংশের নিরক্ষর মানুষ আছে সেন্ট পারসেন্ট কাভারের জন্য সবাই যাতে এর মধ্যে আসে শিক্ষার আঙ্গিনায় যাতে আছে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানে লিটারেচি মিশন এর মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টা করছে যাতে সমস্ত অংশে নিরক্ষর মুক্ত হয়। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষার হার বেশী। এখানে সে বিষয়ে কোন উল্লাসের প্রশ্ন নেই! এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে আছে কবে আমরা পারব সেই কাজে সফল হতে। আমরা তার চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যে যারা নিরক্ষর আছেন তাদের স্বাক্ষর করে তুলার জন্য। এটার কাজ বিশিষ্ট সফরে চলছে। শিল্প দপ্তর এর মধ্যে আমরা দেখছি যে বেকার অনেক লোক রয়েছে এবং অনেক অশিক্ষিত লোক রয়েছে গ্রামেগঞ্জের মধ্যে সেখানে আজকে হস্ত শিল্প, রেশম চাষ, এইগুলির ভিতর দিয়ে একটা বিরাট সুযোগ আজকে সৃষ্টি হয়েছে। রেশম শিল্পে আজকে যেভাবে চেষ্টা চলছে ক্লাষ্টার করে আজকে যারা চাষী বিশেষ করে মহিলা যারা তাদেরকে এটার মধ্যে আনা হচ্ছে।

তার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করা, এই যে গরীব অংশের মানুষ আছে তাদের কাছে কিছু অর্থ পৌঁছে দেওয়া, তারা আজকে বেঁচে থাকার জন্য একটা সংগ্রাম করার জন্য, একটা উপায় বের করার জন্য এখানে যে চেষ্টার কথা বলা হয়েছে, যে চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সুতরাং, আমি সেই দিক থেকে বলতেই পারি যে এই বাজেট মানুষের আশা আকাঙ্খার একটা আয়নার মত যে মানুষ এর ভিতর দিয়ে নিজেদের সমস্যা কিভাবে সরকার দেখছে, কিভাবে তার সমাধান করার চেষ্টা করছে, কিভাবে একটা উপায় বের করবার চেষ্টা করছে এটার ভেতর দিয়ে তারা তা পাবে। সেইদিক থেকে এটাকে তারা জনগণের বাজেট হিসাবে তারা মেনে নেবে। এটা সত্যি কথা যে টাকা ধরা থাকলেই যে সমস্ত হয়ে যাবে, আমাদের সেই ব্যাপারে সকলের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার এখানে কোন বিরোধিতার সুযোগ নেই। আমি আশা করি এখানে যে প্রস্তাব করা হয়েছে এই নিয়ে কারো মনে কোন বিরূপ থাকার কথা নয়। আমি আশা করব বিরোধীরা এই বাজেটকে সমর্থন করবে, এই হাউজ এটাকে সমর্থন করবে। মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবে। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়।

শ্রীঅনিল চাকমা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, গত ১৯শে আগষ্ট অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৬-৯৭ সালের যে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানে আমি দুই চার কথা আলোচনা করব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে আগষ্ট এই বিধানসভায় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি ২/৪টি কথা আলোচনা করব। এই বাজেট করহীন ও ঘাটতিহীন বাজেট। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম এই রকম বাজেট পেশ হল। গোটা ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক অবস্থা চলছে, তাতে জিনিসপত্রের উপর নূতন করে ট্যাক্স বসালে ত্রিপুরার মানুষের উপর ট্যাক্স বসালে, মানুষ তার ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এটা চিন্তা করেই এই করহীন বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় বন্ধুরা এই বাজেটকে বিকৃত করে তাঁদের বক্তব্য রাখছেন। এরকম করলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ঘৃণা করবে। আপনাদের সময়ের ৫টা বাজেট বুক উল্টিয়ে দেখুন, আপনাদের ঐ বাজেটগুলি ত্রিপুরার স্বার্থে, না ত্রিপুরাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবার কাজ করেছে। আমি আশা করব, বাজেটকে এইভাবে ব্যাখ্যা না করে সমর্থন করবেন। স্যার, গোটা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের ভুল নীতির ফলে কংগ্রেসের যেভাবে বিপর্যয় হয়েছে তা থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করুন। ৪৮ বৎসর পর্যন্ত আপনাদের হাতে ক্ষমতা রেখেও জনগণ কেন এভাবে সরে গেছে তা থেকে বুঝতে চেষ্টা করুন। শিক্ষা গ্রহণ করুন। আজকে সংবাদ পত্র পত্রিকায় যা প্রকাশিত হল তা লজ্জাজনক। এখনও শিক্ষা নিতে পারছেন না ? বিরোধী নেতা কে হবেন না হবেন তা নিয়ে সংঘাত। আমি মনে করি, আজকের পত্রিকা দেখে আপনারা তার থেকে শিক্ষা নেবেন। স্যার, এখানে পূর্ত দপ্তরে ১২১'৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। গেল বৎসর ছিল, ৯৮'২৭ কোটি টাকা। শুধু পূর্ত দপ্তর কেন, সমস্ত দপ্তরেই বাড়িয়ে বাড়িয়ে ধরা হয়েছে। স্যার, দামছড়া থেকে খেদাছড়া ২৭ কিলো মিটার রাস্তা হয়েছে। ৪৯ বছরে খেদাছড়ায় মানুষ গাড়ী দেখেনি। আজকে সেখানে গাড়ী যাচ্ছে। ৯২'২৭ কোটি টাকা দিয়ে ২৭ কি. মি রাস্তা হয়েছে। কাজে কাজেই এই বাজেট বৃদ্ধির ফলে আরো বেশী রাস্তা হবে।

আজকে সেখানে কৃষিতে সোনালী প্রজেক্ট হচ্ছে। ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার কৃষি প্রজেক্ট হচ্ছে। আজকে সরকার সমস্ত ট্রাইবেলদের মুখে সমস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। স্যার, আমি আশা করব, দুই বৎসরের মধ্যে গাড়ী চলাচলের জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরো রাস্তা হবে এই রাস্তা হয়ে গেলে অনেক কাজ হবে। এই খেদা ছড়াতে কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে ৫টা ওয়াটার প্রজেক্ট হয়েছে। এই ৫টা প্রজেক্ট হল পূর্ব আনন্দছড়া, দামছড়া, পিলাছড়া, বাউড়ছড়া। এই ৫টা প্রজেক্ট ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ঐকান-কার ট্রাইবেলদের মুখে আজকে হাসি ফুটেছে। সবার ঘরে ঘরে কিসারী এবং কৃষি দপ্তর থেকে কলা বাগান আনারস বাগান, সুপারি বাগান দেওয়া হয়েছে। আর আপনাদের সময়ে দাম ছড়াতে গো ডাউনে খাদ্যের দাবীতে এক কে. জি চাউলের জন্য সিনকে হালাম সহ পুলিশের গুলিতে সেদিন ৫ জন লোক মারা যান। নগেন্দ্র জমাতিয়া তখন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর পি. ডাবলিউ. ডি, কৃষি দপ্তর কল্যাণে ওরা অনাহার কি জানে না। সবার মুখে আজকে হাসি ফুটেছে। সেখানে কংগ্রেস বা যুব সমিতির সমিতির কোন কর্মী যেতে পারে না। কেউ গেলে ওরা বলে তোমাদের সময়ে আমাদের গুলি করে হত্যা করে-ছিল। আজকের বামফ্রন্ট সরকার আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এখানে কংগ্রেসী করতে এস না। এই সমস্ত কথা তারা বলে। এক কেজি চাউলের দাবীতে সিনকে হালাম যখন মৃত্যুবরণ করে তখন জোট রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তখন ঘুমে। আজকে বিরাট বিরাট প্রজেক্ট ট্রাইবেল এলাকাতে হচ্ছে। তারা আপনাকে চাইছেন আপনাদের বন্ধু সংগঠনের কিছু লোকদেরকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে পাঠিয়ে এখানে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানো যায় কিনা। রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করা যায় কিনা। আপনাদের স্বপ্ন ভুল, বন্ধু। আপনারা

শিক্ষা নেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস নর্দমায় ফেলে দেবে এই যদি আপনাদের মানুষিকতা হয়। বাজেটের উপস্থানার বলতে গিয়ে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গত ২৩শে জুন তারিখে টাইগার ফোর্সে ১লা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই এই ১০ দিনের বন্ধকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস, কিছু শিক্ষক এবং কিছু পুলিশের গোপন মিটিং হয় যে টাইগার ফোর্সের বন্ধ করে সারা করে ত্রিপুরা রাজ্যে কি করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো যায়। সেই তাই গোপন মিটিং-এ ওরা ধরা পড়েছে এবং স্বীকারোক্ত নিয়েছে কংগ্রেসী সমর্থক ১৪জন পুলিশ কর্মী সেখানে ছিল এবং শিক্ষা দপ্তরের একজন শিক্ষকও ছিলেন তারা বলেন নীরেন্দ্র পাল চৌধুরী, কংগ্রেসী নেতা পুলিশ দেওয়ান, বিপিন তালুকদার, দেবব্রত পাল চৌধুরী।

এই সমস্ত কর্মী বাছাই করে নিয়ে গিয়ে মিটিং করেছেন এই ১০ দিনে আইন-শৃংখলার কিভাবে অবনতি করা যায়। আর এখন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চিৎকার বলছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃংখলা বলতে কিছু নেই, এটা নেই, সেটা নেই। এটা হয় না, এটা কথার কথা। আমরা যদি বলি ১৮ শত আত্মসমর্পণকারী তাঁরাই এর সাক্ষী। তারা টাইগার ফোর্সের হোক বা এ. টি. টি. এফ হোক বা যে কোন ফোর্সেরই হোক তাদেরকে জঙ্গলে কে পাঠিয়েছিল, কোন সংগঠন পাঠিয়েছিল ? তারা কংগ্রেস পরিচালিত, যুব সমিতি পরিচালিত। তাদেরকে কে পোষাক দিয়েছে, কে আর্থিক সাহায্য করেছে এটার সাক্ষী রয়েছে ১৮ শত আত্মসমর্পণকারী।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা কি বলবেন, উনাদের তো কিছু বলার নেই তাদের ভাগের সময় থেকে আমি কিছু বলে দিচ্ছি যদি উনারা বলেন।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** ওদের আজকে আর টাইম নেই।

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** উনাদের গুরুদের মৃত্যু পথযাত্রী নৃপেন চক্রবর্তী, উনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে মৃত্যুর আগে উনার বোধগম্য হয়েছে। উনি ইনার লাইনের পারমিটের কথা বলছেন। এই ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী করেছি। আর উনি এখানে বলছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় একজনও বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং সেভেনথ্ সিডিউল্ড গঠন করার সময় আমি এ. ডি. সির কার্য্যনির্বাহী সদস্য ছিলাম আর উনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এখন তিনিই আবার কি করে গোলমাল লাগানো যায় সেই চেষ্টাই করছেন। নৃপেন চক্রবর্তী বাজেট সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। কাজেই, আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি আগামীকাল এবং পরশু বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হবে তখন আপনারা এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখবেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**ডেপুটী স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী।

**শ্রীশহীদ চৌধুরী :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে এই সভায় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেট এইখানে পেশ করেছেন এইটা একটা গণমুখী বাজেট বলা যায় এবং সুন্দরভাবে উনি উনার বক্তব্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই বাজেটের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে রাজ্যের সমস্যাগুলি উপস্থিত করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী বেঞ্চে যারা বন্ধুরা আছেন উনাদের অন্তঃসারশূণ্য বক্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে এই বাজেট একটা সঠিক বাজেট উপস্থিত করেছেন। এই বাজেটের মধ্যে জনগণের স্বার্থ সম্বলিত কতগুলি দপ্তর এবং বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তা বিরোধী বন্ধুদের

বুঝা উচিত ছিল। এই বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে বক্তব্য উপস্থিত করতে নিশ্চয়ই জনগণের মঙ্গল হত। আমরা এইখানে বাজেটের উপর চোখ বুলালেই লক্ষ্য করব শিক্ষার সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শতকরা ১৯ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই রাজ্যে যখন জোট সরকার ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। স্কুলঘরগুলি ছিল না। শিক্ষার নামে অরাজকতা চলছিল। বামফ্রন্ট সরকার এসে শিক্ষার উন্নয়ন করবার জন্য, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ভূমিকা গ্রহণ করে এই বাজেটের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই রাজ্যের মানুষ যে অবস্থায় ছিল তার থেকে উৎরে এসে এখন একটা জায়গায় পৌঁছেছে। এইটা ঠিক কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্গম অঞ্চলে বন্ধ হয়ে আছে। ক কারণে বন্ধ হয়ে আছে, এর জন্য কারা দায়ী এই সভার মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আছে তাদের সহযোগিতা চাইছে বার বার। কারণ, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। আজকে বিরোধী বন্ধুরা যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই এই রাজ্যের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, শিক্ষার অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে এই রাজ্যের উন্নতির কথা বিবেচনা করে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করবেন। আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি, বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শতকরা ১১ টাকা ধরা হয়েছে। কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন ৯৬ সনের শেষ দিকে বিদ্যুতে মোটামুটি আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব। রুখিয়া এবং রামচন্দ্রঘাটে যে পরিকল্পনা আছে তা যদি কার্যকরী হয় তাহলে এই রাজ্যের চাহিদার চেয়ে বাড়তি বিদ্যুৎ আমরা পাব। সঠিকভাবে এই বাজেটের মধ্যে এই বাজেটের মধ্যে এইটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কারণ, বিদ্যুৎ ছাড়া একটা রাজ্যের অগ্রগতি চিন্তা করা যায় না। এই বাজেটের মধ্যে আছে পূর্ত দপ্তরের জন্যও টাকা ধরা হয়েছে, বাজেটে পূর্ত দপ্তরকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পার্বতী ত্রিপুরা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে এবং এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার জন্য সব জায়গায় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠানো যাচ্ছে না। এই জায়গা রাজ্যের রাস্তা এবং সেতুগুলির উন্নয়নের এবং নির্মাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট তৈরী করেছেন। এই রাস্তা ও সেতুগুলি করতে পারলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাঠানো যাবে। তারপর এই বাজেটে গ্রাম উন্নয়নের জন্যও টাকা ধরা হয়েছে। এই রাজ্যের বেশী ভাগ মানুষ গরীব, এই রাজ্যের গরীব মানুষদের বিভিন্ন রকমের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়েছে। এই রাজ্যের মানুষের আগে ভোটাধিকার ছিল না। এই রাজ্যে কোন গনতন্ত্র ছিল না, তাদের আমলে এই রাজ্যটাকে জেল পরিণত করা হয়েছিল। তাদের সময় যতগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল সেগুলিতে রাজ্যে জনগণের ভোটাধিকার ছিল না। রাজ্যের জনগনের সেইগুলি হারিয়ে যাওয়া অধিকার এই সরকার ফিরিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ তার সাক্ষী। বক্তব্য রাখার জন্য শুধু কথা বললে রাজ্যের জনগন তা মেনে নেবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচন করে রাজ্যের উন্নয়নের কাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সরকার। এই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ আজকে কাজ পাচ্ছে, গ্রামের অগ্রগতি হচ্ছে। আমরা দেখেছি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টকেও এই বাজেটের মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জাতি উপ-জাতি গোষ্ঠির অগ্রগতির জন্য এই সরকার চিন্তা করছেন। এই বাজেটের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জাতি গোষ্ঠির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের মধ্যে তার একটা সিংহ ভাগ সময়কে বাদ দিয়ে বাকী সবটা সময় তারাই ছিল শাসনে। তাহলে কেন উগ্রপন্থা এত সৃষ্টি হয়েছে।

এই উগ্রপন্থী তো শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক শক্তি গড়ে উঠেছে । কিভাবে এটা হয়েছে। সেটা তাদের চিন্তা করা দরকার। এইটা এই রাজ্যের মানুষ জানে, শুধু এই রাজ্যের মানুষই কেন বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ জানে কেন সাম্প্রদায়িক শক্তি বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠেছে। আর জানে বলেই গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভারতবর্ষের মানুষ কংগ্রেসকে উৎখাত করে দিয়েছে। কংগ্রেসের নাম ভারতবর্ষ থেকে মুছে দিয়েছে। কংগ্রেসকে উৎখাত করে ভারতবর্ষের জনগন সেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিতকরেছে। আমাদের এই রাজ্যেও হয়েছে তাই এবং যারজন্য আমি এই বাজেটকে গণমুখী বাজেট এবং জনমুখী বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। যে অন্তঃসারশূণ্য বক্তব্য উপস্থিত করেছেন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বন্ধুরা তাদের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে—বাজেট সঠিক এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এই বাজেট এইটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু তারপরেও আমি কতকগুলি প্রস্তাব এইখানে উপস্থিত করব—সরকার আরো বেশী নজর দেওয়ার জন্য।

আজকে চাকুরীর ক্ষেত্রে বেকারদের একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি মেনে চাকুরী দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে হবে এইটা নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে। বেকারদের কর্ম-সংস্থানের প্রশ্নে ঋণের কথা বহুবার আলোচনা হয়েছে এই হাউসের মধ্যে। যাদের ঋণের জন্য নির্বাচিত করা হয় তাদের শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারে দ্বারে ঘোরতে হচ্ছে ঋণ পাবার জন্য ব্যাংকের এই যে গড়ীমসি হচ্ছে এই বিষয়টিও আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যাতে বেকাররা যেন হয়রানি না হয়।

এইখানে রাজ্যের মধ্যে একটা ওয়াকফ্ বোর্ড যেটা সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য কাজকর্ম করেন এবং বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আমরা গত বছরে দেখেছি এই ওয়াকফ্ বোর্ডের ১৭,৯৪,০০০ টাকার বাজেট ছিল। এইবারও ১৭,৯৪,০০০ টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। আমি অনুরোধ করছি এই রাজ্যের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে এই বিষয়টিকে একটু বিবেচনার মধ্যে আনা। এই রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগেও একটা সংখ্যালঘু করপোরেশন এইখানে গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এইটাকে আরো বেশী সক্রিয় করে তারমধ্যে যারা খ্রীষ্টান আছেন, যারা বৃদ্ধিষ্ট আছেন, জৈন এবং মুসলিম আছেন এই সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যারা আছেন তাদের অগ্রগতির ত্বরান্বিত করার জন্য যে সুযোগ সেই সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য বা করা যায় কিনা সেটাও বিবেচনা করবেন।

তারপর যে সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ বিশেষ করে পানীয় জলের কথা এইখানে বলা হচ্ছে কতকগুলি কাজ অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করতে হবে মানুষের জল পাওয়ার স্বার্থে। কাজেই, এইখানে আমি যে বিষয়গুলিকে উপস্থিত করেছি সেগুলোকে সম্পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একটা সরকারী সিদ্ধান্ত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। এইগুলি অফিসার যারা কাজ করেন তাদের গড়িমসী এবং ঢিলেমীর ফলে বামফ্রন্ট সরকারের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে না। এই কথা কয়টি বলে আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধী বন্ধুরা যে বক্তব্য এইখানে উপস্থিত করেছেন সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে এই গণমুখী বাজেটকে সমর্থন করে এবং তার সঙ্গে বলতে চাই আজকে এই বিধানসভা হলে আমি যা লক্ষ্য করেছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন—সেই বাজেট ভাষণে তিনি বলেছেন কি আর বিরোধী বন্ধুরা উত্তর দিলেন কি। যেমন, পান্তাভাতে ঢেলে দিলেন জয়গোপাল মার্কা ঘি। এই হলে কেউ বলেছেন আমি সকাল বেলায় টেবলেট খাই কেউ

বলেছেন বিকালবেলায় ঔষধ খান। আবার কেউ বাজার খরচের হিসাব এইখানে তোলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই হচ্ছে বাজেট আলোচনায় তাদের ভূমিকা।

যাই হোক, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইখানে বলতে চাই আমার বাজেট আলোচনা হবে দুইভাগে এক ভাগ হবে কবিতার ছন্দে, আরেক ভাগ হবে ছন্দবিহীন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ, বাজেট আলোচনায় আমি আছি ঐক্য,
অনৈক্য থাকতে পারি নাই।

অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বাজেট পেশ করেছেন সম্প্রতি,
এই বিষয়টি আছে সকলের জানা।
প্রতি বছরে এই বাজেট হয়, ১৯৯৬-৯৭ বাজেট কর শূণ্য হয়,
সেইজন্য আমি ইহাকে সমর্থন জানাই।
আশা করি এই হলে, দলে আর নির্দলে, বিরোধী দলের সকলে সমর্থন
করবেন—বিরোধিতা করার কোন প্রয়োজন নাই।
আমরা দেখেছি জোট আমলে, রাজ্যের কাজকর্ম উঠেছিল লাটে,
প্রতি বছর ঘাটতি বাজেট, রাজ্যে কাজকর্ম একেবারেই ছিল না।
বামফ্রন্ট সরকার বাজেট করেছেন অতি সুন্দর, অতি চমৎকার,
কাজকর্ম পাবে রাজ্যের বেকার,
এই বাজেটতো আর জোট সরকারের বাজেট না।
কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস(ই) সরকার,
কত দেখেছি তাদের কারবার,
তারা বাজেট করেছেন বারংবার,
কিন্তু ত্রিপুরার জন্য রেলের বাজেট করেনি একবার।
এই যুক্তফ্রন্ট সরকার—ত্রিপুরার জন্য এইবার
রেলের বাজেট করেছেন লোকসভায় মাঝার।
রেল লাইন আগরতলা পর্য্যন্ত দরকার,
সেটা বুঝেছেন তারা এবার।
এখন রেল আসবে আগরতলা,
এখানে আবার কারও-কারও লম্বা গলা,
মানুষের জন্য মিষ্টি কথা শুনি,
মার চেয়ে মাসীর আদর বেশী,
শুনে আমরা হইলাম খুশী,
আমি করবনা কাউকে দোষা-দোষী,
প্রস্তাবক যিনি তিনি অত্যন্ত জ্ঞানি ও গুণি।

গত বছরের বাজেট থেকে এই বছরের বাজেটে সর্বমোট আট শতাংশ বেশী রয়েছে।

এবার হবে কাজকর্ম,
গরীবকে কাজ দেওয়া বামফ্রন্টের ধর্ম,
জোটের মত বাম নয় অধর্ম ।।

সেজন্যই আমার দৃষ্টিতে এবারকার বাজেট খুবই সুন্দর হয়েছে।

জোটের ধুতি-শাড়ির কাজ ছিল দুই দিন,
শ্রমিকরা উপবাসে থাকতেন ৩৬৩ দিন !

কত মানুষ তখন মরেছে দিনের পর দিন—সেই কথা কি কারোত জানা নাই ?

কাঞ্চনপুর আর গণ্ডাছড়া, ছাওমনু আর আঠারমুড়া,
তখন জোট রাজত্বে ছয়শত মানুষ গেল মারা।

রাজ্যের অসংখ্য রাস্তা-ঘাট পূর্ত দপ্তর নির্মাণ করে চলেছে। নদী-নালার উপর সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজের কোন বিরাম নেই। সোনামুড়ার গোমতির উপরে ১৭৮ মিটার লম্বা পুল নির্মাণ করেছেন এই সরকার। আমাদের ধর্মনগরের জুড়ি নদীর উপরে ও নূতন করে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

জোট আমলের কারবার,
পুল ভেংগে গাড়ী পড়ে জলের মাঝার।
ভাংগা সেতু গড়ত না জোট সরকার ।।
যখন রাস্তা হইত নষ্ট,
যাত্রীরা তখন পাইত কষ্ট ।
তাদের দিকে তখন কেউ ফিরে তাকাত না।
মানুষ করেছে তাদেরকে বর্জন,
দিল্লীতেও নাই তারা এখন ।।

হাওলা কেলেংকারী, চিনি কেলেংকারী, সার কেলেংকারী ইত্যাদি কেলেংকারীতে তারা এখন তুলেমূলে বিনাশ।

হচ্ছে শিক্ষার সম্প্রসারণ,
বামফ্রন্ট রাজ্যে এখন।

অসংখ্য স্কুল, কলেজ গঠন করেছেন এই সরকার। শিক্ষার খাতেও বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ করা রয়েছে। এদিকে চলছে আবার স্বাক্ষরতার অভিযান। শহর বন্দরে আর কেউ নিরক্ষর থাকবে না-সেটা বামফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি এবার। এই বিধানসভাকে জানাই,

আমার বাড়ী কদমতলা,
ত্রিপুরার শেষ প্রান্তে-আসাম সীমান্তে,
আমি বলছি এই বিকেল বেলা,
তাই শেষের বক্তা হয়েছি এই বেলা।

কদমতলা-চুড়াইবাড়ী-বাগবাসা-পানিসাগর-পেচারথল-কুমারঘাট-মনু-ডলুবাড়ী-তেলিয়ামুড়া-চম্পকনগর-জিরানীয়া-রাণীরবাজার-আগরতলা এই দুই শত কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ী আসাম সীমান্তে-শেষ বেলাতে আমি এখন দাঁড়িয়েছি বিধানসভাতে।

এখানে আমি আর কিছু বলব না,
ইচ্ছে করলে সারাদিনই আমি বলতে পারি,
কোন দ্বিধাবোধ করব না।

স্যার, এই বাজেট বইয়ের দুই নম্বর পৃষ্ঠায় চার নম্বর প্যারাগ্রাফে দেখলাম যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী "ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা" সম্পর্কিত সেবায় যোগদান করেছিলেন। সেখানে যে সাতটি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথাও রয়েছে। স্যার, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও দিল্লীর দরবারে গিয়ে শুনা যায় যে ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নিরক্ষর মানুষ রয়েছে প্রচুর। ৯০ কোটি মানুষের দেশে ৪৫ কোটি মানুষ নিরক্ষর আমরা শুনতে পাই, কংগ্রেস সরকার গত ৫০টি বছর ধরে দিল্লীতে এই কারবারই করেছেন। পৃথিবীর ৮০ কোটি নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ভারতেই আছে ৪৫ কোটি নিরক্ষর মানুষ। এই নিরক্ষতা দূর করতে আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং-এরপর রাজ্যে আর কোন নিরক্ষর থাকবে না। এবং সেইভাবে নিরক্ষতা দূরীকরণ অভিযানও শুরু হয়েছে। রাজ্যে শিক্ষার প্রসার বর্তমান সরকার রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। আপনারা বলুন রাজ্যে ১৯৭৮ পর্য্যন্ত কয়টি কলেজ ছিল? মাত্র দুটি-একটি আগরতলায় এবং আর একটি কৈলাশহরে। এখন বামফ্রন্ট আসার পর কি দেখতে পেলাম? খোয়াই, সোনামুড়া, ধর্মনগর, কমলপুর, বিলোনীয়া ও অমরপুরেও কলেজ হয়েছে? সর্বত্র হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার শুধু কলেজই করেন নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে "ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। শচীন সিং, প্রফুল্ল দাস, সুখময় সেনগুপ্ত থেকে আরোও অনেকে গত ৩০টি বছর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। কোথায় কি করেছেন তারা? বালোয়ারী স্কুল থেকে হাইস্কুলের সংখ্যা এখন অগুন্ত। ভারতবর্ষের ১২ কোটি ভূমিহীনদের মধ্যে একটি অংশ এই রাজ্যে রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোকসংখ্যাই হচ্ছে ১২ কোটি। তাহলে একটি দেশের মোট লোকসংখ্যার সমান হচ্ছে আমাদের দেশের ভূমিহীনের সংখ্যা। চমৎকার, কংগ্রেসের ৪৬ বছর রাজত্ব। আমাদের সরকার রাজ্যের ভূমিহীনদের জমি দিতে চাইলে কেন্দ্রর নির্দেশ আসে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া যাবে না। কারণ, সংরক্ষিত এলাকা ঐগুলি। স্যার, এবার আরক্ষা খাতে ধরা হয়েছে ৭৬.২৪ কোটি টাকা। আগের বারের তুলনায় সেটা এবার সাড়ে ষোল কোটি টাকা বেশী ধরা হয়েছে।

জোট রাজত্বে মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিল না। ছিল পুলিশের নিরাপত্তা। আমরা দেখেছি রাজ্যের মানুষ কিভাবে নিগৃহীত হয়েছে জোট রাজত্বে। আমরা পত্রিকায় দেখেছি তখনকার সময়ে উদয়পুরের পুলিশ অফিসার প্রণব বোসকে মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই প্রকাশ্যে গালে চড় দেওয়া হয়েছিল। বিশালগড় থানার কোন এক মন্ত্রী নাকি আক্রমণ করেছিলেন. সেটাও পত্রিকায় দেখেছি। রামচন্দ্রঘাট থানার ও. সি. রাস্তায় তিন-টুকরো হয়ে খুন হলেন। জোট রাজত্বে এই রাজ্যে ৭৬৯ জন খুন হয়েছে বলে আমরা পত্রিকায় দেখতে পেয়েছি। নারী ধর্ষন হয়েছে দুই শতাধিক। গুম হয়েছে ২২৯ জন। মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল ২৫ হাজার। আসামী গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩০ হাজার। কত মানুষ উপবাসে মরেছে তার হিসাব নেই। কুড়ি টাকায় শিশু বিক্রয় হয়েছে। তিন, চার হাজার বাড়ীতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এই রাজ্যকে সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছিল। স্যার তখন রাজ্যটা কেমন শান্তিপূর্ণ ছিল? আজকে পুলিশের বাজেট দেখে বিরোধী বন্ধুদের চোখ চড়ক গাছে উঠে গেছে। স্যার, বাজেটের ৭ নং পৃষ্ঠায় ২০ নং পেরাগ্রাফে দেখলাম ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশিল ধান রোপন কর,

হবে। এই উচ্চ ফলনশীল ধান হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রতি কানিতে ৪০ মন ধান উৎপাদন হয়। এই ধানের নাম স্বর্ণমাসুরী। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখতে পাই আলুর বীজ বিক্রি হয় ১০ হাজার টাকা কেজি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি বিজ্ঞানিরা গবেষণা করেছেন, আলুর বীজ উৎপাদন করেছেন, তা ১০ হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়। আসাম সরকার ক্রয় করে নিয়েছেন ৫ কেজি ৫০ হাজার টাকা দিয়ে। এই আলুর বীজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যায় শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নয় বিদেশেও যায়। ডেনমার্ক, হল্যেণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স সব দেশে যায়। পৃথিবীর দেশে দেশে যায় এই ত্রিপুরার আলুর বীজ। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এইটুকু কাজ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তর ৪৬ লক্ষ নারিকেলের চারা উৎপাদন করেছেন। তা রাজ্যের চাহিদা পূরণ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রি করতে পারি। তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাপ্লাই দিতে পারি। এইটুকু আমরা করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের আনারস, তারমধ্যে আছে অনেক রস. আমরা কেউ নই নিরস, এই সভাকে জানাই। এই আনারস ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে উন্নত মানের আনারস। একথা শুনবেন সবাই। এই হারছে আনারসের অবস্থা। এছাড়া আরো বড় বড় জিনিস উৎপাদন হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথঃ— অমরপুরে মাছ, সোনামুড়ার ফুল কফি, উদয়পুরে গাছ, কমলপুরে মদন কচু, তিলথৈয়ের মুড়াকচু, মাছমারাতে মুগা। ছৈবরীর মিষ্টি লাউ, কদমতলাতে কলা। এই সমস্ত জিনিষ উৎপাদন হয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই ভাবে কৃষি দপ্তরের কাজ এগিয়ে চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি এইবার সময় আমার নাই, তাই এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য সমাপ্ত জানাই। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ২২শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৬ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE ANNEXURE-'A'

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No :—25.

Name of M. L. A. :—Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে মোট কয়টি খাদ্য গুদাম আছে ;

২। নতুন কোন খাদ্য গুদাম করার পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৩। থাকলে কোথায় কোথায় হবে।

ANSWER

১। রাজ্য সরকারের মোট ৬২টি খাদ্য গুদাম আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৪টি নতুন খাদ্য গুদাম তৈরী করার প্রস্তাব আছে।

৩। কাকড়াবন, বিশালগড়, মোহনপুর এবং জিরানীয়া।

Admitted Starred Question No :—51

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যের জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষকে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে চাউল সরবরাহ করা হয়? ( মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব )

ANSWER

১। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫% মানুষ ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে চাউল সংগ্রহ করে।

১। ধর্মনগর —৯৭.৯%

২। সোনামুড়া —৯৪.৭%

৩। উদয়পুর —৯৮%

৪। কমলপুর —৯২.৪%

৫। সদর( গ্রামাঞ্চল ) —৯৮%

সদর ( পৌর এলাকা )—৯৮%

৬। এস, টি, ভি —৯৭%

৭। সাব্রুম —৯৯%

৮। গণ্ডাছড়া —৯১%

৯। খোয়াই —৯৮%

১০। বিলোনীয়া —৯৯%

১১। কৈলাশহর —৯৯%

১২। বিশালগড় —৮১%

১৩। কাঞ্চনপুর —৯৫.৬%

১৪। অমরপুর —৯৯.৭ %.

Admitted Starred Question No :—54

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

১। বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত জনসংখ্যার জন্য মোট কত পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন হয়;

২। রাজ্যের মানুষের চাহিদা মেটাতে এফ, সি, আই থেকে কত পরিমাণ চাউল প্রতিমাসে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির জন্য আনতে হয়?

ANSWER

১। গণবণ্টন ব্যবস্থায় বার্ষিক মোট ১,৯৪,৪০০ মে: টন চাউলের প্রয়োজন হয়।

২। প্রতিমাসে ১৬,২০০ মে: টন চাউল এফ, সি, আই থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

Admitted Starred Question No.—

Name of M. L. A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালটিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে ?

২। হাসপাতালটির বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

৩। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহারাণীপুর ( অতি দুর্গম অঞ্চলের ) ডিসপেনসারীটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে কি ?

ANSWER

১। কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালটিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নাই।

২। কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালটির বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত নাই।

৩। প্রতি ২০ থেকে ৩০ হাজার জনসংখ্যায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়। উত্তর মহারাণীপুর গ্রামের জনসংখ্যা ৩০৬৫ ( ৯১ সেনসাস )।

Admitted Starred Question No :— 129

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce be pleased to state :—

১। বর্তমানে ৩১শে মে, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটিতে নিয়মিত এবং অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা কত এবং আর ও নতুন শ্রমিক নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। উক্ত মিলে বর্তমানে দৈনিক উৎপাদনের হার কত ?

৩। ইহা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় পাটের অভাবে জুট মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না ?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় পাট যোগানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

ANSWER

১। ৩১শে মে, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত রাজ্যে একমাত্র জুট মিলের নিয়মিত শ্রমিক সংখ্যা ১৫২৭ ( এক হাজার পাঁচশত সাতাশ) জন। অফিসার, সুপারভাইজার এবং করণিকের সংখ্যা ১৪৫ (একশত পয়তাল্লিশ ) জন। বর্তমানে নতুন করে শ্রমিক নিয়োগের পরিকল্পনা জুট মিলের নাই।

২। বর্তমানে ত্রিপুরা জুট মিলের দৈনিক উৎপাদনের হার গড়ে ৪ ( চার ) টন।

৩। ত্রিপুরা জুট মিলে কাঁচা মালের ( পাটের ) অভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪। ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা জুট মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাঁচামাল (পাট) সংগ্রহ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন :—

ক) কাঁচামাল ( পাট ) সরবরাহ করার জন্য এ্যাপেক্স মার্কেটিং কোঃ অঃ সোসাইটির সাথে আলোচনা চলছে।

খ) স্থানীয়ভাবে পাট ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

গ) বাংলাদেশ থেকে ও পাট ক্রয়ের চেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No :—140

Name of member :—Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries be pleased to state :—

১। ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে কোন জেলায় কতগুলি উপজাতি পরিবারকে চা বাগানের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

২। এরজন্য প্রতিটি পরিবার পিছু কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে মোট ৮০ ( আশী )টি উপজাতি পরিবারকে চা বাগান তৈরীর মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা— ৫০টি পরিবার।

খ) উত্তর ,, ,, — ১৫টি ,,

গ) দক্ষিণ ,, ,, — ১৫টি ,,

২। চা বাগান তৈরী করার জন্য প্রতিটি পরিবার পিছু উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে ২০ ( কুড়ি ) হাজার টাকা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম প্রতি হেক্টর চা চাষের জন্য ২২(বাইশ) হাজার টাকা ব্যয় করবে।

Admitted Starred Question No :—149

Name of M. L. A. — Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকলে বাস্তবায়নের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং

৩। কবে নাগাদ এই হাসপাতাল ভবন নির্মানের কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়

ANSWER

১। ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে ২০টি নতুন শয্যা সংযোজনের পরিকল্পনা আছে।

এছাড়া Tea Association of India এর ত্রিপুরা শাখাকে আরও ২০টি নতুন শয্যা সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ করে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

২ ও ৩। নতুন ২০ শয্যা সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মান কাজের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 155.

Name of M.L.A. Shri Prasanta Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বিলোনীয়া মহকুমার Naluya Dispensary কে প্রাথমিক হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ পি, এইচ সি, তে উন্নীত করা হবে ?

ANSWER

১) নতুয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question 156

Name of Member :— Shri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries and commerce be pleased to state :—

১) গত কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, শাসন কালে রাজ্য সরকারের vigilence Department থেকে ত্রিপুরা জুট মিলে বিভিন্ন রকম দুর্নীতি মূলক কাজের জন্য অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন রকম তদন্ত করা হয়েছিল কি না ?

২) যদি তদন্ত করা হয়ে থাকে তবে দুর্নীতি গ্রস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের সংখ্যা কত ? এবং এদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩) ত্রিপুরা জুটমিলের Financial controllercum Company secretary, Shri S. K. Das vigilence Department কর্তৃক দুর্নীতিমূলক কাজের কোন তদন্ত করা হয়েছিল কি ?

উত্তর

১। গত কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের শাসন কালে ত্রিপুরা জুট মিলের কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্য সরকারের vigilence Department এখন তদন্ত করছেন। ২। Vigilence Department তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ হলে সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩) হ্যাঁ Vigilence তদন্ত চলছে।

Admitted Starred Question No. 158

Name of Member—Shrri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries and Commerce be pleased to state :—

১) গত ১৯৮৮ ৯২ইং সনে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে এস জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুট মিল লিঃ এ কোন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা ?

২) যদি নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে কোন শ্রেণীতে কতজন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল ?

৩) উক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়োগের পূর্বে রাজ্য সরকার অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি ?

৪) যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অবৈধভাবে নিয়োগের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

৫) যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) গত ১৯৮৮-৯২ ইং সনে কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুট মিলে কিছু শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

২। জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুট মিলে ৩৬৮ ( তিন শত আটষট্টি ) জন D. R. W- ১০৭ ( একশত সাত ) জন শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। তাছাড়া ৭ ( সাত ) জন শ্রমিককে পুনঃনিয়োগ করা হয়েছিল। সর্বমোট ৪৮২ ( চারশত বিরাশি ) জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৩) উক্ত ৪৮২ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪) জোট সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের Vigilence Department-এর উপর ন্যস্ত আছে। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ হলে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫) বিষয়টি রাজ্য সরকারের Vigilence Department-এর তদন্তাধীন আছে।

Admited Starred Questiou No. 174

Name of M. L. A. Shri Debabrata Koloy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state.

১) সারা রাজ্যে ডিসপেনসারী চালু করা যায়নি এমন গ্রামের সংখ্যা কত ?

২) অমরপুর মহকুমাধীন কাসকো বাজারের ডিসপেনসারী চালু হয়েছে কিনা ?

৩) চালু না হলে কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

ANSWER

১) গ্রাম ভিত্তিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয় না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী পার্বত্য ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রতি তিনহাজার এবং সমতল এলাকায় প্রতি পাঁচ হাজার জনসংখ্যায় একটি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

২) না।

৩) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার চেষ্টা চলছে

Admitted Starred Question No. —183.

Name of M. L. A.— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১ কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় মোট কয়টি ডিসপেনসারী এবং কয়টি সাব সেন্টার আছে ?

২। সব কয়টি ডিসপেনসারীতে ডাক্তার আছে কিনা ; এবং

৩। যদি ডাক্তার না থাকে তাহা হলে কত দিনের মধ্যে সব কয়টি ডিসপেনসারীতে ডাক্তার দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। দপ্তরে বিধানসভার এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব রাখা হয় না। তাই কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে বলা সম্ভব হয়নি।

২ ও ৩। উপরোক্ত কারণে তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No 205.

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর ব্লকের অধীন পশ্চিম তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলা বাগান চৌমুহনীতে নূতন রেশন শপ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ করা হবে ?

ANSWER

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. — 206

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ইং সনের ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার পরিচালিত (অর্থাৎ টি. টি. ডি. সি. কর্তৃক পরিচালিত ) চা বাগানগুলি হইতে বেশ কিছু চা শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তার সংখ্যা কত, এবং

৩। এর মধ্যে স্থায়ী শ্রমিক কত জন ? এবং অস্থায়ী শ্রমিক কত জন ?

ANSWER

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 210.

Name of M. L. A. Shri Mati lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge theof Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৯৬ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সোনামুড়া সাব-ডিভিশানে মোট কয়টি কাপড় ও চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, ( বৎসর ভিত্তিক হিসাব )।

২। কাপড় ও চিনির লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন নিয়ম নীতি আছে কিনা,

৩। ইহা কি সত্য যে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক কাপড় ও চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং

৪। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। কাপড়ের লাইসেন্স মোট ১১৭টি এবং চিনির লাইসেন্স মোট ৩৫টি দেওয়া হয়েছে, বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ : —

| বৎসর | কাপড়ের লাইসেন্স | চিনির লাইসেন্স |
|---|---|---|
| ১৯৯৩ইং | দেওয়া হয় নাই | দেওয়া হয় নাই |
| ১৯৯৪ইং | ঐ | ঐ |
| ১৯৯৫ইং | ৯০টি | ৩৫টি |
| ১৯৯৬ইং | ২৭টি | দেওয়া হয় নাই |

২। ত্রিপুরা Cotton Cloth & Yarn Control Order, 1971 ( Amended from time) to time এবং Tripura Sugar Dealers' Licensing Order, 1971 ( Amended from time to time ) অনুযায়ী উক্ত কাপড়ের এবং চিনির লাইসেন্স প্রয়োজন অনুযায়ী Sub-Divisional Supply Advisory Cmmittee-র অনুমোদনক্রমে এবং অন্যান্য নীতি নির্দেশিকা মেনে দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 16

Name of the Member : Shri Khagendra Jamatia,

Will the Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগের ( চাকুরী ) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন সংস্থান আছে কি ?

২) থাকিলে তা কত শতাংশ।

৩) ১৯৯৩ ইং সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই ক্যাটাগরীর সংরক্ষিত পদ সমূহের মধ্যে কোন্ দপ্তরে কয়টি পদ পূরণ হয়েছে ? এবং কয়টি খালি আছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা,

২) ২% সংরক্ষিত।

৩) ১৯৯৩ ইং সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই ক্যাটাগরীর সংরক্ষিত ২২টি পদ বিভিন্ন দপ্তরে পূরণ করা হয়েছে এবং ৪৯ টি পদ খালি আছে।

দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—A' দেওয়া হল।

Un-Starred Question No. 16 Annexure—A.

| Sl. No. | Name of Deptt./ Offices. | No. of posts filled in during the period w. e. f. 1993 to till date. | No. of vacant posts. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Agriculture. | 1 | — |
| 2. | Land Records & Settlement | — | — |
| 3. | Refugee Relief & Reh. | — | — |
| 4. | Health Services. | 8 | 4 |
| 5. | Fisheries. | — | — |
| 6. | Tribal Research. | — | — |
| 7. | Welfare for ST. | — | — |
| 8 | Welfare for SC. | — | — |
| 9. | Employment Services & Manpower Planning. | — | — |
| 10. | Higher Education. | — | 4 |
| 11. | School Education. | 11 | 9 |
| 12. | Social Education. | — | — |
| 13. | Industries. | — | 2 |
| 14. | Animal Reasources. | — | 1 |
| 15. | Panchayet Raj. | — | 2 |
| 16. | Printing & Stationary | — | — |
| 17. | Information & Cultural Affairs & Tourism. | — | 1 |
| 18. | Fire Services. | — | — |
| 19. | Food & Civil Supplies. | — | — |
| 20. | Director, Planning. | — | 1 |
| 21. | Givil Defenace | — | — |
| 22. | Small Savings & Group Insurance. | — | — |
| 53. | Statistices. | — | — |
| 24. | P. G. P. & T. R. P. | — | — |
| 25. | Labour Commissioner. | — | — |
| 26. | Registrarer of Co-operative. | — | — |
| 27. | P. W. D. | — | — |
| 28. | Electrical Deptt. | 20 | |

## PAPERS LAID ON THE TABLE
### ( Questions & Answers )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Irrigation & Flood Control. | 1 | 15 |
| 30. | D. M. & Collector. | — | — |
| 31. | D. M. & Collector, North. | 1 | 1 |
| 32. | D. M. & Collector, South. | — | 4 |
| 33. | District Registrarer, West. | — | — |
| 34. | District Registrarer, South. | — | — |
| 35. | District Registrarer North. | — | — |
| 36. | District & Session Judge, West. | — | — |
| 37. | District & Session Judge, South. | — | — |
| 38. | District & Session Judge, North. | — | — |
| 39. | Commissioner of Execse. | — | — |
| 40. | D. G. of Police. | — | — |
| 41. | Appointment & Services Deptt. | — | — |
| 42. | Chief Conservator of Forests. | — | — |
| 43. | Tripura Public Service Commission. | — | — |
| 44. | Town & Countray Planning. | — | — |
| 45. | Trnsport Department, | — | — |
| 46. | Factories & Boilers Organisation. | — | — |
| 47. | Rajya Sainik Board. | — | — |
| 48. | Commissioner of Taxes. | — | — |
| 49. | Weight & Measures. | — | — |
| 50. | Election Department | — | — |
| 51. | Science & Technology. | — | — |
| 52. | Departmental Inquires. | — | — |
| 53. | Vigilance Organisation. | — | — |
| 54. | I. R D. P. ( State Level ) Monitoring Call' | — | — |
| 55. | S. A. Deptt. Civil Secretariat | 3 | — |
| 56. | Law Depertment. | — | — |
| 57. | Evaluation orgn, (Planning Coordination). | — | — |
| 58. | Chief Minister Secretariat. | — | — |
| 59. | Governor Secretariat. | — | — |
| 60. | I. C. Prisonas. | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61. | Agartala Municipality. | — | — |
| 62. | T, R. P. C. | — | — |
| 63. | T. R. T. C. | — | — |
| 64 | Forest Develepment Corpn. | — | — |
| 65. | Housing Board. | — | — |
| 66. | Khadi & Village Industries. | — | — |
| 67. | T. B. S. C. | — | — |
| 68. | Tripura Jute mills. | — | — |
| 69. | Handloom & Handicrafts. | — | — |
| 70. | T I. D. C. | — | — |
| 71. | Tripura Social Advisery Board. | — | -- |
| 72. | D. R. D. A. | — | — |
| | TOTAL :— | 22 | 49 |

Admitted Un-Starred Question No. 17

**Name Of M. L. A. Shri Amal Mallik.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Depart- be pleased to state

১) ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে রাজ্যে কতজন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল ( তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) ?

২) ঐ সময়ের মধ্যে কতজন ম্যালেরিয়া রোগে মারা গেছে ( শিশু কতজন, পুরুষ কতজন ও মহিলা কতজন তার আলাদা হিসাব ) ?

ANSWER

১) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বর্ষে রাজ্যে মোট ৭৪৬০ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদর | ২১৮৪ | ধর্মনগর | ৩০০ |
| কৈলাশহর | ৩০৬৯ | উদয়পুর | ৬৫০ |
| বিলোনীয়া | ৩০২১ | সাব্রুম | ৮৭২ |
| অমরপুর | ১১৭৮ | সোনামুড়া | ১২২ |
| কমলপুর | ৩১ | খোয়াই | ২০ |

২) উক্ত সময়ে ম্যালেরিয়া রোগে কতজন মারা গিয়াছে এবং তারমধ্যে শিশু, পুরুষ ও মহিলা কতজন তার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted un-Starred Question—No 28,
Name of M. L. A. Shri Amall Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Heath and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে রাজ্যে কতজন আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়েছিল ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) ?

২) ঐ সময়ের মধ্যে কতজন আন্ত্রিকে মারা গেছে ?

৩) মৃতদের মধ্যে শিশু, মহিলা ও পুরুষ কতজন তার আলাদা হিসাব ?

ANSWER

১) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট ১,১৮, ৬৭৬ জন আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদর | ৬৭৩২১ | সোনামুড়া | ৮৭৯৮ |
| খোয়াই | ১৮৪৬১ | কৈলাশহর | ২৩৭০৫ |
| ধর্মনগর | ২৭৪৩৭ | লংতরাইভ্যালী | ৪০০৫ |
| উদয়পুর | ১৩২৩ | বিলোনীয়া | ৬৬০৬ |
| অমরপুর | ৭৮৮৬ | সাব্রুম | ১৩৩৩২ |

২ ও ৩) উক্ত সময়ে আন্ত্রিক রোগে কতজন মারা গিয়াছে এবং তারমধ্যে শিশু, মহিলা ও পুরুষ কতজন তার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No :—38
Name of M. L. A. — Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যের দুর্গম গ্রাম, পাহাড় অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বা আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসার জন্য কতগুলি অস্থায়ী ক্যাম্প করে চিকিৎসার সুযোগ করা হয়েছিল, ( বৎসর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব স্থানের নাম )

২) ঐ ক্যাম্পগুলিতে কত সংখ্যক রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল।

৩) এইভাবে রাজ্যে স্থায়ী ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন করে দুর্গম গ্রাম পাহাড় অঞ্চলের জনগণের চিকিৎসার সুযোগ এর ব্যবস্থা করা হবে কি ?

ANSWER

১ ও ২) ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট ২০৮৭টি হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ২৩৭ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল। অনুরূপ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে মোট ২৯৮৫টি হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩ লক্ষ ১০ হাজার ১৭৮ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল।

মহকুমা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হেলথ ক্যাম্প ও রোগীর সংখ্যার হিসাব দেওয়া হল।

| মহকুমার নাম | অনুষ্ঠিত হেলথ ক্যাম্পের সংখ্যা | | চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ |
| ধর্মনগর | ৩১০ | ৫০৬ | ৫৫,৩৪৯ | ৭৩,৫৮২ |
| কৈলাশহর | ৩৬৫ | ৪৬৬ | ৬০,৫৯৮ | ৮৯ ২৩২ |
| কমলপুর ও লংতরাইভ্যালী | ২০৭ | ২৩৪ | ২৮,৩২০ | ৩০ ৫৬১ |
| গণ্ডাছড়া | ৬১ | ৯৪ | ৪,৩২৭ | ৮,৪০৩ |
| কাঞ্চনপুর | ৯৪ | ৭৮ | ৭,৯৪৮ | ৬,৭০৯ |
| খোয়াই | ৬২ | ৬১ | ৮,১০৬ | ৩,৫৬৩ |
| সদর ও বিশালগড় | ২২ | ৪৬৬ | ১১,১৮৯ | ১৯,৩৫৩ |
| সোনামুড়া | ১৫৭ | ২৬৭ | ৫,২৮০ | ৯,৫৫৮ |
| উদয়পুর | ২০১ | ১৭০ | ১৭ ০১৫ | ১৪,১৬৯ |
| অমরপুর | ১৩৮ | ১৩০ | ৯,৬৮৯ | ৯,৭৫৫ |
| বিলোনীয়া | ১১৫ | ১২৪ | ৯,৭৭৫ | ১৭,৩৬০ |
| সাব্রুম | ৩১৫ | ২৮৯ | ১০,৬৬১ | ২৭,২৩৩ |

৩। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 43.

Name of M. L. A. Shri Makhan lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যার কত ?

২। এখন পর্যান্ত কত রেশন কার্ড বিলির কাজ শেষ হয়েছে? ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব )।

৩। নতুন রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি এবং কবে নাগাদ নতুন রেশন কার্ড বিলির কাজ শেষ হবে ?

৪। দুর্গম অঞ্চলে রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়ার কতটি ঘটনা সরকারের নিকট এসেছে ?

৫। সরকার এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

## ANSWER

১। ৫,৫২,২৪৬ ( পাঁচ লক্ষ বাহান্ন হাজার দুইশত ছেচল্লিশ )

২। মহকুমা ভিত্তিক নতুন রেশন কার্ড বন্টনের হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক) সোনামুড়া ( মেলাঘর ব্লক নোটিফাইড এরিয়ার অন্তর্গত ) ১,৫০৪টি

(খ) সাব্রুম ( সাতচান্দ ব্লক ১৩,৮৬২টি

রূপাইছড়ি ) ৪,১৪৯টি

গ) বিলোনীয়া নোটিফাইড এরিয়া ৩,৫৩২টি

ঘ) অমরপুর নোটিফাইড এরিয়া অন্তর্গত ১,৮৫৮টি

অমরপুর ব্লকে ১৯,১৩৪টি

ঙ) খোয়াই মহকুমা

তেলিয়ামুড়া ব্লকে ২৭,৯৮০টি

খোয়াই ব্লকে ১৩,২৮১টি

তুলাশিখর ব্লকে ৯,৯১৪টি

চ) ধর্মনগর মহকুমা নোটিফায়েড এরিয়া অন্তর্গত ৫,৯৯২টি

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্যান্য ব্লকে রেশন কার্ড বিলির কাজ এখনো আরম্ভ হয় নাই।

৩। নূতন রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার মুখ্য কারণগুলি নিম্নরূপ :—

ক) লোকসভা ৯৮ইং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদন্তকারী অফিসারের অভাব।

খ) সেপ্টেম্বর ৯৪ইং হইতে রেশন কার্ড পুন: নবীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত রেশন কার্ডনবীকরণের সংক্রান্ত চিঠির বৈধতা নিয়ে শ্রীমতি সুভাষি সরকার, ভাটি-অভয়নগর ও শঙ্কর দাস, রঞ্জিতনগর, আগরতলা জনস্বার্থে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট আগরতলাস্থিত ডিভিসন বেঞ্চে আনিত CR/১১৪/৯৫ মামলায় মাননীয় আদালত বিগত ১৭/২/৯৫ইং তারিখের তদন্ত কার্যের উপর স্থগিতাদেশ জারী করেন। যাহার ফলে রেশন কার্ড নবীকরণের কাজ বিলম্বিত হয়। চলতি আর্থিক বছরে কার্ড বিলির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। এইরূপ তথ্য সরকারের গোচরে নাই।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 44.

Name of M. L. A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে খাদ্যগোদাম তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকলে কোথায় হবে; ( স্থানের নাম ও ঠিকানা )

৩। কল্যাণপুরের নবনির্মিত খাদ্য গোদামে সরবরাহের কাজ কবে পর্যন্ত চালু করা হবে?

উত্তর

১। হাঁ, আছে।

৫। নিম্নলিখিত জায়গায় নতুন খাদ্য গোদাম তৈরীর প্রস্তাব আছে।

১। কাঁকড়াবন — ৫০০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন।

২। বিশালগড় — ৫০০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন।

৩। মোহনপুর — ২৫০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন।

৪। জিরানীয়া — ২৫০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন,

৩। কল্যাণপুরের নবনির্মিত খাদ্য গোদাম সম্প্রসারণের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

Admited Un- Starred Question No. 50

Name of the Member :—Shri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে কতজন বেকার যুবক যুবতীকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে, ( দপ্তর ও পদ ভিত্তিক হিসাব )

২। এর মধ্যে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির সংখ্যা কত ?

**উত্তর**

১। ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ইং সনের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৪,৮৫১ জন যুবক যুবতীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure-A তে দেওয়া হল।

২। তন্মধ্যে তপশিলী জাতি ৬৩৬ জন এবং তপশিলী উপজাতি ২,৬৭১ জন।

Un-Starred Question No. 50 Annexure—A

| SL. No. | Name of the Department | No. of posts filled up during the period from April '93 to june 1996 | | | | | S.T | S.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Agriculture | — | 23 | 61 | 59 | 143 | 84 | 29 |
| 2. | Land Records & Sell. | — | 10 | 1 | 21 | 32 | 13 | 2 |
| 3. | Health Deptt. | — | — | 391 | 259 | 650 | 267 | 96 |
| 4. | Refugee Relif | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | Fisheries Deptt. | — | 10 | 1 | 39 | 50 | 40 | 8 |
| .6 | Research Deptt. | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | S.C Welfare | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 8. | S.T Welfare | — | — | 6 | 27 | 33 | 32 | — |
| 9. | Employment & Manpower | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 10. | Higher Education | — | 34 | 18 | 75 | 127 | 28 | 85 |
| 11. | School Education | — | — | 564 | 517 | 1081 | 830 | 46 |
| 12. | Social Education | — | — | 8 | 31 | 39 | 33 | 3 |
| 13. | Industries | — | — | 22 | 31 | 53 | 20 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Animal Resources Deptt. | — | 20 | 49 | 69 | 138 | 51 | 54 |
| 15. Panchayet Raj | — | — | 72 | 27 | 99 | 80 | 3 |
| 16. Printing Stationary | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — |
| 17. Inf. Cul. Aff. Tourism. | — | — | 53 | 11 | 64 | 39 | 19 |
| 18. Food & Civil Supply | — | — | 9 | 25 | 34 | 25 | 1 |
| 19. Fire Services | — | — | — | 24 | 624 | 16 | 4 |
| 20. Planning Deptt. | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 21. Civil Defence | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. Small sevings | — | — | 2 | — | 2 | 1 | — |
| 23. Statistics Deptts. | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. P. G. P. & T. R.P | — | — | 1 | 21 | 22 | 21 | 1 |
| 25. Labour Commissioner | — | — | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| 26. Registerd Cooperative | — | — | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 27. C/F, P. W. D. | — | — | 51 | 80 | 131 | 70 | 20 |
| 28. C/E Electricals | — | — | 97 | 292 | 389 | 233 | 92 |
| 29. C/E, Water Resources | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — |
| 30. D. M. & Collector(West) | — | — | 7 | 36 | 43 | 26 | 8 |
| 31. -do- ( South ). | — | — | 8 | 37 | 45 | 22 | 10 |
| 32. -do- ( North ). | — | — | — | 164 | 164 | 68 | 21 |
| 33. District Registrar(West) | — | — | — | — | — | — | — |
| 34. -do- ( South ). | — | — | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 |
| 35. -do- ( North ). | — | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| 36. District & Session Judge (W) | — | — | — | — | — | — | — |
| 37. —Do—(S) | — | — | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 |
| 38. —Do—(N) | — | — | 18 | 7 | 25 | 3 | 1 |
| 39. Cmmissioner of Excise. | — | — | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 40. D. G. of Police. | — | — | 899 | 59 | 958 | 221 | 127 |
| 41. Appointment & Services | — | — | 9 | — | 9 | 9 | — |
| 42. Conservator of Forest. | — | 3 | 9 | 105 | 117 | 85 | 8 |
| 43. T. P. S. C. | — | — | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 44. Town & Country Planning. | — | — | — | — | — | — | — |
| 45. Transport Deptt. | — | — | 9 | 11 | 20 | 16 | 1 |
| 46. Factory & Boilers. | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47, Rajya Sainik Board. | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 48. Commsision of Taxex. | — | 1 | 1 | — | 2 | – | — |
| 49. Weights & Measures. | — | — | — | — | — | — | — |
| 50. Election. | — | — | 6 | — | 6 | 4 | 1 |
| 51. Science & Technology. | — | — | — | — | — | — | — |
| 52. Vigilance Organisation | — | — | — | — | — | — | — |
| 53. I. R. D. P. | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — |
| 54. S. A. Deptt. | — | — | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 55. Law Deptt. | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 56. C. M. Secretariat. | — | — | — | — | — | — | — |
| 57. I. G. Prison. | — | — | 27 | 8 | 35 | 18 | 7 |
| 58. Governor's Secretariat. | — | — | — | — | — | — | — |
| 59. Agt.Municipaulity. | — | — | — | — | — | — | — |
| 60. T. R. P. C. | — | — | — | — | — | — | — |
| 61. T. R. T. C. | — | — | — | — | — | — | — |
| 62. Forest Dev. Corp. | — | 1 | 3 | — | 4 | 1 | — |
| 63. Housing Board. | — | — | — | — | — | — | — |
| 64. Khadi & Vil'age Industri. | — | — | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 65. T. P. S. C. | — | — | 3 | — | 3 | 2 | 1 |
| 66. Tripura Jute Mills. | — | — | — | — | — | — | — |
| 67. Handloom & Handicrafts. | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 68. T. I. D. C. | — | — | — | — | — | — | — |
| 69. Social Adv. Board. | — | — | — | — | — | — | — |
| 70. D. R. D. A. | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 71. Evaluation organisation. | — | — | — | — | — | — | — |
| 72. Enquiring Authority. | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 102 | 2445 | 2288 | 4851 | 2603 | 636 |

Admitted Un-Starred Question No. 52

Name Of M. L. A. Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of rhe Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীদের কি কি মেডিকেল ফেসিলিটিস বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে ?

২) এস. টি., এস. সি. এবং ও. বি. সি. সম্প্রদায়ভুক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য কি কি বিশেষ সুযোগ রয়েছে, এবং

৩) রাজ্যে যারা দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করছেন তাদের জন্য চিকিৎসার কি কি বিশেষ সুযোগ রয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ঔষধ, পথ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিষ রোগীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া মল, মূত্র ও রক্ত ইত্যাদির পরীক্ষা ও বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে।

২) রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে এস. টি. এস. সি. বা ও. বি. সি. সম্প্রদায়ভুক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। তবে এস. টি. এস. সি. বা ও. বি. সি. সম্প্রদায়ভুক্ত রোগীগণকে চিকিৎসার খরচ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় যার ভিত্তিতে তাহারা এস. টি, ওয়েলফেয়ার বা এস. সি এবং ও. বি. সি. ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

৩) রাজ্যের হাসপাতালসমূহে রোগীদের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরীক্ষার জন্য ফী দিতে হয় সেসমস্ত ক্ষেত্রে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন তাদেরকে দারিদ্রতার প্রমানস্বরূপ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে হাসপাতাল সমূহের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগন উক্ত ফী-এর অর্ধেক বা পুরোটাই মুকুব করে থাকেন।

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISIATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

**The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday. the 22nd August, 1996 at 11 A. M.**

**PRESENT**

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 11 Ministers and 35 Members were Present.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় গণ উত্তর দেবেন।

MATTER RAISED BY MEMBER

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** ( বনমালীপুর ) :— স্যার, আমরা গত কয়েকদিন থেকে এই বিধানসভায় যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছি, এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা বলে আমাদের বেড়িয়ে যেতে হচ্ছিল, আজকে আগরতলা শহরের প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজ পত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন ঘটনা কতটুকু সত্য। ওই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে মানুষ নিরাপধে কি করে থাকবে। এই জিনিষ রেগুলার ঘটছে। এই ভাবে যদি মানুষ নিজের হাতে আইন শৃঙ্খলা তুলে নেয় তবে আইন শৃঙ্খলা বলে দেশে কিছু থাকবে না। স্যার, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ওসব কথা উঠেছে।

**( গণ্ডগোল )**

**মিঃ স্পীকার** :— রতনবাবু বসুন। আপনারা বসুন।

**( গণ্ডগোল )**

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— পত্রিকার বিষয় কি ?

**( গণ্ডগোল )**

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** :— বার বার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এ ভাবে যদি ঘটতে থাকে, তাহলে কি করে হবে ?

**( গণ্ডগোল )**

**মিঃ স্পীকার** :— আপনারা বসুন। সবাই বসুন।

**( গণ্ডগোল )**

**মিঃ স্পীকার** :— আপনারা সবাই বসুন। মিনিষ্টার রিপ্লাই দিচ্ছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):— স্যার, সকালে আমিও পত্রিকা দেখেছি। পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদ আমিও দেখেছি। আগরতলা শহরের বুকে মর্মান্তিক কিছু ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অপরাধ মূলক ঘটনা। সারা দেশেই অপরাধ মূলক ঘটনা প্রতিদিন কিছু না ঘটে থাকে

( **গণ্ডগোল** )

এত দ্রুত একদিনে এই ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেনি। আমরা পুলিশকে বলেছি, দেখার জন্য। অপরাধ ঘটেছে। যত দ্রুত সম্ভব এগুলি দমন করতে হবে। পুলিশকে বলেছি, অপ-রাধীকে ধরতে, গ্রেপ্তার করতে। মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে পুলিশকে বলুন, সহযোগিতা করুন।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** :— পুলিশ দেখছে না। পুলিশকে কেউ তোয়াক্কা করছে না।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা ঠিক নয়। পুলিশকে কেউ তোয়াক্কা করে না ঠিক নয়। জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ অনেক ভাল কাজ করছে এটা সত্য। স্যার, উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা বলেছি। হ্যাঁ ঘটনা ঘটছে। তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর যাওয়ার পথে কালও ট্রাক থেকে কিডন্যাপ হয়েছে। কিন্তু এর মূল নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, তিনি রাজেন্দ্র রিয়াং। সেংক্রাক দল। এই সেংক্রাক দল, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসের।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** :— কংগ্রেস-টি. ইউ. জে. এস জড়িত থাকলে গ্রেপ্তার করুন। এরকম কথা বলবেন না। এইভাবে বলা উচিত নয়। ঘটনা ঘটছে। এটা বলা উচিত।

( **গণ্ডগোল** )

**মিঃ স্পীকার** :— আপনি বসুন। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে দিন। উনি এখনও শেষ করেননি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য শেষ করতে দিন।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— অনেক গোপন তথ্য বেরুবে। তদন্ত হচ্ছে। এত হৈ চৈ কেন? বসুন। শুনুন। অনেক গোপন তথ্য বেরুবে।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, সারা রাজ্যে বহু গোপন তথ্য আমরা উদ্‌ঘাটন করেছি। একটার পর একটা আমরা বলব।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীয়া ) :— স্যার, উনারা অমরপুরে জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী): স্যার, এগুলি গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ঐ রাজেন্দ্র রিয়াং ওদের মনোনীত চেয়ারম্যান ছিলেন কাকড়াছড়ায় গাঁওসভার। আমরা ওকে গ্রেপ্তার করব। আপনারা সহায়তা বন্ধ করুন। জনগণ আমাদের সাহায্য করবে।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** : - এইভাবে ইন্টারাপশান করলেতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— এই আগরতলা শহরে পুকুরে কার লাস ভাসছিল? আগরতলা, অমরপুর মহারাণীতে জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য উনারা সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, উনারা শুনতে চান না, শোনার জন্য উনারা আসেননি। উনারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— আপনাদের পছন্দ মত বলা যাবে না। যা ফ্যাক্ট তাই বলা হচ্ছে। এই সমস্ত বন্ধ করার জন্য আপনারা সহায়তা করুন। এখানে হাল্লা চিল্লা করবেন না।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— এইভাবে তো ডিষ্টার্ব করলে তো হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, অপরাধের ঘটনাগুলি বললে পরে আপনি বুঝতে পারবেন এবং এগুলি সম্পর্কে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে। আগরতলা সম্পর্কে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অল্প কয়েক মাস আগে একটার পর একটা ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সঠিকভাবে হস্তক্ষেপ করেছে জোট সরকারের আমলে অনেক গুণ্ডা তারা রাখতেন। এই সব গুণ্ডাদের মধ্যে একজন ছিলেন অমিত ঘোষ। কে এই ভদ্রলোক? তিনি কাকলী রায়কে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। আগরতলা শহরে কে না জানে এই ঘটনা।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** ( বাগমা ) :— স্যার, ৬/৭ বছর আগের ঘটনার কথা তিনি এখানে বলেছেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :—আপনারা ষ্ট্যাটমেন্ট শুনুন উনি তো ষ্ট্যাটমেন্ট দিচ্ছেন।

**শ্রীদীপক নাগ** ( মজ্লিশপুর ) :— উনারা সমস্ত ঘটনা চাপাতে চাইছেন ।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন। যাদের জন্য বলছেন তাঁরাও শুনবেন না, বসুন ।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমরা বলব আগরতলা শহরের ঘটনাগুলি এটা দৈনিক ঘটনা নয় যেটা নাকি গতকাল উঠেছে। এই সম্পর্কে পুলিশ নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন আসামী গ্রেপ্তার করার জন্য এবং অপরাধ দমনের ব্যবস্থা নিয়েছেন। এবং এটা দৃঢ় হাতে করবে। এখন পর্য্যন্ত যা প্রমানিত হয়েছে স্যার, আমরা যেটা চাই সারা রাজ্যের যে পরিস্থিতি ।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** : — এই ভাবে চিৎকার করলে তো হবে না। আপনারা বসুন। আমাকে সাহায্য করুন ।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— সারা রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মধ্যে আইন-শৃঙ্খলাকে আরও বেশী খারাপ দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য অশুভ শক্তিগুলি সক্রিয় হচ্ছে, এটা তো সত্যি। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নয়, অস্থিরতাও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— উনি নিজের রাজ্যের কথা না বলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা বলছেন। উনাকে আমরা বলছি আমাদের রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য। এইভাবে তো চলতে পারে না, স্যার ।

**মিঃ স্পীকার** :— অনারাবল মিনিষ্টার আপনার বক্তব্য সর্ট করুন ।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— ওরা এত চিৎকার করেন। ওরা চান না উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের উন্নতি হোক, উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হোক ওরা চান না এটা।

গণ্ডগোল

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** : — স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজের রাজ্যের কথা বলুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যে ভয়ংকর অবস্থার দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং বিভ্রান্ত সমস্ত যুবকদের টেনে নিয়ে প্রতি রাজ্যে কি অবস্থা। নাগাল্যাণ্ডে কি অবস্থা, মনিপুরের কি অবস্থা এবং আসামের কি অবস্থা।

( গণ্ডগোল :

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— উনি স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কিছু বলছেন না।

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে, রিলেটেট পয়েণ্টে বলুন ।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— স্যার, উনি কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা বলছেন।

( বিরোধীদের শ্লোগান )

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, হাউসে শ্লোগান দেওয়া সংসদীয় রীতি নীতির বিরুদ্ধে। এইটা বন্ধ করা দরকার। এইটা গুণ্ডামীর জায়গা নয়।

( বিরোধীরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন )

QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা।

**শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা** ( টাকারজলা ) :— অ্যাডমিটেড কেয়েশ্চান নং—২

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ২

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে, কং (ই). টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের আমলে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা মহিলারা আর্থিক সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করেছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে দরখাস্তের সংখ্যা কত ; এবং

৩। তাদের কি সাহায্য করা হয়েছে ; বা হবে ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ, কয়েকটি দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে।

২। ধর্ষিতা হয়ে খুন করা হয়েছে, এইরূপ ২১টি ঘটনা ডি. এম, তদন্তের রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

৩। ধর্ষিতা হয়ে খুনের ঘটনায় পরিবারের কর্মসংস্থান ও আর্থিক সাহায্যদানের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীসুধন দাস** ( রাজনগর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের আমলে ধর্ষিতা মা বোনের সংখ্যা কত এবং তাদের কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এখানে ধর্ষিতা, ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে এই রকম সরকারের যে তথ্য আছে তার সংখ্যা হল ২১। রাজ্য সরকার যাদের ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনাধীন আছে এবং তা ডি, এম, তদন্ত করছে। ডি. এমের অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট আসার পর তাদের অর্থ বরাদ্দ বা তাদের পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** ( কল্যাণপুর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা দেখেছি জোট আমলে আগরতলা শহরে কলেজটিলা লেইকে সাবিত্রী দেবনাথকে ধর্ষন করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারে তদন্ত করে সরকার তার পরিবারের কি সাহায্য প্রদান করেছেন বা করবেন ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এই ২১টা ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটাও আছে। আমরা ডি, এমের তদন্তের অপেক্ষা করছি। এই তদন্তের রিপোর্ট পেলে আমরা সংগে সংগে এই পরিবারের একজনকে কর্মসংস্থান, রিক্রুটমেন্ট রুলসে কাবার না করলে সেইরকম অর্থ বরাদ্দ দিয়ে সাহায্য দেওয়া হবে।

**শ্রীমতি কান্তিকন্যা দেববর্মা** ( টাকারজলা ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা উজান ময়দানে ধর্ষিতা মা বোনেদের সংখ্যা কত এবং যারা ধর্ষন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, উজান ময়দানে যারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন তাদের সংখ্যাটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই। কিন্তু আমি জানি তাদেরকে রাজ্য সরকার থেকে সুনির্দিষ্টভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং দুই কিস্তিতে মিলিয়ে ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার টাকা, আর তার পরে আবার নূতন করে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীসুধন দাস** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কতজন ধর্ষিতা মা বোন আর্থিক সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং ধর্ষণকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কেইস রেকর্ড হয়েছে অফিস থানায় সেগুলির ত্রুটি আছে। যারা খুন হয়ে গেছেন ধর্ষণের পর রাজ্য সরকার নির্দিষ্টভাবে তাদের কথা বেশী বিবেচনায় এনে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে তাদের পরিবারের একজনকে হয় কর্মসংস্থান নয় টাকা পয়সা তাদেরকে দেওয়া হবে যাতে নাকি তারা স্বনির্ভর প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাঁচতে পারে তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করছেন।

**শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা** ( মাতাবাড়ী ) :— স্যার, ধর্ষণের পর যারা খুন হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তার তালিকা দিয়েছেন। এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, জোট সরকারের আমলে এই সব ধর্ষণের ঘটনায় সঙ্গে তৎকালীন সরকারের কোন মন্ত্রী বা এম, এল, এ, জড়িত ছিলেন কিনা। কারণ, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি তৎকালীন মন্ত্রী জহর সাহা এই ধরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সেই ধর্ষিতা মহিলা দীর্ঘদিন ছিলেন এবং এই রকম ঘটনা রেজিষ্ট্রিও হয় এবং এখন পর্য্যন্ত এই সব ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অমরপুরের একজন পরিচালিকা সম্পর্কে আমি জানি, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তাকে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্ত্রী জানাবের কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার সুনির্দিষ্ট তথ্য এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই, তথ্য পেলে জানাব।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** ( কৃষ্ণপুর ) :— মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এটা জানাবেন কিনা যে, কলেজটিলা এলাকায় ধর্ষণের পর সবিতা দেবনাথ নামে যাকে খুন করা হয়েছিল, তার এই খুনের ঘটনার তৎকালীন এবং বর্তমান সিটিং এম, এল, এ দীপক নাগ জড়িত আছেন কিনা এই রকম কোন প্রমাণ মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে আছে কিনা জানবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এই অভিযোগটা আমিও শুনেছি। তবে তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই, তথ্য সংগ্রহ করে পরে আমি সভাকে জানাব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** ( কদমতলা ) :—মি : স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১০

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯১ ইং সনের ২২শে মে ( রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর ) ত্রিপুরাতে দাঙ্গা হাঙ্গামায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার সরকারী সাহায্য না দেওয়ার কারণ কি ;

২। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া হবে বলে বর্তমান মন্ত্রিসভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছিল কিনা ?

**উত্তর**

১। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরে ত্রিপুরাতে দাঙ্গা হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। পশ্চিম ত্রিপুরা ডি, এমকে তিন লক্ষ টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরার ডি, এমকে এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং উত্তর ত্রিপুরার ডি এমকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে মঞ্জুর করা হয়।

২। ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন পত্রগুলি বিভাগ ভিত্তিক বাছাই সহ অন্যান্য স্ক্রুটিনী করার জন্য স্ক্রুটিনী কমিটির হাতে পরীক্ষাধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়ন প্রকল্প এবং আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্তকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, আর যারা সহায়তা পায়নি তাদের সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের কোথাও এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের এই ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি। এই হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা কত এবং তাদের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এই ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে আমি দেখলাম যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ২৫০০ এর বেশী হবে- (যারা দরখাস্ত করেছেন )। এখন স্ক্রুটিনি কমিটি এইটা পরীক্ষা করে দেখবেন এইটা ঠিক কিনা—কারণ অনেকেই তিন চার বা পাঁচবারও দরখাস্ত করেছেন। তারপর আমি তো বলছি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার.

গুলিকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্লকের ভিত্তিতে এবং তাদের আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের সহায়তা করা হয়েছে। এখন যারা সাহায্য পাননি তাদের স্ক্রুটিনি কমিটির রিপোর্ট পেলে আমরা সুনির্দ্দিষ্টভাবে কি ব্যবস্থা নিতে পারি নিশ্চয়ই সেটা আমরা বিবেচনা করব এবং এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভাতেও আলোচনা হয়েছে।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই হামলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সরকারী কোন সাহায্য পেয়েছে এইটা আমার জানা নেই। কারণ আমি নিজেও একজন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাজেই কেউ কোন সাহায্য পেয়েছেন কি না সেটা আমার জানা নেই।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, মাননীয় সদস্য নিজে পাননি বলে—সারা রাজ্যের খবরতো আর উনার জানা নেই। রাজ্য সরকারের কাছে সুনির্দ্দিষ্টভাবে যে ইন্‌ফরমেশন রয়েছে সেটা আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন আমি এইখানে, সুনির্দ্দিষ্টভাবে কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কথা বলছি যারা কোন সহায়তা পায়নি। রাজীব গান্ধী মারা যাওয়ার পর খোয়াই মহকুমার মোহরছড়া গ্রামে অনিল দেবনাথ, সুরেশ দেবনাথ, বিলাস দাস এদের বাড়ীতে হামলা হয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়ী সম্পুর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাদের ঘরে কাসা ও পিতলের থালা বাসনপত্র সমস্ত কিছুই লুট করে নিয়ে গেছে। অথচ এই পরিবারগুলি দরখাস্ত করার পরও এখন পর্যন্ত সরকার থেকে কোন সাহায্য পায়নি। কাজেই, এদের সহায়তা করার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রতি এলাকা প্রতিটি ব্লকের মাধ্যমে যে-উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে—তারা যেন সেটা অনুসন্ধান করে দেখেন এবং সুনির্দ্দিষ্টভাবে তথ্য দেন। তবে এখনো যেখানে যেখানে সাহায্য করা হয়নি সেখানে এই স্ক্রুটিনি কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার এবং মাননীয় সদস্যদের দেওয়া কেসগুলি মিলিয়ে দেখে তাদের সাহায্যের জন্য বিবেচনা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস :—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ ষ্টাড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

**প্রশ্ন (১) :** রাজ্যের কোন্ জেলায় কত পরিমাণ আলু উৎপাদন হয় এবং আলু চাষীর সংখ্যা কত?

**উত্তর :—** রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে আলু উৎপাদনের পরিমাণ এবং আলু চাষীদের হিসাব নিম্নরূপ :—

| জেলা | উৎপাদিত আলুর পরিমাণ ( মেট্রিক টন ) | আলু চাষীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| উত্তর ত্রিপুরা | ৯,৮২৮ | ৪,৩৫ জন |
| ধলাই | ৭.১৭০ | ২, ৭৫৫ জন, |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ২০, ৩১৬ | ৭, ৫০৩ জন, |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | ৩৪,৫৫৬ | ১৩,২২৩ জন, |
| মোট — | ৬১, ৮৭০ | ২৭,৮৩৫ জন, |

**প্রশ্ন** নং (২) আলু চাষীদের সুবিধার্থে নতুন কোল্ড ষ্টোরেজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

**উত্তর :—** হ্যাঁ আছে।

**প্রশ্ন** নং-(৩) : দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়ার কোল্ড ষ্টোরেজটির মেরামত হবে কি না ?

**উত্তর :—** হ্যাঁ, শীঘ্রই মেরামতীর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

**প্রশ্ন** নং (৪) : দক্ষিণ ত্রিপুরায় নতুন কোল্ড ষ্টোর করা হবে কি না ?

**উত্তর :—** পরিকল্পনা আছে।

**শ্রীসুধন দাস :—** সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় সব চেয়ে বেশী আলুর চাষ এবং উৎপাদন হয়। কিন্তু দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরাতে আলু রাখার জন্য যে কোল্ড ষ্টোরেজটি ছিল সেটাও দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ হয়ে থাকাতে আলু চাষীদের নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই-অবিলম্বে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আরোও একটি কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ এবং বাইখোরার কোল্ড ষ্টোরেজটিতে চালু রাখার জন্য, বিশেষ করে কৃষকদের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার রাজ্যে আলু চাষীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে আলুর চাষও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কোল্ড ষ্টোরের উৎপাদিত আলু রাখার বিষয়টি নিয়ে কৃষকদের দাবীও রয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে আগরতলা এবং তার সন্নিহিত এলাকায় তিন তিনটি কোল্ড ষ্টোরেজ রয়েছে এবং সেখানে আলু চাষীদের আলু রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। বাইখোরাতে যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে সেটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই তিনটি কোল্ড ষ্টোরেজে মোট ছয় হাজার মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ করে রাখা যাচ্ছে। বাই-খোরা কোল্ড ষ্টোরেজটি চালু করার জন্য বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন

যাতে এই বছরই সেখানে আলু রাখা যায়। তাহা ছাড়া আরোও পাঁচটি নতুম কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এগুলির একটি উত্তর ত্রিপুরায়. একটি ধলাই জেলায়. দুইটি পশ্চিম ত্রিপুরায় এবং ১টি দক্ষিণ ত্রিপুরায় করা হবে। প্রতিটি কোল্ড ষ্টোরেজে ক্ষমতা হবে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন করে। এই ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাঠিয়েছি। কুমারঘাটে একটি কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণের জন্য ইতি· মধ্যেই সয়েল টেষ্ট সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই এই সরকার বর্তমানে আলু চাষীদের কথা মাথায় রেখেই তাদের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করছেন এবং কার্য্যকরী উদ্যোগও নিচ্ছেন।

**শ্রীশহীদ চৌধুরী** ( বক্সনগর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি; বর্তমানে রাজ্যে আলুর সহায়ক মূল্য কত? আলু চাষীদের অর্থনৈতিক দিকটি বিবেচনা করে আলুর সহায়ক মূল্য সরকার বাড়াবেন কিনা?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমার অনুরোধ রইল মাননীয় সদস্যের প্রতি আলাদা করে প্রশ্ন করার জন্য। কারণ, আমার কাছে এই মুহূর্তে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ নেই।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

**শ্রীসমীর দেবসরকার** ( খোয়াই ) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৯

**মি স্পীকার** :— এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—২৯।

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার—২৯।

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৬-৯৭ইং সালে রাজ্যে কয়টি নূতন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বা ষ্টকমেন সেণ্টার খোলার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে;

২। খোয়াই মহকুমার প্রমোদনগর পশু খামারটিতে বর্তমানে কয়টি এবং কি জাতীয় পশু আছে এবং

৩। খামারটিতে কতজন শ্রমিক কর্মচারী আছেন?

**উত্তর**

১। ১৯৯৬-৯৭ইং সালে রাজ্যে কোন নূতন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বা ষ্টকমেন সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা নেই।

২। খোয়াই মহকুমার প্রমোদনগর পশু খামারটিতে বর্তমানে কোন পশু পাখি নেই।

৩। খামারটিতে মোট ১৯ জন শ্রমিক, ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, ১জন এ, আর, সি, এসিষ্টট্যাণ্ট এবং ১ জন ফোডার অফিসার আছেন।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :**— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রমোদনগর পশু খামারটি বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে পশু–পাখি ছাড়া সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পশুহীন এই খামারটিকে বর্তমানে কোন অবস্থাতেই পশু খামার বলা চলে না। নামেই যা রয়েছে আর কি! তবে জলের সমস্যাটা সেখানে ছিল বলে শুনতে পেরেছি। সেখানে কিছু শূকরও ছিল। তবে জোট আমলে সেখান থেকে শূকরগুলি তেলিয়ামুড়াতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ডাক্তার কর্মচারী ও শ্রমিক এখনও আছে সেই খামারে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এইভাবে পশুহীন এই খামারটিকে দপ্তরের এখনো ধরে রাখার কি প্রয়োজন রয়েছে? অন্য কোন দপ্তরের যদি এই কমপ্লেক্সটি কাজে আসে তাহলে অন্য দপ্তরকে হস্তান্তর করলেই হয়। শুধু শুধু এটাকে এই ভাবে আটকে রেখে দপ্তরের কি লাভ হচ্ছে এতে? অন্যথায় এটাকে পশু পালন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে প্রকৃত অর্থেই পশু খামার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **:**— স্যার, প্রমোদ নগরের এই ফার্মটি ১৯৮১-৮২ সালে ৮০ হেক্টর জায়গার উপর তৈরী করা হয়েছিল। খামারটিতে কিছু শূকর ও কিছু বলদ পালন করা হত। শুরু থেকেই খামারটিতে জলের প্রচণ্ড অভাব ছিল। রাস্তাঘাটও ভাল ছিল না। তদুপরি কর্মীদের থাকার ব্যবস্থাও ভাল ছিল না সেখানে। আইনশৃংখলাজনিত কারণে কিছু অসুবিধার ফলে সেখানে আসাম রাইফেলসের একটি ক্যাম্প পাশেই ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে সেখান থেকে সেই ক্যাম্পটি তোলে নেওয়ার ফলে কিছু শূকর চুরি হয়ে যায় ফার্ম থেকে। কার্যতঃ তখন থেকেই ফার্মটি বন্ধ রাখতে হয়। এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রসঙ্গটা এনেছেন সেটা আলোচনা করা যেতে পারে সমস্যার সমাধানে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :**— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কল্যাণপুরে যে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি রয়েছে সেখানে ডাক্তার কর্মী ও ঔষধের অভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকা সহ কল্যাণপুরের মানুষের পক্ষে পশু চিকিৎসা করানোর ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস** ( মন্ত্রী ) **:**— স্যার, কল্যাণপুরের প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তার স্টাডি লিভে বাইরে রয়েছেন। ফলে পার্শ্ববর্তী পদ্মবিল থেকে একজন ডাক্তার সপ্তাহের তিন থেকে চার দিন কল্যাণপুর হাসপাতালে আসেন এবং নিয়মিতই পশু চিকিৎসা করছেন। তবে ঔষধ পাওয়া যায় না। এই তথ্য অন্তত আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন আমি খোজ করব পুনরায়। ঔষধ না থাকলে সেই অনুসারে ঔষধ পাঠানোরও ব্যবস্থা নেব। পদ্মবিল থেকে সপ্তাহে তিন চারদিন কাজ করেন। কিন্তু এখানে অন্যান্য যে জিনিষ বিশেষ করে ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট আমরা যাদেরকে কম্পাউণ্ডার বলি তারা আছেন। তবে ঔষুধ-পত্র নেই এই

ধরনের তথ্য আমার কাছে নেই। আমরা দেখব মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ঔষধ পত্রের অভাব আছে সেটা নিশ্চয় আমরা দেখব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নতুন পঞ্চায়েত এবং ব্লক এলাকা থেকে নতুনভাবে প্রাথমিক যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি খোলার জন্য প্রস্তাব দপ্তরের বিবেচনার জন্য এসেছে কিনা? কারণ, আমরা জানি আমাদের এখান থেকে ব্লক থেকে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কয়টা পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে যেমন আমাদের ব্লকে নতুন করে ৪টি এলাকাতে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এই ধরনের প্রস্তাব বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে কিনা, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কটা প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থাপন করার প্রয়োজন আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য আছে কিনা।

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যে, দপ্তরের কাছে এই রকম কোন প্রস্তাব বা ডিমাণ্ড আছে কিনা? এই ধরনের বিভিন্ন ডিমাণ্ড বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে। এটাই বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি থেকে রেজুউলেশান আসে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নতুন কোন সেন্টার খুলতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সেই আর্থিক সংস্থান বর্তমানে দপ্তরের নেই। দুই নাম্বার হচ্ছে, কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন থেকে আমাদের সরকারের উপর একটা নিষেধাজ্ঞা আছে যে, আমরা নতুন করে কোন সেন্টার খুলতে পারব না। গত বছর আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়টা আমি টেকআপ করেছি। যাতে তারা যে ওয়ার্কিং গ্রুপ তারা যে আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে তা যাতে প্রত্যাহার করে নেয়। আমাদের দপ্তরের বর্তমান যে বাজেট বরাদ্দে এ প্রস্তাব সেটা নিয়ে দৈনন্দিন যে কাজকর্ম তা চালানো খুবই সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাজেটে আমাদের যা আর্থিক বরাদ্ধ আছে তাতে প্রায় ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা তার মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সেখানে দপ্তরের সেলারী ওয়েজেস এ চলে যাচ্ছে। আর বাকি যে টাকা থাকছে তার মধ্যে আমাদের রেশন আছে আমাদের মেডিসিন, ভেকসিন ইত্যাদি আছে এবং বিভিন্ন বেনিফিস্যারী স্কীম আছে এইগুলিও কনটিনিউ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ আর্থিক যে সংকট সেই সংকটের কারণে। কাজেই, এই পরিস্থিতির উপর এমনি এই দপ্তরের পক্ষে নতুন সেন্টার খোলার সম্ভাবনা নেই। যদি পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের যোজনা কমিশনের আলাপ আলোচনা হবে, মন্ত্রী পর্য্যায়ে যে আলাপ আলোচনা হবে সেখানে বরাদ্দ বৃদ্ধি হলে এবং সেটা যাতে আমাদের দপ্তরে এলোকেটেড হয় তখন এসমস্ত বিষয়গুলি আমরা বিবেচনা করতে পারব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

**শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা

যে প্রতিটি ব্লক লেবেলে গ্রাম অঞ্চল লেবেলে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে সেগুলি রীতিমত খোলা আছে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস** ( মন্ত্রী ) :—মাননীয় সদস্যার কাছে যদি এই রকম সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে তা আমাদের জানালে এইগুলি তদন্ত করে দেখব ।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা ।

**শ্রীঅনিল চাকমা** ( পেচারথল ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৮ ।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( মন্ত্রী ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮ ।

**প্রশ্ন**

১) কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের আমলে কতজন মন্ত্রী এম, এল, একে সরকারী খরচে টি, ভি সেট দেওয়া হয়েছে ?

২) কতজন মন্ত্রী ও এম, এল, এ স্বেচ্ছায় সেই সেট ফেরৎ দিয়েছেন ?

৩) এবং আরও কতজনের কাছ থেকে টি, ভি সেট উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই ?

**উত্তর**

১) কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী এবং এম, এল, এদের কোন টি, ভি সেট সরকারী খরচে দেওয়া হয় নাই ।

২) প্রশ্নই উঠে না ।

৩) প্রশ্নই উঠে না ।

**শ্রীঅনিল চাকমা** (পেচারথল) :— স্যার, দপ্তর থেকে বিভিন্ন সংগঠনের নামে এম, এল, এ দের বাড়ীতে মন্ত্রীদের বাড়ীতে টি, ভি, দেওয়া হয়েছিল এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীঅনিল সরকার** (মন্ত্রী):— অন্য কোন দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি কোন টি, ভি, কোন মন্ত্রী কিংবা এম, এল, এ,দের বাড়ীতে।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** (ধর্মনগর) :— গত জোট জমানায় জোট আমলের মন্ত্রী শ্রীবীরজিৎ সিনহাকে একটি ডিশ এন্টেনা দেওয়া হয়েছিল। এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ? যদি জানা থাকে, তবে সেই ডিশ এন্টেনা উদ্ধার করে আনার জন্য দপ্তর কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীঅনিল সরকার** (মন্ত্রী):— এটা ঠিক যে, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে কোন কোন সংগঠনকে টি. ভি দেওয়া হয়েছিল। তবে তা কোন কোন মন্ত্রী বা বিধায়করা তাদের বাড়ীতে নিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু কোন মন্ত্রী বা বিধায়কের নামে কোন টি ভি দেওয়ার জন্য স্যাংকশান হয়নি। যাদের দেওয়া হয়েছিল তারা হয়ত তাঁদের কাছেরলোক বলে বে-নামীতে রেখেছেন।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৩।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ** (মন্ত্রী) :—স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৩।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভের সংখ্যা কত ?

২। এবং তাদের হাতে কত সরকারী জলাশয় লিজ দেওয়া হয়েছে ?

৩। মাছের পোনা বা মাছ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার কো-অপারেটিভ গুলিকে কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

৪। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের সরকারী জলাশয়টিকে সংস্কারের অভাবে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে ?

৫। সত্য হইলে সরকার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি না ?

**উত্তর**

১। রাজ্যে মোট ১২৮টি প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি এবং ১টি (এপেক্স) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে।

২। ৬৮'৩৫ হেকটর জলাশয় লিজ দেওয়া হয়েছে।

৩। মাছের পোনা বা মাছ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে নিম্নে বর্ণিত সাহায্যগুলি করা হয়ে থাকে :—

ক) শেয়ার ক্যাপিটাল এবং পরিচালন ভর্তুকী দেওয়া।

খ) এন, সি, ডি, সি, হইতে ঋণের বন্দোবস্ত করানো।

গ) সম্প্রসারণের আওতায় আনা এবং কারিগরী সহায়তা দান।

৪। না। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে ঐ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে না।

৫। বর্তমান অর্থ বৎসরে জলাশয়টি পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্পন করার ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— স্যার, মৎস্যজীবীদের হাতে জলাশয় তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট আসার পরই হয়। এতদিন শুধু জাল যার জল তার এটা শ্লোগান পর্য্যায়েই ছিল। কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ১ম এবং ২য় বামফ্রন্ট আসার পরই এই নীতি কার্য্যকরী হয়। কিন্তু জোট আমলে জলাশয়গুলি লুটপাটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জলাশয়ের যে হিসাব এখানে মাননীয় মন্ত্রী দিলেন তা কি সবটাই উদ্ধার হয়েছে, না আরো কিছু বাকী আছে?

**শ্রীসুকুমার বর্মণ** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, বর্তমানে পঞ্চায়েতরাজ আইনে আমার দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের যে সমস্ত জলাশয় ছিল সেগুলি পঞ্চায়েত সমিতির হাতে তুলে দিয়েছি। এবং কিছু কিছু জলাশয় সরাসরি কো-অপারেটিভকে লীজ দেওয়া হয়েছে। আর কিছু জলাশয় দপ্তরের হাতে রেখেছে ফার্ম করার জন্য, মৎস্য পোনা উৎপাদন করার জন্য। সবটা জলাশয়ই উদ্ধার করা হয়েছে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পূর্ব রামচন্দ্রঘাট সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা এখানে বলেছেন সেখানে উপযুক্ত পরিচালনার অভাব আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার সরকারে, আসার পর মৎস্যজীবিদের কো-অপারেটিভ করে সেখানে কাজ শুরু করা হয়েছিল। সে লেইকটা ১০০ কানির মত হবে। পরবর্তী সময়ে জোট সরকারের আমলে এই জলাশয়টি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনও সেখানে কিছুই করা যাচ্ছে না। কো অপারেটিভটি বার বার চেষ্টা করেও এখনও কিছুই করতে পারছে না। এই জলাশয়টি মাছের উৎপাদনের বিরাট একটা জায়গা। চেবরী কো-অপারেটিভ মৎস্য সমবায় সমিতির জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গুরুত্ব দিয়ে সেটাকে উন্নতি করার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট চেবরী জলাশয়টিতে দপ্তর কর্তৃক ৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে সংস্কার করে চেবরী মৎস্য সমবায় সমিতি লিমিটেডকে ৬০/৪০ অংশীদারীতে মাছ ধরার জন্য দায়িত্ব আমরা দিয়েছি। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে চুক্তি মত সেখানে পর্যবেক্ষন করা বা অন্য কিছুই করতে পারছে না। আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে তাদেরকে মাছের পোনা সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা উপযুক্ত পরিচালনা করতে পারছে না। তাই এই বছর আমরা সরাসরি পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

**শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা** ( রাইমাভ্যালী ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুর জলাশয়ে ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬, ইং সনে প্রডাকশান কত হয়েছে এবং মাছের পোনা কত ছাড়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, যতটুক জানা আছে সেখানে গত বছর অর্থাৎ ৯৫-৯৬ইং সালে ১৭ লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। এই বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩০ লক্ষ মাছের পোনা। তার উৎপাদন কত হয়েছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুর জলাশয়ে জাতি-উপজাতি মিলিয়ে প্রায় একহাজার মৎস্যজীবি মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু জলাশয়ের যে সমস্ত জায়গা গুলিতে মাছ আছে নিরাপত্তার কারনে তারা সেখানে যেতে পারছে না। মৎস্য জীবিদের নিরাপত্তা দিয়ে মাছ ধরার সুযোগ করে দিয়ে রাজ্যের জনগণের কাছে মাছ পৌঁছে দেবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :—স্যার, ডম্বুর জলাশয়ে জাতি-উপজাতি মানুষ মাছ ধরে তাদের জীবিক নির্বাহ করছে এটা ঠিক। এবং তাদের নিরাপত্তার একটা সমস্যা রয়েছে ঠিক। এই ব্যাপারে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করছি যাতে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এ সম্পর্কে একটা শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান এসেছে এবং আমি আগামী ২৬ তারিখে এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেব।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুর জলাশয়ের সব মাছ চোরা পথে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে এজেন্টের মাধ্যমে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি ?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, চোরাপথে বাংলাদেশে যাচ্ছে কিনা এই তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে চোরা পথে কিছু মাছ যাচ্ছে। এই সম্পর্কে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাছও সীজ করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** ( সালেমা ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্য সরকারের আই. এ. এস, টি. সি. এস অফিসারদের পিস্তল, রিভলবার রাখার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয় কি ?

২। যদি দেওয়া হয় তবে এ পর্য্যন্ত কতজনকে দেওয়া হয়েছে।

৩। ইহা কি সত্য যে, শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য টি. সি. এস. গ্রেড-১, ইএক্স এম. ডি. ত্রিপুরা জুট মিল লিমিটেড-এর লাইসেন্স করা পিস্তল, রিভলবার আছে কি ? যদি থাকে উহা ঠিক সময়ে রিনিউ করা হয় কি ?

**উত্তর**

১। ভারতীয় অস্ত্র আইনের বিধান অনুসারে ভারতীয় নাগরিকদের বন্দুক জাতীয় আগ্নেয় অস্ত্রের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

২। আই এ এস. বা টি সি. এস অফিসারগণও এই আইনের শর্তগুলি মেনে আবেদন করলে তারাও লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য। এ পর্য্যন্ত দুইজন আই এ এস. অফিসার এবং চারজন টি. সি. এস. অফিসার বন্দুকের লাইসেন্স পেয়েছেন।

৩। ত্রিপুরা জুটমিল লিমিটেডের নামে কোন বন্দুক বা পিস্তলের লাইসেন্স নেই। শ্রী এন. জি, ভট্টাচার্য্য টি, সি. এস. গ্রেড-১ অফিসার কিছুদিন পূর্বে জুটমিলের এম. ডি. পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একটি পিস্তলের বৈধ লাইসেন্সের অধিকারী। অস্ত্র আইন অনুসারে এই পিস্তলটির লাইসেন্স নবীকরণ করার বৈধ সময়সীমা ৩১.১২.৯৭ ইং পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট আছে।

**মিঃ স্পীকার** :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি লিখিত উত্তর এবং চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—A & B

## MATTER RAISED BY MAMBER

**শ্রীদীপক নাগ** ( মজলিশপুর ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটা বক্তব্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা আপনার নলেজেও দেওয়া হয়েছে। আমাদের ১নং এম. এল. এ. হোষ্টেলে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিন ৩ / ৪ ঘণ্টা কারেন্ট থাকে না।

**মিঃ স্পীকার** :— আমার সঙ্গে আপনারা গতকাল দেখা করেছেন এবং আমি বলেছি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা হবে।

**শ্রীদীপক নাগ** :—স্যার, বৈষম্য হচ্ছে কারণ, ২নং হোষ্টেলে সব সময় কারেন্ট থাকে কিন্তু ১নং হোষ্টেলে কেন কারেন্ট থাকে না। মাননীয় মন্ত্রী বিমলবাবু যখন স্পীকার ছিলেন উনাকে বলা হয়েছিল এবং উনিও চেষ্টা করেছিলেন। উনি ওখানকার ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ডেকে বলেছিলেন গভর্ণর হাউসের কানেকশ্যানের সঙ্গে ১নং হোষ্টেলের কানেকশ্যান

যেন যুক্ত করে দেওয়া হয়। বিমলবাবু এখন মন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হলো না। আমি আপনার মাধ্যমে লিডার অব দি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** কত বছর ধরে কারেন্টের গোলমাল আছে এটা আমি জানি না। গতকালই আপনারা আমাকে বলেছেন। তাই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু জায়গা অপরিস্কার আছে। এটা দেখার জন্য রেসপেক্টিভ দপ্তরকে আমি বলেছি। আমার মনে হয় এটা আমাকে বলার পরে আর এটা সম্পর্কে বলা ঠিক নয়। করা হবে বলা হয়েছে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** স্যার, আর একটা বিষয়ে আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি নিজে যতটুকু জানি যে আমাদের কনষ্টিটিউশান বা কনভেনশান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় রাজ্যপাল এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমার এখানে ব্যক্তি বিশেষে কোন বক্তব্য নেই। আমরা সবাই জানি যে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বা উপ-প্রধানমন্ত্রী বলে দেয়ার ইজ নো প্রভিশান ইন দি কনস্টি-টিউশান অফ সাচ পোষ্ট। সবচেয়ে অবাক বিষয় হল যে প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রুটিন চেক-আপের জন্য কলকাতায় গেছেন। স্বাধীনতা দিবসের মত তাৎপর্য্যপূর্ণ গৌরবময় দিবসকে পাশ কাটিয়ে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রুটিন চেক আপের জন্য বাইরে গেছেন অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য একশবার যেতে পারেন, হাজার বার যেতে পারেন। রুটিন চেক-আপের জন্য স্বাধীনতা দিবসের পতাকা না তুলে তিনি কলকাতায় চলে গেলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়ে। ইচ্ছে করলে রাজ্য সরকার মাননীয় রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। এই রকম ঘটনা চোখে দেখলে খুব খারাপ লাগে। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এবং পরিতাপের বিষয়। স্বাধীনতা দিবসের মত দিনটিকে এইভাবে বাই-পাস করে যাওয়া, অবমাননা করে যাওয়া. আমি এই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার [উপ-মুখ্যমন্ত্রী] :—** স্যার, এখানে বাইপাস করা বা অবমাননা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ওনার শরীর ইতিমধ্যে বেশ খারাপ হয়েছিল, যারজন্য ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। এখানে বাইপাস করা বা অবমাননা করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** তা হলে আমরা এটা জানিনা। এই সম্পর্কে অফিসাররা নিশ্চয়ই অ্যালার্ট না।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্তের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত :**— স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ৩১শে জুলাই ১৯৯৬ ইং ধর্মনগর দক্ষিণ নয়া পাড়ায় ধনমিয়ার বাড়ীতে আব্দুল সুলতান আহমেদ নামে একজন শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :**— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুতি না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৮ তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

**শ্রীপবিত্র কর** (খয়েরপুর) :— আমার নোটিশটি হল "সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের এবং বেসরকারী উদ্যোগের আর্থিক সহায়তায় আগরতলা শিশু উদ্যানে বিবেক উদ্যান নামে কনসার্ন ফর সিটি কেয়ারের উদ্যোগে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গত ২ বৎসর পূর্বে যে উদ্যানটি স্থাপিত হয়েছিল সে উদ্যানটিতে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হওয়ার উদ্ভুত পরিস্থিতি এবং তদ্‌জনিত কারণে সরকার কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার :**— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীর মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে শিশু উদ্যান সেটাকে কিছুদিন আগে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে কিছু কাজ করে দিয়েছে। এই ব্যাপারে শহরে একটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেই কমিটি থেকে তারা কিছু টাকা পয়সাও তুলেছে সেটা দিয়ে এবং সঙ্গে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে কিছু টাকা দিয়ে কাজ করে দিয়েছে। এটা সম্পর্কে আমি ভাল করে খবর নেব এবং খবর নিয়ে আগামী ২৭ তারিখ এটার উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নোটিশটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

**শ্রীরতনলাল নাথ** ( মোহনপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে নোটিশটি এখানে এনেছি সেটার বিষয়বস্তু হচ্ছে, "সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর খাদ্যগুদাম থেকে যে ৪৭ টি রেশন দোকানে রেশন সামগ্রী বন্টন করা হয়, সেই মোহনপুর খাদ্য গুদাম থেকে গত আট মাস ধরে যথাযথভাবে চাউল,

চিনি এবং অন্যান্য রেশন সামগ্রী না দেওয়ায় খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে।

**মিঃ স্পীকার:—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানবেন।

**শ্রীব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি আগামী ২৩ তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

## CALLING ATTENTION.

**মিঃ স্পীকার :—** আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৭.৭.৯৬ ইং সকালে বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার থানাধীন অলয়ছড়ায় বৈরী আক্রমণে হরিপদ গোস্বামী ও সুনীল দাসের মারা যাওয়া এবং আরো চারজন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ;"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নেটেশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আগামী ২৮ তারিখ আমি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য মাধব সাহা এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়গণের নিকট হইতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ১০-৮-৯৬ইং তারিখে সন্ধ্যায় উদয়পুর মহারানীতে মাইনর ইরিগেশানের পাম্প অপারেটর সুধীর দে খুন হওয়া সম্পর্কে এবং খুনের জের হিসাবে গত ২১শে আগষ্ট উদয়পুর অমরপুর রাস্তা অবরোধ করে মারধোর ও কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি আগামী ২৮ তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো· "গত ১৭ই আগষ্ট ১৯৯৬ইং আনুমানিক রাত ৯টায় ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীঅনিন্দ্র দেববর্মার

তৈদু বাজারের বাড়ীতে এন. এল এফ. টি নামধারী উগ্রপন্থী দলের হামলা ও শ্রীদেববর্মার দেহরক্ষী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার সার্ভিস রিভলভার ২৪ রাউণ্ড গুলিসহ ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।' আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৮-৮-৯৮ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৭-৮-৯৬ইং তারিখে জিরানীয়া থানাধীন নোঁয়াবাদী বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিন্দু দেবনাথ উগ্রবাদীদের দ্বারা অপহরণ হওয়া ও পরবর্তী সময়ে নোঁয়াবাদী বাজার থেকে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ও সুবোধ দেববর্মাকে অপহরণ করা ও মারধোর করা ও পরে উদ্ধার হওয়া ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ—
"গত ১৭-৮-৯৬ইং তারিখে জিরানীয়া থানাধীন নোঁয়াবাদী বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিন্দু দেবনাথ উগ্রবাদীদের দ্বারা অপহরণ হওয়া ও পরবর্তী সময়ে নোঁয়াবাদী বাজার থেকে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ও সুবোধ দেববর্মাকে অপহরণ করা ও মারধোর করা ও পরে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১৭. ৮. ৯৬ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় শ্রীবিন্দু দেবনাথ (৩৫), পিতা শ্রীনারায়ণ দেবনাথ, নোঁয়াবাদী, নিজ বাড়ী থেকে নরেন্দ্র সর্দ্দারপাড়া ছয় ঘরিয়ার লাথু দেববর্মার কাছ থেকে শুকর বেচার টাকা পাওয়ার জন্য এবং নিজ জমির ফসলের তত্বাবধানের জন্য যান। তিনি রামরায় সিপাই পাড়ার শচীন দেববর্মার নিকট থেকে নগদ টাকা পাওয়াতে জমি রেখে চাষ করছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে নরেন্দ্র সর্দ্দার পাড়ার রাজা দেববর্মা, পিতা-অনিল দেববর্মা মুদির দোকানে ঢোকেন। অতর্কিতে তিনজন দুস্কৃতিকারী যুবক দেশী পিস্তল উচিয়ে ধরে তাহাকে সেখান থেকে অপহরণ করতে উদ্ধত হলে দোকানের রাজা দেববর্মা, বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, তাকেও পিস্তলের ভয় দেখিয়ে বিন্দু দেবনাথকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

রাজা দেববর্মা দ্রুত এসে বিন্দু দেবনাথের পরিবার পরিজনকে এবং মান্দাই জনসাধারণ ও সি, পি, আই, (এম) অফিসে অপহরণের সংবাদ জানায়। খবর পেয়ে জনৈক লিটন লাহা, পিতা শচীন্দ্র সাহা গ্রাম-নোয়াবাদী, দ্রুত জিরানীয়া থানায় পৌঁছে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট অপহরণের সংবাদ জ্ঞাত করেন।

এই সংবাদ মর্মে জিরানীয়া থানায় ১০৯। ৯৬ ইউ, এস, ৩৬৪ (এ) আই, পি, সি, এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট এ মোকদ্দমা রুজু করা হয়।

জিরানীয়া থানা হইতে তিন অপারেশন পার্টি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ব্যাপক তল্লাসী চালায় পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজন এস, ডি, এফ, টি, উগ্রপন্থী দলের সদস্য বৈরাগী দেববর্মাকে গ্রাম-ছয়ঘরিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত ও তল্লাসী অব্যাহত আছে।

বিন্দু দেবনাথের অপহরণের ঘটনার খবরের সুযোগে কিছু দুষ্কৃতকারী ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ( ৩৫, পিতা অঙ্গুরাই দেববর্মা, সাং-ত্রুমতি ও সুবোধ দেববর্মা, ( ১৬ ) পিতা, বুধচন্দ্র দেববর্মা সাং-ত্রুমতি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি ও জাতি উপজাতির সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে অপহরণ করিয়া আটক করিয়া মারধোর করে। জনসাধারণ ও স্থানীয় পুলিশের সমবেত প্রচেষ্টায় তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পুলিশ ও জনসাধারণ তাহাদের উদ্ধার করে আহত ব্রজেন্দ্র দেববর্মাকে যথারীতি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন এবং সুবোধ দেববর্মাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন। দুস্কৃতিকারীদের এই অপচেষ্টার ও নিরিহ ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ও সুবোধ দেববর্মাকে আটক ও মারধোর এবং অপহরণ করার সংশ্রবের পরিপ্রেক্ষিতে জিরানীয়া থানার ১১০। ৯৬ ইউ, এস, ৩৬৫। ৩২৬। ৩৪ আই, পি, সি, মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছে যাহা তদন্তাধীন আছে।

এলাকায় শান্তি বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে জিরানীয়া থানা হইতে পুলিশ পিকেট এবং নিয়মিত টহলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে জনসাধারণের সহিত শান্তি মিটিংও করা হয়েছে।

**শ্রীপবিত্র কর** :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই জিরানীয়া এলাকায় বিন্দু দেবনাথ এবং জীবন চৌধুরী এবং কিছুদিন আগে টি আর টি সির, ড্রাইভার শ্রীরাখাল গোস্বামী অপহৃত হয়েছিলেন। স্যার, কিছু দিন আগেও টি, আর, টি, সির ড্রাইভার রাখাল গোস্বামীকে অপহরণ করা হয়েছিল। মান্দাইয়ের রেশন ডিলার মান্দাই থেকে ফেরার পথে অপহরণ করা হয়েছিল। কয়েকটি গ্রুপ মিলে দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজগুলি করে যাচ্ছে। আমার জানা মত একটি গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে জওহর দেববর্মা এবং অপর একটি গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন বীণা দেববর্মা। এন, এল, এফ, টির সহযোগি হিসাবে তারাও কাজ করে চলেছে। জিরানীয়া এবং মান্দাই অঞ্চলের কিছু

বাঙ্গালী যুবকও তাদের সঙ্গে রয়েছে বলে খবর। এই সমস্ত বাঙ্গালী যুবকদের সাহায্যেই অপহৃতরা ফিরে আসতে পারছে বিরাট অংকের টাকা দিয়ে। স্যার, আমাদের কাছে এই খবরও রয়েছে তপন সরকার নামে এক ব্যক্তির দোকান রয়েছে মান্দাইতে। সেই দোকান থেকে উগ্রপন্থী গ্রুপগুলির কাছে প্রতিনিয়তই চাল পাঠানো হচ্ছে। বৈরীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তাকে একবার পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল বলে জানা গিয়েছে। আমাদের কাছে এই খবরও আছে ঐ তপন সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই অভিযোগও শুনা যাচ্ছে জিরানীয়া এবং মান্দাইয়ের কংগ্রেস-টি. ইউ জে এসের নেতৃত্বের একটা অংশেরও যোগাযোগ রয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে বৈরীদের সাহায্য করছেন। এই রাজনৈতিক মদতের ফলেই সাধারণ মানুষ আজকে সেখান থেকে অপহৃত হচ্ছে। ফলে এলাকার শান্তি ও উন্নতি ব্যহত হচ্ছে। কিছু দিন আগে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম এই খবর পেয়ে যে নোঁয়াবাদী বাজারে কিছু বাঙ্গালী যুবক ২ জন উপজাতি যুবককে আটকে রেখেছে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। শুরু হয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। আমরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছি এবং পুলিশ এসে তাদের মুক্ত করে। ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাটা আমরা সেদিন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ঐ দুটি গ্রুপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি এগুলি এখানে টেনে আনলাম। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে কোন তথ্য আছে কিনা? তাহলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :—স্যার, জওহর দেববর্মা এবং বীণা দেববর্মা স্থানীয় যুবসমিতি নেতা এবং যুব সমিতির অন্যান্য নেতাদের মদতেই তারা বৈরী দল গঠন করে এলাকায় শান্তির পরিবেশ বিঘ্ন করছে বলে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে। তাদের এই অপরাধমূলক কাজ-কর্ম বন্ধ করার জন্য এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এগুচ্ছে। অপরাধ জনিত কয়েকটি অভিযোগে পুলিশ ঐ এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। এখনও সন্দেহভাজন কিছু ব্যক্তি রয়েছে এবং যাদের উপর কড়া নজরও রাখা হচ্ছে আরক্ষা দপ্তর থেকে। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন রেখেছেন রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তি জড়িত কিনা? পুলিশের কাছেও এই ধরনের রিপোর্ট রয়েছে। কংগ্রেস দলের নেতার নামেও অভিযোগ রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য সংগ্রহের পরই পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এবং এই সম্পর্কে পুলিশকে স্পষ্টই বলা আছে আইনানুসারে অগ্রসর হতে। তপন সরকারের কাছ থেকে চাল যায় বলে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

**শ্রীদীপক নাগ** :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে তপন সরকার তার কোন চাউলের দোকান নেই। সে মান্দাই যুব কংগ্রেস-এর জেনারেল সেক্রেটারী তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে মাননীয় বিধায়ক জড়ানোর চেষ্টা করছেন এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী বলেছেন তার চাউলের দোকাম আছে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি তার চাউলের দোকান নেই সে বেকার যুবক।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, কেউ প্রকাশ্যে চাউলের দোকান করেন। আবার কেউ গোপনে চাউলের দোকান করেন। কাজেই পুলিশে তদন্তে যা আসছে তবে এই উগ্রপন্থী দলগুলিকে তপন সরকারের মাধ্যমে কিছু চাউল সরবরাহ করা হয় পরে এই সম্পর্কে তথ্য আসার ফলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেন। যে কেউ কোন খবর দিলে পরে সে খবরকে ভিত্তি করে পুলিশ কাজ করে না। স্যার, এখনও এই এলাকার মধ্যে এইরকম যারা প্রকাশ্য থেকে এই সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলি ছোট হউক, বড় হউক তাদের সহযোগিতা করছে। তাদের খোঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এখনও যাদের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহের কথা প্রকাশ হচ্ছে সেগুলিকে ভিত্তি করে পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের তদন্তে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে নিশ্চয় ব্যবস্থা করা হবে।

**শ্রীদীপক নাগ** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন রাজা দেববর্মার মুদির দোকানে আসার পর তিনজন যুবক বা দুষ্কৃতিকারী গাদা বন্দুক নিয়ে তাকে অপহরণের চেষ্টা করেন। মুদি দোকানের মালিক রাজা দেববর্মা বাধা দেয় তাকেও আগ্নেয়াস্ত্র দেখানো হয় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনার স্টেটমেন্টে বলেছেন পাঁচজন গ্রেপ্তার করা হয়েছে এরমধ্যে ঐ মুদি দোকানের রাজা দেববর্মা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সেই তথ্য আছে কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, যে লোকটা সকলের কাছে এসে খবর দিল পুলিশকে খবর দিতে সাহায্য করল, এইরকম একটা আক্রমণকে যে সকলের কাছে পরিচয় হল তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন হ্যাঁ, রাজা দেববর্মার বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট কোন এই রকম তথ্য থাকে আই, ও'র কাছে মাননীয় সদস্যকে বলব সমস্ত তথ্য দিতে এবং সেই তথ্য দিলে পরে সেটা করা হবে।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীদীপক নাগ** :— আপনার তথ্যের মধ্যে বলেছেন রাজা দেববর্মা বাধা দিয়েছেন দুষ্কৃতিকারীদের। সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে সেই তথ্য আপনার কাছে আছে কিনা সেটা জানতে চাইছি।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— বিধানসভার ডেকরামকে রক্ষা করুন। স্যার, পুলিশ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যখন যায় তখন অনেককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তারমধ্যে রাজা দেববর্মাকে স্বাভাবিকভাবে ডেকে আনবে। কারণ, রাজা দেববর্মা বাধা দিয়েছিল। কাজেই, যাদের যাদের ডেকে আনা হয়েছে, ডেকে আনার অর্থ এই নয় যে গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশের যে গ্রেপ্তারের লিস্ট তারমধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে যাকে যাকে ডেকে আনা হয়েছিল সবগুলি নাম নেই।

**শ্রীমতিলাল সাহা** (কমলাসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এই রাজা দেববর্মার জন্য এত বড় একটা আক্রমণ রক্ষা হয়েছে উনার স্টেটমেন্টে। তারপর আমাদের বিধায়কের এটাই প্রশ্ন ছিল রাজা দেববর্মা অন্যায়কারী নয় তারপরেও রাজা দেববর্মাকে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে। আমাদের বিধায়ক দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন তাকে চালান করে দেওয়া হয়েছে। আই, ও যখন কেস কামেকশনে যায় কোনভাবে প্রশ্ন করার জন্য জেরা করার জন্য অনেকক্ষণ আটকিয়ে রাখতে পারে এটা এক জিনিষ আর গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া সেটা আর এক জিনিষ। যখন আই, ও, কনফারমড হবে সে জড়িত তখন তাকে চালান দেবে, প্রথমেই চালান দিতে পারে না যতক্ষন পর্য্যন্ত আই, ও, সেটিসফেকশন না হবে সে ইনভলব ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে জেরা করতে পারেন কিন্তু চালান দিতে পারেন না। চালান দেওয়া মানে সে অভিযুক্ত এটা আমাদের প্রশ্ন। এবং মাননীয় পবিত্র কর মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা ঘটনাটা জানতে চাই।

**শ্রীসমর চৌধরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার হাতে যে তথ্য আছে সেই তথ্য অনুযায়ী রাজা দেববর্মাকে ডেকে আনা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এই তথ্য আমার কাছে আছে।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীদীপক** নাগ :— পয়েট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ......।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— আমার কথা শেষ করতে দিন তারপর বলুন। তাকে ডেকে আনা হয়েছে এই পর্যান্ত তথ্য আমার কাছে আছে। মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই গ্রেপ্তারের সংবাদ, আমি আবার খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করব।

**শ্রীদীপক নাগ** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিন্দু দেবনাথ সেটা আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়ে। বিন্দু দেবনাথ একজন কংগ্রেস কর্মী সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ? এবং বিন্দু দেবনাথ ১৭ তারিখ অপহৃত হয়েছে আজকে ২২ তারিখ তার হদিশ পেয়েছে কিনা সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এখন পর্য্যন্ত বিন্দু দেবনাথ উদ্ধার হয়নি। বিন্দু দেবনাথ কংগ্রেস কিনা কোন রাজনীতি করে, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

**শ্রীদীপক নাগ** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার স্টেটমেন্টে বলেছেন ৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, এরমধ্যে একজন এস. ডি. এফ, বৈরী, বৈরাগী দেববর্মা নাকি বলেছেন। বাকি যে চারজন তারাও ইনোসেন্ট পাবলিক সেখানে আমি রাজনীতির ধারে কাছে আসছি না। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টিও আছে, টি, ইউ, জে, এসের সমর্থকও আছে। কিন্তু এই ৫ জনের মধ্যে রাজা দেববর্মা ছাড়া আরও দুইজন পুলিশের সঙ্গে মোহন্ত শিকারী পাড়া পর্য্যন্ত পুলিশের সঙ্গে গিয়েছিল, যাওয়ার পর নোঁয়াবাদী বাজারে আসার পর থানার ও, সি, ওদেরকে বলেছে দুইজন থানায় যেতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ? আনার পর থানায় এসে বলে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার স্টেটমেন্টের মধ্যে আমি সুনির্দিষ্টভাবে একজনের কথা বলেছি। বৈরাগী দেববর্মাকে ছয়গড়িয়া গ্রামে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর কারও গ্রেপ্তারের কোন হিসাব যে নাম কোন নামই আমার কাছ থেকে বলা হয়নি।

**মিঃ স্পীকার** :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১২ই মে খোয়াই মহকুমার রথটীলা বাজারে এন, এল, এফ,টি উগ্রপন্থী কর্তৃক জি, এম, পি, নেতা চন্দ্রমোহন দেববর্মা ও অপর সাতজন নিরীহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে খুন করা সম্পর্কে"।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—স্যার, গত ১২ই মে খোয়াই মহকুমায় রথটীলা বাজারে এন এল.এফ টি উগপন্থীকর্তৃক জি. এম পি. নেতা চন্দ্রমোহন দেববর্মা ও অপর সাতজন নিরীহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে খুন করা সম্পর্কে।

স্যার, গত ১২.৫. ৯৬ ইং তারিখ আনুমানিক ৫-৩০ মিনিট ১০। ১৫ জন উগ্রপন্থী উপজাতি যুবক. ৩০৩ এবং এস. এল আর ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হঠাৎ রথটীলা বাজার প্রবেশ করে এবং ছোট বাজারটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। উগ্রপন্থী দলটি কাঁচামাটি গ্রামের চন্দ্রমোহন দেববর্মার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে পিছমোরা করে বেঁধে বাজারে প্রবেশের সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিল বাজারের সকল উপজাতি দোকানদার এবং অন্যান্যকে একপাশে দাঁড়িয়ে যেতে নির্দ্দেশ দেয়। বাজারের লোকজন দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে; অ-উপজাতি যারা পালাতে পারেনি তাদের ধরে এনে চন্দ্রমোহন দেববর্মা সহ এক লাইনে সকলকে দাঁড় করায়। উগ্রপন্থী দলটি রাইফেল এবং এস. এল আর. থেকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে লাইনে দাঁড়ানো ৯ জনের মধ্যে ৮ জনকে হত্যা করে। হিমাংশু দেব ( ২৮ ), পিতা অবিনাশ দেব, সোনাতলা, খোয়াই থানা, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ গুরুতর আহতবস্থায় উদ্ধার করে জি· বি. হাসপাতালে পাঠায়। এই আক্রমন ও হত্যাকাণ্ড বাঁধিয়ে উগ্রপন্থী দলটি স্থান ত্যাগ করে। এই ঘটনা খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা গ্রামের শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য্যর ১২.৫.৯৬ ইং তারিখের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার ৩৮। ৯৬ নং মোকদ্দমার নথীভুক্ত করে তদন্তকার্য্য শুরু করা হয়। আহত ও নিহত ব্যক্তিদের

[illegible] নিয়ে দেওয়া হল :—

১। হিমাংশু দেব ( ২৮ ) আহত।

২। সুশেন শীল ( ২৯ ) নিহত।

৩। সন্তোষ দেব ( ৫০ ) নিহত।

৪। ভক্ত বর্মন ( ৪৫ ) নিহত।

৫। গণেশ দাস [ ২৮ ] নিহত।

৬। যাদব কুরি [ ৫০ ] নিহত।

৭। রণজিৎ দাস [ ৪৫ ] নিহত।

৮। বনমালী দেব নিহত।

৯। চন্দ্রমোহন দেববর্মা নিহত।

উক্ত ঘটনাটি হাতকাটা ডি. এ আর. ক্যাম্পে জানানো হলে সঙ্গে সঙ্গে ডি এ. আর. ক্যাম্পের ইনচার্জ ওয়ারলেসের মাধ্যমে খোয়াই থানাতে জানালে উক্ত থানার এস, আই শ্রীহিমাংশু মজুমদার সি. আর.পি. এক সঙ্গে নিয়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং উক্ত ঘটনার তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে জানা যায় যে উগ্রপন্থী দলটি এন, এল, এফ. টি বাহিনীর ছিল।

তদন্তকালে ইহা জানিতে পারা যায় যে, ২২-৭-৯৬ ইং তারিখে কল্যাণপুর থানার কেইস নং ১৪-৯৬ এবং ২৯-৯৬ মোকদ্দমার সংশ্রবে ধৃত আসামী শ্রীসূর্য্য দেববর্মা সাং বাধরাই প্যাড়া ও শ্রীজ্যোতিষ দেববর্মা, সাং শ্রীরামঠাকুর পাড়া খোয়াই থানার ৩৮-৯৬ নং মোকদ্দমার সংশ্রবে জড়িত আছে ও তদন্তকারী অফিসারের অভিযোগমূলে গত ২-৮-৯৬ ইং তারিখে খোয়াই এস, ডি, জে, এম, উক্ত আসামীগণকে ৩/৯৬ নং মোকদ্দমার গ্রেপ্তার দেখান হয়। তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যায় এন-এল-এফ-টি বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। মাননীয় মন্ত্রী কিংবা পুলিশের কাছে এই তথ্য আছে কিনা. এই ঘটনার আগেও হাতকাটা থেকে শুরু করে রামচন্দ্রঘাট পর্য্যন্ত এলাকার লাগাতর ঘটনা ঘটান হচ্ছে, উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য? এর আগেও হাতকাটা গ্রামীণ বাজারের ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হয়েছিল। করতে পারেনি। আহত করে পালিয়ে গেছে। কংগ্রেস-আমরা বাঙালী মিলে ঐ এলাকায় একজন ৬০ বছরের বৃদ্ধকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ঐ একই জায়গায় ক্রমাগত হামলা সংঘটিত হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে। এইসব ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন, পুলিশের সংগৃহীত তথ্যে এই সমস্ত ঘটনা আছে। ঐ এলাকায় নাগাভর অত্যাচার, উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলেই ডি. এম এবং এস. ডি ও কে দিয়ে সেখানে শান্তি মিটিং করান হয়েছে। আমি নিজে সেখানে গেছি।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী বা পুলিশের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই ঘটনার আগে এলাকার টি. এন. ভি নেতা অনন্ত দেববর্মা উনার নিজের বাড়ী থেকে সমস্ত ফার্নিচার অনত্র সরিয়ে ফেলেন ? উনি সেখানে থাকবেন না বলেই কি করেছিলেন ? এইসব ঘটনার কথা পুলিশের নজরে আনা হয়েছিল।

তার জন্য নিজের সমস্ত জিনিষগুলি সরিয়ে নিয়েছেন। এই ঘটনা পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিম এই এলাকায় সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থানীয় পুলিশ আউট পোষ্টে গিয়ে খবর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় গণমুক্তি পরিষদের লোকেরা ক্যাম্পে গিয়ে এই খবর দিয়েছে এবং সাড়ে চারটার সময় খোয়াই থানাতে এই খবর জানানো হয়েছে যে উগ্রপন্থীরা সেখানে এমন একটি ঘটনা করছে বা করতে পারে। পূর্ব থেকেই এই খবর জানানো হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্য প্রণোদিতে ভাবে তারা সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা করার জন্য প্রচেষ্টা নিচ্ছে। ঘটনার দিন চারটার সময় স্থানীয় পুলিশ আউট পোষ্টে এবং সাড়ে চারটার সময় খোয়াই থানায় জানানো হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদরের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। এই সমস্ত তথ্য যিনি ইনকোয়ারী অফিসার আছেন তার কাছে বা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেও আমি আই. ও. সি কে পাঠিয়ে দেব যাতে ইনভেষ্টিগেশানের সময় তিনি এই বিষয়গুলির প্রতিও নজর দেন।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনায় যে সাত জনকে খুন করা হয়েছে তারা সকলেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। উগ্রপন্থীরা যে লুঠপাটের উদ্দ্যেশ্যে এই ঘটনা ঘটিছেন তা নয়। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা গিয়ে দেখেছি জিনিষপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং মানুষজন যে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন সেই ঘটনাও স্পষ্ট। এটা পরিস্কার যে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য এই সাতজনকে একই লাইনে দাঁড় করিয়েছে এবং চন্দ্রমোহন দেববর্মা তিনিও ঐ এলাকার সি. পি, আই, (এম) নেতা এবং গণমুক্তি পরিষদের নেতা। তাকেও ঐ অউপজাতিদের সাথে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে খুন করা হয়েছে। এই চন্দ্রমোহন দেববর্মা ঐ এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্টকারীদেরকে বাধা দিয়ে আসছিলেন। ঘটনার দিনও চন্দ্রমোহন দেববর্মা চেষ্টা করেছেন এই এলাকায় কেউ কোন ঘটনা করতে পারবে না। এবং তার এই প্রচেষ্টার ফলে অউপজাতির লোকেরা সেই বাজারে যেত। এই কারনেই উগ্রপন্থীরা চন্দ্রমোহন দেববর্মাকে সাত জন অউপজাতিদের সাথে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে খুন

করা হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— এই ঘটনার পর আমি সেখানে গিয়েছিলাম সেই রথটিলা বাজারে। আমি চন্দ্র মোহন দেববর্মার বাড়ীতেও গিয়েছি এবং অন্য যারা নিহত হয়েছেন তাদের বাড়ীতেও গিয়েছি। সেখানে সকলে বলেছেন যে চন্দ্র মোহন দেববর্মা সেখানকার জি, এম, পি, নেতা এবং সি, পি, আই (এম) নেতা। তার প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করে বাঙ্গালীরা সেখানে ব্যবসা করতে যেতেন। তাকে ধরে এনে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে খুন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল যাতে জাতি–উপজাতির মধ্যে আবার দাঙ্গা তৈরী হয়। কাজেই এই সমস্ত বিষয় রাজ্য সরকার তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জেলা প্রশাসনকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এবং ঐ এলাকার দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত ঘটনা প্রতিহত করে তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, চন্দ্র মোহন দেববর্মা পার্টির নেতা এবং অন্য সাত জন ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মী ছিলেন। ভক্ত বর্মন সি, পি, আই (এম) নেতা, গণেশ দাস সমন্বয় কমিটির কর্মী, সুশীল সাহা, কৃষক সভার ইউনিট সেক্রেটারী, যদুমোহন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী। তারা সকলেই পার্টির দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মী ছিলেন। সুতরাং তাদেরকে পরিকল্পিতভাবেই হত্যা করা হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা। এই ঘটনার পর কয়েক মাস চলে যাচ্ছে, সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে উগ্রপন্থীদের হাতে যারা নিহত হবে তাদের পরিবারকে সরকারী সাহায্য বা চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই নিহত পরিবারগুলিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বা সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের কোন আবেদন পত্র এসেছে কিনা জানাবেন কি ? সেই অনুযায়ী কত দিনের মধ্যে তাদের পরিবারের একজনকে ভরণপোষণ বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজেও গিয়েছেন এবং দেখেছেন ঘটনা-গুলি। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের কি অবস্থা ২/৩ বছরের সন্তান সহ বিধবা মা সেই বাড়ীগুলিতে পড়ে আছেন। ভক্ত বর্মন যার স্ত্রী পঞ্চায়েত সদস্য ৩টি বাচ্চা। বড় বাচ্চা যার বয়স ৮ থেকে ১০ বছর এবং তার ছোট আরও ২টি বাচ্চা। গণেশ দাস ছোট্ট একটা বাচ্চা যার স্ত্রীর বয়স বড় জোর ২০ বছর। যদুমোহন তার তিনটি বাচ্চা, বড় মেয়ের বয়স ৯ বছর তার ছোট আরও ২টি বাচ্চা। সরকার সাময়িকভাবে অর্থ সাহায্য করেছেন এবং সেই অর্থ দিয়ে এত দিন চলা যায় না, তাই ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকছে না যদি তাদের পরিবারের জন্য একটা কিছু না করা হয়। কত দিনের মধ্যে নিজস্ব দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিয়ে এই সমস্ত পরিবারের একজনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তা দেখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :**— স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্যে এটা ঠিক। চন্দ্রমোহন দেববর্মা সি, পি, এম. লিডার। ভক্ত বর্মন (৪৫) সান অব গোলচান অব অজগরটিলা, হাত্রবেগু অব্ লোক্যাল সি, পি, এম পঞ্চায়েত মেম্বার। সুনির্দিষ্টভাবে এই সব তথ্য আছে। স্যার ওদের সম্পর্কে তাদের পরিবারের লোকজনদের কিভাবে সাহায্য করা যায় শুধু তাদের নয় সারা রাজ্যে এই ধরনের ভিকটিম পরিবারগুলি তাদের সহায়তার জন্য সরকার থেকে আমরা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। সরকারী নিয়মের মধ্যে যদি কর্মসংস্থান না করা যায় তাহলে আর্থিক অনুদান এইগুলি যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করব।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার. মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি ৩০.৯.৯৫ খোয়াইয়ে কংগ্রেস নেতা দিলীপ নাথকে যারা অপহরণ করেছিল তারাই এই রথ টিলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। শুধু তাই নয় একটা প্রভাবশালী চক্রের তত্ত্বাবধানে খোয়াইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সমস্ত ঘটনাগুলি করে যাচ্ছে। সেই জায়গাগুলিকে টি, এন, ভি, নেতা অনন্ত দেববর্মা যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তারা তাদের গ্রামের বাড়ীতে থাকতে পারছে না এই সমস্ত হুমকির মুখে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :** —স্যার, মাননীয় সদস্য কোথা থেকে কি আবিস্কার করলেন জানি না। আমাদের সরকারের কাছে যে তথ্য সেই তথ্য হচ্ছে টাইগার অপহরনকারীরা দিলীপ নাথকে অপহরন করেছে।

**শ্রীদীলিপ চৌধুরী :**—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গণ হত্যার মধ্যে যে দুজনের নাম বলেছেন তারা ছাড়া আর বাকী ৫ জন কি কংগ্রেসের সমর্থক? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :—না. এটার মধ্যে রাজনীতি দল ছাড়া অন্যান্য যাদের নাম আছে তাদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে এই সমস্ত গণ সংগঠন, ডি. ওয়াই. এফ, কৃষকসভা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এই সমস্ত নাম জানা আছে। তারা গণ সংগঠনের সদস্য।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী :**—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, অন্যান্যদের নামের এগেন্স্টে কিছু বলা হয়নি. তাদের ব্যবসায়ী বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো ঐ গনসংগঠনের মধ্যে কংগ্রেসের লোক ছিল কি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— আমার কাছে যে তথ্য আছে সে কথাগুলিই বলেছি।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী :**— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, তারা কোন দলের সদস্য থাকতে পারে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তারা ঐ বাজারে দোকান করত। কেউ শুটকী বিক্রি করত, কেউ তরীতরকারী বিক্রি করত, কেউ মরিচ বিক্রি করত, কেউ বেগুন বিক্রি করত নানা ভাবে তারা বাচার চেষ্টা করত।

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী** :—আপনারা ২ জনকে সি, পি, এম, ক্যাডার বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাকীগুলি ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ২ জন যদি সি, পি, এমের ক্যাডার হয়ে থাকে বাকীরা কোন না কোন দলের সমর্থক, কোন না কোন দলকে ভোট দেয়। ওরা কংগ্রেসের লোক বলে আমার দাবী।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা এইযে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হল এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কি মোটিভ আছে এইটা কি জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর জন্য নাকি অন্য কিছু, কি মোটিতে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমরা যেটকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে মোটিভটা কোন্‌দিকে মনে হয়, তাছাড়া সিদ্ধান্ত করে বলা মুসকিল। এইটাই পরিস্কার বুঝা যায় এই এলাকায় শুধু নয়, সারা রাজ্যে এই রকম ঘটনা ঘটিয়ে, খোয়াই মহকুমার বটেই চার দিকে জাতি উপজাতি দুইভাগে ভাগ করা এবং উপজাতির সংগে অউপজাতির যে ঐক্য, সংহতি এইটাকে বিভক্ত করে দেওয়া, অবিশ্বাস সৃষ্টি করা, এইটাই এই কাজের অনির্দিষ্ট লক্ষণ। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, যারা উপজাতিদের মধ্যে সি, পি, এম, নেতৃত্ব আছেন, যারা এলাকার মধ্যে উপজাতিদের মধ্যে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, উপজাতি এবং অ-উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং উপজাতি জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রচার এবং কাজকর্ম তাকে বিনষ্ট করা। সি, পি, এম, কর্মীরা তা করেন, সুতরাং তাকে হত্যা কর। তা না হলে পরে এইরকম করে উগ্রপন্থীরা তার বাড়ীতে গিয়ে বাজারে ঢোকার আগে, তার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গ্রেপ্তার করে, তাকে পিঠ-মোড়া করে দড়িতে বেঁধে এইভাবে বাজারে নিয়ে আসতনা, আর এইভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করতনা।

**শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী** :— মাননীয় হোম মিনিষ্টার বক্তৃতায় খুব ভাল ভাল কথা বলছেন উপ-জাতিদের মধ্যে মৈত্রী, গণতন্ত্র, ঐক্য, সাম্য, জাতি উপজাতির মধ্যে ঐক্য, মৈত্রী। আপনারা কাছে স্পেশিফিক কোন ইনফরমেশান থাকেনা। আপনি এই যে কথাগুলি বললেন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে কারা ? তাদের আইডেনটিফিকেশান করতে হবে। আপনি খুব সাইকোলজিকেল পয়েন্ট আবিষ্কার করেছেন, ফিলোসফিকেল পয়েন্ট আবিষ্কার করেছেন, অথচ আপনি স্পেশিফিক, একটা লোক তাকে নিরপরাধ বলছেন কিছুক্ষন আগে, আমরাও নিরপরাধ বলছি। আপনার

প্রচণ্ড হোম ওয়ার্ক করা দরকার। স্যার, আপনি উনাকে নির্দেশ দিন ভাল করে হোম ওয়ার্ক করার জন্য। আপনি স্পেশিফিক বলুন কারা উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলেছি একজন মাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে আপনারা বানাচ্ছেন নানারকম। আর এখানের যে ঘটনা সেই ঘটনা বক্তৃতা নয়। স্যার, ওদের গণতন্ত্রের কথা ভাল লাগেনা, শান্তির কথা ভাল লাগেনা। সুনির্দিষ্টভাবে উগ্রপন্থী দলগুলি কারা চিহ্নিত হয়েছে। এই বিধানসভাতে বার বার বলা হয়েছে। টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীরা সারাগুার করে নেতৃত্ব দিচ্ছে এন, এল, এফ, টিকে। কোন্ কোন্ দলগুলি এটা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। টারগার এন, এল, এফ, টি টি আর, এ ইত্যাদি এই দলগুলি এটা বলা হয়েছে। কাজেই, এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা মদত দিচ্ছে। এই রাজ্যের মধ্যে কিছু লোক অশুভ শক্তি গভীর চক্রান্তকে সহায়তা করার জন্য ওদের মদত দিচ্ছে আমরা তাদের খুঁজে বের করতে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট সংখ্যায় গ্রেপ্তারও হয়েছে হাজতেও আছে। সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তাদের ইন্টারোগেশান করা হয়েছে, সেই ইন্টারোগেশান থেকে তথ্য এসেছে টি, আর, এ আটক হয়েছে, টি, আর, এর অগ্রবর্ত্তী কর্মী, তার সামনের সারির কর্মী আটক হয়েছে। উদফার লোক আটক হয়েছে এন, এস, সি, এন-এর লোক খুন হয়েছে, আটক হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে সমস্ত স্টেইটমেন্ট নেওয়া হয়েছে। সেইসমস্ত স্টেইটমেন্টকে ভিত্তি করে নিশ্চয়ই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সমস্ত স্টেটমেন্টকে ভিত্তি করে নিশ্চয়ই চিহ্নিত করা হয়েছে। কাজেই চিহ্নিত করা হয়নি এই কথাটা ঠিক না। আমরা যে জিনিষটাকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হল সমগ্র উপজাতিকে উগ্রপন্থী বলে চিহ্নিত করার যে চেষ্টা আমরা তার বিরোধী। সমগ্র উপজাতি জন-গোষ্ঠিকে যারা উগ্রপন্থী বানাতে চেষ্টা করেন, বার বার প্রচার করেন আমরা তার বিরোধী। আমরা উপজাতি জনগণ থেকে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করছি, বাঙ্গালী জনগণের মধ্যেও যারা নাকি উগ্রপন্থী তাদেরকেও চিহ্নিত করে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি থেকে, গণতান্ত্রিক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করছি। এটাই হচ্ছে আমাদের কৌশল এবং এই পদ্ধতিতেই আমরা রাজ্যে সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে পদ্ধতি তার দিয়ে সবচেয়ে বেশী ঐক্য ও সংহতিকে আমরা রক্ষা করতে পারছি।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— স্যার, উনি যখন একজন মন্ত্রী হিসাবে বিধানসভায় আসেন তখন তার কোন পলিটিক্যাল আইডেনটিটি থাকে না। উনি দায়বদ্ধ থাকেন জনগণের অভাব অভিযোগ বা বিরোধী দলের প্রশ্নের জবাবটাকে ইনপারশিয়েলী দেওয়ার জন্য। কিন্তু একটা ক্লিয়ার টেনডেনসি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমরা একটা বারুদের স্তুপের উপর বাস করছি ত্রিপুরাতে। এটা আমাদের কারও অভিপ্রেত নয়, যে কোন মূহুর্তে যে কোন ধরণের একটা কিছু হতে পারে, যারজন্য আমাদের কর্তব্য সরকারকে এলার্ড করা, সরকারকে ডেমিজ করা না। সেই লক্ষ্যে আমি

বলছি, এই যে আপনি যেটা বলেছেন, আমরাও তো এটাকে বক্তৃতার ঢংগে বলতে পারি যে হাজার হাজার এ, টি, টি, এফকে আপনারা এখন পর্য্যন্ত যাদের সংখ্যাটা বলেন না। এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করেন না, তাদের সারেণ্ডারের সময় সীমা বেঁধে দেন না। এদিকে সাধারণ ছেলে মেয়েরা চাকুরী পায় না আর যারা উগ্রপন্থী, যারা মানুষ মারবে, যারা খুন করবে তারা চাকুরী পাবে। রাজ্যের শান্তির জন্য তাদের সারেণ্ডার করিয়ে পুর্ণর্বাসনের প্রয়োজন আছে এটা ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে এটা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে এটা ঠিক না। আপনাদের সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে এখনও আপনি একটুও কনট্রোল করতে পারছেন না, তারপরেও আবার বক্তৃতা দিচ্ছেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, কংগ্রেস শাসিত রাজ্য যেগুলি আছে, সেগুলির কি অবস্থা? নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর এবং আসামের আজকে কি অবস্থা। আমরাতো তাই বলেছি যে প্রীভিয়াস কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের পলিসির জন্যই আজকে সারা ভারতের এই অবস্থা। রাজ্যে রাজ্যে আজকে এই অবস্থা তাদের সেই পলিসির জন্যই আমরা এই কথাটাই বলেছি।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীসুবল রুদ্র** :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এই ঘটনার পর থেকে দেখেছি এই এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প যেগুলি আছে, টি, এস, আর, সি, আর, পি, এফ, এদের যে ক্যাম্পগুলি আছে সেগুলি সেখানে থাকলে উগ্রপন্থীদের সেই সমস্ত এলাকায় সেই সমস্ত কাজকর্মগুলি করতে অসুবিধা হবে। এই জন্যই এবং তাদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় যারা টি, এন, ভি, টি, ইউ, জে, এস, নেতৃত্বে আছেন, এমনকি কংগ্রেসী নেতৃত্বও যারা করছেন তারা প্রকাশ্যে সেই এলাকাগুলিতে মিটিং করছে। উগ্রপন্থী দমনের জন্য যে টি, এস, আর, ক্যাম্পগুলি আছে সেগুলিকে সেই এলাকায় রাখা যাবে না, এইজন্য তারা প্রচার করছে, সভা করছে এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :—স্যার, সুনির্দ্দিষ্ট কয়েকটা খবর এই তথ্য আমার কাছে এসেছিল। আমরা এলাকাবাসী জনগণকে ডাক দিয়েছিলাম। এই রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রগুলিকে তারা যে ধরনের ভূমিকা নিচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে বড় ময়দানে বিরাট জনসভা হয়েছে এবং সেই জনসভাতে প্রকাশ্যে সেখানকার সমস্ত জনগণ সেখানে তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। সমস্ত জনগণ সেখানে যারা এই রকম ষড়যন্ত্র করেন, যারা এই রকম ধরনের টি, এস, আর, ক্যাম্পগুলিকে সেখান থেকে তুলে দিতে হবে বলে তাল তুলেছেন। এলাকার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী থাকতে পারবে না বলে যারা তাল তুলেছেন তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করার কাজে আমরা জনগণের সহযোগিতা পাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি ওদের এই সমস্ত চক্রান্ত ও উস্কানী এগুলি ব্যর্থ হবে। আমরা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি আনব।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মানমীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে সব তথ্য দিয়েছেন—তাতে উনার কাছে এই তথ্য আছে কি না যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত হামলা হুজ্জতী হয়েছে বা চলছে— সে সমস্ত জায়গায় আমরা যতটুকু জানি যে— সে সমস্ত জায়গাগুলি সি. পি. আই এম-এর,শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত ?

( মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন জবাব দেননি )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন চুপ করে আছেন কেন— আমরা জবাব চাই।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য জানতে চেয়েছেন অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দিচ্ছেন না। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রথটিলার ঘটনা সম্পর্কে যা' বলে গেছেন— এখানে গণতন্ত্রকে স্যার হত্যা করা হয়েছে। কারণ মাননীয় মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। পুলিশের যে বক্তব্য সেটা উনি বলেননি কাজেই এখানে স্যার, গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্যই কি এই ধরনের অসত্য তথ্য সভায় পরিবেশন করেছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) ,—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য দেওয়া আছে এটাই আমি দিয়েছি এবং এটাই সঠিক তথ্য।

( **গণ্ডগোল** )

**শ্রীঅনিল চাকমা :—** পয়েন্ট অব্ ক্যারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত উগ্রপন্থী কিড্ন্যাপিং খুন-খারাবি ইত্যাদিতে যুক্ত ছিল এবং পরে যারা আত্মসমর্পণ করেছে— তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে কি জানতে পেরেছে—যে তারা আগে কোন দলের হয়ে কাজ করতো এবং তারা তাদের সেল্টার দিত-তা' মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, যারা আত্মসমর্পণ করেছে বা পুলিশের হাতে ধরা পরেছে তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সমস্ত তথ্যই জানতে পেরেছে। স্যার, যেহেতু রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন তার নিয়মমত চলবে তাই যখন যেটা হয় সেটাই করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :—** এই সভা আজ বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইলো।

AFTER RECESS. 2 P.M.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1996-97

**মিঃ স্পীকার :—** সভার কার্যসূচী হচ্ছে ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি তারা যেন আলোচনা চলাকালে

ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এখন আমি চিফ হুইপদের কাছে অনুরোধ করছি তারা যেন আলোচনায় প্রংশগ্রহণকারী সদস্যদের নামের তালিকা আমাকে দিয়ে দেন।

(কিছুক্ষণ পর)

এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়। (শ্রী মালাকার সভায় অনুপস্থিত) এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** (বড়জলা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রীর উৎথাপিত ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরের যে ব্যয়-ববাদ্দটি এখানে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে সেটা নিয়ে সভার বিভিন্ন সদস্যই আলোচনার করেছেন এবং কেউ-কেউ আবার এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করতে চাইছিলেন। তবে এ টাও ঠিক যে অর্থনৈতিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রাজনৈতিক কিছু বিষয় অনায়াসে বক্তব্যের মধ্যে চলে আসে। সরকার পক্ষ বলেন এই বাজেট হচ্ছে রাজ্যের মেহনতি জনগণের বাজেট। পাশাপাশি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বাজেট অকর্মণ্য সরকারের বাজেট। কিন্তু আমরা যদি এই বাজেট নিয়ে গঠনমূলক কোন আলোচনা করতে পারি তাহলে এই বাজেট স্বার্থক হবে। কেন না এই বাজেটের মধ্যে হয়ত কোথাও কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অন্যত্র কম গুরুত্বের জায়গায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি বাজেট নিয়ে আলোচনার শুরুতেই একটি কথা বলছি। বিগত জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় রাজ্যের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই জেলা পরিষদের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। আমরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। 'ইনার লাইন' পারমিট এই রাজ্যে চালু করা জরুরী এবং এটা গতকাল হাউসে নৃপেনবাবুও বলেছিলেন। এক সময় এটা বিরোধিতা করেছে বামফ্রন্ট-টি, ইউ, জে, এস, তখন চেয়েছিল, দশ বছর বামফ্রন্ট বিরোধিতা করেছে! যখন ১৯৯৩ সালে নির্বাচন হলো তার আগে যখন বামফ্রন্টের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তখন আমি বলেছিলাম যে ইনার লাইন পারমিটটা এই রাজ্যে কিভাবে চালু হবে কারণ আমাদের কনটিমুয়াস এরিয়া এ, ডি, সির জন্য আলাদা একটা কমপেকট এরিয়া নেই এটা একটু দুরূহ ব্যাপার একটা কঠিন ব্যাপার। এটা সম্বন্ধে একটি স্কীম তৈরী করা দরকার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী পলিটব্যুরো সদস্য। আমি বললাম এটাতো বলা হচ্ছে মানুষের কাছে যে আমরা দেব কিন্তু শেষ পর্যন্ততো হবে না। হবে না কারণ কোন স্কীম নেই আমাদের সামনে সেটাকে কিভাবে করব? কাজেই, আজকে রাজনৈতিক কারণে আমরা এক সময় একটা কথা বলি কিন্তু পরবর্তী সময় সেটা করি না। অথবা এক সময় আমরা বলি এটা করা উচিৎ না এটার বিরুদ্ধে আর এক সময় এটার পক্ষে বলছি। শুধু রাজনীতি করার জন্য আমি মনে করি না যে বাজেট আলোচনা আমাদের কাছে খুব

অর্থবহ হবে। সেইজন্য আমি সেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমরা যদি মানুষের কাছে কোন প্রতিশ্রুতি দিই যে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল বামফ্রন্টের, জনতা দল, টি, এইস, পি. পির আমি মনে করি সেই প্রতিশ্রুতিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার। কিন্তু তিন তিনটা বাজেট হয়ে গেছে ১৯৯৩ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সব বাজেট খুব ভালো বাজেট হচ্ছে কিন্তু তার যে রূপায়ণ সেটা করতে গিয়ে আমরা এই রাজ্যের মানুষের কতটা দুঃখকষ্ট আমরা লাঘব করতে পেরেছি? সেটা একটু দেখতে হবে। কারণ, একটা প্রশাসনের মন্ত্রীসভা বদলায় কিন্তু প্রশাসন থাকে সেই প্রশাসনের যে আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল তার থেকে আমরা কতটা মুক্ত হতে পেরেছি, কতটা সরকারী ফাইলে দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে, কতটা এই সরকার করতে চাচ্ছেন তার কতটা করতে পেরেছেন? গরীব মানুষের এই প্রপারটিল্যাণ্ডের কতটা উন্নয়ন হয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যে এইগুলি ইনফেকশান করতে হবে। কেন্দ্রের কাছে আমরা টাকা চাই কেন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই আমরা টাকা চাইবে।

আমাদের এই এলাকা বেকওয়ার্ড এরিয়া এই উত্তর পূর্বাঞ্চল তারপ্রতি শত শত বছর ধরে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের প্রতি অন্যায় হয়েছে, এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আমরা গড়ে তুলতে পারি নাই, পরিকাঠামো নেই। আজকে উত্তরপ্রদেশে যদি ১০০ টাকায় সিমেন্ট পাওয়া যায় আর আমাদের এখানে ২৫০ টাকা লাগে কিনতে। কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশী সমস্ত অঞ্চল থেকে পিছিয়ে আছে। সমস্যা রয়েছে আর আমরা চিরদিনতো কেন্দ্র আমাদের টাকা দেবে আমরা এখানে কোন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারব না এই অবস্থা চলতে পারে না। এই রাজ্যের যারা কর্ণধার যারা সরকার চালান তাদের এই কথা আজকে গভীরভাবে ভাবতে হবে যে রাজ্যের কিভাবে সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। আমাদের গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন কালকে যে, এই আই. আর ডি. পি, এই যে বিভিন্ন লোন যে সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য যেগুলি দেওয়া হচ্ছে তার কতটা রূপায়ণ হচ্ছে, তার দ্বারা কতটা সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে এইগুলি দেখার ব্যাপার আজকে আমাদের এই রাজ্যের বিরাট আন-এ্যামপ্লয়েড সমস্যা আছে যেটা বেকার সমস্যা এক লক্ষের বেশী লোক তারা চাকুরীর জন্য ঘুরছেন যারা শিক্ষিত বেকার। আর অর্দ্ধ-শিক্ষিত তো কত বেকার আছে। জব ফর্মে নাকি লক্ষাধিক লোক দিয়েছে। এই সরকার আসার পর আজকে তিন বছর সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত শূর্ণ পদগুলি আছে সেগুলি পুরণ করা গেল না। এটা কি? এটা কি সিদ্ধান্ত হীনতার জন্য, না আমলাতান্ত্রিক কোন বেড়াজালের জন্য? নিশ্চয়ই এই রাজ্যের বেকাররা এটা জানতে চাইবে আমরা কেন এত স্লো? যদি পদগুলি তাকে আইন মাফিক সেইগুলি পুরণ করতে কি অসুবিধা? সেই সমস্ত প্রশ্ন আছে। আজকে এই রাজ্যে আমাদের একজন এনারজেটিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন আমরা আশা করেছি যে, স্বাস্থ্যের পরিশেবায় কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু একই অবস্থা সরকার বদলাচ্ছে মন্ত্রী বদলাচ্ছে কিন্তু অবস্থা বিশেষ

কোন পরিবর্তন হয়নি। যদি পদ খালি থাকে তা হলে সেইগুলি আইন মাফিক পূরণ করতে কি অসুবিধা আছে ? আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে আছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে স্বাস্থ্য পরিশেবার উন্নতি হবে কিন্তু ঐ একই অবস্থা। সরকার বদলাচ্ছে, মন্ত্রী বদলাচ্ছে কিন্তু অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। আমি ২০ তারিখ সকালে কলিকাতা থেকে আগরতলায় আসলাম ফ্লাইটে, একটা লোক মুমূর্ষু, তাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হচ্ছে, তাকে কলিকাতা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে. চিকিৎসা করেছে। আরেকজন লোক গিয়েছিল ১৭ তারিখে, ১৯ তারিখ সে মারা গেল। একটা লোকের মাথায় আঘাত পেল তাকে কলিকাতা নিয়ে যেতে হবে. এখানে কোন চিকিৎসা হবে না। এইভাবে কি একটা রাজ্য চলতে পারে। এইভাবে একটা মানুষ ১১৪০ টাকা ভাড়া দিয়ে এবং তার সঙ্গে একটা দুইটা লোক যেতে হয় রোগীর সঙ্গে এটা কি সম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে তো কোন অর্থ রেখেছে বলে আমার মনে হয় না। এ. ডি, সি-তে গত বৎসর ছিল ৪৪ কোটি টাকা এবার দেখছি ৪৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। মাত্র ২ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। টাকার মূল্য যে ভাবে হ্রাস পাচ্ছে তাতে তো তা চলে যাবে। বেশী টাকা কোথায় দেওয়া হল। তাকে শক্তিশালী করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হল। জেনারেলি যে ষ্ট্যাটমেন্ট হয়েছে বাজেটে তাকে আমি সমর্থন করছি। কিন্তু এবারকার বাজেট নিসকর হয়েছে তাতে আত্মতুষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের উপর কর চাপানোর কোন সুবিধা নেই। সেই জন্য এটা কর হীন হয়েছে। যদি আমরা মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে পারতাম, মানুষের উপার্জন বাড়াতে পারতাম এবং তারপর যদি আমরা টেক্স চাপাতাম তা হলে কোন অসুবিধা ছিল না। আসলে আমরা সম্পদ সৃষ্টি করতে পারছিনা। কলকাতার গ্রেণ্ড হোটেলে কোন জিনিষ খেলে পরে সেখানে ১০০ পারসেণ্ট টেক্স দিতে হয়। আপনারা গ্রেণ্ড ইস্টার্ন হোটেলে যান ৫০ পারসেণ্ট দিতে হয়। আমার মনে হয় আমার রাজ্যে এই হোটেলের খাবার-দাবারের উপর কোন টেক্স নেই।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য কনট্রোল করুন।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—** ঠিক আছে স্যার, ২, ৩ মিনিট সময় দেন। আমাদের এই রাজ্যে টেক্স বসানোর মত কোম ব্যবস্থা নেই কারণ এই রাজ্যের ৭৪ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে, এর উপরে আছে তারাও নিম্ন মধ্যবিত্তই বেশী। কিন্তু উচ্চ মধ্যবিত্ত খুব কম। আমাদের এই রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। আজকে এই বাজেট আলোচনায় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে কিছু বক্তব্য রেখেছেন, সেটা আমি সর্ব্বাংশে সমর্থন করি। কেন্দ্রে নূতন সরকার বসেছে, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুন্নত রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে বিশেষ করে রেল লাইনের ব্যাপারে যে, ১৯৭৭ সনে জনতা সরকার হয়েছিল তখন কুমারঘাট

পর্য্যন্ত রেল লাইনের এপ্রোচ হল, আর ২০ বৎসর পরে জনতা দলের নেতৃত্ব ইউনাইটেড সরকার এসেছে তার পর আমরা আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইনের এপ্রোচ এনেছি। আর এই দীর্ঘ্য ৪৭ বৎসরের ভিতরে কেন্দ্র সরকার ছিল এখানকার সংসদ ছিল কিন্তু এটা হয়নি। তা হয়নি। এখানে একটা ফোর্স পাওয়া যায়না উগ্রপন্থী দমন করার জন্য। উগ্রপন্থীদের পূর্ণবাসনের জন্য কেন্দ্র কোন টাকা পাওয়া যায়না। ইনার লাইন পারমিটের ব্যাপারে চিঠি লেখা হয়েছে কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়না। আজকে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখন কেন্দ্রে সে সরকার আছে তারা অনগ্রসর এলাকার প্রতি তার বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। অনগ্রসর যে মানুষ বেকোয়ার্ড পিপল এণ্ড বেকোয়ার্ড এরিয়া তার প্রতি এই সরকারের লক্ষ্য রয়েছে। এই সুযোগ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে গ্রহণ করতে হবে। এবং এই কথা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষনে পরিস্কারভাবে বলেছেন। আমি সেটা আবার বলতে চাইনা কিন্তু সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের আরেকটু উন্নতির দরকার। আমলাতান্ত্রিক বেরা জাল থেকে আমাদেরকে ডাইনামেক্যালি কিছু কাজ করা দরকার। এবং এই যে বাজেট তাকে রুপায়নের জন্য আরো বেশী তৎপর হওয়া দরকার। আমরা যে কোন সিদ্ধান্তহীনতায় না ভূগি। আমরা যেন এই আমলাতান্ত্রিক বেরাজালে না ভূগি। আমরা যেন সম্পদ সৃষ্টির জন্য কাজ করি। এই রাজ্যে যে বেকার যুবক আছে তাদেরকে অবিলম্ভে জব কর্মের মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হয়। আর যাতে দেরী না করা হয় সেটার জন্য আমি অনুরোধ করব।

আমরা যেন সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করি যুবকদের আর এই রাজ্যের কালবিলম্ব না করে জব কর্মের মাধ্যমে চাকুরীর অফার দেওয়া হয়। এজন্য আমি অনুরোধ করব সরকারের কাছে। ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেব গৌড়া মহোদয়ের ৭টি বেসিক নীডের যে কর্মসূচী তার উপরও জোর দেবার কথা বাজেটে বলা হয়েছে পরিস্কার ভাবে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে যাতে কাজ করার জন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয় সে দিকে নজর রাখার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব। এর জন্য ওয়ার্ক কালচার সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে এই বাজেট মানুষের কাজে আসবে আর এটা যদি না হয়, তাহলে এই বাজেট হয়ে যাবে, গতানুগতিক বাজেট। তারজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি. ওয়ার্ক কালচার সৃষ্টি করার জন্য। এই অনুরোধ রেখে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, বাজেটের উপর বক্তব্যের জন্য সময় আছে আর ১৮০ মিনিট। তারমধ্যে ১৬৪ মিনিট ট্রেজারী বেঞ্চের জন্য এবং ৩৬ মিনিট বিরোধী বেঞ্চের জন্য। বিরোধী সদস্যদের ৪০ মিনিট সময় দেওয়া গেল। আপনাদের আর ৪ জন সদস্য রয়েছেন। আমি আশা করি ঠিক ঠিক সময়েই আপনারা বক্তব্য শেষ করবেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিন। মাত্র ৪০ মিনিট দিয়েছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে, ৫০ মিনিট দেওয়া গেল। এখন মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় বক্তব্য রাখবেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমিও অরুনবাবুর কথার সঙ্গে একমত। এটা গতানুগতিক বাজেটই। এই বাজেটে কিছু নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, যেহেতু তিনি ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করেছেন। ঘাটতিহীন বাজেট মানে, আয়-ব্যয় সমান সমান। কিন্তু আমরা যে হিসাব নিকাশ করেছি তাতে দেখতে পাচ্ছি, এই বাজেট ঘাটতিহীন নয়। হয়ত আমার বুঝারও ভুল হতে পারে। আমি এখানে কিছুটা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করছি। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে আছে, ষ্টেট রেভেনিউ ( এস আর )-১০১.৪৬ কোটি টাকা। আর রিসিপটস্ দেখান হয়েছে, ষ্টেট ট্যাক্স রেভেনিউ ( এস টি. আর ) ৫৯.৬২ কোটি টাকা। আর ষ্টেট নন-ট্যাক্স রেভেনিউ ( এস. এন. টি. আর ) দেখান হয়েছে, ৩৭.২৯ কোটি টাকা। তাহলে এই দুটি যোগ করলে দাঁড়ায় ৯৬ ৯১ কোটি টাকা। কাজেই, আয় ব্যয় সমান কোথায়? কিন্তু এখানে হিসাব দেখানো হয়েছে ১০১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা যেখানে ডিপোজিট দেখা যাচ্ছে ১০ কোটি টাকার উপর। কাজেই, এই বাজেটে কোথায় কি আছে না আছে সে সম্পর্কে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী সে সম্পর্কে পয়েন্ট আউট করবেন বলে আমি আশা করি। স্যার, এটা অসঙ্গতিপূর্ণ বাজেট। এখানে যে ঘাটতি শূন্য বলা হচ্ছে সেটা আসলে ঘাটতি শূন্য নয়। এখানে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ডিপোজিট থেকে যাচ্ছে। কাজেই, এই জিনিষটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই পয়েন্ট আউট করবেন। আরেকটা জিনিস স্যার, এখানে হয়েছে ওপেনিং ব্যালেন্স। এই ওপেনিং ব্যালেন্স কেন আসলো এখানে? বাজেটে ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ওপেনিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে। এই ৪৭ কোটি টাকা ওপেনিং ব্যালেন্স আমাদের পাওনা। এখানে বলা হয়েছে ওপেনিং ব্যালেন্স ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ইজ রিপোর্টেড বাই আর বি. আই। তার মানে রিজার্ভ ব্যাংক বলার পর আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের টাকা রয়ে গেছে। আমাদের টাকা রয়ে গেছে অথচ আমরা প্রতিনিয়তই শুনে আসছি স্কুল ঘর করা হচ্ছে না কেন টাকা নেই। হাসপাতাল করা হচ্ছে না কেন টাকা নেই, উগ্রপন্থী দমন করা হচ্ছে না কেন টাকা নেই। এই সরকারের সমস্ত কিছুতেই নেই নেই রব। আমাদের টাকা রয়ে গেছে কিন্তু এই সরকার জানেনা। কিভাবে এই টাকাটা রয়ে গেল? সেটা কি অর্থ দপ্তরের বেনিয়মের ফলে সেটা আমাদেরকে জানাতে হবে। আমার দেশের মানুষ জে. আর. ওয়াই, ফুড ফর ওয়ার্ক, এস. আর ই. পিতে কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে। সমস্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে আজকে হাহাকার রব। অথচ এই সরকার নির্লজ্জের মত এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন টাকা নেই। রিজার্ভ

ব্যাংক বলার পর উনাদের বোধোদয় হয়েছে যে আমাদের টাকা রয়ে গেছে। আবার এই টাকা এনে আমাদের সামনে হাজির করেছেন অনুমোদনের জন্য। স্যার, আরেকটা জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন রাজস্ব দপ্তর ষ্টেট ট্যাকস্ রেভেনিউ খাতে ১৯৯৬-৯৭ ইং সনের জন্য ধরা হয়েছে ৫৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা এখানে ষ্টেটমেণ্টে দেখতে পাচ্ছি ৫৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। কাজেই এই অসঙ্গতি কেন? এটা ছাপার ভুল কিনা আমি জানিনা। কোন অসঙ্গতি থাকলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানাবেন। বাজেট এ্যাট এ গ্লান্স-এর টেবিল নং ২-এ ৫৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে অথচ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ষ্টেটমেণ্টে বলেছেন। কিন্তু এখানে আমরা ফিনান্স বাজেটে দেখেছি সেখানে ৫৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা হচ্ছে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে পুরো বাজেটটা অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যেন এই ব্যাপার গুলি হাউসের নিকট পরিষ্কার করেন। তিনি এখানে আরও বলেছেন যে-পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে নিয়োজিত প্রথম রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। আপনাদের এই বিবেচনা যে রাজ্যের কত বড় সর্বনাশ করবে, আজকে আপনারা বলছেন এখন পঞ্চায়েতকে টাকা দিয়েছেন। পঞ্চায়েতকে আপনারা কত টাকা দিয়েছেন?
এক একটা পঞ্চায়েতকে যে সমস্ত টাকা দিয়েছেন সেই সমস্ত পঞ্চায়েত ৩০ | ৪০ | ৫০ হাজার টাকার বাইরে কোন টাকা নেই। এর বেশী টাকা কেন দিতে পারছেন না? এটা আপনাদের ব্যর্থতা। আপনারা ষ্টেট ফিনান্স কমিশন গঠন করেননি। আমাদের ষ্টেট কি বলছে ষ্টেট ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টের ব্যাপারে রিপোর্ট অব দি টেনথ ফিনান্স কমিশন। ১৯৯৫ সাল থেকে যেটা করা হয়েছে।

Report of the Tenth Finance Commission
( for 1995-2000 )

Para—10·6
P—46

Article 280 sub clauses ( bb ) and ( c ) stipulates that the recommendation by the State Finance Commissions is to be the basic of our recommendation to the President regarding" the measured needed to augment the Consolidated Fund of a State "to Supplement the resources of panchayats / municipalities"—

তাহলে ষ্টেট ফিনান্স কমিশন কি বলেছেন? তারা বলেছেন আমরা টাকা দেব নগর পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতকে টেনথ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক। তাহলে টেনথ ফিনান্স কমিশন কোথা থেকে টাকা পাবে।

Para—10·8
Page—47. "Since at present the recommendation of the State Finance Commissions are not available there is no duty on this Commission to make recommendations in term of article 280 (3) of the Constitution".

পরিষ্কার বলেছেন স্যার, রাজ্য সরকার তার ফিনান্স কমিশনের সুযোগ নিয়ে আজকে এই রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে—

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, টেনথ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট এখন স্টেট গভর্ণমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন আমি যতটুকু জানি। এটা হাউসে লে হবে পরবর্তী সময়ে। তখন সেই রিপোর্ট নিয়ে হাউসে আলোচনা চলতে পারে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— এই ভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, প্রত্যেক জিনিষের নিয়ম মেনেই কথা বলতে হয়।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— আপনি হাউসকে মিস-গাইড করার চেষ্টা করছেন। টেনথ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট এখনও বের হয়নি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— স্যার, এইভাবে বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— ষ্টেটমেন্ট আছে ওটা আণ্ডার কনসিডারেশ্যান স্যার।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— আমি ওটা দেখে বলেছি ষ্টেট ফিনান্স কমিশনের আণ্ডার কনসিডারেশনে আছে। আমি বলেছি রিপোর্ট অব্ দি টেনথ্ ফিনান্স কমিশন কারণ এটা ত্রিপুরার ষ্টেট ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট নয়।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— আপনি বলেছেন টেনথ্ ফিনান্স কমিশন।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— স্যার, আমার বক্তব্য হলো এটা টেন্থ ফিনান্স কমিশনের রিকমানডেশ্যান এবং এটা তাদের বক্তব্য, তাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি।

আমার রাজ্যে নগর পঞ্চায়েত হয়েছে। আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য চীৎকার করা হচ্ছে। সেই পঞ্চায়েতগুলিকে আজকে অর্থ নৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :— আপনার সময় হয়ে গেছে। আপনি কন্ট্রোল করুন!

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— স্যার, এরা এ, ডি, সির জন্য চীৎকার করে। আমরা কি দেখলাম এ, ডি, সিতে রুরেল ডেভোলাপমেন্টে কত দিয়েছে স্টেইট প্ল্যান বাজেটে ৯৫-৯৬ সনে ১৮০, আবার দেখা গেল টোট্যাল ১৮০, এবারও দেখা গেল ১৮০। বৎসরের শেষেও দেখা গেল ১৮০ এইবারও দেখা গেল ১৮০। কাজেই, তাদের উদ্দেশ্য কি? টোট্যালি দৃষ্টিভঙ্গীটা কি? গরীবের জন্য খাদ্য পেঁীছাবেনা, কাজকর্ম গরীবের কাছে পৌঁছাবে না। এই সমস্ত চলছে স্যার।

তারপর স্যার, আমি এইখানে বিস্তারিত ভাবে রাজ্যের আইনশৃংখলা নিয়ে বলতে পারব না, কারন, আমার সময়ে হবে না। আমি আইন শৃংখলা নিয়ে ১ সপ্তাহের ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। ১৩-৭-৯৬ ইং তারিখে চম্পকনগর ছিনাইকামী থেকে থেকে ৫জন মার্কট্র কর্মী অপহৃত হয়, ২৫-৭-৯৬ ইং এ রাত্রে করবুকের মন্ত্রীদাস পাড়া থেকে অপহৃত হয় অমল ভৌমিক, ২৬ ৭-৯৬ইং খোয়াই এর শিকারীবাড়ীতে ক্ষেত্রমোহন দেববর্মার বাড়ীতে ঢুকে তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২৭-৭-৯৬এ হাওয়াবুতে গাড়ী চালক ফনাল কর অপহৃত হয়, ২৭-৭-৯৬ এ কল্যাণপুরে সুব্রত চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে তার ছেলে সঞ্জীব চক্রবর্তীকে অপহরণ করে, ২৮-৭-[illegible] বস্তিতে ইয়াসিন আলীকে খুন করা হয়, ২৮-৭-৯৬ এ অমি নগর থেকে অপহৃত [illegible]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কন্ট্রোল করুন। আপনার সময়ও শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আপনিও শুনতে চাননা। স্যার, তাহলে আমার বক্তব্যগুলি জেরক্স করে দিন। আমরা বার বার বলেছিলাম অধিবেশনের দিন বাড়ানোর জন্য। যাই হোক রাজ্যের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত অপহরণ হয়েছে প্রায় ১ হাজার, স্কুল বন্ধ প্রায় ৫০০ আর উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে ৬ হাজার। এই হল অবস্থা, স্যার। আপনারা একদিকে উগ্রপন্থী বলে চীৎকার করছেন, আবার উগ্রপন্থী ধরা পড়লে তাকে ছাড়িয়ে আনছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা। নতুন বাজারে কারন জয় রিয়াংকে ধরে নিয়ে গেল, তার হাতে বন্দুক ছিল, রিভলবার ছিল, তাকে ছাড়িয়ে আনল দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী স্যার।

১১ জুলাই ছামনুতে লালছড়া থেকে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০ জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করল। তাদের কাছে দেশী বন্দুক ছিল, রিভলবার, বন্দুকের ব্যবহারের জন্য গান পাউডার। কিন্তু পরে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ৭-৮-৯৬ইং রতন ত্রিপুরা নামে এক যুবক উগ্রপন্থী অ্যাটাচি করে জাপানি টুটু বোরের ৫ তট অত্যাধুনিক পিস্তল নিয়ে মনু থানা এলাকা অতিক্রম করে নিজের জায়গায় পৌঁছে যায়।

এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তারপর এই রাজ্যের মধ্যে কি হচ্ছে, কালকের দিনের মধ্যে চারটা লাস পাওয়া গেছে। আগরতলার বিভিন্ন পুকুরের মধ্যে যেভাবে লাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে আগরতলার মানুষ আর পুকুরের জল ব্যবহার করবে না স্যার। এই হল তাদের কৃতিত্ব। তারপর তারা আরও কি করছেন, তারা বেকারদের চাকুরী দিচ্ছেন না, কেন দিচ্ছেন না, তাদের কি টাকার অভাব, না টাকার অভাব না সময়ের অভাব। তারা বেকারদের চাকুরী দেবে ইলেকশানের আগে, যখন চাকুরী দিলে তাদের কায়দা হবে। এবারের বাজেটইতো তাদের শেষ বাজেট নয় সামনে আর একটা বাজেট করার সুযোগ পাবেন, আর সেই বাজেট থেকেই বেকারদের চাকুরী দেবেন ওনারা। কারণ সামনের বাজেটের পরই হবে নির্বাচন, চাকুরী দিলে তখনই দিতে হবে, না হলে চলবে না। এই সব করে আপনারা বাঁচতে পারবেন

না, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের কাছে এর হিসাব চাইবে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই চারটা বাজেট দিয়ে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের কি উন্নতি করেছেন তার হিসাব চাইবে। আপনাদেরকে তার জবাব দিতে হবে। একটা দুইটা করে পর পর চারটা বাজেটে আপনারা গোজামিল দিয়ে ভরিয়া রেখেছেন আর বেকারদের চাকুরীর ব্যাপারে একবার বলছেন যে, না চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউ দিতে হবে। এই যে চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সেটা কিভাবে হবে, এই যেমন কমলপুরে আপনারা ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য কৈলাশহরের অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠিয়েছেন। উনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, কি নিচ্ছেন, তিনি ইতিহাসের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, ভূগোলের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, এই হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউর নমুনা। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বেকাররা যখন বলল যে স্যার, আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমরা দেব, কিন্তু আগে বলুন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে কি চাকুরী পাওয়া যাবে। তখন উত্তরে ইন্টারভিউ বোর্ডের ওনারা বললেন যে চাকুরীর ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, এটা আমাদের এক্তিয়াতে পরে না। এই হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউর অবস্থা। তারপর ব্লকগুলিতে কি হচ্ছে ,ব্লকের বি, ডি, ওরা বলছেন যে আমরা ব্লকগুলি আর চালাতে পারছি না। ব্লবগুলিকে সি, পি, এমরা হাতে নিয়ে নিয়েছে, ব্লকগুলি সব সি, পি, এমদের হাতে চলে গেছে, আমরা কিছু করতে পারছি না।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি শেষ করুন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, আমরা গতবার বলেছিলাম বিধানসভায় আমাদের বক্তব্য রাখার জন্য টাইমটা বাড়ানো হোক।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনাকে তো ২০ মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছে, ২০ মিনিট টাইম একবারে কম না।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** আমাদের আলোচনার জন্য শুধু একদিন সময় দেওয়া হয়েছে, একদিনে তো সব কথা বলা যায় না : বাজেট-এর উপর আলোচনা না করার জন্য আমাদের টাইমটা আরও বাড়ানোর জন্য আবেদন রেখে এবং গত ১৯শে আগষ্ট এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ কবছি।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনারা তো আবার কালকে বলতে পারবেন। আর আনলিমিটেড টাইম দেওয়ার নজির কোন রাজ্যের মধ্যেই নাই তো আমাদের এখানে কি করে দেওয়া হবে। এখন আমি মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে বাজেটের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আপনার সময় ১০ মিনিট।

**শ্রীবিধুভূষণ মালাকার** (পাবিয়াছড়া ):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৫-৯৬ ইং সনের অর্থবছরের এই আর্থিক ক্রীয়াকাণ্ডের জন্য অর্থমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বা বাজেট পেশ করেছেন এইটাকে আমি সমর্থন করি। এইটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দুইটি কথা বলতে চাই যে

এই বাজেটের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি নির্ভর করছে। বাজেটের মধ্যে পরিস্কার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে—যে গরীব অংশের মানুষের জন্য ৭৩ শতাংশ এর মধ্যে রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের এই মানুষগুলি মূল যে সমস্যা, সেটা হলো —অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান ও শিক্ষা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এখন এই প্রতিফলনের আঙ্গিক হিসাবটা শুধু এই রাজ্যের উপরেই নয়। রাজ্যের নিজস্ব আয় যা' যা' তা' থেকে কেন্দ্রীয় অনুদানের উপরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নির্ভরশীল কারণ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ৭৩ শতাংশ মানুষ এই রাজ্যের মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। আর রাজ্যওয়ারীতেও দেখা যায় আমরা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরীর ষ্টেট। এই কথাটাই এই বাজেটর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যদি আমরা গরীব মানুষকে তাদের অন্ন বস্ত্রের জন্য অন্ততঃ একটা গ্যারেন্টি দিতে পারি। অপরদিকে তারা এই বাজেটকে মাননীয়রা বললেন এইটা অন্তসারশূণ্য। অন্তসারশূণ্য মানে এইটার কিছুই নাই। কারন, স্বাভাবিক তাদেরওএকটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তারা তো ধনী-বনিক, জোতদার, সুবিধার এবং ভোগবাদী ১৩ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে এইখানে তারা এগারজন এসেছেন। এই ১৩ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এই ১৩ শতাংশ মানুষের সুযোগ সুবিধা এইখানে দেখছেন কিন্তু এইটাতো এখানে ঘটবে না এরজন্যই তারা এই বাজেটের বিরোধীতা করেন কারন ভোগবাদের কোন জিনিসই তারা এরমধ্যে দেখছেন না, লাকসারী কোন জিনিসই তারা এইখানে দেখছেন না। তারজন্য তারা এইখানে এই কথাটা বলেছেন। আরেকজন বলেছেন এইটা নিঃস্বর। হ্যাঁ, করের জ্বালা ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এই জিজিয়া কর নামক এক রকম কর সারা ভারতবর্ষের মানুষকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতার করে তোলেছিল। ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় সরকারের কর আইনের মধ্যে কত ছিল লাক্সারী গুড্স্ এর উপর কর? এই করটা ইন-ডাইরেক্ট করটা পড়লো আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যেমন তেল, লবন, মরিচ, চাল, ডাল, সাধারণ পোষাকের উপর। এই রকম ৩০-৩৫ রকমের টেক্স ধার্য্য করে মানুষকে দরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার নীচে নামিয়ে দিয়েছেন আর এইটাকে ধার্য্য করে মানুষকে দরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার নীচে নামিয়ে দিয়েছেন আর এইটাকেই তার সমর্থন করার জন্য বলছেন এইখানে। যদি আপনারা এই বাজেটকে অন্তঃসারশূণ্য বলেন, তাহলে আমরা বলব যে এই অন্তঃসার্বশূণ্য নয়, অন্তঃসারপূর্ণ। আর অন্তঃসারশূণ্য যদি হয়ে থাকে—তাহলে সেটা আপনারা। আপনাদেরই তিন বন্ধু জঙ্গলে গেলেন শিকার করতে। শিকার করলেন তিনটা হরিণ। শিকারের পরে দেখলেন—দুইটা মৃত একটার আর প্রাণ নাই। প্রাণ নাই হরিণটাকে নিয়ে এলেন একটা বাড়ীতে রান্না করার জন্য জঙ্গলের কোন একটা প্রান্তে। ঘরে ঢুকে দেখলেন তিনটা ভাণ্ড আছে দুইটা ভাঙ্গা, একটার তলা না। মনের দুঃখে রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেখলেন—হায়রে রাজীব গান্ধী নাই, ইন্দিরাগান্ধী নাই, নরসীমা বুড়াবুড়ি নাই। এই তিন

বন্ধু হলেন বি. ইউ. জে. এস. টি, এন. ডি. আর কংগ্রেস(আই)। এই তিন জনেই দেখলেন অন্তঃসারশূণ্য। আসলে এইখানে তারা দেখলেন যে বাজেটের মধ্যে কোন কর নাই, তাহলে তো সর্বনাশ। কাজেই এইটা আপনাদের কাছে অন্তঃসারশূণ্য হতে পারে তার কারণ তো আপনারা বুঝতেই পারছেন তিনটা মৃগের মধ্যে দুইটা মৃত একটার প্রাণ নাই আর দুইটা ভাণ্ডের মধ্যে দুইটা ভাঙ্গা, আর একটার তলা নাই। সেজন্য ব্যাখ্যা দিয়ে ভাষা দিয়ে বুঝাতে চাইছেন—এই বাজেটটা অন্ত সারশূণ্য। না, এইটা অন্তসারশূণ্য নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষোদগার করছেন ১৯৭৮ সনের আগে শিক্ষার কি অবস্থা ছিল—কুমারঘাট কাঞ্চনবাড়ী, মনু এই সারা তল্লাটের মধ্যে ফটিকরায়ে একটামাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল। আর সেখানে ছাত্র ছিল—৮০০-৯০০। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে পাবিয়াছড়া কনষ্টিটিউয়েন্সীতে হাইস্কুল করেছেন, মাছুলি, করমছড়া, কেছড়া, পাবিয়াছড়া, কুমারঘাট বালিকা বিদ্যালয় এইভাবে সাতটি হাইস্কুল করেছেন এবং সেখানে ছাত্ররা পড়ে সাত থেকে আট হাজার। আপনাদের সময়ে ৭৮ইং সনের আগে সারা তল্লাটে স্কুলে ছাত্ররা পড়াশুনা করছে—৮০০। আর বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ থেকে আজ অব্দি ছাত্র পড়াশুনা করছেন সাত থেকে আট হাজার এর উপরে। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই এই বিষোদগার হবে।

এইখানে বলেছেন যে এইখানে শিল্পটির কিছুই নাই। কিন্তু এই সরকারের তরফে একটা ইটভাট্টা করা হয়েছিল। আপনাদের সময়ে সেই নাই কিন্তু এই সরকারের তরফে একটা ইট-ভাট্টা করা হয়েছিল। আপনাদের সময়ে সেই ইটভাট্টার দিলেন বারটা বাজিয়ে। তারপর সরকারী কারকর্ম লাটে। কন্ট্রাকটারদের টেণ্ডার নিয়ে তাদের ইট দিতে পারেন না। কারণ এই ইটের সরকারী হিসেবে দাম হলো—১৬০০ টাকা, আর বে-সরকারী মালিকানাধীন ইট এর দাম হলো ২৫০০ টাকা। এর নীচে তারা ইট বিক্রি করে না। কাজেই, সরকারী ইটভাট্টা যদি থাকে তাহলে এই বে-সরকারী মালিকানার প্রফিট থাকতে পারবে না—তাই এই সরকারী ইট ভাট্টার বারটা বাজিয়ে দিয়ে এইটার সম্পদ যা আছে এইটাকে নিজেরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এইটাকে একেবারে ফতুর করে দিলেন। কুমারঘাটে কাজ হলো না গত দুইটা বছরে। নতুন করে একটা ইটভাট্টা খোলার পরে এখন তাদের মধ্যে লেগে গেছে কাটাকাটি এখন তারা বলছেন এইটা অন্ত সারশূণ্য। এইটা স্বাভাবিক কারণেই বলছেন, কারণ তারা তো ভোগবাদের জন্য, স্বচ্ছন্দের জন্য এই বাজেটের মধ্যে কিছু দেখেননি। তাদের কোন লাক্সারী জিনিসের টি, ভি, ৱি, ডি, ও, এই রকম কোন লাক্সারী জিনিসের জন্য কোন প্রকার কথাবার্তা নাই। তো স্বাভাবিক কারণেই এইটা আপনাদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়।

সাধারনত এই বাজেটের মধ্যে লাক্সারী জিনিসের তো কোন কথাবার্তা নেই স্বভাবতই আপনাদের তো এই বাজেট আপনাদের পছন্দ হওয়ার কথা না। আজকে আপনারা কিছু অমানবিক কথাবার্তা এখানে তুলেছেন। টাকা আজকে এ রকম এত বার্তি বার্তি হল কেন। মুদ্রাস্ফিতি এবং ইন ডাইরেক্ট টেক্স এই দুইটা কথা যদি ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপরে গত পলিসির উপরে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেমিনার চলছে, মানুষ চিৎকার দিয়ে বলছেন যে এই ভাবে টেক্স বাড়ানো যায়না। এখন টেক্স আপনাদের বাড়াইতে হইবে। আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন, আইন শৃঙ্খলা সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারন কি। এখনো এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। যাতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ রাজ্যগুলি ভোগ না করতে পারে তার জন্য রাজ্যগুলিকে অশান্তি কর। আবার যদি বিদেশিরা আসতে পারে তা হলে তারা সেই সম্পদটা তারা বিশ্বযুদ্ধে লাগাবে। তারজন্য এইগুলি গচ্ছিত রাখ। এই গত বিধানসভাতেও আলোচনা হয়েছে আমার রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাসের দাম ডবল তার দিল্লীতে তার দাম হবে কম। আমরা বলেছি যে আমাদের রাজ্যের গ্যাস আমরা পাবনা কম দামে, আমাদেরকে দিতে হবে বেশী দাম, আর দিল্লী পাবে কম দামে, এই বৈশম্য কেন। আপনারা বাড়ী বাড়ী গ্যাস দিবেন বলেছেন, তারজন্য দর বাড়িয়েছেন তা হলে দরটা বাড়ে কার জন্য. মাহাজনদের জন্য আজকে পেট্রোলের দাম বাড়ছে তার জন্য গাড়ীভাড়ার দাম বাড়ছে, এক লিটার তেলের দাম যা বাড়ছে কিন্তু গাড়ীভারা তার থেকে অনেক বেশী দেওয়া হচ্ছে। এতে কারা লাভবান হচ্ছেন মহাজনেরা। এই যে অতিরিক্ত টাকা তা পরে কালো টাকায় রুপান্তর হয়ে যায়। এই কালো টাকাদের কাছ থেকে টাকা এনে তো আমার ভারতবর্ষের বাজেটের ঘাটতি পূরন করা যায়। কিন্তু তা না। একটা লোক যদি এক কেজি চাউলের জন্য লাকড়ী আনে তা হলে তার উপর টেক্স হয়। আর গাড়ী করে যারা সারা বাগান উজার করে বাংলাদেশে পাচায় করে তাদের উপরে কোন টেক্স বসেনা। টেক্স যদি ধার্য্য করা হয় তা হলে রব উঠে গেল গেল সব গেল। তা হলে এখানে প্রতিনিধিত্বটা তো এই রকম। এই বাজেট টা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়েছে তাতে মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে খুবই কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম কমাতে চায়, সহজ মূল্যে দিতে চায়, নূতন কেন্দ্রীয় সরকার ও বলেছেন তা আমরা কাভার করব এই ২০০০ সালের মধ্যে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য একটু কন্ট্রোল করুন।

**শ্রীবিধুভূষন মালাকার :—** যে নগর উন্নয়নের নমুনা আগরতলাবাসী দেখেছেন তার নেতৃত্বে আপনাদের লোক আছে নিশ্চয়ই তার ব্যাখ্যা তারা দেবেন। তবে আমি এটা বলতে চাই এবং দাবী করছি যে রাজ্যের ৭৩ শতাংশ মানুষ যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে অন্তত তাদের খাস ফেলার ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে হয়েছে। এবং যে যে কথা বলছেন তা লিখিত আকারেই হোক আর বক্তব্য

[illegible] থেকে আমরা যারা বামফ্রন্ট করি তারা অন্তত কথার খেলাপ করিনা। তা সময়ের [illegible] হতে পারে কিন্তু বেকারদের কাজ দেওয়া হবেনা, নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। ছিনিমিনি করার সুযোগটা হয়তো এখানে না মিলতে পারে তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বাজেটে গরীব অংশের মানুষের কথাগুলি বিকশিত হয়েছে এবং সরকারের সামর্থ অনুসারে যে অর্থের সংকুলান হয়েছে সেই অর্থের উপরে নির্ভর করে আগামী দিনের কর্মযজ্ঞটা শক্তিশালী করার জন্য সকলের কাছে আবেদন রেখে এবং এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

**শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ( ছামনু )** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯ তারিখ মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতি রেখেই এখানে তা পেশ করেছেন। বিরোধীরা এই বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন. কারণ, এই বাজেটটা ধনী গোষ্ঠির বাজেট না। এটা গরীব অংশের মানুষের বাজেট। যারা ক্ষেত মজুর, দিনমজুর, প্রান্তিক চাষী, জুমিয়া, ভূমিহীন তাদের জন্য এই বাজেটটা। যদি এটা ধনী অংশের বাজেট হত তা হলে নিশ্চয়ই আপনারা তা সমর্থন করতেন। আপনারা সবসময় বাজেটের বিরোধীতা করেন। আপনারা গত ৫ বৎসর জোট আমলে যে ভাবে ধ্বংস করেছেন, রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর, হাট বাজার, স্কুল কলেজ,। কিন্তু আজকে এই ৩টা বৎসরে এই সরকার কি কি কাজ করেছে তা লক্ষ্য করুন, গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন কি কি কাজ হচ্ছে, তা সবই করা হচ্ছে গরীব অংশের মানুষের জন্য। গত ৫ বৎসর আপনারা গরীব অংশের মানুষের জন্য কিছুই করেননি। আপনারা শুধু ধ্বংশ আর ধ্বংশ করেছেন। উন্নয়ন বলতে কিছুই করেননি। আপনারা যদি গরীব অংশের মানুষের জন্য করতেন তা হলে গরীব অংশের মানুষের এই অবস্থা হতো না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর আস্তে আস্তে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করেছি। বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এবং সেইগুলির কাজ হচ্ছে। আমরা এই কাজ আগামী দিনেও করব। বিরোধীরা শুধু এখানে বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করছেন। তারা জানে যে এই বাজেট উন্নয়নের জন্য বাজেট, তবু তারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। আপনারা তা জানেননা যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেসটা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে, তা আপনাদের জানা উচিৎ। এই ১১০ বৎসরের কংগ্রেস আজকে কোথায় গেল। আপনারা বিরোধীতা করার সময় এই জিনিষটা একটু উপলব্ধি করুন। আমরা সব কিছু করতে পেরেছি তা আমরা বলিনি, কিন্তু আমরা যে ভাবে শুরু করেছি এই জিনিষটা আপনারা দেখেন। এখানে উগ্রপন্থী যে সমস্যা, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা যে ভাবে চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের নেতারা যদি উগ্রপন্থীদের এই ভাবে লেলিয়ে দেন তা হলে তো এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন হবে। আমি বিরোধীদের কাছে আবেদন র[illegible] যে এই

উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করার জন্য শুধু বামফ্রন্ট সরকার নয়, আমরা সকলে মিলে [illegible] এই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, এবং সমস্ত মানুষকে যাতে ঐক্যবদ্ধ করি তার ব্যবস্থা করতে [illegible] তা হলে তো সেখানে উগ্রপন্থী থাকতে পারবেন না। এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত যখন বন্ধ ডেকেছিল টাইগার বৈরীরা কিন্তু তখন অপহরণ থেকে শুরু করে কোন কিছু হয়নি। কেন হয়নি? হয়নি এই কারণে সমস্ত রাজনৈতিক দল সরকারের আহ্বানে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে কাজ করেছিল বলে সেইদিন কোন ঘটনা ঘটতে পারেনি। কিন্তু আজকে আবার শুরু হচ্ছে কেন? আজকে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এই অপহরণ করছে, কেন করছে? করছে এই কারণে আমরা সকলেই এই ব্যাপারে সং ইচ্ছা নেই এই অপহরণ বন্ধ হউক কাজেই আমি আপনাদের কাছে আহ্বান রাখব যে এই জিনিষটা যদি আমরা না রুখি তাহলে হবে না। কাজেই, ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ লক্ষ মানুষ এখানে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট না সমস্ত অংশের মানুষ জানেন কোথায় কি হচ্ছে। শুধু শহর অঞ্চলে বা গ্রামে আপনার এম, এল, এরা, নেতারা যদি তারা মনে করেন আমরা সব কিছু করব কিন্তু গ্রামের মানুষ সেটা চায় না। আপনারা নিশ্চয় জানেন লংতরাইভ্যালী যেখানে উগ্রপন্থীর ঘাটি, যেটা পত্র-পত্রিকায় উঠেছিল। আমাদের পত্রিকায় জবাব দিচ্ছে। কিন্তু সেখানে যে জাতি-উপজাতি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা বসবাস করছি। সেখানে সেই বাঙ্গালী হউক পাহাড়ী হউক সেখানে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। সেখানে যদি উগ্রপন্থীরা অপহরণ করেন বা যেকোন ঘটনা করেন সেখানে জাতি-উপজাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা ব্যবস্থা করছি। আমরা আপনাদের আহ্বান করব ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থীদের কোণঠাসা করার জন্য সমস্ত রকম সহযোগীতা করবেন।

আমি ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসের ৩০ বছর রাজত্ব দেখেছি কিন্তু তখনকার, মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কোন কাজ করেননি। এই জিনিষটা আমি বার বার এই বিধানসভায় বলেছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এই যে ৩০ লক্ষ মানুষ বিচার পাবার জন্য যে ব্যবস্থা করছেন সেটা আমাদের বামফ্রন্টের সং ইচ্ছা আছে বলেই করতে পারছেন। কিন্তু অন্যান্য দল বিশেষ করে উপজাতি যুবসমিতি এবং কংগ্রেস জোট যখন সরকারে ছিল, তখন এই সরকারের কি কাজ করেছিল? সেটা আপনারা সবাই দেখেছেন।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য কনট্রোল করুন।

**শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :**— স্যার, আর এক মিনিট। কাজেই এই জিনিষটা আমাদের দেখা দরকার। সেখানে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট এর কোন প্রশ্ন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রশ্ন না। আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষের বাঁচার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের পাশে আপনারা আসুন। ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা।

**শ্রীমতিলাল সাহা :** গত ১৯শে আগষ্ট, এই বিধানসভায় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি? মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এবং আজ ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক রথী, মহারথীদের বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য সরকার কি ভাবে কাজ কর্ম করছেন? একটা রাজ্যের কাজ করতে গেলে তা নির্ভর করে রাজ্যের পরিবেশের উপর। বামফ্রন্টের যারা মন্ত্রী আছেন, তাঁদের কাছে আমি জানতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমাম পরিবেশ বা পবিস্থিতি কি? আজকে এখানে বাজেট হচ্ছে। বাজেটের মধ্যে যে টাকা হয়েছে তা কারা পোঁছে দেবে? যারা পোঁছুবেন তারা গ্রামে গঞ্জে যেতে পারছেন না। আজকে একটি লোক যদি আগরতলা থেকে ধর্মনগরে যেতে চায় সে যে ধর্মনগরে গিয়ে পোঁছুবে এর নিশ্চয়তা কি? আজকে যদি আগরতলা থেকে কেহ সাব্রুমে যেতে চায় যে সে সাব্রুমে গিয়ে পোঁছুবে তার নিশ্চয়তা কি? তাহলে কার জন্য বাজেট? নির্বাচিত সরকারের কাছে মানুষের কি কি চাহিদা থাকে? নিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। আপনারা মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারছেন? আজকে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। উগ্রপন্থী সমস্যা নুতন নয় আপনারা সাড়ে তিন বছর ধরে রাজ্য চালাচ্ছেন। কিন্তু উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান না হয়ে আপনাদের রাজত্বে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরাও পাঁচ বছর ছিলাম। সে সময়মত এত সংকটজনক পরিস্থিতি ছিল না? জানি, আমরা ভাল কার্জ করতে পারি বলে জনসাধারণ আপনাদের এনেছে। কিন্তু, আপনারা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যারা বাড়ীতে এয়ার কণ্ডিশান মেসিন এবং আরামদায়ক যে সব জিনিস পত্র লাগিয়েছিলাম সেগুলি কি আপনারা সরিয়ে দিয়েছেন? তা দেননি। আর এই জন্যইত নৃপেনবাবুর জ্বালা। নৃপেনবাবু আপনাদের সেটা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনারা সুযোগ সুবিধায় চেপে বসেছেন। কংগ্রেস আমলে বিধায়করা বিভিন্ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এই বিধানসভায় আপনারা এ নিয়ে কত বড় বড় কথা বলেছেন। হাউস গরম করেছেন। কিন্তু এখন? এখন আপনারা সেই সব কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছেন। আপনাদের সরকারের আমলে আমিও একজন এম. এল, এ, হয়েছিলাম। তখন দেখেছি আপনারা রিক্সা ছাড়া চলতেন না। আর এখন? এখন গাড়ী ছাড়া আপনারা চলতেই পারেন না। জোট সরকার যা যা করে গেছেন তা থেকে আপনারা সরে আসতে পারছেন না। জানি, এ সব কথা আপনাদের শুনতে ভাল লাগছে না। তাই আমাকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই বৎসর আমরা দেখছি বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু কেন করা হয়েছে। কারণ, রাশিং করতে হবে। তার, আমার দেখেছি জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্য্যন্ত এ, টি. টি, এফ, রাজ্যে বন্ধ ডেকেছিল। তারা একনা মাসের মাঝামাঝি থেকে

কি শুরু করেছিলেম তা আমরা দেখেছি। ত্রিপুরার জনসাধারণ দেখেছে। এমনভাবে প্রচার শুরু করলেন যেন বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কারণ, মানুষ তখন তাদের নিরাপত্তার জন্য ছুটোছুটি করবে। সরকারকে যন্ত্রণা করবেনা যে আমাকে কাজ দাও, খাদ্য দাও। এই ধরণের একটা পরিস্থিতি উনারা সৃষ্টি করেছিলেন। গতকাল মাননীয় মন্ত্রী সমরবাবু উনাদের গুরুদেব. যদিও আজকে উনারা গুরুদেব বলে স্বীকার করেন না, বলেছেন উনার পরিবার একটা ক্রিমিনাল পরিবার পরিণত হয়েছে। উনি সঠিক কথা বলেছেন। এই সেলিম হত্যা, স্বপন দাস হত্যা, প্রতিটি খুনের সাথেই উনার ছেলের নাম ডাইরেকটলী অথবা ইনডাইরেকটলী এসেছে। উনার ছেলে আজকে কোথায়? অস্ত্র শিক্ষা নেবার জন্য, যাতে আধুনিক অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে নির্বাচনের আগে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে নির্বাচনে জেতা যায় তার জন্য কলকাতায় ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তার জবাবী ভাষণের সময় উত্তর দেবেন।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :**—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মিথ্যা বলতে তো উনারা অভ্যস্ত কিন্তু তাই বলে যা সত্যি নয়, এই ধরনের কথাও উনারা বিধানসভাতে বলতে আরম্ভ করেছেন। কোন প্রমান না নিয়ে, সাক্ষ্য না নিয়ে মিথ্যা কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একজন মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে কথা বলছি। মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে তাঁর জাবাবী ভাষণে উত্তর দেবন। উনি বলুন যে উনার ছেলে কলকাতায় থাকে না?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার ছেলে কলকাতায় থাকে। কিন্তু কলকাতা কি থাকার জায়গা নয়, সেখানে কি থাকা যায় না? আর উনি এখানে যে সমস্ত ট্রেনিং-এর কথা বলেছেন সেগুলি মিথ্যা কথা। তাঁরা অজস্র মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে এখানে বলছেন। এই সমস্ত কথা বলে তারা আরও জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার জনবিচ্ছিন্ন হবে না।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**— স্যার, উনার ছেলে কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে থাকেন। সেখানে একজন মন্ত্রী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তিনিও সেই সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— সম্পূর্ণ মিথ্যা।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**— ভোগ করুক স্যার, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বাজেটে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে তা দিয়ে এই রাজ্যের কোন অগ্রগতি হবে না। ওঁরা সমস্ত লুঠপাট করে খাবে। তাহলে কি করে ত্রিপুরার জনগণের উন্নতি হবে? কিছুই হবে না। মাখনবাবুর শক্তি গেল আমার গাড়ী। গাড়ী লাগলে আপনি নিয়ে যান আমার ৪২টা গাড়ী আছে। আপনি প্রমান করুন গত পাঁচ বছরে যদি আমি কোন দুর্নীতি করে থাকি। আপনাদের হিম্মত থাকলে আপনারা প্রমাণ করুন। সত্যি হলে আমি পদত্যাগ করব।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার বিশালগড়ে মতিবাবুর বাড়ীর সামনে সিকিউরিটি গার্ডেন যে ঘরটি হাজার হাজার টাকা খচর করে করা হয়েছে সেটা সরকারী টাকায় করা হয়েছে। সেটা যেন সরকারের কাছে ফেরৎ আসে।

**শ্রীরতিলাল সাহা** :—আপনারা যা খুশী করুন কিন্তু এই ভাবে পয়েন্ট অব অর্ডারে বলবেন না। প্রশ্নের আকারে তুলুন। স্যার, এই সরকারে যারা আছেন তাঁরা নূতন একটা বানিজ্য শুরু করেছেন সেই বানিজ্যের নাম হলো স্মাগলিং।

সেই ব্যবসাটা হলো স্মাগলিং। আমি স্যার, গতকাল একটা প্রশ্ন করেছিলাম সোনামুড়া সাব-ডিভিশনে এই সরকার আসার পর কতটা কাপড়ের লাইসেন্স এবং কতটা চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। যদিও কালকে অরাল হিসাবে পাইনি, পরে যেটা পেয়েছি আমি জানি সেটা সঠিক নয়। আমার বক্তব্যে পরে এটা প্রমাণ করব। আপনারা উত্তর দিয়েছেন ৯৩ সালে একটাও কাপড়ের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি এবং একটাও চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। ৯৫ সালে উনাদের হিসাব অনুযায়ী এটা আমার হিসাব নয় ৯৩টি কাপড়ের লাইসেন্স দিয়েছে সোনামুড়া সাব-ডিভিশনে এবং ৩৫টি চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৪টি কাপড়ের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং চিনির লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। আপনি বলুন স্যার, ১১৭টি কাপড়ের লাইসেন্স এক বছরের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের হিসাব।

(গণ্ডগোল)

আমরা জানি স্যার, কাঠালতলী, মতিনগর ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গা এটা বর্ডার এলাকা. এত কাপড়ের লাইসেন্স কেন প্রয়োজন ? যাতে বৈধভাবে ব্যবসাকে চালিয়ে যেতে পারে তারজন্য এতগুলি লাইসেন্স বৈধভাবে দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

আমি জানি আমার বক্তব্য আপনাদের ভাল লাগবে না।

( ভয়েসেস্ ফ্রম দি টেজারী ব্যাঞ্চ উনি হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন )।

স্যার, আপনি কালকের প্রসিডিংস্ দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমি বলেছি ৯৩ এবং ৯৪ সালে দেওয়া হয়নি। স্যার, আজকে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করছে তার সপ্তাহে ১০০ কে জি চিনি লাগবে। এই যে হিসাব এটা কি করে সম্ভব!

(গণ্ডগোল)

কেন সরকার থেকে এইগুলি বন্ধ করার জন্য ষ্টেপ নিচ্ছেন না। আমরা জানি স্যার, সঞ্জয় আচার্য্য কেন মার খেয়েছে পুলিশের। এটার মধ্যে অনেকে জড়িত সেই জিনিষটা পেপারে এসেছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কন্ট্রোল করুন।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**— বনজ সম্পদ ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা জানি প্রতি নিয়ত ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নত মানের কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। সেটা বন্ধের ব্যাপারে সরকার থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে সীমান্তের ও প্রান্তে কয়েকটা 'স' মিল গড়ে উঠেছে।

( গণ্ডগোল )

স্যার, শুধু তাই নয় আগে কিছু কাঠ যেত কিন্তু এখন বাংলাদেশের রেল লাইনের নীচে যে কাঠের পাটাতন ব্যবহার করা হয়, তা চুরি করে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে। এটাও বন্ধের কোন ব্যবস্থা নেই।

( গণ্ডগোল )

স্যার, আমার কথা ভাল লাগবে না জানি। এটা সরকারের দায়িত্ব। তারা কংগ্রেসের হতে পারে, টি. ইউ. জি. এসের হতে পারে, সি. পি এমের হতে পারে। যারা পাচার করে তাদের পরিচয় হবে পাচারকারী এবং যারা ব্ল্যাক করে তাদের পরিচয় হবে ব্ল্যাকার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

**শ্রীমতিলাল সাহা :**— সেই ভাবে বিচার করে এই সরকার যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে আমরা কি করব। তাই স্যার, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না বলে দুঃখিত। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর দাস।

**শ্রীসুধীর দাস** ( সুরমা ) **:**— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে আগষ্ট এই বিধানসভায় ১৯৯৬-৯৭ সনের যে বাজেট উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাই এবং আমি বিশ্বাস করি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণে কার্য্যকরী রূপ নেবে এবং মানুষের মনে আশা আকাংখার সঞ্চার করবে। শুধু তাই নয় এইটা আমার বিশ্বাস এই বাজেটের মধ্য দিয়ে গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেসমস্ত উন্নয়নের কর্মসূচী ধরা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আমাদের এই রাজ্যে এই যে উগ্রপন্থী সমস্যা যারা বিভ্রান্ত যুবক তারাও উন্নয়নের কাজের গতি দেখে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন এবং উন্নয়নের কাজে তারা সাহায্য করবেন। এই বাজেট অধিবেশনে বাজেটকে ভিত্তি করে বাজেট-এর পক্ষে এবং বাজেটের বিরুদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলছে। আমি আমার বক্তব্য বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে চাই। তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই রাজ্যের কল্যাণে যে সমস্ত কাজকর্ম করার প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে রেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ২০১টি বিষয়ের উপর আমি আলোচনা করতে চাই। প্রথমতঃ শিক্ষা সম্পর্কে আমি কয়েকটা

কথা বলতে চাই। শিক্ষা হল মানুষের জীবনের মূল চাবিকাঠি, মানুষের চেতনা বাড়ায়। কয়েক বৎসর আগেও এই শিক্ষার পরিবেশ আমাদের রাজ্যে ছিলনা, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে শিক্ষক, অভিভাবকদের নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রগতি ঘটানো যায় তার প্রচেষ্টা আমাদের রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর শুরু হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এইখানে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা এই রাজ্যে কোন উন্নয়ন হয়নি বলে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমার যে বক্তব্য শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৩৪ মাসে ৯৬ এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যা হিসাব তাতে আমরা দেখেছি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহ নির্মাণ, গৃহ সংস্কার. প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বিজ্ঞানের সরঞ্জাম সরবরাহ, নতুন স্কুল, কমপিউটার শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এগুলি চালু করেছে এবং সীমিত সদ্ব্যবহার করে গত ৩৪ মাসে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে লক্ষ্য করেছি ৬০টি স্কুল নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে তাই আমি বলতে চাই এইবারকার যে বাজেট সেই বাজেটের মধ্যে ২৩৩.৫২ লাখ টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমি আশাবাদী বিগত দিনের যে অভিজ্ঞতা যে অগ্রগতি ঘটেছে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে আগামী আর্থিক বৎসরে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারব। ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক শিক্ষা, সমাজকল্যাণ দপ্তরের কার্য্যে বিরাট অগ্রগতি লক্ষ্য করেছি। এবং ক্রীড়া জগতেও আমাদের এই রাজ্যের একটা বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। এইখানে উপস্থিত সবাই জানেন যে আমাদের রাজ্যে যে ক্রীড়ার যে সুনাম সে সুনাম আমরা জাতীয় স্তরেও অর্জন করতে পেরেছি। আমাদের খেলোয়াড়রা আমাদের রাজ্যের সুনাম অর্জন করতে পেরেছেন। এরমধ্যে এই ৩৪ মাসের মধ্যে এম, বি, বি. কলেজ ১২০০০ দর্শকের আসন বিশিষ্ট একটি মিনি ষ্টেডিয়াম করা হয়েছে। এবং আমাদের রাজ্যের খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে রাজ্যের সুনাম অর্জন করেছেন এবং ক্রীড়া জগতে একটা বিরাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অর্জন করেছেন।

আমার হাতে সময় খুব কম-তাই আমি অন্য আলোচনা আর করতে চাই না। আমাদের বক্তব্য একটাই যে বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবতা করেছেন এবং এইবারকার বাজেটেও যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মানুষের কল্যাণে সেগুলি ও বাস্তবায়িত হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে বিষয়টি বলতে চাই, এইখানে আলোচনার প্রসঙ্গে যেটা বার বার উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে বিরোধী দলের বন্ধুরা আমাদের রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা প্রসঙ্গে। আমাদের রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারকে

দায়ী করে তারা বিষোদ্‌গার করার চেষ্টা করেছেন, রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হলো এই সরকার তখন শিশু অবস্থা তাকে গলা টিপে মারবার চক্রান্ত করা হয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছিলাম ১৯৯৭ সালে অমরপুরের তৈদুতে উপজাতি যুব সমিতির সম্মেলনে দাঁড়িয়ে সেদিন তারা শ্লোগান দিয়েছিলেন —' ১৯৪৯ ইং সালের পর যারা এসেছেন বাঙ্গালী—এই রাজ্য থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে এবং উপজাতি অংশের মানুষের মুক্তির এইটাই একমাত্র রাস্তা। তারজন্য উপজাতি যুবকরা অস্ত্র হাতে তোলে নেয়। এবং এই শ্লোগান সেদিন উপজাতি যুব সমিতি দিয়েছিলেন। আমরা সেদিন দেখেছিলাম কংগ্রেসেরও একজন নেত্রী শ্রীমতী বিভুকুমারী দেবী সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এবং সেই যে বীজ তারা বপন করেছেন সেটাই আজকে ধীরে ধীরে ১৯৭৯ ইং সন থেকে শুরু করে আজকে সেই বীজটা বটবৃক্ষের আকার ধারণ করেছে এবং তারা এইটা সৃষ্টি করে আজকে বামফ্রন্টের বিরোদ্ধে এইটা ব্যবহার করে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমাদের কমলপুরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি সেখানেও উগ্রপন্থী আক্রমণ হচ্ছে এবং তাদের পেছনে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, এর মদত রয়েছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে-রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা যে বক্তব্য রাখছেন সেটা থেকে যেন তারা বিরত থাকেন। ত্রিপুরার ত্রিশ লক্ষ সাধারণ মানুষের কল্যানে দলমত নির্বিশেষে ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে আগামীদিনে ত্রিপুরার কল্যাণে তারা এগিয়ে আসবেন। এই কথা বলে বাজেটের উপর আবারও আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

**শ্রীদেবব্রত কলই :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে আগষ্ট, ৯৬ ইং তারিখে এই বিধানসভায় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের এই বাজেটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই বাজেট ভাষণ যদি একটু খোলে দেখি তাহলে পরিস্কার এখানে বুঝা যায় যে এখানে যে বাজেট করা হয়েছে প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে কোথাও ১২ পারসেন্ট কোথাও ৮ পারসেন্ট, এভাবে বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সেখানে কোন কর-ঘাটতি কিছুই নেই। কিন্তু আমরা দেখছি এখানে ১৯৯৫-৯৬ থেকে প্রায় ১০৬-৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এই বাজেটে। এরপরেও তদনুযায়ী এখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে-এককালীন ৫০০ কোটি টাকার কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে-বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। এবং এ.ডি,সি, এলাকার উন্নয়নের জন্য এ, ডি, সি,র বাজেট তো আছেই তদুপরি এখানে আরো ২০০ কোটি টাকা

এককালীন সাহায্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কাজেই, এখানে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে এখানে পি, জে, পি, সেখানে ৫০০টি গ্রামীণ বৈদ্যুতিক সংযোগ করার জন্য এই সৌর শক্তির মাধ্যমে এবং কৃষকদের দিকে তাকিয়ে সেচ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করার জন্য এইখানে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরপরেও আমি বুঝতে পারি না। আমাদের বিরোধী সদস্য বন্ধুরা এখানে বলেছেন এই বাজেটে কিছুই নেই এটা তারা বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করেন। আমরা চাই আপনারা গঠনমূলক বিরোধিতা করুন বাজেটে যদি কোথাও ভুল থাকে আপনারা ধরুন। কিন্তু এই বাজেট পড়লে পরে আমরা দেখি গত ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট, জনতাদল এবং পার্বত্য লোকদল যে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এখানে সরকার ক্ষমতায় এসেছে এই প্রতিশ্রুতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট হচ্ছে। সুতরাং ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট এই বাজেটের সঙ্গে ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটগুলির সঙ্গে নিশ্চয় এটা সঙ্গতিপূর্ণ, আলাদা বাজেট নয়। কারণ, যে কর্মদক্ষতা গ্রামের কাজের জন্য চিন্তাধারা নিয়ে যে বাজেট করা হয়েছে আজকে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম না বিরোধী দলের সদস্যরা এত উন্নয়নমূলক বাজেটের দিকে ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষ, গ্রামের সাধারণ মানুষ, অসহায় মানুষ শ্রমিক সবাই তাকিয়ে আছে আশার আলো নিয়ে তাকিয়ে আছে আর ওরা এখানে কিছুই নাকি দেখতে পাচ্ছেন না। বাজেটে ওরা শুধু ডাইনী খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আর আমরা দেখছি এখানে অদ্ভুত আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার নিয়ে মাননীয় সদস্যতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী এখানে অনেক কিছু বলেছেন বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে। কিন্তু কংগ্রেস এবং যুব সমিতির গত ৫ বছর আমরা কি দেখেছি? এই নৃপেনবাবু ৫ বছর-এ না হলেও ৫ টি চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস যুবসমিতির দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আর এখন নৃপেন চক্রবর্তীর কোলে কংগ্রেস যুব সমিতি নাচানাচি করছেন হৈ হুল্লা করছেন। একটা লজ্জাকর ব্যাপার, বয়কট করছেন জনস্বার্থে কিন্তু আমরা জানি আজকে যদি আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করে যদি আমরা এখানে পাশ না করি এমনিতে ভোট অন অ্যাকাউন্ট আমাদের কয়েকমাস চলে গেছে, এই বাজেটটা পাশ না হলে পরে আমাদের পরবর্তী মাসগুলি চলা যাবে না। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উনারা আর বলছেন এই বাজেট পরিপূর্ণ। আপনারা কি ধরনের বাজেট চান?

এই বাজেট কার্য্যকরী করার জন্য আপনারা জানেন না এখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বলেইতো আপনারা পৌরসভায় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে পেরেছেন। আর আপনারা কি করেছিলেন কংগ্রেস এবং যুব সমিতি ক্ষমতায় আসার পরে? প্রত্যেকটা কো অপারেটিভ বোর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু একটাও আপনারা নির্বাচন করতে পারেননি গ্রামে কোন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। কি করেছেন

আপনারা তথ্য আছে। এমন কি স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের মিড-ডে-মিলের টাকা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু আপনারা লুটেপুটে খেয়ে ফেলেছেন। এই পৌরসভার মধ্যে আজকে দেখুন এই আগরতলায় মধ্যে একটা রাস্তাঘাটের চেহারা জোট আমলে কি ছিল ? একটা গাড়ী পর্য্যন্ত ঠিকভাবে চলাচল করতে পারত না।

এই যে এ, ডি, সি আমরা দেখেছি কংগ্রেস এবং যুব সমিতির সময়ে আমরা এ, ডি, সি দেখেছি। বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগের জন্য রেশন সরবরাহের জন্য কিভাবে ৫ লাখ ৬ লাখ ৯ লাখ টাকা দিয়ে এস, পি, টি, ব্রিজ তৈরী করেছিল। কিন্তু এই এস, পি, টি, ব্রিজ, দিয়ে গরু ছাগল পর্য্যন্ত হাটতে পরত না, দুলনার মত ঝুলতো। রেশনের চাল যাওয়া দূরের কথা গরু ছাগল পর্য্যন্ত হাটতে পারেনি এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। আর কি করতে. জনগনের বাজেটের টাকা নিয়ে মাসের পর মাস আপানারা দিল্লীতে বসে থাকতেন ত্রিপুরা ভবনে এক একটা মন্ত্রী বিধায়কের কত বিল উঠত ? এখনও অনেক টাকা দেনা আছে। আপনারা বলুনতো আপনাদের প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়করা কি করেছেন, এখন কোর্টে যাচ্ছেন, আমাদের পেনসন দেন বলে। কেন পেনসন আটকানো হয়েছে ? আপনারা যারা যারা দপ্তর থেকে জিনিস নিয়েছেন এই টাকাগুলি জিনিসগুলি ফেরৎ দেন নাই, বাড়ীঘরে নিয়ে গেছেন। এবং দেখছেন তো আপনাদের মন্ত্রী ছিল রতনবাবু, রতন চক্রবর্তী মাননীয় সদস্য উনার বাউণ্ডারী ওয়াল করল. লেট্রিন, এমনকি উরিনাল পর্য্যন্ত করল সরকারের টাকা দিয়ে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—**পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করছি। এইগুলি সিকিউরিটি রাখার জন্য ঘরটা আছে। সরকার যদি সিকিউরিটি না দেন তাহলে এখন নিয়ে যেতে পারেন।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** প্রমাণ দিলে রিজাইন করবেন কিনা ?

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** হ্যাঁ করব, একশত বার করব। অসত্য কথা বলবে কেন. আমি বলছি করব কিন্তু অসত্য কথা বলে কেন ?

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—**শুনুন আমি পয়েন্ট অব্ অর্ডার দিয়েছি আমার কথা শেষ করতে দিন, উনি অসত্য তথ্য কেন দেবেন ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** না না অসত্য নয়, সত্য কথা বলা হয়েছে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি রিজাইন করব বলছি। উনি বলুন উনি রিজাইন করবেন কিনা ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** রেকর্ড আছে।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী :—** রেকর্ড আছে সিকিউরিটির জন্য করা হয়েছে নট ফর মি। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করা হয়নি।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তথ্য দিয়ে বলেছি যে কনস্ট্রাকশনের জন্য [illegible] আজকে মন্ত্রীর বাড়ীতে —।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— আপনার বিরুদ্ধে তো হাজার হাজার অভিযোগ আছে। উনি যেটা বলেছেন তার জবাব দিতে দিন। আপনার গাত্রদাহ হয় কেন, আপনার বিরুদ্ধে সিরিজ উঠছে, আপনার কি হয়েছে, আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ করেছি।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— না, না, আমি প্রমাণ করে দেব।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— আপনারটা আপনি করুন। আপনার বিরুদ্ধে ভুড়ি ভুড়ি তথ্য আছে। অযথা কথা বলবেন না।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আমি এখানে লিষ্ট দিয়ে বলেছি যে, জোট আমলে বিভিন্ন মন্ত্রী যাদের বিরুদ্ধে কনষ্ট্রাকশন হয়েছিল ওয়েরিং ইত্যাদি ২৩ লক্ষ না কত ঠিক আমার মনে নেই। আমি এই হাউসে বলেছি তারা কিছুই ফেরৎ দেয়নি। আর মেটেরিয়েলস এই সমস্ত সব মিলে আরও আলাদা করে ১৫ লক্ষ টাকা এই তথ্য আমি এখানে দিয়েছি, রেকর্ড-এ আছে খোঁজলে পাওয়া যাবে, দরকার হলে আমি আবার দিতে পারব।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— সেই তথ্য তো কেউ অস্বীকার করে না, সরকার সিকিউরিটি দিয়েছে, সিকিউরিটির জন্য সেড ঘর বানিয়েছে। তাদের জন্য ইউরিন্যাল, লেট্রিন তৈরী করা হয়েছে সেটা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন প্রমাণিত হলে পদত্যাগ করবেন। আপনি এই ব্যাপারে রুলিং দিন।

**শ্রীদেবব্রত কলই** :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ স্যার, আমি আমার বক্তব্য আবার শুরু করছি। এখানে উনি প্রতিবাদ করলেন, পয়েন্ট অব অর্ডার আনলেন। আমরা এই বিধানসভাতে বিভিন্ন সময়ে সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্যগুলি বেরিয়ে আসছে এবং আমরা জানি এটাও পত্রপত্রিকায় উঠছে এখনও মুছে যায়নি গত জোট আমলে তাদের মন্ত্রী বিধায়করা এমন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই আজকে আমরা এখানে দেখছি, আজকে এই বাজেট যে বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এই বাজেট রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। এবং গত ৫ বছর কংগ্রেস এবং যুব সমিতির রাজত্বে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়েছিল তার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই সমস্ত বাজেট আজকে

খুবই সহায়ক হয়ে থাকবে। এবং আমরা দেখছি এমন কোন দপ্তর নেই যেখানে তারা ঋণ করে যায়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে পরিশোধ করতে হচ্ছে। বহু ঠিকাদারী কাজ আপনারা করিয়ে গেছেন কিন্তু টাকা দিয়ে যেতে পারেননি। এরপরেও এখানে কোন ঘাটতি নেই।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

**শ্রীদেবব্রত কলই :—** কাজেই, আজকে আমি এই বাজেটের উপর সমর্থন জানাচ্ছি। এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার বিরোধী সদস্যদের আহ্বান জানাতে চাই আজকে দুইদিন হয়ে গেল আমরা আশা করি আগামী আর কয়েকদিন আছে তারমধ্যে সংশোধন হউন। আজকে যে ঘটনা হয়ে গেল একজন বিধায়ক হিসাবে আমারও লজ্জা লাগে। এখানে বিধায়করা নিজের দলের মধ্যে মারপিট করেন এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন, যারা নাকি নিজেদের মধ্যে টানাটানি করতে পারে, বিধানসভার বাইরে ওদের কাছে মানুষ কি চাইবে? এরপরেও নাকি বলছে বাজেট নাকি অর্থহীন। একটা কথা আছে কয়লা ধইলে যেমন ময়লা যায় না। কাজেই আমাদেরও তা যাবেনা। তারা আজকে কোন উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছে না। তথাপি আমি বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা যারা আছেন রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এগিয়ে আসুন। এবং উনারা বলছেন যে আমরা বারুদের উপরে আছি, আপনারা যদি তাই জানেন তা হলে এই সমস্ত সন্ত্রাসগুলি বন্ধ করে তার ক্ষমতার আশা না করে জনগণের জন্য কিছু কথা বলুন এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়ান। আমি আশা করব আপনাদের কাছ থেকে সেই সহযোগিতা পাব। এবং আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ!

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা।

**শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা :—** মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউজে উপস্থাপন করেছেন এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে এবং বর্তমান বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যারা এই বাজেটকে না জেনে বিরোধিতা করে জল ঘোলা করতে চাইছেন তাদেরকে অনুরোধ রেখে এই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আবেদন রেখে আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি এই বাজেটের উপর আলোচনা করছি।

ককবরক

মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৪৭ সালঅ ভারত স্বাধীন আওমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষনি অঙ্গরাজ্য হিসাবঅ গন্য আওখা! ত্রিপুরা রাজ্য যেমন উন্নতি দিক থেকে, যোগাযোগ ব্যবস্থানি দিক থেকে তাবুক পর্যন্ত বঞ্চিত। গত লোকসভা নির্বাচননি মাধ্যমে

যুক্তফ্রন্ট সরকার দিল্লীম আচুগমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্যনি দিকে চিন্তাভাবনা খীলাইঅীই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি আগরতলা শহর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণনি বাগীই বাজেটনি বিসিঙঅ খবজাগখা। এছাড়াব এই বাজেটনি বিসিঙঅ তঙঅ আইন শৃঙ্খলান উন্নতি খীলাইনানি ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীরগ স্বাভাবিক জীবনঅ ফিরগ কাইনাইরগন পুর্ণবাসন তাই সাহায্য সহায়তা খীলাইনানি বাগীই বিভিন্ন দপ্তরঅ গত বছরনি তুলনায় বাজেটঅ রাঙ বেশী রমজাগখা। কিন্তু অ গ্রামীন বাজেটন মুগীই বরগ কিরিজাগখা কারণ বিগত জোট সরকারনি আমলঅ বরগ যেভাবে লুটপাট ডেভেলাপ খীলাইনানি বাগীই চাখা। অজাগাঅ মন মুগীইনাই বরকতেই সহ্য খীলাইমানলিয়া। কাজেই অ বাজেটনি বিরোধিতা ছাড়া বরগনি তেই কোন কক্ কীরীইখা। মিয়া অর মাননীয় বিরোধী সদস্য রতনবাবু বাজেটনি আলোচনা খীলাইথানি আইন শৃঙ্খলানি সম্বন্ধে যে কক তিসানানি শুরু খীলাইমানি আঙ সীঙনানি নাইঅ ১৯৮৮ সাস ত্রিপুরা রাজ্যঅ যখন কংগ্রেস যুব সমিতি যৌথভাবে সরকারঅ ফাইঅ। সরকারঅ ফাইমানি এক দুইমাস পরে খোয়াইনি উদ্যান ময়দানঅ মা বোননি উপরঅ বরগ তাম খীলাইখা? এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর রীখা যে দুই শতাধিক মহিলারগ রেফ অীঙখা আবনি বিসিঙঅ ২১ জন গনধর্ষন অীঙখা। বরগ খুন অীঙখা। ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণ সঅীইমানখা যে, ত্রিপুরা রাজ্যনি কংগ্রেস (আই) দলনি চেহারা বমতাই। তাই দিল্লী কংগ্রেস (আই) দলনি চেহারা বমতাই। চিনি রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ক্যাম্প খীলাইঅীই গ্রামন উন্নতি খীলাইনানি চিন্তাভাবনা নাখা। একসময় গ্রামনি বেকার যুবক যুবতী আগরতলা শহরঅ এস-টি, সিটিজেনসিপ, পরিচয় পত্র নানানি হীনখে দুই তিনদিন লাইসুনানাঙঅ। অনেক রাঙ পয়সা খরচ অীঙঅ। এই প্রশাসনিক ক্যাম্পনি মাধ্যমে অনেক গ্রামন যুক্তখাই অনেক শতে শতে মা বোন এস-টি, সিটিজেনসিপরগ মানীই উপকৃত অীঙখা। তাই এগ্রিকালচার দপ্তরনি যে তীইনি সমস্যা তঙমানি, বরগ আগরতলা অফিসঅ মালাইনানি ফাইখে মালাইমানয়া। এমন কি আগরতলা ফাইঅীই মন্ত্রীরগবাই পর্যন্ত মালাইমানয়া। যারা যোগাযোগ ব্যবস্থানি বাগীই বঞ্চিত অীঙতঙনাই বরগনি বাগীই চীঙ প্রশাসনিক ক্যাম্প খাঅীই বরকনি বিসিঙ যোগাযোগন অনেক ডেভেলাপমেন্ট খীলাইখা। আগামী দিনঅব তেইব কাহাম কাজ খীলাইনানি বাগীই অ বাজেটঅ চীঙ কাহামখে রমখা। আঙ তাই

কক্ কিছা স'নানি নাইঅ, বিগত জোট সরকারনি আমলঅ যুব সমিতিনি নেতা কংগ্রেসনি নেতা চাকুরীনি অফার খাইলিক ফালতাই ফালখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাঅ মুগ। তিনি যে ভাবে অফার সুশৃঙ্খলভাবে ডাকনি মাধ্যমে জনগননি য়াগঅ থাঙগীই সগীইঅ অবন বরগ সহ্য খীলাইমানলিয়া। কাজেই আঙ মাননীয় বিরোধী বেঞ্চেঅ আচাগ তঙনাই সদস্যরগন আবেদন খাইঅ অ বাজেটন বিরোধিতা খীলাইয়াঅীই সমর্থন খীলাঅীই সরকারন সুশৃঙ্খলভাবে চালগনানি বাগীই সংযোগিতা খীলাইয়ানী হীনাই। অ বাজেটন সমর্থন খীলাইয়ানীই অ আশা নারীগীই যতন জানি খাকাহাম

জানগাই আনি কক্ অমন পাইরাখা ধন্যবাদ।

—: বঙ্গানুবাদ :—

মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গ-রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়। উন্নতি এবং যোগা যোগ ব্যবস্থার দিক থেকে ত্রিপুরা এখন পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে র'য়েছে গত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে নজর রেখে আগরতলা শহর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ করার জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আইন শৃংখলার উন্নতি করার ক্ষেত্রে যারা উগ্রপন্থী জীবন ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাদের পুর্নবাসন আর বিভিন্ন সাহায্য সহায়তা দেবার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গত বৎসরের তুলনায় এই বাজেটে অর্থ বেশী ধরা হয়েছে। সেই কারণেই তারা এই বাজেটকে দেখে ভয় পাচ্ছে। বিগত জোট সরকারের আমলে যেভাবে লুটপাট করা হয়েছে। তাই এই বাজেট দেখে তারা সহ্য করতে পারছেনা। এই বাজেটকে বিরোধিতা করা ছাড়া তাদের কোন পথ নেই। গতকাল মাননীয় সদস্য রতনবাবু বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আইন শৃংখলার সম্বন্ধে বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস যুব-সমিতি ক্ষমতায় আসার পর উজান ময়দানে কি করা হয়েছিল? দুই শতাধিক মা বোনকে সেখানে র‍্যাপ করা হয়েছিল। তারমধ্যে ২১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। কংগ্রেস (আই) দলের চেহারা কি রকম রাজ্যবাসী তখন প্রত্যক্ষ করেছিল। আমাদের রাজ্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক ক্যাম্পের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন করার কাজ হাতে নিয়েছে। এক সময় গ্রাম গঞ্জের বেকার যুবকযুবতী তাদের এস টি, সিটিজেনশিপ্ বা পরিচয়পত্র বা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগরতলায় দুই তিনদিন যাবত যাতায়াত করতে হতো ফলে অনেক টাকা পয়সার খরচ হতো। কৃষি অথবা জলের সমস্যা নিয়ে আগরতলায় আসলে অনেক সময় দেখা যায় অফিসে গিয়ে দেখা করতে না পেরে ফিরে যেতে হয়। এমন কি মন্ত্রীদের সঙ্গেও অনেক সময় দেখা করতে পারেন না। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আমরা প্রশাসনিক ক্যাম্পের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতি করেছি। আগামী দিনে আরও কাজ করার জনা এই বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। আমি আর একটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। বিগত জোট সরকারের আমলে চাকুরীর অফার কলা বিক্রির ন্যায় বিক্রি হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা তখন দেখেছি। আজকে চাকুরীর অফারগুলি সুশৃঋল ভাবে ডাকের মাধ্যমে যাচ্ছে। কাজেই বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি এই বাজেটকে বিরোধিতা না করে সমর্থন করার জন্য, যাতে সরকার সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করতে পারে। এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে আগষ্ট এই বিধানসভায় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট পেশ করেছেন। স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি অনুরোধ করব, এই বাজেট প্রত্যাহার করে নিন এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য একটি গণমুখী বাজেট নূতন করে তৈরী করুন। অবশ্যই আমরা সেটা সমর্থন করব। তার আগে এই সময়ের জন্য একটি ভোট অন একাউন্টস আমুন। স্যার, এই ১০ পাতার বাজেটে মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার ট্রেড ইউনিয়নের লীডার ছিলেন, শ্রমিকের সরকার, শ্রমিক দিবস পালন করেন কিন্তু একটি ওয়ার্ডও নেই শ্রমিক সম্পর্কে, লাইনত দূরের কথা। সুতরাং, মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে ২।১ টি কথা এই সভায় উত্থাপন করতে চাই। আমরা জানি যে, কোন সরকারের অর্থনীতি কি ভাবে হবে তা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে, চিন্তা ধারার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এটা হলো সেই সরকারের একটা দলিল। এই এক বছরে রাজ্যের অর্থনীতি কি হবে, সরকার কোন্ জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে যাবেন তার একটি রূপরেখা হলো এই বাজেট। আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এই বাজেট তেমন কোন আশার আলো পাইনি যাতে রাজ্যের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় তার সরকারের গুণগান করে রাজ্যের অর্থনীতির বিরাট সাফল্যের হিসাব প্রণয়ন করে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাইছেন। তবে এ বিষয়ে আমার কোন কথা থাকত না যদি বাজেটে বাস্তবে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী আমরা দেখতাম। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁরবাজেট বক্তৃতার বেশ কয়েকটি অংশে কেন্দ্রের ১৩ দলের সরকারের জয় ঢাক বাড়িয়েছেন। তাঁদের বহুদিনের একটা পুরানো অভ্যাস ছিল যে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করা। কিন্তু আজকে আশার কথা হচ্ছে যে কংগ্রেসের নেতারা উনারা কিছুটা হলেও প্রগতি এবং ভালোবাসার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তবে সেটা মন্দ ভালো। বাজেট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, এই বছরের বাজেটে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন। আমি একাডেমিক আলোচনাতে না গিয়ে সুনির্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে চাইছি। মুল বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে ব্যাখ্যা মূলক বক্তব্য রেখেছেন তাতে বলা হয়েছে যে গত বছরের তুলনায় ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নূতন কর আরোপ করা হয়নি। তাহলে ১৯ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি কি করে হবে? এটা নিশ্চয়ই মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যখন জবাবী ভাষণ দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি এই বিষয়টি পরিস্কার করবেন। তবে আমার আশংকা, অর্থ বছরের মাঝামাঝি যখন হবে তখন সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের উপর নূতন করে কর বসাতে আরম্ভ করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে চলে-ছিলেন এই সরকার তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন। রাজ্যসরকার তাঁর আয় যাতে ওপেনিং

ব্যালেন্স হচ্ছে ৪৭ কোটি টাকা। এই ৪৭ কোটি টাকা হাতে পেয়ে এবং অন্যান্য খাতে আয় ধরে হয়েছে ১৯ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি। হিসাব যদি গড়মিল থাকে তাহলে বাজেট বৃদ্ধি হওয়ার কথা। এই ৪৭ কোটি টাকার সবটাই ব্যায়িত হতে পারে জন কল্যানে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যদি তাঁর ভাষণে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বলেন তবে আমাদের আশংকা জনগণের উপর ট্যাক্স বসবে। কারণ ,বাজেট এ্যাট এ গ্ল্যান্স ফর দি ইয়ার ৯৪-৯৫ দেখা যাচ্ছে ট্যাক্স রেভেনিউ ধরা হয়েছে ৪৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, ৯৫-৯৬ সালে ধরা হয়েছে ৪৯.৮০ কোটি টাকা, ৯৬ ৯৭ ইং সালে ধরা হয়েছে ৫৯-৬২ কোটি টাকা। তাহলে কোথা থেকে আসবে এই টাকা। ট্যাক্স না বসালে কোথা থেকে আসবে। সুতরাং আমাদের আশংকা একেবারেই অমূলক নয়। আমরা দেখেছি যে কোন সরকারই তাঁর পরিকল্পনা খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে।

ত্রিপুরাতেও তা হয়ে আসছে। এবারেও বাজেটে উপ মুখ্যমন্ত্রী আভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের যে চিত্র দিয়েছেন তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। বাজেটে দেওয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে পেইজ ৩০ ষ্টেটমেণ্ট সেভেন ( বাজেট এট এ্যা গ্ল্যানসের মধ্যে ) ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে রাজ্য সরকার বাজার থেকে বা এল. আই. সি, জি. আই. সি ইত্যাদি উৎস থেকে মোট ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন ৩৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে ঋণের পরিমাণ সামান্য কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৫ কোটি ৫২ লক্ষ কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেটে সরকার প্রথমেই এক লাফে এই খাতে ধরে নিয়েছে ৬০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। তাহলে এই ব্যাপক বৃদ্ধির কারণটা কি ?

দ্বিতীয়ত: দেখা যাচ্ছে যে এল. আই. সি, জি. আই. সি থেকে গত অর্থ বৎসরে নেওয়া হয়েছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এবারের হিসাবে এল. আই. সি, জি. আই. সি থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই আকস্মিক বৃদ্ধির কারণটা কি ? আমরা সবাই জানি এই সমস্ত ঋণের জন্য খুব চড়া হারে সুদ দিতে হয়। সুতরাং একই সঙ্গে রাজ্য সরকার ঋণের পরিমাণ এবং সুদ পরিশোধণের বোঝাও অনেক খানি বেড়ে যাচ্ছে। কি খাতে ব্যয় করার জন্য এই ব্যাপক ঋণের বোঝা রাজ্য সরকার কাঁধে নিচ্ছেন এই বিধানসভা তা জানার অধিকার আছে স্যার। আমি আশা করব উনি যেন উনার জবাবী ভাষণে এটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। আমার গুরুতর সন্দেহ রাজ্য সরকার এই বাজেটের হিসাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা চেষ্টা চলিয়েছে। সম্ভবতঃ ব্যাপক হারে কর বৃদ্ধি করে যে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করা হবে তা ব্যয়িত হবে অবে বামফ্রন্টের সোনার টুকরো, হীরের টুকরো ছেলেদের দিয়ে এবং উগ্রপন্থিদের ভরন পোষণে জন্য। স্যার, বিগত বৎসর রাজ্য সরকার বাজেটে আত্মসমর্পণকারী সকল উগ্রপন্থী তথা গণমুক্তি পরিষদের কেডারদের ভরণ পোষণের জন্য বাজেটেই বরাদ্দ করেছেন ১০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।

পরবর্তী সময়ে সেখানে এ. জি. দপ্তর থেকে নাকি আপত্তি তোলা হয়। এবারের বাজেটে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই এবং সুস্পষ্ট বরাদ্দও নেই কিন্তু তাদের জন্য অর্থ ব্যয় তো বামফ্রন্টকে করতেই হবে কারণ তাদের যে কথা দিয়ে রেখেছেন। তাই বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ থেকে এটাকে কাটছাট করতে হবে নতুবা যেভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার খুবই সুচতুরভাবে বাজেটের মাধ্যমে এই চেষ্টাই করেছে বলে আমার ধারণা। ৫ হাজার মনি-মানিক্যের মতো উগ্রপন্থী যারা কংগ্রেস-যুব সমিতির নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের এবং অন্যান্য নিরীহ মানুষদের ঠেঙ্গিয়েছে এবং ভিটে মাটি ছাড়া করেছে তাদের জন্য একটা কর্তব্য তো আছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মাত্র ৭ মিনিট হয়েছে স্যার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** আপনি তো ৫৩ মিনিটে আরম্ভ করেছিলেন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** তাহলে তো স্যার, ঠিকই আছে কারণ এখন ৪ টা বেজেছে।

যাদের ভিটে মাটি ছাড়া করেছেন, তাদের জন্য তো অর্থের ব্যবস্থা করা তাদের কর্তব্য।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** আপনাদের তো ৫৫ মিনিট চলে গেছে।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** রেল সম্পর্কে বলছি স্যার, জয়ঢাক পিটিয়েছেন। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার রাস্তায় রেল লাইন করতে মোট ৬০০ কোটির মত টাকা খরচ হয়েছে। ইউন্যাউট প্ল্যাটফর্মট, ইউন্যাউট সিগনালিং এবং ইউন্যাউট ইলেট্রিফিকেশান তাও তখনকার মূল্য সূচক অনুযায়ী।

স্যার, বর্তমানে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত মোট ১১৯ কিলোমিটার রাস্তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছে ১ কোটি টাকা এটার হিসাব্রি কি? বগল বাজাচ্ছেন স্যার। স্যার, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী এবং মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন উনাদের বলব। Speech of Rambilash paswan introducing the Railway Budget for Project of new line dubbling and gauge convensionetc ect 1996-97. Heeding-এ Page 17/18 Para—50

"Govt. has given top priority to the Development Rural Net work in the North Eastarn state"

স্যার, রেলের কম্পিউটারাইজেশানের কথা বলছেন। কত বড় ধাপ্পাবাজী, কত বড় বাটপারী, কত বড় জেনজাবাস থিং চিন্তা করা যায় না।

স্যার. বামফ্রন্টের নেতারা পত্রিকাতে বলেছেন রেল কম্পিউটারাইজেশানের ব্যবস্থা হবে।

**শ্রীজীতেন চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ( রতনলাল নাথকে উদ্দেশ্য করে ) আপনি যে বাটপারী শব্দটা বললেন, সেটা কি দিল্লী থেকে নকল কাগজ এনে জেনারেল সেক্রেটারীর নিযুক্ত হয়েছেন প্রচারের মত বাটপারি।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— স্যার. পেইজ ৩১-সাব ক্লজ—১ এ রিগার্ডিং কম্পিউটারাইজেশান রেল বাজেটে কি বলেছে ? এইটা স্যার ত্রিপুরার জনগণকে ব্লাফ দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকের কথা বলছে স্যার। স্যার, আমি একটু আগে আজকে বাজেটে সেশান আসার সময় একটা রিক্সা করে আসছিলাম। রিক্সার পেছনে লেখা আছে স্যার, সরকার মে 'শ' মে ৯৫ হ্যায় বেইমান, ফিরতি ট্রেজারী বেঞ্চ কহতী হ্যায় বামফ্রন্ট হ্যায় মহান।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, রাজীব গান্ধী ইলেকশানের আগে বলেছিলেন রেল তুরন্ত আ যায়েগা।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— স্যার, কম্পিউটারজেশানের রিজার্ভেশানের জন্য প্যাসেঞ্জারের টিকিটের জন্য যেখানে কনষ্টেন্ট টিকিটের চাহিদা আছে এবং যে সমস্ত স্থানে ডেইলী ৩০০ টিকিট বিক্রী হয় এবং যেখানে মোট টিকিটের ৯২ পারসেন্ট চাহিদা আছে সেখানে কমপিউটারাইজেশানের মাধ্যমে রিজার্ভেশান হয় অর্থাৎ বুকিং হয়। এ ছাড়া কমপিউটারের মাধ্যমে শ্রীনগর, পোর্টব্লেয়ার, শিলং পানাজী এই সকল স্থানেও কমপিউটারের মাধ্যমে বুকিং হয়। বর্তমানে চিন্তা বা জল্পনা কল্পনা করা হয়েছে আরো ৫৩টা স্থানে কমপিউটারের মাধ্যমে বুকিং করা হবে। দুঃখের বিষয় এতে ত্রিপুরার নাম নেই। ইট ইজ ডেঞ্জারাস থিংগ। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। নট বাজেটরী আলোকেশান। রেল মন্ত্রনালয় আগরতলা, কোহিমা এবং গ্যাংটকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করছে। নট বাজেটরী আলোকেশান।

**শ্রীজীতেন চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আপনিও সাক্রমের লোক। উনাদের নেতা প্রয়াত রাজীব গান্ধী ১৯৮৮ সনের নির্বাচনের প্রাককালে আপনার বিধানসভার কেন্দ্রে বলেছিলেন দিল্লী সে রেল তেজী সে আয়েগা। উহী তেজী সে রেল কাহা চল গয়া, আভি উনকো থোড়া পুছিয়ে।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— স্যার, উনারা ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি করছে ?

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় ত শেষ। আপনি শেষ করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— স্যার, ত্রিপুরাবাসীর সাথে কেন্দ্রের বামফ্রন্ট সমর্থিত দেবগৌড়া সরকার চালাকি করছে, বাটপারি করছে, জোয়াচুরি করছে। ললিপপ দিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ উগ্রপন্থীদের ধ্যান ধারনাটা বা অন্যান্য জনগণের ধ্যান ধারনাটা তাদের দিক থেকে সরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্যার, উত্তর পূর্বাঞ্চলে যত মিটারগেইজ লাইন আছে এইবার বাজেটে প্যারা

৫১,৫২,৫৪ এ কি আছে ? যত মিটার গেইজ লাইন আছে সবগুলিকে ব্রডগেইজ কনভারশান করার জন্য এইবারের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীঅরুন ভৌমিক :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ওনাকে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দিন, পার্লামেন্টে গিয়ে রেল বাজেট আলোচনা করুক। কেন্দ্রে কংগ্রেস দল রেল বাজেটকে সমর্থন করেছে, আর উনি ত্রিপুরা রাজ্যে রেল আসাতে অখুশী হয়েছেন।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, উনি যদি রাজ্যের স্বার্থে কোন তথ্য দেন তো ওনাকে বলতে দিন। এই জায়গাটাতো আলোচনা এবং সমালোচনারই জায়গা, উনি যদি আশংখা প্রকাশ করে থাকেন তো অসুবিধাটা কোথায়।

**মিঃ স্পীকার :—** কিন্তু উনিতো অনেক বেশী সময় নিয়ে নিয়েছেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের লোকরা আর যাই হোক অন্তত: মাননীয় স্পীকার সাহেবের চেয়ার থেকে যখন তাদের আলোচনা করার একটা সময়সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। তখন তাদের সেই সময়ের অতিরিক্ত সময় নেওয়াটাতো উশৃংখলতারই সামিল। এই ধরনের লোকদের বিধানসভায় জায়গা হওয়াই উচিৎ না, আপনি একে কনট্রোল করুন এবং ওর জন্য নির্ধারিত সময়টা ওকে মেনে নিতে বাধ্য করুন।

**শ্রীজিতেন্দ্রমোহন জমাতিয়া :—** স্যার, বিরোধী ব্যাঞ্চ থেকে কথা বলার সময় ট্রেজারী ব্যাঞ্চ থেকে বার বারই কীর্ত্তন করতে থাকেন, আপনি ওদের এই কীর্ত্তনটা বন্ধ করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, আমি আর শুধু দুই সেকেণ্ড সময় নেব এবং আমি একটা সাজেশান দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করে দেব। স্যার, ত্রিপুরাবাসীকে ধোকা দিয়ে এখানে বলা হয়েছে Hon'ble members will be happy to know that the work of Gauge Conversion of Lumding to Silchar, which will meet the long standing demand of the people of lower Assam, Mizoram, Tripura and Manipur, has been included in the budget. এখানে কে দাবী করল যে শিলচর থেকে লামডিং পর্য্যন্ত ব্রডগ্রেজ করতে হবে ত্রিপুরাবাসীর জন্য, আমি আর কি বলব স্যার, তারপরে এখানে আবার বলা হয়েছে This Govt. has decides to remcdy the sicuation. তারপর ওরা আবার ও বি সির কথা বলছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনাকে আমি আর সময় দিতে পারব না, আপনি বসুন। মাননীয় মন্ত্রী বিমল সিন্‌হা বলুন।

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থিত করা এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করি। বিরোধী সদস্যদের বলতে হয়, বিরোধিতা করতে হয় নিয়ম, বিরোধী ব্যাঙ্কে আছেন, করছেন। অনেকে এইটাকে অন্তসারশূন্য বলেছেন, আবার

অনেকে বলেছেন এটা দলীয় বাজেটের জন্য, যার যেমন ব্যখ্যা। গভীরভাবে তার কোন দৃষ্টিভঙ্গী না রেখে ওনারা এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। আমার মনে হয় গভীরভাবে সেগুলির অনুধাবন না করে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিৎ না। কোন সরকার সব ব্যাপারে সফল হবে এটা সম্ভব না। আমাদের সরকারেরও ব্যর্থতা আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকারও যা কিছু আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই তা নাও পালন করতে পারি। যে কোন সরকারই সব ব্যাপারে যে সফল হবে- যতই সে ঢাক-ঢোল পিটাকনা কেন—এটা কথনই সম্ভব নয়। আমাদের সরকারেরও ব্যর্থতা আছে। আমাদের সরকারেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায়, কিন্তু তা' নাও সে করতে পারে-কিছু কিছু বেশ-কম থাকবে। এটা এই হ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ব্রেন্ নেভার শেয়ার টুগেদার। মানুষের ব্রেইনে যা' চিন্তা' করে সব সময় করা সম্ভব হয়না। এই রকম কিছু একটা ডিফিকাল্টিস থাকতে পারে। কিন্তু যেভাবে বিরোধী বন্ধুরা সমালোচনা করছেন- একেবারে যেন বাজেটে কিছুই নেই, একেবারে সর্বনাশ-হয়ে গেছে, একেবারে অন্তঃসার-শূন্য রতনবাবুর ভাষায়। কিন্তু তার কথাটাই একেবারে অন্তঃসারশূণ্য।

এখানে এই বাজেটের উপর আলোচনায় স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে কোন ক্যাটাগরীক্যালী কোন সমালোচনা করেননি। নৃপেনবাবু করেছেন-শুনেছি। নৃপেনবাবু করেছেন,- তার উত্তর আমি দেব। হেল্থ ডিপার্টমেন্টের জন্য বাজেটে গত বছর ধরা হয়েছিল' ৪৭.২১ কোটি টাকা,- এইবার ৫২.৯৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কেন ধরা হয়েছে? আমরা এই কয়দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে চিকিৎসার সুযোগ নাই সেখানে সেটা সম্প্রসারণ করেছি। ৮২ মাইলে এই তিন-চার মাস আগে হসপিটাল হয়েছে। ছৈলেংটাতে হস্পিটাল ওপেন করা হয়েছে। বামুটিয়াতেও গত সপ্তাহে হস্পিটাল হয়েছে। বুমনাং হস্পিটাল আমরা ওপেন করেছি। ধর্মনগরে এখনো বাকি আছে- উপ্তাখালি, ব্রজেন্দ্রনগর কমলনগর, এইগুলির বিল্ডিং কম্প্লিট হয়ে গেছে- উদ্বোধন করার বাকি আছে তাছাড়া আমরা এইবার যে সমস্ত অঞ্চলে ইন-একরে সিব্লক দুর্গম-সহজে স্বাস্থ্য পরিসেবা সেখানে পৌঁছায়না, সেখানে আমরা খুব বড় ধরণের স্কীম করেছি। কাজ প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর জলেবাসাতে হস্পিটালের বিল্ডিং উঠে গেছে এখন ছাদের কাজ বাকি আছে-তার কাজ চলছে। এই বছরেই এটা হয়ে যাবে। খেদাছড়াতে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, গঙ্গানগরে কাজ আরম্ভ করেছি, দুই-চাকমা, গণ্ডাছড়াতে কাজ শেষ। গণ্ডছড়া থেকে প্রায় ১৭ কি. মি. ভিতরে সেখানে আমরা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার করেছি। তারপর থাল-ছড়াতেও আমরা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার করার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। তাছাড়া ধর্মনগরের তুলাশিখরে খোয়াই বেহালাবাড়ী, বড়পাথারী, কৈলাসহরের পঞ্চায়নগর-এইগুলি এই বৎসরই তৈরী

করে চালু করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছি। তারপর চেবরী হস্‌পিটাল যেটা ট্রাইবেলদের রাখার জন্য সেংকসান ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাকে তুলাশিখর থেকে তোলে নিয়ে গেছে চেবরীতে। কিন্তু যে বিল্ডিংটা হয়ে গেছে সেটাকে তো আর তোলে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই আমরা বাধ্য হয়েই সেই হস্‌পিটালটা ইমেডিয়েটলি ওপেন করব।

এইগুলি ছাড়া আজকে আমরা হস্‌পিটালে ডায়েট ইন্ট্রডিউসড্‌ করেছি। আগে দামছড়াতে হস্‌পিটাল ছিল কিন্তু কোন ডায়েট দেওয়া হতো না। আনন্দবাজারে হাসপাতাল ছিল কিন্তু কোন ডায়েট দেওয়া হতো না। ধুমাছড়াতেও হাসপাতাল ছিল কিন্তু কোন ডায়েট দেওয়া হতো না। এই হাসপাতালগুলিতে আমরা ডায়েট চালু করেছি। এবংএই বৎসরেই হাসপাতালগুলির মডারনাইজেসন করার জন্য-ধর্মনগর কৈলাসহর, কমলপুর, উদয়পুর এই চারটি হাসপাতালগুলিতে আমরা আল্ট্রা-সনোগ্রাফি যেটা শুধু এখন আগরতলাতেই আছে সেটা সম্প্রসারণ করেছি। অল্‌ রেডি আমাদের মেসিন বসানো হয়ে গেছে। ডাক্তারদের ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন জাষ্ট ফর্মেল ওপেনিং বাকি। তাছাড়া কমলপুরেও এই চারটি হাসপাতালে ব্লাড্‌-ব্যাংক করা হয়েছে। আগে এই ব্লাড-ব্যাংক কেবলমাত্র আগরতলাতেই ছিল-এখন এই সব জায়গাতেই হয়েছে।

আগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আন্ত্রিকে মৃত্যুর ঘটনা দৈনন্দিনকার ঘটনা ছিল। তাছাড়া গঙ্গানগরে প্রায়ই মৃত্যুর খবর আসতো এই সিজনটা এলেই। এইবার একটা মানুষকেও আমরা সেখানে মরতে দেয়নি একটাও মরেনি। সেখানে ক্যাম্পের পর ক্যাম্প করেছি এবং এই বৎসর তিন হাজারের মত ক্যাম্প সারা রাজ্যে করেছি।

জি বি হাসপাতালকে আমরা আরোও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছি। সেখানে এবার সি, টি. স্কেন মেশিন বসানো হবে। 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট' ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। অর্থপেডিক্‌স চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হচ্ছে। খুবই আধুনিকতম এবং কম্পিউটারাইজ ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসা হবে। আই. জি. এম, হাসপাতালে' লেপ্রস্কপি' মেশিন বসানো হয়েছে এবং জি. বি, হাসপাতালেও সেটা বসানো হবে।

হাসপাতালগুলি নাকি নোংরা ছিল। আমার বিরোধী নেতা শ্রদ্ধেয় নৃপেনবাবু, এখনতো বিরোধীরাও তাঁকে নেতা মানেন না এবং এখন কার নেতা আমি জানি না। নৃপেনবাবু এখন এখানে নেই। প্রতিটি দিন আটবার করে যাতে ক্লিনিং করা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। বোধ হয় এটাই উনার সহ্য হচ্ছে না। উনি এখন নোংরা পছন্দ করছেন। কেন পছন্দ করছেন আমি জানি না। এত নোংরা পছন্দ করছেন উনিতো এমন ছিলেন না কোনদিন। আজকে

দিন যত যাচ্ছে তত উনার অধঃপতন ঘটছে। ভয়াবহভাবে সেটা ঘটছে। আমরা আতঙ্কিত এই ভয়াবহ অধঃপতন কোথায় গিয়ে থামবে এটা চিন্তা করে। উনি বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করেছেন এই বলে যে, ক্যান্সার হাসপাতালে নাকি আমিষ খাদ্য দেওয়া হয় না। উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হাসপাতালগুলিতে আমিষ খাদ্য চালু ছিল। তারপর জোট আমলে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সেটা একবারের জন্যও ভুল করে উচ্চারণ করছেন না। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতালগুলিতে পুনরায় আমিষ চালু হয়েছে এবং দিনে দুবার করে ডিম দেওয়া হয়। দুধও পর্যাপ্ত দেওয়া হচ্ছে। উনি বলেছেন যে ক্যান্সার হাসপাতালে পুরনো রোগীদের ভর্ত্তী করা হচ্ছে না। আমি হিসাব দিতে পারি যে ১৯৯৫-৯৬ইং সালে ২৫৬৫ জন পুরনো রোগীকে ভর্ত্তী করা হয়েছে। ৫০১ জন পুরুষ এবং ২৫৪ জন মহিলাকে ইনডোর এডমিশান করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৩৭ জনকে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয়েছে। তারপর যে সমস্ত রোগী চিকিৎসায় কিছুটা ভাল অনুভব করে বাড়ীতে যেতে চান তাদেরকে কেন আটকে রেখে বাড়ীতে যেতে দেওয়া হবে না? তারা বাড়ী ঘরে থাকতে চাইলে আমরা কি জন্য তাদেরকে আটকে রাখব?

উনি বাড়ি-ঘর থেকেও হোস্টেলে থাকছেন। সব কিছু আছে। হোস্টেলে থাকার কোন কারণ নেই উনার। উনি যেভাবে আঘাত করছেন আমায়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। এতদিন আমি নিশ্চুপ ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, আপনি ডেপুটি স্পীকার আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে তিনি আছেন বিরোধী যারা তাদের কাছেও আমার অনুরোধ আমাকে আপনারা বাঁচান। আমাকে খুনের জন্য তিনি গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমাকে চিহ্নিত করে দিচ্ছে-এটা উগ্রপন্থী এটাকে মার। কোন খানে একটা উত্তেজনা হবে-হয়তো সেই পথ দিয়ে আমি যাব-তখন মানুষের হীতাহিত জ্ঞান থাকবেনা। আজকে দীর্ঘ্যদিনের প্রচারের ফলে ঘৃনার যে সৃষ্টি করেছে আমার বিরুদ্ধে মানুষের মাঝখানে উরা স্বাভাবিকভাবেই আমাকে মারবে। এই খুনের চক্রান্ত করছেন। উনার অভিজ্ঞতা আছে বহু খুনের। বহু খুনের অভিজ্ঞতা আছে। আমি সেটা বলতে চাইনা কিন্তু আজকে সেটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই মহানুভবতার উর্ধে করেছেন। আমি দীর্ঘ্যায়ু কামনা করছি উনার। আরো দীর্ঘ্যদিন উনি বাঁচেন। কেন বাঁচেন জানেন-উনি যে মহানুভব না এটা তিনি নিজেই তিল তিল করে নিজের উর্ধি খসিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন। আমি মহানুভব না আমি অন্যরকম মানুষ। যা তোমরা ভাব তার উল্টা। এই ছদ্দ ভেসটা তিনি নিজে সাজাচ্ছেন। আর এখন যদি উনি মারা যান কোন কারণে তিনি মহান শহিদ হয়ে থাকবেন। কাজেই. আমি উনার দীর্ঘায়ু কামনা করি উনার। যে মানুষ উনাকে তিল তিল করে চিনুক। কতভাবে তিনি মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। কতভাবে তিনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন।

আজকে তিনি ট্রাইবেল দরদের কথা বলছেন—সামনে তিনি থাকলে ভাল হত। বাম, ডান কোন আমলেই তিনি ট্রাইবেল দরদী ছিলেন না. ট্রাইবেল বিদ্বেষী। চূড়ান্ত ট্রাইবেল বিদ্বেষী। সংখ্যালঘু বিদ্বেষী। ক্ষুদ্র একটা কমিনিটি, বাতাসে ফু দিলে তা উরে যাবে আমার কমিনিটা— রি-লেট করার জন্য কি ধরনের চেষ্টা করেছেন। ক্ষেপিয়ে তুলেছেন সংখ্যা গরিষ্ঠদেরকে। তিনি আজকে ট্রাইবেল দরদী। তথ্য দেব, উনি থাকলে ভাল হত। দাঙ্গা একটা হয়েছে। ঘটনা ঘটতে পারে। তা ভুল বুঝা বুঝির ফলে হতে পারে। আমাদের এই সেন্ট্রাল জেল খানার জুন মাসের ডাইরি খানা টানলে দেখা যাবে তখন তিনি ১৬০৬ জন ট্রাইবেলকে গ্রেপ্তার করিয়ে-ছিলেন তিনি। এই সেন্ট্রাল জেলখানায় কত জায়গা আছে? ২০০ লোকের জায়গা হবে? তা হবে না। ১৬০৬ জন ট্রাইবেলকে এখানে বন্দি করেছিলেন। কার কারা। সি. পি. এম টি. ইউ. জে. এস. না ট্রাইবেল মাত্রই। কমরেড বাহ্রু দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন। কমরেড রেনুলাল দেববর্মাকে এখানে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ডেট বডিটা বাইরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ভাবে একটা একটা করে যদি আমি তুলি মানুষ তার সম্পর্কে চিনবে। বহুদিন সাইলেন ছিলাম বড় মানুষ আচ্ছা যাক না কিছু বলে রহ্য করে নেই এবং করছি। এমন ভাবে আমাকে ধমকাচ্ছেন আমিও এম. এল. এ. তিনিও এম এল এ.। এই ৬০ জনের মধ্যে আমিও একজন তিনিও একজন, উনারাও একজন। উনার রাইভেল না আমি। উনারাও রাইভেল না। এমন ভাবে ধমক দিয়ে উঠেন কি আমি তাদের রাইভেল না ওনারা তার রাইভেল। না উনার চালের তলে থাকি নাকি আমি। তা অনেক দিন সহ্য করেছি কতটুকু নীচে নেমেগেছে মানুষটা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগে ভাল ছিল। এখন ওনার ফেমিলিটা ক্রিমি-নাইজ হয়ে গেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর স্ত্রী উনার কাজে কি অপরাধ করল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ছেলেরা কি অপরাধ করল। এটা কি ধরনের অভিযোগ। কতটুকু ক্রিমিনাল মেন্টালিটি থাকলে পরেই হয়।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাজেটের উপর বক্তব্য রাখবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি কন্ট্রোল করুন।

**শ্রীবিমল সিংহ** (মন্ত্রী) :— আমি দীর্ঘ্য করছিনা স্যার,। এইগুলি বলার উদ্দেশ্য ছিলনা স্যার, আমি তা বলতাম না। মানুষ ভাবছে এর ২, ৩ টা পত্রিকায় উঠেছে যে আমি নাকি পালিয়েছি। অমুক পালিয়েছে। তমুক পালিয়েছে। এমনভাবে ছিরো চিহ্নতি করা হচ্ছে। অনেক কিছু উনার অধঃপতনের কথা বলতে পারি—যে অধঃপতনের কথা মানুষ এই-গুলি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি চাই উনি নিজেই তা বিশ্বাস করানোর পরিবেশ সৃষ্টি

করুক। আজকে বাজেট সম্পর্কে উনি বলেছেন। উনাদেরকে উত্তেজিত করছেন, বিরোধী সদস্যদের উত্তেজিত করছেন। বিরোধী সদস্যরাও উনাকে খেলার পুতুল পেয়ে বসেছেন। একবার এইদিকে একবার ঐদিকে। তারাও বেশ মজা লুটছেন। আমি তো রতিবাবুকে স্বাক্ষী মানছি। রতিবাবু শার্ট খুললে এখানে প্রমান হবে পিঠের চামড়া তিনি তুলিয়ে ছিলেন। লক-আপের মধ্যে টর্চার করেছেন। আজকে তিনি ট্রাইবেল দরদী হয়েছেন। আবেগে তিনি ঘরে যাচ্ছেন, ট্রাইবেলরা এখানে আসতে পারছেনা। কত টান ট্রাইবেলদের জন্য। কত দরদ ট্রাইবেলদের জন্য। আজকে এই দুর্ঘটনা আমরাও তার ঘৃণা করি। ট্রাইবেল ছেলে ৪. ৫জন বাগমাতে মারা যায় আমরাও ঘৃনা করি।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, মূল বিষয়ে ফিরে আসার জন্য আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার** :— কনক্লোড করুন।

**শ্রীবিমল সিংহ** ( মন্ত্রী ) :— আমি হয়তো শান্তির জন্য এক জায়গায় যাব, রাস্তা করার জন্য এক জায়গায় যাব। কোন জায়গায় ঝগড়া লাগছে, রায়ট চলছে, হয়তো আমি সেই জায়গায় গিয়ে যাব। এই মানুষটার জন্য একটা বাজেট কেইল হবে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যেভাবে আমাকে একটার পর একটা আঘাত করছেন। এখানে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আছেন। মাননীয় ডেপুটি সি এম আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে যিনি তিনি আছেন এবং বিরোধী যারা আছেন তাদের কাছেও আমার অনুরোধ আমাকে আপনারা বাঁচান। আমাকে গভীর খুনের ষড়যন্ত্র তিনি করছেন। হত্যার গভীরতম ষড়যন্ত্র চলছে। আপনার কাছে আমি আজকে প্রার্থনা করছি আমাকে গ্যারান্টি দিন, আমাকে বাঁচান। আমি এই সরকারের দলের একজন হয়ত আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সিকিউরিটি প্রার্থনা করছি নিরাপত্তার সুবন্দবস্ত করা হউক। যে ভাবে এই মানুষটা খুনের চক্রান্ত করছে তাতে আমি আতঙ্কিত। কাজেই, এইসব সম্পর্কে হুশিয়ার হতে হবে। এবং এই সমস্ত মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্তি মুলক কথা বলে সত্য কে আড়াল করা যায় না। ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় না, তাদের ডাইট দেওয়া হয় না এই গুলি কি ? আমি এই বক্তব্য দীর্ঘস্থায়ী করব না। এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটের যারা বিরোধিতা করছেন বিরোধী বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব এটাকে যাতে এই বাজেটকে সমর্থন করেন, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়।

**শ্রীরতন চক্রবর্তী** :— স্যার, আজকে একটা নজীরবিহীন ঘটনা হল এই হাউসের সাধারণত আমরা কপান খাই। আজকে খুব ভাল লাগল মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী ২ বার ইন্টার-আপ করেছেন যে বক্তব্যটা যাতে বাজেটের ভিতরে রাখে। একটা ব্যাপারে আমরা একটু আতঙ্কিত স্যার, যে কি দেশটার নাম চেচেন্ক, না কি ছিল, সে চলে যাওয়ার পর বাহিনী বাহির হয়েছে।

বিমলবাবু এখন যদি সত্য হয়ে থাকেন তা হলে ঐ কাহিনীগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। আরেকটু বললে আমরা খুশি হতাম। যার জন্য আমরা কোন বাঁধা দেইনি। ওয়েল কমুনিষ্ট ওয়েল কাম। আরো বলেন আরো বলেন। দিস্ ইজ দি বেসিক্ কেরেক্টার অব কমিউনিষ্ট পার্টি।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয়, উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ সনের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখার জন্য দাঁড়িয়েছি এবং সাথে সাথে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নেতিবাচক দিক থেকে এই বাজেটের সমালোচনা করছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যের বর্তমান আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয় এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া, আয় ব্যয় চিত্র তুলে ধরেছেন। তার পাশাপাশি আমাদের এই বাজেট কি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছে তাও বলেছেন। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা সেটাকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিংবা বুঝতে পারেননি। বারবার তারা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন রাজ্যের বাজেট, তবে কেন্দ্রের থেকে দাবী করা হয়েছে। রেল সম্পর্কে উৎসাহিত হবার কিছু নেই বলেও উল্লেখ করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ভারতবর্ষের শাসন কাঠামো বা অর্থনীতি ব্যবস্থা কিভাবে চলছে ? তা ভুললে চলবে না, আমাদের দেশ ফেডারেল কাঠামোয় চলে। সারা দেশের অর্থনীতির গতিবিধি এবং তার উঠা নামা আমাদের রাজ্যেও পড়তে বাধ্য। কাজেই, সে কারণে ঠিকই উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা কি করতে যাচ্ছি, এবং সেটা ফলপ্রসূ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পরিকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এককালীণ অনুদান হিসাবে ৫০০কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা চাওয়া হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্য রতনবাবু বলেছেন এ. ডি. সি কে আবার টাকা কেন ? দরকার নেই একেবারে বলেননি। কিন্তু অন্যভাবে বলেছেন, এর বিরোধিতা করেছেন। স্যার, বাজেট শুধুমাত্র কোন্ দপ্তরে কতটা কাজ হবে, কিংবা কত বেনিফিসারিকে কাজ দেওয়া হবে তা দেখে বাজেট নয়। বাজেট হচ্ছে, রাজ্যের জনগণের জন্য অভাব অন সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরী করা তাহলেই বাজেট স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। আর এটা করতে না পারলে বাজেট স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। সে জন্য লং টার্ম প্রোগ্রাম করতে হয়। বাজেট শুধুমাত্র এক বছরের জন্য নয়। আর সে জন্যই স্বাভাবিক ভাবে আজকে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কোন্ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা সবারই জানা, নূতন কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী হয়েছে মাত্র কিছুদিন হয়। এর আগে একটা সরকার ছিল। তার ভুল অর্থনীতির জন্য, উন্নয়নের নামে, খোলা দরজার নামে সবটা বন্ধ হউক এটা আমরা চাই না। আমরা চাই কিছু কিছু প্রযুক্তি

যেগুলি আমাদের দেশে নেই সেগুলি আসুক। কিন্তু এমন ভাবে অবাধে আমাদের অর্থনৈতিক দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে যে, যেগুলি আমাদের স্বয়ম্ভর প্রযুক্তি ছিল, সরকার পরিচালিত উদ্যোগগুলি লাভের মুখ দেখত সেগুলি আজকে বন্ধ করে দিয়েছে। ৭ লক্ষ কোটি টাকার উপর আমাদের বিদেশী ঋণ। আর ৪ লক্ষ কোটি টাকার মত ইন্টারনাল ডেবট চাপ পড়ছে এর জন্য। আমরা বিরোধিতা করছি। সেখানে না চাইলেও বাধ্য হয়ে জনগণের উপর চাপসৃষ্টি করতে হয়েছে। এই জায়গায় আজকে একটা করহীন বাজেট, কর বসাতে চাইলে কোথায় বসানো হবে ?

বিগত ৪৮ | ৪৯ বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস দলের শাসন। ফলে শুধু এই রাজ্যের মধ্যে না, এই দেশের ৯০ কোটি জনগণের উপরে কর বসানোর কোন জায়গা রাখেনি। কোথায় কর বসবে ? এখানে বিরোধী মাননীয়, সদস্য মহোদয়রা বার বার বলেছেন শুভংকরী অংকের কথা। এই রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী সবাই গরীব। কাদের উপর আমরা কর বসাবো। এখানে যে একটা ব্যালেন্স বা ভারসাম্যের ভিত্তিতে বাজেট পেশ করা হয়েছে আমরা আশা করছি রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ এটাকে গ্রহন করবেন। স্যার, একটা পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির হাওয়া এই বিধানসভার মধ্যে ঢুকেছে। সেই হাওয়া যারা দর্শক হিসাবে এখানে আসেন তাদের উপর না, যারা সাংবাদিক হিসাবে এখানে রেকর্ড করতে আসেন তাদের উপর না, আমরা গত ২।৩ দিন ধরে লক্ষ্য করেছি বিরোধী বেঞ্চের সদস্য মহোদয়রা কথায় কথায় জনগণের কথা বলেছেন। এই জনগণের জন্য কথা বলাটা আসল কি নকল সেটা আমি জানিনা। তবে আসল হলেই ভালো হয়। তবে তাঁরা জনগণের জন্য মাঝে মাঝে চোখের জল ও ফেলতে চেষ্টা করেন। তাদের আমলে আরক্ষা বাহিনীকে দুর্নীতির তলে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসনের সেই রকম দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়া উচিং নয়। দেশের মধ্যে একটা জনদরদী সরকার থাকবেন। কাজেই, আজকে সারা দেশের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। আমরা চাই কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, এমন কি আমাদের বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন সংগঠিত হোক। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যারা বামফ্রন্ট সরকার পরিচালন করছেন তাঁরা রাজ্যের গরীব মেহনতী মানুষের জন্য কাজ করছেন। আমরা বিশ্বাস করি, যতক্ষন পর্যান্ত না এই রাজ্যের গরীব মানুষের মধ্যে কি সামাজিক দিক থেকে, কি অর্থনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীলতা বা প্রোটেকশান দেওয়া না যায় ততক্ষন পর্য্যন্ত কোন সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না, অন্ততঃ সেটা ফলপ্রসূ হবে না। কার্য্যকরী হবে না। যেটা আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে যারা ছিলেন তারা ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্টের দিকে নজর দেননি। তারা ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সী, কোন কোন জায়গাতে হরিজন ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সী, ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সীর, তারপর জওহরলাল নেহেরুর নাম নিয়ে, ইন্দিরা

গান্ধীর নাম নিয়ে, যাদের আমাদের দেশের লোক নিতে চাইছে না, অথচ তারা বাধ্য হয়েছিল তাদের নাম নিতে, কেন্দ্রীয় ব্রুট মেজরিটির সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত কাজগুলি করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের জনগণের কোন উন্নতি হয়নি। কারণ সেইভাবে পরিকল্পনাগুলিকে সাজানো যায়নি। দেশের গরীব মানুষ যাতে এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলির সুফল পেতে পারেন সেই পরিকাঠামো তৈরী করা হয়নি। স্যার, ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য এ. ডি. সির উন্নয়নের জন্য আমরা টাকার অংক বৃদ্ধি করতে চাই। শুধু অর্থ বরাদ্ধ না আমরা এ. ডি. সির হাতে অধিক ক্ষমতাও দিতে চাই। আমি আগেই বলেছি ডেভেলাপমেন্ট ডাস নট মীন ফিনান্সিয়েল স্যাংশান। একটা পরিকাঠামোর ডেভেলাপমেন্ট করতে হলে তার মেণ্টালী ফিজিক্যাল এবং ফিনান্সিয়েলী সবটাই দরকার। তাদের হাতে আরও অধিক ক্ষমতাও দিতে হবে। কিন্তু এই জিনিষগুলি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে অনুপস্থিত।

কংগ্রেস যখন এই সরকার চালিয়েছিলেন এই রাজ্যের ভিতরে এইগুলিকে সংকুচিত করা হয়েছে, এইগুলিকে বাধা দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা সেই বাধাগুলিকে অপসারন করে এক দিকে এ. ডি. সিকে শক্তিশালী করার জন্য বলছেন, ইনার লাইন পারমিটের কথা বলছেন। এ. ডি. সি-র ভিতরে পঞ্চায়েতরাজ লাঘব করা যায় না ভারতবর্ষের সংবিধান এটা পারমিট করে না সে জন্য আমরা দাবী করছি আমাদের প্রয়োজনে আমাদের দেশের কনষ্টিটিউশ্যান তথা আমাদের দেশের পার্লামেন্ট আমাদের এ. ডি. সি-কে আরও শক্তিশালী করার জন্য সে ভাবে ক্ষমতা দিক। যেখানে পঞ্চায়েত রাজ সিষ্টেম চলে সেখানে আমরা দুর্বল অংশের মানুষের জন্য রিজারভেশ্যান, নারীদের জন্য প্রগতির সুযোগ এবং সর্ব্বপরি সেখানে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা শুধু টাকা খরচ করে সেখানে এ্যাগজিকিউট করা, মনিটার করা, সুপারভাইজ করা সেগুলির জন্য পঞ্চায়েত সিষ্টেমের জন্য টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখানে যে বনাঞ্চল আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে ফরেষ্ট এবং এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে তাঁরা বলছেন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কোন দেশের বা ভূখণ্ডের ২২ শতাংশ হলে মোটামুটি চলে। ৭৮ শতাংশ যদি বনাঞ্চল না থাকে সেখানে প্রাকৃতিক ইকলজিক্যাল ব্যালেন্স রক্ষিত হয় না কিন্তু এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা কি লক্ষ্য করছি? এখানে সেই সময়েতে কংগ্রেস আমলে তারা যে ভাবে সারা দেশের মধ্যে একটা আইন তৈরী করে ছিলেন ঐ রাজস্থানের দিকে তাকিয়ে বা অন্য রাজ্যের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা ভাবা হয়নি

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :**—অনারাবল মেম্বার আপনি কনক্লুড করার চেষ্টা করুন।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :**—এখানে ফরেষ্ট এখন প্রায় ৬০ ভাগের উপর দখলীকৃত। সেই ফরেষ্টের কিছু ল্যাণ্ড অকপাই করে জনগণের মধ্যে যারা ভূমিহীন বিশেষ করে উপজাতি অংশের

মানুষ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ যদি না করে তাহলে এই ৩০০ কোটি বা সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বাজেট যাই আমরা করি না কেন আমাদের অর্থের অংকে হবে না সে জন্য আমরা এটা সার্ভে করার জন্য কথা বলেছি, পানীয় জলের জন্য বলেছি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সবচেয় বড় যে দায়িত্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা ইত্যাদির জন্য সুযোগের কথা বলেছি। এখানে গতকাল মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী বলেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার নাকি খেলাধূলার দিকে নজর দেন না। অবাক লাগে, উনি আমার পূর্বসূরী, ৫ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী ছিলেন। উমাকান্ত ময়দানে এখন যান এবং সেই ময়দান এখন কি রকম দেখতে লাগে? আগে সেই উমাকান্ত ময়দানের আশেপাশে রঙ্গিন বোতলের ভিড়ে হাটা যেত না, সেখানে খেলার বদলে সারা রাত ফূর্ত্তি করা হত। সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে কোন টাকা না দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করতেন এবং সেই টাকা তাদের চেলা-চামুণ্ডরা ভাগবাটোয়ারা করে নিতেন। শুধু এটা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক জায়গায় বহু স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল মেম্বার, আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— কনক্লুড করছি স্যার। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষের দিকে তাকিয়ে, শিশুদের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে, নারীদের প্রগতির দিকে তাকিয়ে, তফশীলি জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং ও. বি. সি মানুষের দিকে তাকিয়ে তাদের মেন্টাল, ফিজিক্যাল এবং স্প্রিচুয়াল ডেভলাপমেন্ট যাতে করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে করা হয়েছে। আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং আমি আশা রাখছি মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও এই বাজেটকে সমর্থন করে ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্খার সামিল হবেন।

**মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—** অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীতপন চক্রবর্তী।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিশেষ করে বিরোধী নেতার ভারপ্রাপ্ত শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয় গতকাল কিছু মন্তব্য করেছেন আমি সেই সম্পর্কে ২-১টি কথা বলব। আমার অবাক লাগে যে, উনারা এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সময়ের ৫ বৎসরের কথা কি করে ভুলে গেলেন? আমাদের কাছে তাদের আমলের ৫ বৎসরের ৫টা বাজেটের বই আছে। আমি রিকুয়েষ্ট করব তাদের, তারা যেন সেগুলির সাথে তুলনা করে বলে, আলোচনা করেন। যদি ধরে নেই আজকে উনারা যদি সরকার চালাতেন, এর চাইতে ভাল বাজেট প্রেজেন্ট করতে পারতেন ত্রিপুরার রাজ্যবাসীকে? আমার ত বিশ্বাস করবার একটা ভিত্তি থাকবে যে, এর উপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি, এর চাইতে ভাল বাজেট আমি করতে পারি। কোন নজীর নেই অতীতে। ত্রিপুরা রাজ্যে উনারা এর চাইতে ভাল বাজেট করে সরকার চালিয়েছেন এর কোন নজীর নেই। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে

আমাদের বাজেট একটা সাংঘাতিক ধরনের হয়ে গেছে এই কথা আমরা মনে করিনা। তবে ইট ইজ এ ব্যালেন্স বাজেট, এই বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে উন্নয়ন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য কি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে চলছে, সেই জায়গাতে এইটা আমরা মনে করি যে, এইটা একটা কাজের বাজেট হয়েছে। স্যার, আমাদের কেন্দ্রীয় যুক্ত ফ্রন্ট এর সরকার বেসিক মিনিমাম তারা ঘোষনা করেছেন, সেটাকে ব্যঙ্গ করেছেন। আমি বলব, ব্যঙ্গ করার আগে নিজেদের অবস্থানটা দেখা উচিত। উনি আরো বলেছেন যে, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের দয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি রিকুয়েস্ট করব যে, নিজের দলের চেহারাটা আর একটু ভাল করে দেখুন। কেন আজকে কংগ্রেস দলটা শত বৎসরের কংগ্রেস দল, ৫০ বৎসর দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ এখন ভুলতে বসেছে। গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে একটা এত বড় জাতীয় দল। কেন দিল্লীর ক্ষমতা থেকে নেই। ভারতবর্ষের দুটো বড় রাজ্য ছাড়া কোন বড় রাজ্যের মধ্যে আজকে আর কংগ্রেসকে মানুষ রাখেননি। মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যা ছাড়া। কেন এতই যদি কংগ্রেস দল ভাল হয় তাহলে মানুষ তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করত, আরও ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধির জন্য তাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করত। আজকে যখন বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বেসিক মিনিমাম সারভিস ঘোষণা করল, দিস ইজ দি ফাস্ট টাইম যে, ভারতবর্ষের মধ্যে দল মত সম্প্রদায়, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত অংশের গরীব মানুষের জন্য এইটা ঘোষনা করেছে। দিস ইজ দি ফাস্ট টাইম। সেখানে রাজ্য সরকারগুলিকে ডেকে নিয়ে বলেছেন যে আপনারা ঠিক করুন, এই ৭টা কাজের মধ্যে কোন তিনটা কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন? সেই অনুযায়ী আমরা বলেছি আমাদের গৃহের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা যেটা সারা ভারতবর্ষে আছে, আর রোড কানেকশান। আমাদের এখানে ২ লক্ষ ২০ হাজারের মত গৃহহীন আছে। উনি যে হিসাব দেখিয়েছেন তার সঙ্গে আমরা একমত। ৫০০ কোটি টাকা লাগবে সবাইকে বাড়ী দিতে হলে। তিন বৎসরে বা ২ হাজার সালের মধ্যে সেটা কি সম্ভব? আশংকা প্রকাশ করা এক জিনিস, প্রশংসায় মুখটা ভরে উঠেনা কেন যে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষে একটা সরকার এই সাহসী পদক্ষেপটা নিতে পারল, ঘোষণা করতে পারল যে সারা ভারতবর্ষে গৃহহীনকে বাড়ী তৈরী করে দেবে, যার রুটির ব্যবস্থা নেই তাকে রুটির ব্যবস্থা করে দেবে। কোটি কোটি মানুষ ভারতবর্ষের মধ্যে বেসিক মিনিমাম নিড পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। পানীয় জল পাচ্ছে না। পানীয় জলের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করুন, নিজেরাতো কিছুই করতে পারেননি, নিজেরা কতটুকু কি করেছেন তার সমালোচনা করুন, আত্ম সমালোচনা করুন। তা না করে বাজেটের বিরোধিতা করছেন। আবার রেল সম্পর্কেও আপনাদের আতংক সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, স্বাধীনতার পর এই প্রথম শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলের প্রভিশন কেন্দ্রীয় বাজেটে রাখা হয়েছে। স্যার, গত বছর আমাদের একটা বামপন্থী টিম দিল্লী গিয়েছিলাম এবং কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী জাফর সরিফের সঙ্গে আমরা

আলোচনায়, ছিলাম ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এইরেল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করুন। তিনি আমাদের আশাও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে বাজেট করার সময় তিনি কি করেছেন সেটা কি ত্রিপুরার মানুষ ভুলে যাবে। সংসদে যখন রেল বাজেট পেশ হল তখন দেখা গেল ত্রিপুরার জন্য কিছুই নাই, তখন ত্রিপুরার জনগণ অবাক হয়ে দেখলেন সংসদের রেল বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটা কথাও উল্লেখ নেই। করা হল না। এই অবস্থায় আজকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা সাহসি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তখন তাকে সফল হতে দিন। এই সাহসী পদক্ষেপ দেখে আতংকিত না হয়ে সেটাকে সফল হতে দিন। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয় কোথা থেকে এই হাউসে কি পড়েছেন আমি জানি না। এখানে আমার কাছে এক্সপ্লান্যাটরি মেমোর‍্যাণ্ডম: রেলওয়ে বাজেটের একটা জেরক্স কপি আছে এবং তাতে আছে, This Government is fully aware of the infrastructural deficiencies which exist in the rail network in the North Eastern States. Even State Capitals are not linked by rail. The difficult terrain in the region makes railway building very capital intensive and as Hon'ble members are aware that there is acute constraint of resources. Howeves, this Govt has decided to accord top priority to the development of rail network in the Noth Eastern States.

The Hon'ble members from the north eastern States have been representing about the lack of rail links to the state capitals. This Government has decided to remedy the situation. As a start in this direction, the work of construction of the new line from Kumarghat to Agartala to link the capital of Tripura has been included in the budget. এর পরে আপনাদের এত সন্দেহ কেন? স্যার, আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন মাত্র গঠিত হয়েছে। কিন্তু গত মাসে আমি এবং আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানের সঙ্গে দেখা করেছি, আমাদের সঙ্গে ওনার যে কথা হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন আপনাদের টাকার জন্য কোন অসুবিধা হবে না। আমি প্ল্যান অ্যালকেশন করে আরও টাকা বাড়াব, আপনাদের টাকার কোন সমস্যা হবে না।" একথার পরেও এত সন্দেহ কেন? এবং স্যার, সেই প্যাটার্নটা এবার যেখানে যেখানে নতুন রেললাইন করার প্রশ্ন রয়েছে-সবগুলি জায়গাতেই আমরা দেখছি যেমন উদনপুর-শ্রীনগর-বরমুল্লা-সেখানে ৯০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট সেখানেও এই টোকেন প্রভিশন এক কোটি টাকা। তারপর ...

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—ঠিক আছে, এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস একসটেণ্ডেড হল।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :—তারপর স্যার, ছাকরী-হাসানপুর এটা হচ্ছে নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের

এইখানে নিউ লাইন হচ্ছে। সেখানেও একশ কোটি টাকার প্রজেক্ট টোকেন প্রভিশন হচ্ছে তিনকোটি টাকা। তারপর নর্থ-ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের নিউ লাইন ফাকলাকী-বালুরঘাট এইটা ওয়েষ্টবেঙ্গল ৮৭.১১ কি, মি, লাইন করার জন্য টোট্যাল প্রজেক্ট হচ্ছে-৯৩.৭৭ কোটি টাকা কিন্তু টোকেন প্রভিশন হচ্ছে ৩ কোটি টাকা। সিমিলারলি-সাদার্ন রেলওয়ের মধ্যে তিন চারটা লাইন রয়েছে যেখানে ১৫৭ কোটি টাকার প্রজেক্ট সেখানে টোকেন প্রভিশন-১ কোটি টাকার রয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতে যেমন রয়েছে ১১৯ কি মি, সেটা করার জন্য প্রজেক্ট হচ্ছে ৫০০ কোটি টাকা সেখানে টোকেন প্রভিশন ধরা হয়েছে-১ কোটি টাকা। স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাই। মাননীয় সদস্য রতনবাবু আরেকটা কথা বলেছেন-আমি রেল বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটারাইজেসান-উনি সমস্ত ব্যাপারটাকে এমন একটা গোলমালের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। স্যার, আমি পড়ে শুনাচ্ছি যেটা সম্পর্কে উনি বলেছেন।

"Computerisation of reservation of passengers tickcts has been appreciated by everybody. There is a constant demand from all areas to extend it to more stations. Presently 92'/. of the reservations are computerised all the stations where there are more than 300 reservations everyday computers have been provided. Besides this computers have already been provided to extend reservation facilities in Srinagar, Portblare, Shillong and Panjim where there are no railway line. it is planned to provide this facilities at 53 more locations. In 1996—97 railway ministry is in touch with the State Government to provide ministry is in touch with the State Government to provide thts facility at Agarta, Kohima, and Gangtok.

তাহলে এত সন্দেহ কেন ? এর আগে ভারতবর্ষের কোন রেল বাজেটে ১৯৭৭ এর আগে আমরা কি দেখেছি কোন জায়গাতে এত ডিটেইল্ড ওয়ার্ক-ভারত সরকার এর এই ব্যাপারে এত চিন্তা ভাবনা ছিল না ? ছিল না ? স্বাধীনতার পরে ১৯৭৭ পর্য্যন্ত ১৪ কি, মি রেল পথ হয়েছে। আর ব্রিটিশ শাসনের সময়ে সারা দেশে ২৫০০০ কিমি. রেল পথ তৈরী করেছিল তারা। এরপর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ১৪ কি. মি. রেল পথ হয়েছে। এই ধর্মনগর পর্য্যন্ত। তারপর জনতা সরকারের আমলে মোরারজী দেশাই সরকার-এর আমল থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত ৩৬ কি. মি রেলপথ একস্‌টেডেড্ হয়েছে। এটা কাদের প্রজেক্ট ? কাজেই সেদিক থেকে স্যার, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রজেক্ট অন্য সরকারের প্রজেক্টের মত নয়-এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, খুব দ্রুত গতিতে এর কাজ শুরু হবে এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত এটা একস্‌টেণ্ডেড হবে।

স্যার, এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের দপ্তরের সম্পর্কে দুই একটি জায়গাতে কেউ কেউ বলেছেন আমি শুধু একটা জায়গাতে বলব, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনবাবু বলেছেন যে শ্রমিকদের

সম্পর্কে কোন কথা নেই এই বাজেটে। এই বাজেটে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। এখানে গ্রামীণ উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, শিল্পের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে সম্ভাবনাময় সকল শিল্পের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে টী গার্ডেন, রাবার বাগান এইগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন এবং উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সকল শিল্পোউন্নয়নের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে যারা শ্রমিক রয়েছেন কি উপজাতি-কি অনুপজাতির শ্রমিক তারা সকলেই কাজ পাবেন। গত তিন বছরে আমরা এভাবে গ্রামীণ এবং শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আমরা গত তিন বছরের মধ্যে একটা মানুষকেও অনাহারে মরতে দেইনি-যেটা গত পাঁচ বছরে একটা ফেনোমনন্ ছিল।

এটাকে আপনারা স্বীকার করবেন না ? এবং এই তিন বছরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে তিন কোটির বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছে। এতে কি শ্রমিকরা কাজ পায়নি? জোট সরকারের আমলেতো জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক দরদের কথা বলছেন নাকি শ্রমিকদের নিয়ে ব্যংগ করছেন? আমি বলছি আপনাদের মুখে শ্রমিক দরদের কথা মানায় না। সমস্ত শিল্পকে আপনারা পংগু করে দিয়েছিলেন। জুট মিলকে আপনারা বন্ধ করার পর আমরা এসে সেটাকে পুনরায় চালু করেছি। কোথায় ছিল আপনাদের শ্রমিক দরদ? সমস্ত চা-বাগানগুলি অচল করে দেওয়া হয়েছিল তখন। কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাই নিত্যদিন চলছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেগুলিকে অধিগ্রহণ করেছেনা। সেগুলি চলছে এখন। কাজেই এগুলি বলা ভাল না। দেখার মত দৃষ্ট শক্তি থাকা চাই আপনাদের। বিশ্লেষণ করার মত মন এবং মেধা থাকতে চাই আপনাদের। তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এই বাজেট অন্তসারশূণ্য নয়। এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে। আমি অনুরোধ করব সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেখবেন। শুধু মাত্র বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করবেন না। গণতন্ত্রের কথা বলছেন? পঞ্চায়েতগুলির অবস্থা কি করেছিলেন? মানুষ সেদিন পর্য্যন্ত আপনাদের চেহারা দেখলে উত্তেজিত হয়ে যেতেন। এত গণরোষ! পাঁচ বছরের দগ্দগে ঘাগুলি এখনো ঠিকভাবে তাদের শুকাইনি। কোন্ লজ্জায় মানুষের কাছে ভোট চাইতে যাবেন? সেদিন পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন-পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ানোর সাহস নেই বলে। অজুহাত সৃষ্টি করা হচ্ছিল যে গণতন্ত্র নাকি নেই। আসলে মানুষের সামনে আসার কোন ধরণের সাহস ছিল না তাদের। ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্র আছে কিনা সেটা রাজ্যের মানুষ বলবে। আপনাদের কোন সার্টিফিকেট দিতে হবে না। ব্যক্তিগত উপলব্দির মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারছেন আইনশৃংখলা আছে কিনা বা গণতন্ত্র আছে কিনা। এগুলি আপনাদের মুখে অন্তত মানায় না। এই বলে শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** এই সভা আগামী ২৩শে আগষ্ট, ১৯৯৬ ইং শুক্রবার বেলা ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No. 6

Name of the Member :— Smti Kartik Kanya Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :

প্রশ্ন

ক) সম্প্রতি এস-সি এবং এস, টি পুলিশ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘোষিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন পরিবর্তন করা হয়েছে কি ?

খ) যদি করা হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

ক) না, সম্প্রতি এস. সি এবং এস. টি পুলিশ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘোষিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন পরিবর্তন করা হয় নাই ।

খ) প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question No. 7

Name of the Member :— Smti KartiK Kanya Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে তফসিলী উপজাতি সহ গরীব অংশের মানুষের জন্য Legal aid দেওয়া হয় ?

খ) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উহাতে কত সংখ্যক তফসিলী উপজাতি, তফসিলী জাতি এবং অন্যান্য অংশের মানুষ এই Legal Aid Scheme-এ গত তিন বৎসরে উপকৃত হয়েছেন

গ) Legal Aid পাওয়ার পদ্ধতি কি ?

উত্তর

ক) 'হ্যাঁ' রাজ্যে তফসিলী উপজাতি সহ গরীব মানুষের জন্য Legal Aid দেওয়া হয় ।

খ) গত তিন বছরে নিম্ন বর্নিত হারে গরীব শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হয়েছেন :—

| তফসিলী উপজাতি | তফসিলীজাতি | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|
| ৪৬ ( ছেচল্লিশ ) জন | ২৮ ( আঠাশ ) জন | ৬৯ ( উনসত্তর ) জন | ১৪৩ জন ( একশত তেতাল্লিশ) জন ) |

গ) গরীব অংশের মানুষ প্রমানপত্র সহ মহকুমা শাসকের ( যিনি মহকুমা Legal Aid কমিটির সদস্য সচিব ) কাছে আবেদন করলে কাগজ পত্র ও অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা পূর্বক ব্যাপারটা

বিবেচনা করা হয়। সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত মনে করলে সদস্য সচিব বিনা খরচায় উকিল নিযুক্ত করেন ঐ গরীব লোকের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করার জন্য। যদি কেউ প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে রাজ্য Legal Aid Board-এর সদস্যসচিবের সঙ্গে আইন দপ্তরে সাক্ষাৎ করতে পারেন। প্রয়োজনে, উনি সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন।

Admitted Starred Queston No. 11

Name Of Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, জোট সরকারের আমলে রাজ্যে যে সমস্ত লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে গান বাজনার যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর পুণর্গঠিত নূতন লোকরঞ্জন শাখাগুলির কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরিত করা হয় নাই ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে ঐসব গান বাজনার যন্ত্রপাতিগুলি হস্তান্তরিত না করার কারণ কি ?

৩। রাজ্যের লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে পুনরায় গান বাজনার যন্ত্রপাতি নূতন করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পুরানো লোকরঞ্জন শাখা থেকে যন্ত্রপাতি তুলে এনে নূতন লোকরঞ্জন শাখায় দেওয়া হয়েছে।

২। হস্তান্তরিত না করার প্রশ্নই উঠে না।

৩। সরকারের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে রাজ্যের লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে গান বাজনার যন্ত্রপাতি নূতন করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 12

Name of Member :— Shri Umesh Ch. Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগরের প্রেমতলাতে পশু হাসপাতালের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সেখানে হাসপাতাল করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই ?

২। সত্য হলে ইহা কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, ধর্মনগরের প্রেমতলাতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের নিজস্ব জায়গা আছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হেতু ঐ জায়গায় ঘর করা সম্ভব হয় নাই।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এ ব্যাপারে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই।

Admitted Starred Question No. 20

Name of Member :— Sri Sudhan Das,

Subject : - Means for procurement of Fertilizer & P.P.C.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ইং সনে রাজ্যে ইউরিয়া সার সহ বিভিন্ন ধরণের সার ও কীটনাশক ঔষধ আনার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার শস্য খন্দ অনুসারে ইউরিয়া সারের রাজ্য ভিত্তিক বরাদ্ধ করে অন্যান্য অনিয়মিত সার ও কীট নাশক ঔষধ দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে রাজ্যগুলি ক্রয় করিয়া থাকে।

১৯৯৬-৯৭ সনে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের খারিফ খন্দের জন্য ৯৫৫০ মেঃ টন ইউরিয়া সারের বরাদ্ধ করিয়াছে। সে অনুসারে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার ক্যামিক্যাল লিঃ, নামরূপ সরবরাহ শুরু করিয়াছে।

অনিয়ন্ত্রিত সার যেমন :— এস, আর, পি- এম, ও, পি- ডি, এ, পি-যৌগিক সার সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে এবং ক্রয়মূল্য অনুমোদিত হইয়াছে। সরবরাহ আদেশের মাধ্যমে এই সার সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

১৯৯৬-৯৭ সনে কীটনাশক ঔষধ সরবরাহের জন্য গত বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় মূল্য ৩০-৭-১৯৯৬ইং তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালে পরবর্তী সময়ের কীট নাশক ঔষধ সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। কীটনাশক ঔষধ প্রয়োজন মত আমদানি করা হয়।

Admitted Starred Question No. 28

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে নূতন কোন থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি গঠণের কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

২। করে থাকলে কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। সরকার নিম্নলিখিত তিনটি নূতন থানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :—

যথা : ১) খেদাছড়া
২) কচুছড়া
৩) চাম্পাহাউর

নির্দিষ্ট কোন কোন এলাকায় উগ্রপন্থী হামলা প্রতিরোধের বিষয় বিবেচনায় রেখে আউট পোষ্টের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 32

Name of the member :—Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Departmen be pleased to state ;—

১নং প্রশ্ন :— ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মাশরুম চাষীর সংখ্যা কত ?

উত্তর :— ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মাশরুম চাষীর সংখ্যা ২,৪৬৮ জন।

২নং প্রশ্ন :— এ পর্য্যন্ত কতজনকে মাশরুম চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :— এ পর্য্যন্ত ১ ৬৪৪ জনকে মাশরুম চাষের জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে।

৩নং প্রশ্ন :— মাশরুম চাষকে উৎসাহ দানের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :— মাশরুম চাষকে উৎসাহ দানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নাগিছড়ায় হরটি রিসার্চ কমপ্লেক্সে ১টি ল্যাবরেটরী, ফ্রুট ক্যানিং সেন্টার সংলগ্ন রামনগরে ১টি ল্যাবরেটরী, উত্তর জেলার কুমারঘাট আশ্রম পল্লীতে ১টি ও দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজারে ১টি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবরেটরী হতে এ পর্য্যন্ত ২০,০০০ প্যাকেট স্পন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ক) কেন্দ্রিয় সরকারের প্রকল্পে মাশরুম চাষকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পর প্রত্যেক চাষীর জন্য ৫০০ টাকা মূল্যের সামগ্রী দেওয়ার সংস্থান আছে।

খ) এছাড়াও বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকার প্রতি উৎসাহী মাশরুম চাষীকে ৩০ টাকা প্রতি ইউনিট হিসাবে ১২০০ ইউনিট সারা ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করেছেন।

গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষকে উৎসাহ ও সাহায্য দানের জন্য ৬০জন বেকারকে ১০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ঘ মাশরুম চাষীদের উৎসাহ দানের জন্য মাশরুম স্পন বা বীজ ২০০ গ্রামের প্রতি

প্যাকেট ৪ টাকা ( ৫০% ভর্তুকী মূল্যে ) বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 52

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Deptt be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে মোট কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা হয়েছে ? (কোন মহকুমায় কতটি)

২। এই সকল কেইসের মধ্যে কয়টি আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 64

Name of the Member :—Shri Amal Mallik, Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন ১। ইহা কি সত্য রাজ্যে একটি ফিসারী কলেজ খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর :— হ্যাঁ।

প্রশ্ন ২। সত্য হয়ে থাকলে কাজ আরম্ভ হয়েছে কি ?

উত্তর :— না।

প্রশ্ন ৩। হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর :— ১৩-৪-৯৬ তারিখে Ordinance জারী করা সত্বেও কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় (মণিপুর) কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য কাজ আরম্ভ হয় নাই।

Admitted starred question No—65

Name of the member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১। ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ৩১-৩-৯৬ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি স্থায়ী ফিসারী সুপারিনটেনডেন্ট অফিস গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর :— একটিও নির্মাণ হয়নি ?

প্রশ্ন : ২। ইহা কি সত্য বিলোনীয়ায় একটি নিজস্ব ফিসারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফিস নির্মাণ করার কথা ছিল ?

উত্তর : — হ্যাঁ।

প্রশ্ন ৩। সত্য হয়ে থাকলে নির্মাণ কাজ বর্তমানে কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর :— উক্ত অফিস নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বানের পর ঠিকাদারকে Security money জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। Security money জমা হয়ে গেলে কাজের বরাত দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 83

Name of Member:— Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ভর্তুকীতে ঠেলা গাড়ী সরবরাহ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকলে কত ঠেলাগাড়ী দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ২৫০টি ঠেলাগাড়ী ভর্তুকীতে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 84

Name of Member:— Sri Anil Chakma

Will the Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, পাওয়ারটিলার ক্রয় করার জন্য ১৫,০০০ ( পনের হাজার ) টাকা ভর্তুকী দেওয়া হয়ে থাকে ?

২। সত্য হয়ে থাকলে উক্ত ভর্তুকীর টাকার পরিমান বাড়ানো হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। আপাততঃ না।

Admitted Statred Question No. 109

Name of Member :— Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বৎসরে নূতন করে ডি-এল-ডাব্লিউ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কোন কোন স্থানে খোলা হবে ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব )

উত্তর

১। নূতন ১২৫টি ডি, এল, ডাব্লিউ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা আছে।

২। স্থান নির্বাচনের কাজ এখনো শেষ হয়নি।

Admitted Starred Question No. 111

Name of the Member :— Ashok Deb Barma

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ২০/১২/৯৫/ ও ২১/১২/৯৫ ইং তারিখে টাকারজলা থানাধীন গার্বদী বাজারের ঘটনায় মোট কতজন লোক মারা গিয়াছে।

৪। নিহতদের পরিবারের জন্য এ পর্যন্ত কোন আর্থিক সাহায্যের বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। মোট ৫ ( পাঁচ ) জন।

২। নিহতের প্রত্যেক পরিবারকে ৩০০০ ( তিন হাজার ) টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

এই সকল পরিবারকে আরও সহায়তা দানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 123

Name of the Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Fisheries Department be pleased to State. :—

**প্রশ্ন নং -১ :—** বর্তমানে রাজ্যে মাছের আকাল নিরসনে ডম্বুর জলাশয় সহ রাজ্যে সরকারী জলাশয়গুলির মাছ সরকার ন্যায্য দামে বিক্রির ব্যাবস্থা করিবেন কি ?

**উত্তর :—** ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরায় নিযুক্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেদের নিকট হইতে মাছ পাওয়া গেলেই মৎস্য দপ্তর বাজারে বিক্রয় করার বন্দোবস্থ করেন। এছাড়াও সরকারী জলাশয়ের মাছ বাংলা নববর্ষ ও বিজয়াদশমিতে নিয়মিত ভাবে ও মাঝে মাঝে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা হয়।

**প্রশ্ন নং-২ :—** বহিঃরাজ্য থেকে সরকারী কো-অপারেটিভ মাধ্যমে মাছ এনে ন্যায্য দামে রাজ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করিবেন কিনা ?

**উত্তর :—** বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 160

Name of the Member :— Shri Ramendra Ch. Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to State:—

**প্রশ্ন নং ১ :—** ডম্বুর জলাশয়ের মাছ সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে কি ?

**উত্তর :—** ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার অনুমতি প্রাপ্ত জেলেদের নিকট হইতে মাছ পাওয়া গেলেই মৎস্য দপ্তর সেই মাছ বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেন।

**প্রশ্ন ২ :—** যদি থাকে তবে কোন কোন এলাকায় ঐ মাছ বিক্রি হচ্ছে এবং দৈনিক কত পরিমাণ মাছ বিক্রি করা হচ্ছে ?

**উত্তর :—** বিগত ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে বিভিন্ন সময়ে অমরপুর, বতনবাড়ী, উদয়পুর, সোনামুড়া এবং আগরতলার ৯টি বাজারে ২৭,৯৯৫ কেজি ডম্বুরের মাছ সরকারী ব্যাবস্থাপনায় বিক্রয় করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 161

Name of the Member :— Shri Ramendra Ch. DebNath.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Fisheries Deptt. be pleased to state:—

১নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন নদীতে ফিসারী দপ্তর থেকে বিভিন্ন রকমের মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে ?

উত্তর :— হ্যাঁ, সত্য।

২নং প্রশ্ন :— যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ নদীতে কি পরিমাণ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে এবং তাহার মূল্য কত ?

উত্তর :— ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার দেও, মনু ও গোমতী নদীতে মোট ৪,৭০,০০০টি ( রুই, কাতলা, মৃগেল ) মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে যাহার নদীভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

দেও নদী — ৭০,০০০টি
মনু নদী =২,০০,০০০টি
গোমতী নদী =২,০০,০০০টি

মোট=৪,৭০,০০০টি

মোট মূল্য ৪৭,০০০ টাকা।

Admitted Starred Question No. 180

Name of the Member :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-cherge of the Home Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে, কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মধুপুরে একটি Police Out Post খোলার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন ?

২। সত্য হয়ে থাকলে উক্ত Out Post কত দিনের মধ্যে খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১। বর্তমানে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 194

Name of Member :— **Sri Sudhir Das**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the information Cultural Affairs & Tourism Department be Pleased to State:—**

**প্রশ্ন**

১। সারা রাজ্যে নূতন করে তথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। যদি থাকে তবে কমলপুর মহকুমার হালাহালিতে একটি তথ্য কেন্দ্র খোলা হবে কি না?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কমলপুর মহকুমার হালাহালিতে তথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 200

**Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন :—** ১। ইহা কি সত্য বিশালগড় মহকুমায় Executive Magistrate Court-এ সরকারী মামলা পরিচালনা করার জন্য কোন সরকারী এ পি, পি নেই?

**উত্তর :—** হ্যাঁ ইহা সত্য যে বিশালগড় মহকুমায় Executive Magistrate Court-এ সরকারী মামলা পরিচালনা করার জন্য কোন সরকারী এ. পি, পি, নেই।

**প্রশ্ন :—**২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে ইতিমধ্যে এ পি পি নিয়োগ করা হবে কিনা?

**উত্তর —** এ, পি, পি, নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No.208.

**Name of the Member:—Shri Ratan Lal Nath**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। সিধাই থানাকে আপ-গ্রেড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 211

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ ইং সনের ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সিধাই থানা এলাকায় কয়টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ? এবং এর মধ্যে কয়টি উদ্ধার হয়েছে ?

উত্তর

১। ১০টি ঘটনা ঘটেছে। এই সকল ঘটনায় মোট ৩৯ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত ৩৯ জনের ভিতর ৩১ জন ফিরে এসেছেন। ৪জনকে অপহরণকারীরা খুন করে ফেলেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় এবং বাকী ৪ জনের কোন সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

যাহারা খুন হয়েছে এবং যাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাহাদের নামের তালিকা অত্র সঙ্গে দেওয়া হল।

সিধাই থানা এলাকায় (১৯৯৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৯৬ ইং সনের ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত যাহারা খুন হয়েছেন এবং যাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাহাদের নামের তালিকা।

| বৎসর | মৃত ব্যাক্তির নাম | নিখোঁজ ব্যাক্তির নাম। |
|---|---|---|
| ১৯৯৩ | — | — |
| ১৯৯৪ | — | — |
| ১৯৯৫ | ১) রাজেন্দ্র দেববর্মা কাইস্তাকুবরা পাড়া, জিরানীয়া | ১) নন্দলাল দেবনাথ দিগালীয়া সিধাই |
| | ২) সুপল রায় চন্দ্রপুর, সিধাই | |
| | ৩। ভানু ঘোষ (হোমগার্ড | |
| ১৯৯৬ ইং ১২ জুলাই পর্য্যন্ত | ১) যতীন্দ্র দেববর্মা | ১) প্রণব দেববর্মা এম,এল,এ |

তইরাজবাড়ী সিধাই

২) অমল চক্রবর্ত্তী
পুলিশ কর্মী

৩) যোগব্রত চক্রবর্ত্তী
মেঘলীবন্ধ চা বাগান মালিক

Admitted Starred Question No. 214

Name of Member :— Sri Bhudeb Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যে নূতন বাজার শেড নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | ১। হঁ্যা আছে। |
| ২। থাকিলে শান্তিরবাজার (ফটিকছড়া) বসরাতল, মেঘটিলা ও জগন্নাতপুর (বাগানবাজার) নদীয়াপুর, গঙ্গানগর বাজারে নতুন বাজার শেড নির্মাণ করা হবে কি ? | ২। আপাততঃ নাই। |
| ৩। থাকলে কবে নাগাদ নূতন বাজার শেড নির্মাণ কার্য্য শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ? | ৩। প্রশ্ন উঠে না। |

Admitted Starred Question No. 215

Name of Member :— Shri Bhudeb Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Agriculture be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ত্রিপুরার বাজারগুলিতে যে সমস্ত বাজার শেড্ ১৫,২০ বৎসর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই শেড্-গুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | ১। হঁ্যা আছে। |

২। থাকলে কৈলাশহর, মাছলি, ছাওমনু ফটিকরায়, নেপালটিলা, রাজকান্দি ও ডলুগাঁও বাজারের শেড্ গুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে কি এবং

৩। এই সংস্কার এর কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে শেষ করা হবে কি?

২। কৈলাশহর পানিচৌকি বাজার ব্যতীত অন্য বাজারের শেড্ গুলির সংস্কারের কাজ আর্থিক সংগতি অনুসারে ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হবে।

৩) আর্থিক সংগতি অনুসারে কাজ করা হবে।

Admitted Starred Question No. 221

Name of Member :— Shri Pannalal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বগাফা ও রাজনগর কৃষি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ বছরে সি ডাব্লিউ, সি. এবং বাধারঘাট খুমতিয়ার হিম ঘরে যথাক্রমে ৩৫০ এম. টি এবং ২৭১ এম. টি আলু সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন?

২। যদি সত্য হয় তবে সি. ডাব্লিউ, সি, এবং খুমতিয়া এই দুইটি হিমঘরে দুই কৃষি মহকুমার জন্য কত এম টি আলু বরাদ্ধ করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 222.

Name of the Member :— Shri Pannalal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন :—১। রাজ্যে বছরে গড়ে কত টন মাছের চাহিদা আছে ?

উত্তর :— রাজ্যে বছরে ৩৩,০০০ মে. টন মাছের চাহিদা রয়েছে।

প্রশ্ন :—২। এরমধ্যে রাজ্যে কত পাওয়া যায় এবং বাইরে থেকে কত পরিমাণ মাছ আমদানি করতে হয় ?

উত্তর :— রাজ্যে বর্তমানে ২৫,৭০০ মে. টন মাছের উৎপাদন হয়। রাজ্যের বাহির হইতে ৪,০০০ মে, টন মাছ এসে থাকে।

প্রশ্ন :—৩। ৯৬-৯৭ সালে রাজ্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ?

উত্তর :— ৯৬-৯৭ ইং সনে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৭,৫০০ টন ধার্য্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন :—৪। রাজ্যের মানুষের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে মৎস্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর :— মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং রাজ্যের মানুষের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সমূহ নিম্নরূপ :

ক) মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচী মাধ্যমে

১) মৎস্যচাষীদের বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষে কারীগরী সহায়তা প্রদান করা হয়।

২) নির্বাচিত মৎস্যচাষীদের জলাশয়ে শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে সকল প্রকার মাছচাষের উপকরণ প্রয়োগ করে এলাকার মৎস্যচাষীদের প্রদর্শন মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অধিক ফলন পাওয়ার জন্য। লক্ষ্যমাত্রা ৫১১টি পঞ্চায়েত ৫২২টি বেসরকারী পুষ্করিনীতে বিজ্ঞান সম্মত মাছচাষের প্রদর্শন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ) মাছ উৎপাদন কর্মসূচী মাধ্যমে

১) টিলা জমির মধ্যবর্ত্তী কৃষি অনুপযোগী উপলা ভূমিতে বাঁধ বেঁধে জলাশয় ( মিনিব্যারেজ ) সৃষ্টি করে তাতে মাছ চাষ করা ( লক্ষ্যমাত্রা = ১৯ হে: )

২) দুঃস্থ মৎস্যচাষীদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে মৎস্যচাষ উপকরণ ও কারীগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অধিকমাছ ফলনের ব্যবস্থা রয়েছে। ( লক্ষ্যমাত্রা —১২০ টি ১ কানি মাপের )

৩) সামাজিক মৎস্যচাষ কর্মসূচী মাধ্যমে প্রান্তিক মৎস্যচাষীদের ২৪ কি: গ্রা: চূন ও ৫০০ টি বড় জাতের মাছের ( রুই, কাতলা ও মৃগেল ) চারাপোনা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা ৫,৪৬৮ জন মৎস্যচাষী।

৪) নদীতে মাছের চারাপোনা ছাড়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে যেহেতু রাজ্যের নদীতে মাছের অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে গরীব মৎস্য জীবিগণ আংশিকভাবে কর্মসংস্থানে সক্ষম হবেন। লক্ষ্যমাত্রা =১০ লক্ষ চারা পোনা।

নদী ছাড়াও গোমতী জলাধারে প্রতি বছরের মত বড়জাতের মাছের চারা পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা = ৩০ লক্ষ।

৫) "সেমি ইনটেনসিভ্ ফিস কালচার" কর্মসূচী রূপায়ণে মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা ভর্তুকীসহ ঋনের ব্যবস্থা করে থাকে যাতে হেক্টার প্রতি কমপক্ষে ৩০০০ কি: গ্রা: মাছের ফলন পাওয়া যায়।

লক্ষ্যমাত্রা = ১৫০ হেক্টার।

৬) সর্ব্বোপরি, অধিক মাছের ফলন পেতে মৎস্যচাষীদেরকে বিজ্ঞানসম্মত মাছচাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

১৯৯৬-৯৭এ ২৫,৭০০ মে, টন মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No 238

Name of Member :— Sri Dilip Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সময় মত ইউরিয়া ও অপরাপর সারের অভাবে বিলোনিয়ার কৃষকদের চরম দুর্দশার কথা সরকার অবগত আছেন কি ?

এবং

২। কবে নাগাদ এই সারের আকাল দুরিভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। রেল ওয়াগণের অপ্রতুলতার জন্য ইউরিয়া সারের সরবরাহ আদেশ দেওয়া সত্বেও এইচ, এফ, সি, এল, রাজ্যে ইউরিয়া সার যথোপযুক্ত সরবরাহ করিতে পারে নাই। ফলে বিলোনিয়া সহ রাজ্যের সর্বত্রই ইউরিয়া সারের আংশিক ঘাটতি ছিল। তবে অনিয়ন্ত্রিত সারের ঘাটতি ছিল না।

২। বর্তমানে সারের অভাব নাই এবং ভবিষ্যতে সার সরবরাহের ঘাটতি যাহাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 240

Name of the member :—Shri Dilip Kr Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state ;—

১। ১৯৯৬ ইং এর এপ্রিল হইতে জুন পর্যান্ত উগ্রপন্থী হামলায় এই রাজ্যে মোট কতজন নিহত হইয়াছে।

২। নিহতের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বিভাগ ভিত্তিক কতজন বেসরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক কতজন ? ( বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব )

উত্তর

১। ১৮ জন।

২। ইহার মধ্যে ৫জন সি, আই, এস, এফ—এর নিরাপত্তা কর্মী। বাকী ১৩ জন সাধারণ নাগরিক। বে-সরকারী কর্মচারী নাই (Nil)

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

| বিভাগের নাম | সরকারী কর্মচারী | সাধারণ নাগরিক |
|---|---|---|
| বিশালগড় | ৫ সি. আই. এস, এফ, | |

| | | |
|---|---|---|
| অমরপুর | — | ১ |
| খোয়াই | — | ১০ |
| সদর | — | ১ |
| | মোট ৫ | ১৩ |

Admitted Starred Questien No. 241

Name of the Member :— Shri Dilip Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১। এপ্রিল ১৯৯৬ ইং হইতে জুন ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি ডাকাতির ঘটনা হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। প্রত্যেকটি ঘটনায় কি পরিমাণ সম্পাদ লুণ্ঠিত হইয়াছে ?

**উত্তর**

১। ২৬টি ঘটনা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| উদয়পুর | — | ৪টি |
| বিলোনীয়া | — | ২টি |
| সাব্রুম | — | ২টি |
| অমরপুর | — | ৬টি |
| কৈলাশহর | — | ১টি |
| সদর | — | ৪টি |
| বিশালগড় | — | ১টি |
| খোয়াই | — | ৩টি |
| কাঞ্চনপুর | — | ৩টি |
| | | ২৬টি |

২। সম্পদ লুণ্ঠনের বিশদ বিবরণ কেইস ভিত্তিক সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

| সাব-ডিভিশন, | কেইসরেফারেন্স, | সম্পদ লুণ্ঠণের মূল্য, | সম্পদ উদ্ধার |
|---|---|---|---|
| উদয়পুর— | ১) রাধাকিশোরপুর পি, এস, কেইস নং ৭৩/৯৬ | ৫৫০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ৮৪/৯৬ | ৯০০ " | |

## PAPER'S LAID ON THE TABLE

### ( Questions & Answers )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৩) ঐ কেইস নং ১১৫/৯৬ | ৪,৭০০, " | — |
| | ৪) ঐ কেইস নং ১০২/৯৬ | ১,৬০০, " | — |
| বিলোনীয়া | ১) বিলোনীয়া পি, এস, কেইস নং ৬৪/৯৬ | ৩৫,০০০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ৭৭/৯৬ | ৫০,০০০ " | -- |
| সাব্রুম | ১) সাব্রুম পি, এস, কেইস নং ২৫/৯৬ | ১০,০০০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ২৯/৯৬ | ১,৫০,০০০ " ১,২৫,০০৬ | -- |
| অমরপুর | ১) বীরগঞ্জ পি, এস কেইস নং ৪৩/৯৬ | ২,৭৫০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ৪৯/৯৬ | ৪,২৭০ " | — |
| | ৩) নূতন বাজার পি, এস, কেইস নং ২৩/৯৬ | ১,০০০ " | — |
| | ৪) ঐ কেইস নং ২৫/৯৬ | ৫,০০০ " | — |
| | ৫) ঐ কেইস নং ২৬/৯৬ | ১,২০০ " | — |
| | ৬) ঐ কেইস নং ৩১/৯৬ | ২,১৪০ " | — |

| সাবডিভিশন, | কেইস রেফারেন্স, | সম্পদ লুণ্ঠনের মূল্য, | সম্পদ উদ্ধার |
|---|---|---|---|
| কৈলাশহর | ১) ফটিকরায় পি, এস কেইস নং ৫০/৯৬ | — | — |
| কাঞ্চনপুর | ১) দামছড়া পি, এস কেইস নং ১০/৯৬ | ১০,০০০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ১১/৯৬ | ৯,০০০ " | — |
| | ৩) ঐ কেইস নং ১৬/৯৬ | ১, ১২৭ " | দেশী বন্দুক ১ এবং দেশী পিস্তল ২ |
| সদর | ১) ইষ্ট আগরতলা পি,এস কেইস নং ৪৫/৯৬ | ৩৫০ টাকা | — |
| | ২) ঐ কেইস নং ৬৯/৯৬ | ১,৪৫,০০০ টাকা | — |

৩) সিধাই পি, এস

কেইস নং ৪৩/৯৬ গৃহস্থালী সামগ্রী ( টাকার পরিমাণ নিরুপণ করা হয় নাই )

৪) ঐ কেইস নং ৫৫/৯৬ স্বর্ণালংকার প্রভৃতি ( টাকার পরিমাণ নিরুপণ করা হয় নাই )

বিশালগড় ১) টাকারজলা পি,এস

কেইস নং ২১/৯৬ ৫০০ টাকা —

খোয়াই ১) কল্যাণপুর পি, এস

কেইস নং ১২/৯৬ ৫০০ টাকা —

২) ঐ কেইস নং ১৯/৯৬ ৫,০০০ ” —

৩) খোয়াই পি, এস

কেইস নং ৩৮/৯৬ — —

Admitted Starred Question No.—260

Name of the Member :— Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। এপ্রিল ১৯৯৩-৯৬ সালের থেকে পুলিশ দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় কতজন কর্মী মারা গিয়েছেন।

২। তাদের পরিবার থেকে ডাই-ইন-হারনেস Case হিসাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে কি ।

৩। না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ তাদের চাকুরী দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৩০ জন হোম গার্ড ভলান্টিয়ার্স সহ মোট ২০৯ জন মারা গিয়াছেন।

২। ৫ জনকে নিয়মিত চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং ৯ জনকে হোমগার্ড হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। সরকার সম্প্রতি ডাই-ইন-হারনেস-এ চাকুরী প্রদানের নিয়মাবলী ঘোষণা করেছেন। বাকী কেইসগুলি ঘোষিত নিয়মানুযায়ী প্রশেসে আছে।

Admitted Starred Question No. 271

Name of the Member : Shri Rati Mohan Jamatia,

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে এ, টি, টি, এফ, নামক উগ্রপন্থী কর্তৃক মেঘলীবন্ধ চা বাগানের মালিক

যোগব্রত চক্রবর্ত্তী অপহৃত অবস্থায় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়েছে কিনা বা পাওয়া গিয়েছে কি না ?

৩। যদি মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব না হয়ে থাকে তার কারণ কি ; বিস্তারিত বিবরণ ?

## উত্তর

১। অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স নামক উগ্রপন্থীদের একটি গ্রুপ গত ৬'৬ ৯৬ ইং তারিখে সকাল অনুমান ১০-৫০ মি· মেখলীবন্ধ চা বাগানের মালিক যোগব্রত চক্রবর্ত্তী এবং বাগানের ম্যানেজার শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য দুই জনকেই আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের আটক করে রাখে বলে জানা যায়।

গত ১৩।৭।৯৬ইং তারিখে শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য উগ্রপন্থীদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসার পর সিধাই থানার ও. সি'র নিকট যে স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করিয়েছেন তাতে তিনি জানান ৫।৭ ৯৬ইং তারিখে অসুস্থ যোগব্রত বাবুর স্ট্রোক হয় এবং তারফলে তার মৃত্যু হয়।

২। না। বাংলাদেশ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে আনা এখনো সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অনুসারে প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No. 288

Name of Member :— Shri **Khagendra Jmatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Plaesed to state :—

## প্রশ্ন

১। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরার আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে কত কোম্পানী আধা সামারিক বাহিনী মোতায়েন আছে, এবং

২। এই বাহিনী বৈরী মোকাবিলায় যথেষ্ট কিনা ?

## উত্তর

১। রাজ্যে রয়েছে ৬০ কোম্পানী সি, আর·পি-এফ তার মধ্যে রাজভবন, কনভয় ডিউটি ROP ডিউটি ও এসর্কট ডিউটিতে অনেক কোম্পানী নিযুক্ত আছে।

২। না।

ANNEXURE"B"

Admitted Un-Starred Question No. 8

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মৎস্য দপ্তর বিভিন্ন ঋণদান ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে মোট কয়টি জলাশয় খনন করতে পেরেছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

**উত্তর**

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে মৎস্য দপ্তর বিভিন্ন ঋণদান ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে মোট ৩৯৬টি জলাশয় খনন করেছে যার মোট আয়তন ৮৪ ০৬ হেঃ।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমার নাম | সংখ্যা | আয়তন |
|---|---|---|
| ১। সদর | ৩৪ | ৫.৯৬ হেঃ |
| ২। বিশালগড় | ৩৩ | ৬.৮২ ,, |
| ৩। সোনামুড়া | ৪১ | ৭.৬৪ ,, |
| ৪। খোয়াই | ২৬ | ৬.৫৬ ,, |
| ৫। উদয়পুর | ৪৫ | ৭.৬৮ ,, |
| ৬। বিলোনীয়া | ৪৩ | ১০.৭০ ,, |
| ৭। সাব্রুম | ৩৩ | ৬,৮০ ,, |
| ৮। অমরপুর | ৫৭ | ১৫.০৪ ,, |
| ৯। ধর্মনগর | ২৪ | ৫.২৬ ,, |
| ১০। কৈলাশহর | ২৮ | ৪.৭৬ ,, |
| ১১। গণ্ডাছড়া | ১ | ২.০৪ ,, |
| ১২। কমলপুর | ২৩ | ৪.১০ ,, |
| | ৩৯৬ | ৮৪.০৬ |

প্রশ্ন :—২। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসরে মৎস্য চাষীদের কতজনকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :— ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরের বকেয়া ৬৮টি ঘর ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে করে দেওয়া হয়েছে আর ৯৫-৯৬ ইং সনের মোট ১৮০টি গৃহ নির্মাণের কাজ বর্তমান অর্থ বৎসরে শুরু হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 18

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ?

২। ধর্ষিতাদের মধ্যে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সী কতজন এবং ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়সী কতজন ?

৩। ধর্ষিতাদের মধ্যে এস. টি. এস. সি. কতজন তার আলাদা আলাদা থানাভিত্তিক হিসাব ?

**উত্তর**

১। ২১২টি।

২। ৫ জন ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সী এবং ৯১ জন ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়সী।

৩। ৫৪ জন এস. টি এবং ৬১ জন এস. সি, তার থানাভিত্তিক আলাদা হিসাব অত্র সঙ্গে দেওয়া হল।

১০-৪-৯৩ হইতে ৩১-৩-৯৬ পর্যন্ত এস, টি এবং এস, সি, ৫০ বৎসরের উর্দ্ধে, ১৮ বৎসরের নিম্নে ধর্ষিতাদের থানাভিত্তিক হিসাব।

| বৎসর | থানার নাম | এস, টি ১৮ বৎসরের নীচে | এস, টি ৫০ বৎসরের উপরে | এস, সি, ১৮ বৎসরের নীচে | এস, সি, ৫০ বৎসরের উপরে |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১০-৪-৯৩ হইতে | আগরতলা পূর্ব | ১ | — | ১ | ১ |
| ৩১-১২-৯৩ পর্য্যন্ত | আগরতলা পশ্চিম | — | — | — | ১ |
| | জিরানীয়া | ১ | — | ২ | — |
| | বিশালগড় | — | ১ | ৪ | — |
| | টাকারজলা | ১ | — | — | ১ |
| | সিধাই | ২ | — | — | — |
| | সোনামূড়া | — | — | ২ | ১ |

| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
|---|---|---|---|---|---|
| | মেলাঘর | ১ | — | — | — |
| | শান্তিরবাজার | — | — | — | ১ |
| | সাব্রুম | ৩ | — | — | — |
| | ফটিকরায় | — | — | ২ | — |
| | চুরাইবাড়ী | — | — | ১ | — |
| | পানিসাগর | — | — | ১ | — |
| | মোট | ৯ | ১ | ১৩ | ৫ |
| ১৯৯৪ | আগরতলা পূর্ব | ১ | — | — | ১ |
| | আগরতলা পশ্চিম | — | ১ | — | — |
| | জিরানীয়া | — | ১ | — | ১ |
| | বিশালগড় | — | — | — | ১ |
| | আমতলী | — | — | — | ১ |
| | টাকারজলা | ১ | — | ১ | — |
| | সিধাই | — | ১ | — | — |
| | এয়ারপোর্ট | — | — | ১ | ১ |
| | তেলিয়ামুড়া | — | — | — | ১ |
| | কল্যাণপুর | ২ | — | — | ১ |
| | সোনামুড়া | — | ১ | — | ১ |
| | মেলাগড় | — | — | — | ১ |
| | রাধাকিশোরপুর | ১ | — | — | — |
| | শান্তিরবাজার | ১ | — | — | ১ |
| | বাইখোরা | ১ | — | — | — |
| | সাব্রুম | — | — | — | — |
| | মনুবাজার | — | — | — | ১ |
| | বীরগঞ্জ | — | ১ | — | — |
| | কৈলাশহর | ১ | — | ২ | ৩ |
| | ফটিকরায় | — | — | ১ | — |
| | কাঞ্চনপুর | — | ১ | — | — |

| (১) | ২) | ৩) | ৪) | ৫) | ৬) |
|---|---|---|---|---|---|
| | গঙ্গানগর | ১ | — | — | — |
| | আমবাসা | — | ২ | — | ১ |
| | মোট-- | ৭ | ১০ | ৪ | ১৫ |
| ১৯৯৫ ইং | আগরতলা পূর্ব | — | — | — | ১ |
| | আগরতলা পশ্চিম | — | — | ১ | — |
| | জিরানীয়া | ২ | ১ | ১ | — |
| | বিশালগড় | ১ | — | ১ | — |
| | আমতলী | — | — | ১ | ১ |
| | টাকারজলা | ১ | | — | — |
| | সিধাই | — | ১ | ২ | ১ |
| | খোয়াই | — | ১ | — | — |
| | তেলিয়ামুড়া | — | — | — | ১ |
| | সোনামুড়া | — | ১ | — | — |
| | রাধাকিশোরপুর | — | ১ | — | — |
| | বিলোনীয়া | ১ | — | — | ১ |
| | পুরণরাজবাড়ী | — | ১ | ১ | — |
| | শান্তিরবাজার | ১ | ১ | — | — |
| | বাইখোরা | — | ১ | — | ১ |
| | সাব্রুম | — | — | ১ | — |
| | মনুবাজার | — | — | — | ১ |
| | তৈদু | ১ | ১ | — | — |
| | কৈলাশহর | — | — | ১ | — |
| | ফটিকরায় | ১ | — | — | ১ |
| | চুরাইবাড়ী | — | ১ | — | — |
| | কাঞ্চনপুর | — | ১ | — | — |
| | কমলপুর | — | — | — | ১ |
| | আমবাসা | — | ২ | — | — |
| | মোট | ৮ | ১৪ | ৯ | ৯ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩১-৩-৯৬ ইং | আগরতলা পশ্চিম | — | — | — | ১ |
| পর্যন্ত | জিরানীয়া | ১ | — | — | — |
| | আমতলী | — | — | — | ১ |
| | খোয়াই | — | ১ | — | — |
| | রাধাকিশোরপুর | — | ১ | — | — |
| | বাইখোরা | — | — | ১ | — |
| | সাব্রুম | — | — | — | ১ |
| | চুরাইবাড়ী | — | — | — | ১ |
| | পেঁচারতল | ১ | — | — | — |
| | মোট | ২ | ২ | ১ | ৪ |

**Admitted Un-Starred Question No. 19**

**Name of the Member :— Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৯৩ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি খুন সংগঠিত হয়েছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি রাজনৈতিক ও কয়টি অরাজনৈতিক খুন, এবং

৩। এর মধ্যে ( খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তি ) কয়জন এস, টি কয়জন এস, সি এবং কয়জন ৫০ বৎসরের উদ্ধ´বয়সী তার আলাদা আলাদা থানা ভিত্তিক হিসাব ?

**উত্তর**

১। ৭৭৫টি ঘটনায় ৮৫৮ জন খুন হয়েছেন।

২। ৭৭৫টি ঘটনার মধ্যে ২৫জন রাজনৈতিক এবং ৭৫০ জন অরাজনৈতিক ঘটনায় খুন হন।

৩। ৮৫৮ জন খুন হওয়া ব্যাক্তিদের মধ্যে এস. টি. এস. সি এবং ৫০ বৎসরের উদ্ধ´ বয়সীর হিসাব নিম্নরূপ :—

| এস, টি, | এস. সি | ৫০ বৎসরের উদ্ধ´বয়সী |
|---|---|---|
| ৩২৫ | ১৪১ | ৬০ |

ইহাদের থানাভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

থানাভিত্তিক এস টি, এস-সি এবং ৫০ বৎসরের উদ্ধ´বয়সীর খুনের তালিকা

| থানার নাম | এস. টি | এস, সি | ৫০ বৎসরের উদ্ধ´বয়সী এস. টি | এস, সি |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ |
| আগরতলা পূর্ব | ২ | ৮ | ৩ | ১ |
| আগরতলা পশ্চিম | ১ | ১ | — | — |
| জিরানীয়া | ৩৭ | ১১ | — | ১ |
| বিশালগড় | ৬ | ৪ | — | — |
| আমতলী | ৫ | ৩ | ১ | — |
| টাকারজলা | ৯ | ১ | ১ | — |
| সিধাই | ২০ | ১৩ | — | — |
| এয়ারপোর্ট | — | ২ | — | — |
| খোয়াই | ২১ | ৬ | ৪ | — |
| তেলিয়ামুড়া | ২০ | ৯ | ৩ | ১ |
| কল্যাণপুর | ১৫ | ৮ | ৩ | — |
| সোনামুড়া | ২ | ৮ | — | — |
| মেলাঘর | ১ | ১ | — | — |
| যাত্রাপুর | — | — | — | — |
| মোট— | ১৩৯ | ৭৫ | ১৬ | ৩ |
| কৈলাশহর | ১৬ | ৮ | — | ১ |
| ফটিকরায় | ৭ | ৪ | ১ | — |
| ধর্মনগর | — | ২ | — | — |
| চুরাইবাড়ী | — | ২ | — | — |
| কাঞ্চনপুর | ২ | — | — | — |
| পেঁচারতল | — | ১ | — | — |
| রাধাকিশোরপুর | ৪ | ৮ | — | — |
| কিল্লা | ৮ | ১ | — | — |
| বিলোনীয়া | ৪ | ২ | — | — |
| শান্তিরবাজার | ৪ | — | ১ | — |
| বাইখোরা | ৩ | ১ | — | — |

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| সাক্রম | ২ | ২ | — | — |
| মনুবাজার | ৪ | ২ | — | — |
| বীরগঞ্জ | ১৬ | ২ | — | — |
| নতুনবাজার | ৯ | ১ | ১ | — |
| অম্পি | ৭ | ১ | ১ | — |
| তৈদু মোট— | ৬৬ | ২০ | ৩ | |
| কমলপুর | ৫ | ৭ | ১ | — |
| সালেমা | ১৪ | ৭ | — | — |
| আমবাসা | ৭ | ১ | ১ | — |
| মনু | ৩৭ | ৮ | ১ | ১ |
| ছামনু | ১৭ | ২ | ১ | — |
| গঙ্গানগর | ১ | — | — | — |
| গঙ্গাছড়া | ৭ | ৩ | ৭ | ৩ |
| রৈস্যাবাড়ী | ৭ | ১ | — | — |
| | ৯৫ | ১৯ | ১১ | ৪ |

Admitted Un-Starred Question No. 20

Name of the member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased state ;—

১। ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি বধূ হত্যা এবং বধূদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে (থানাভিত্তিক আলাদা আলাদা হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনার হিসাব) এবং

২। কয়টি ঘটনার আসামীদের ধরা সম্ভব হয়েছে?

**উত্তর**

১। বধূ হত্যার ঘটনার সংখ্যা—৩৩টি বধূ আত্মহত্যার প্রাথমিক পর্যায়ে রেকর্ড ভূক্তির ঘটনার সংখ্যা—১৮৭টি বধূ হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনার রিপোর্ট থানা ভিত্তিক হিসাব অত্র সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। বধূ হত্যা ঘটনায় মোট ৫৯ জনকে এবং বধূ আত্মহত্যার রিপোর্টে সন্দেহজনক ঘটনায় মোট ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বধূ হত্যা ও বধূ আত্মহত্যার ঘটনার থানা ভিত্তিক হিসাব :-

| থানার নাম | বধূ হত্যার ঘটনার সংখ্যা | বধূ আত্মহত্যার ঘটনার সংখ্যা |
|---|---|---|
| পূর্ব আগরতলা | ১ | ৪৬ |
| পশ্চিম আগরতলা | | ৪১ |
| বিশালগড় | ২ | ২ |
| আমতলী | — | ১৫ |
| টাকারজলা | ১ | — |
| খোয়াই | ২ | ১ |
| তেলিয়ামুড়া | — | ৬ |
| সিধাই | ৩ | ৭ |
| এয়ারপোর্ট | ২ | ৯ |
| সোনামুড়া | ১ | ১১ |
| মেলাঘর | — | ১৬ |
| যাত্রাপুর | ১ | — |

Admitted Un-Starred Question No. 21

Name of Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agricultur Department be Plaesed to state :—

## প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে কত পরিমাণ আমন ও খারিফ শষ্য উৎপাদিত হয়েছে ? এবং বর্তমান বৎসরে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত ?

( বর্ষ ভিত্তিক আমনও খারিফ এর আলাদা আলাদা হিসাব )

## উত্তর

১। রাজ্যে বিভিন্ন বৎসরে যে পরিমাণ আমন ও খারিফ শষ্য উৎপাদিত হয়েছে তার বর্ষ ভিত্তিক আমন ও খারিফের আলাদা আলাদা হিসাব এইরূপ :—

( মেঃ টন হিসাবে )

| বছর | আমন | খারিফ | মোট |
|---|---|---|---|
| ১৯৯২—৯৩ | ১, ৬২, ৪৫০ | ৯১, ৯৫০ | ৩,৫৭,৪০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৩—৯৪ | ২, ৮৪, ১৮০ | ১, ১৩, ৭৮০ | ৩,৯৭,৯৬০ |
| ১৯৯৪—৯৫ | ২, ১৯, ৩০০ | ১, ২১, ৭৮৫ | ৩,৪১,০৮৫ |
| ১৯৯৫—৯৬ | ২, ৭৮, ১৪০ | ৬৯, ৭৩০ | ৩,৪৭,৮৭০ |
| ১৯৯৬—৯৭ ( লক্ষ্যমাত্রা ) | ৫, ১৯, ৫০০ | ১, ১২, ২৫০ | ৫.১১,৭৫০ |

Admitted Un-Starred Question No.—26

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to State :—

১। রাজ্যে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কয়টি অস্বাভাবিক ( ইউ, ডি, ) মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ( তার আলাদা আলাদা থানা ভিত্তিক হিসাব ) এবং

২। এতে পুরুষ কতজন ও মহিলা কতজন ?

**উত্তর**

১। ২৮১২টি। থানা ভিত্তিক হিসাব তালিকা আকারে অত্র সঙ্গে দেওয়া হল।

২। ১৭২৪ জন পুরুষ এবং ১০৮৮ জন মহিলা।

২৮১২টি অস্বাভাবিক (U.D ) মৃত্যুর থানাভিত্তিক তালিকা।

| বৎসর | থানার নাম | মৃত ব্যক্তির নাম | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|---|
| ১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১০-৪-৯৩ | আগরতলা পুর্ব | ৫০ | ৩০ | ২০ |
| হইতে | আগরতলা পশ্চিম | ৬০ | ৪২ | ১৮ |
| ১৩-১২-৯৩ | জিরানীয়া | ১২ | ৩ | ৯ |
| | সিধাই | ২৬ | ১৪ | ১২ |
| | এয়ারপোর্ট | ১৫ | ১০ | ৫ |
| | বিশালগড় | ৩৮ | ২৮ | ১০ |
| | আমতলী | ৩০ | ১৪ | ১৬ |
| | টাকারজলা | ৭ | ৪ | ৩ |
| | খোয়াই | ২৯ | ২০ | ৯ |
| | কল্যাণপুর | ২০ | ১০ | ১০ |
| | তেলিয়ামুড়া | ১৯ | ১০ | ৯ |
| | সোনামুড়া | ১৫ | ৮ | ৭ |

# PAPERS LAID ON THE TABLE
## ( Questions & Answers )

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | মেলাঘর | ১১ | ৬ | ৫ |
| | কলমছড়া | ১ | — | ১ |
| | যাত্রাপুর | ৮ | ৫ | ৩ |
| | আর, কে, পুর | ৫০ | ৩৭ | ১৩ |
| | বিলোনীয়া | ২৮ | ১৯ | ৯ |
| | পি, আর বাড়ি | ১০ | ৫ | ৫ |
| | শান্তিরবাজার | ৬ | ৪ | ২ |
| | বাইখোরা | ১৭ | ১০ | ৭ |
| | সাব্রুম | ৯ | ৫ | ৪ |
| | মনুবাজার | ৪ | ১ | ৩ |
| | বীরগঞ্জ | ৭ | ২ | ৩ |
| | নতুনবাজার | ৮ | ৫ | ৩ |
| | তইদু | ৩ | ৩ | — |
| | কমলপুর | ২৪ | ১০ | ১৪ |
| | সালেমা | ১১ | ৮ | ৩ |
| | আমবাসা | ৯ | ৭ | ২ |
| | মনু | ৭ | ৬ | ১ |
| | ছামনু | ৩ | ২ | ১ |
| | গণ্ডাছড়া | ৪ | ৩ | ১ |
| | কৈলাশহর | ১৬ | ১৫ | ১ |
| | ফটিকরায় | ১৯ | ৯ | ১০ |
| | ধর্মনগর | ২৬ | ১৯ | ৭ |
| | চুড়াইবাড়ী | ১১ | ৯ | ২ |
| | পানিসাগর | ১২ | ৬ | ৬ |
| | পেঁচারতল | ৭ | ৪ | ৩ |
| | দামছড়া | ১ | ১ | — |
| ১৯৯৪ | আগরতলা পূর্ব | ১০৩ | ৭৩ | ৩০ |
| | আগরতলা পশ্চিম | ৭৫ | ৪৩ | ৩২ |
| | জিরানীয়া | ২৩ | ১১ | ১২ |
| | সিধাই | ২৮ | ২২ | ৬ |
| | এয়ারপোর্ট | ২৮ | ১৯ | ৯ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | বিশালগড় | ৫২ | ২৮ | ২৪ |
| | আমতলী | ৩৫ | ১৮ | ১৭ |
| | টাকারজলা | ১৪ | ১০ | ৪ |
| | খোয়াই | ৬০ | ৩৯ | ২১ |
| | তেলিয়ামুড়া | ২৬ | ১৩ | ১৩ |
| | কল্যানপুর | ২৩ | ১২ | ১১ |
| | সোনামুড়া | ২৯ | ১৫ | ১৪ |
| | মেলাঘর | ২৫ | ১৪ | ১১ |
| | কলমছড়া | ১২ | ১০ | ২ |
| | যাত্রাপুর | ১১ | ৮ | [illegible] |
| | আর, কে, পুর | ৪০ | ৩১ | ৯ |
| | কিল্লা | ৩ | ৩ | — |
| | বিলোনীয়া | ৩৬ | ২০ | ১৬ |
| | পি, আর, বাড়ী | ১৩ | ১২ | ১ |
| | শান্তির বাজার | ১১ | ৬ | ৫ |
| | বাইখোড়া | ২৬ | ১৪ | ১২ |
| | সাব্রুম | ১৫ | ১১ | ৪ |
| | মনুবাজার | ১৪ | ৮ | ৬ |
| | অম্পি | ৩ | ১ | ২ |
| | বীরগঞ্জ | ১১ | ৯ | ২ |
| | ছইড় | ১ | ১ | — |
| | কমলপুর | ২৭ | ১৭ | ১০ |
| | সালেমা | ১১ | ৩ | ৮ |
| | আমবাসা | ৯ | ৮ | ১ |
| | মনু | ১১ | ৬ | ৫ |
| | ছামনু | ৩ | ১ | ২ |
| | গণ্ডাছড়া | ৫ | ৩ | • |
| | কৈলাশহর | ১৬ | ৯ | ৭ |
| | ফটিকরায় | ১৮ | ১০ | ৮ |
| | ধর্মনগর | ১৪ | ২ | ৭ |
| | চুড়াইবাড়ী | ১৫ | ৯ | ৬ |
| | পানিসাগর | ১৬ | ৬ | ১০ |
| | কাঞ্চনপুর | ৬ | ৪ | ২ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পেঁচারতল | ৯ | ৫ | ৪ |
| দামছড়া | ১ | — | ১ |
| ১৯৭৫ আগরতলা পূর্ব | ৮৮ | ৬১ | ২৭ |
| আগরতলা পশ্চিম | ৮৬ | ৫৫ | ৩১ |
| জিরানীয়া | ২১ | ১৫ | ৬ |
| সিধাই | ১০ | ১৩ | ৪ |
| এয়ারপোর্ট | ২৬ | ১৪ | ১১ |
| বিশালগড় | ৭০ | ৪২ | ৩৫ |
| আমতলী | ৪ | ৩০ | ১৫ |
| টাকারজলা | ৪ | ৬ | ৮ |
| খোয়াই | ৪৭ | ২৭ | ১০ |
| তেলিয়ামুড়া | ৩২ | ১৮ | ১৪ |
| কল্যানপুর | ২৩ | ১১ | ১২ |
| সোনামুড়া | ২১ | ৮ | ১৩ |
| মেলাঘর | ২৭ | ১৫ | ১২ |
| কলমছড়া | ১২ | ৮ | ৪ |
| যাত্রাপুর | ০ | ৭ | ৩ |
| আর, কে, পুর | ৫৬ | ৩৩ | ২৩ |
| কিল্লা | — | — | ২ |
| বিলোনীয়া | ২৯ | ১৯ | ২৩ |
| পি. আর. বাড়ী | ১৩ | ১০ | ৩ |
| শান্তিরবাজার | ১৫ | ৭ | ৬ |
| বাইখোড়া | ১৮ | ১০ | ৮ |
| সাব্রুম | ১৭ | ১০ | ৭ |
| মনুবাজার | ১৪ | ৯ | ৬ |
| বীরগঞ্জ | ১১ | ৭ | ৪ |
| অম্পি | ৩ | ২ | ১ |
| নতুনবাজার | ৭ | ৬ | ১ |
| তৈদু | ১ | ২ | — |
| কমলপুর | ২০ | ১৪ | ৬ |
| সালেমা | ১১ | ১১ | ৮ |
| মনু | ১৫ | ৯ | ৬ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | আমবাসা | ১৩ | ৮ | ৫ |
| | ছামনু | ০ | ১ | ১ |
| | গণ্ডাছড়া | ৪ | ৩ | ১ |
| | কৈলাশহর | ৫২ | ২৯ | ২৩ |
| | ফটিকরায় | ১৭ | ১০ | ৭ |
| | ধর্মনগর | ২২ | ১৭ | ৫ |
| | চুড়াইবাড়ী | ২৪ | ১৩ | ১১ |
| | পানিসাগর | ২৫ | ১৫ | ১৭ |
| | কাঞ্চনপুর | ২০ | ১৩ | ৭ |
| | পেঁচারতল | ১ | ১ | — |
| ১৯৯৬ | আগরতলা পূর্ব | ৩৯ | ২৩ | ১৬ |
| মে পর্য্যন্ত | আগরতলা পশ্চিম | ৩৬ | ২৪ | ১২ |
| | জিরানীয়া | ৪ | ১ | ৩ |
| | সিধাই | ১৩ | ১১ | ১ |
| | এয়ারপোর্ট | ১২ | ৭ | ৫ |
| | বিশালগড় | ৩৬ | ২২ | ১৭ |
| | আমতলী | ১৩ | ৪ | ৯ |
| | টাকারজলা | ৩ | ২ | ১ |
| | খোয়াই | ৩ | ১ | ২ |
| | তেলিয়ামুড়া | ৬ | ২ | ৪ |
| | কল্যাণপুর | ১০ | ৬ | ৪ |
| | সোনামুড়া | ৮ | ৩ | ৫ |
| | মেলাঘর | ৮ | ৪ | ৭ |
| | যাত্রাপুর | ২ | ১ | ১ |
| | আর, কে, পুর | ৩০ | ২১ | ৯ |
| | কিল্লা | ১ | ১ | — |
| | বিলোনীয়া | ৮ | ৭ | ১ |
| | পি, আর, বাড়ী | ৬ | ৩ | ৩ |
| | শান্তিরবাজার | ৫ | ৩ | ২ |
| | বাইখোরা | ৮ | ২ | ৬ |
| | সাব্রুম | ৩ | ১ | ২ |
| | মনুবাজার | ২ | ২ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বীরগঞ্জ | ৫ | ৩ | ২ |
| নতুনবাজার | ৪ | ২ | ২ |
| কমলপুর | ১৪ | ১০ | ৪ |
| সালেমা | ৩ | ২ | ১ |
| আমবাসা | ৩ | ৩ | — |
| গণ্ডাছড়া | ১ | ১ | — |
| কৈলাশহর | ২১ | ১৬ | ৫ |
| ফটিকরায় | ১২ | ১০ | ২ |
| ধর্মনগর | ১০ | ৮ | ২ |
| চুড়াইবাড়ী | ৩ | ২ | ১ |
| পানিসাগর | ৭ | ৫ | ২ |
| মোট | ২৮১২ | ১৭২৪ | ১০৮৮ |

**Admitted Un-Starred Question No. 29**

**Name of the member :—Shri Amal Mallik**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state ;—**

**প্রশ্ন**

১। ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ৩১-৩-৯৬ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কয়টি গরু চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে?

২। গরু চুরি ও ডাকাতির ঘটনার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব?

**উত্তর**

১। গরু চুরির মোট ঘটনার সংখ্যা = ১০৯টি

ডাকাতির মোট ঘটনার সংখ্যা = ৪৯টি

২। গরু চুরি ও ডাকাতির ঘটনার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব অত্রসাথে দেখা গেল।

গরু চুরি ডাকাতির ঘটনার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

| মহকুমার নাম | গরু চুরির ঘটনার সংখ্যা | ডাকাতির ঘটনার সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | ৩০ | ৭ |
| বিশালগড় | ৪ | ৩ |
| খোয়াই | ২ | ১৯ |
| সোনামুড়া | ৫৯ | ১১ |
| গণ্ডাছড়া | ২ | ১১ |

| | | |
|---|---|---|
| কমলপুর | ৭ | ১ |
| ধর্মনগর | ২ | ১ |
| বিলোনীয়া | ২ | ২ |
| সাব্রুম | ১ | ৬ |
| অমরপুর | — | ১ |
| | মোট ১০৯ | ৪৯ |

**Admitted Un-Starred Question No. 47**

**Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যের ডি. এল. ডাব্লিউ স্টোরের সংখ্যা কত ? ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব )।

**উত্তর**

১। রাজ্যে মোট ৩৬৯টি ডি. এল. স্টোর আছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

| কৃষি মহকুমার নাম | ব্লকের নাম | ষ্টোরের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। পাণিসাগর | ১। কদমতলা | ১৩টি |
| ২। কাঞ্চনপুর | ২। পাণিসাগর | ১১টি |
| ৩। কুমারঘাট | ৩। দশদা | ২১টি |
| | ৪। পেচারতল | ৭টি |
| | ৫। কুমারঘাট | ২৯টি |
| | মোট উত্তর ত্রিপুরা | ৭১টি |
| ৪। ছাওমনু | ৬। মনু | ৭টি |
| | ৭। ছাওমনু | ৬টি |
| ৫। গণ্ডাছড়া | ৮। গণ্ডাছড়া | ৭টি |
| ৬। সালেমা | ৯। সালেমা | ২১টি |
| | মোট ধলাই জেলা | ৪১টি |
| ৭। খোয়াই | ১০। খোয়াই | ১১টি |
| | ১১। তুলাশিখর | ৭টি |
| ৮। তেলিয়ামুড়া | ১২। তেলিয়ামুড়া | ১৯টি |
| ৯। জিরানিয়া | ১৩। জিরানিয়া | ১১টি |
| | ১৪। মান্দাই | ৯টি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০। | মোহনপুর | ১৫। | মোহনপুর | ১৩টি |
| ১১। | বিশালগড় | ১৬। | জম্পুইজলা | ৫টি |
| | | ১৭। | ডুকলি | ৭টি |
| | | ১৮। | বিশালগড় | ২২টি |
| ১২। | মেলাঘর | ১৯। | মেলাঘর | ৩৬টি |
| | | | মোট পশ্চিম ত্রিপুরা | ১৫০টি |
| ১৩। | মাতাবাড়ী | ২০। | কিল্লা | ৭টি |
| | | ২১। | মাতাবাড়ী | ২২টি |
| ১৪। | অমরপুর | ২২। | অমরপুর | ১২টি |
| | | ২৩। | করবুক | ৪টি |
| ১৫। | বগাফা | ২৪। | বগাফা | ১৭টি |
| ১৬। | রাজনগর | ২৫। | রাজনগর | ২৪টি |
| ১৭। | সাব্রুম | ২৬। | সাতচাঁদ | ১৬টি |
| | | ২৭। | রূপাইছড়ী | ৫টি |
| | | | মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা— | ১০৭টি |
| | মোট ত্রিপুরা— | | | ৩৬২টি |

**প্রশ্ন**

২। বর্তমান আর্থিক বছরে প্রতিটি বড় গাঁও সভা গুলিতে একটি করে ডি- এল-ডাব্লিউ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কি ?

**উত্তর**

বর্তমান নীতি অনুযায়ী প্রতি দুইটি গাঁও সভা বা গ্রামসেবক কেন্দ্র এর জন্য একটি ডি- এল-ডাব্লিউ ষ্টোর খোলা হয়। প্রতিটি গাঁওসভা বা গ্রামকে ডি, এল, ডাব্লিউ সার্কেল ঘোষণা দিতে হয়। গাঁওসভা ও গ্রামের সংখ্যা ৩০৪ হইতে ৫৫৫টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐ নুতন গাঁওসভাগুলিকে ডি, এল, ডাব্লিউ সার্কেল হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়নি। আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে ধাপে ধাপে পঞ্চায়েত সমিতির সাথে পরামর্শ ক্রমে নুতন ডি, এল ডব্লিউ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত দঃ পুলিনপুর, হদ্রাই, খামারবাড়ী এবং উত্তর খিলাতলী গাঁও সভায় একটি করে ডি, এল, ডব্লিউ ষ্টোর খোলার প্রস্তাব এখনো কার্যকরী হয় নাই ?

হদ্রাই ও উত্তর খিলাতলী গাঁওসভায় একটি করে ডি, এল-ডাব্লিউ ষ্টোর খোলার জন্য ঘরের কাজ শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ পুলিনপুর ও খামার বাড়ীতে ষ্টোর খোলার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। সত্য হইলে উহা করে পর্যন্ত কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

ছত্রাই ও উত্তর ঘিলাতলী গৌর হইতে কৃষি সামগ্রী অচিরেই বিলি বন্টন আরম্ভ করা হইবে।

**Admitted Un-Starred Question No. 55**

**Name of Member : —Shri Ramendra Ch. Debnath.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be Plaesed to state :—**

**প্রশ্ন**

১। কৃষি দপ্তরের অধীনে কতকগুলি পাওয়ারটিলার আছে।

২। এর মধ্যে কতকগুলি সচল এবং কতকগুলি অচল ?

**উত্তর**

কৃষি দপ্তরের অধীনে যতগুলি পাওয়ার টিলার আছে এবং এরমধ্যে যতগুলি সচল ও অচল তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| কৃষি মহকুমার নাম | মোট পাওয়ার টিলারের সংখ্যা | সচল পাওয়ার টিলারের সংখ্যা | মেরামতযোগ্য পাওয়ার টিলারের সংখ্যা | অচল মেরামত অযোগ্য পাওয়ার টিলারের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। মাতাবাড়ী | ২১ | ৫ | ১৩ | ৩ |
| ২। বগাফা | ১৫ | ৮ | ৩ | ৪ |
| ৩। রাজনগর | ১১ | ৫ | ৫ | ১ |
| ৪। সাতচাঁদ | ১৮ | ৮ | ৭ | ৩ |
| ৫। অমরপুর | ২৬ | ১১ | ৫ | ১০ |
| মোট দঃ ত্রিপুরা | ৯১ | ৩৭ | ৩৩ | ২১ |
| ৬। কুমারঘাট | ১৯ | ৭ | ৬ | ৬ |
| ৭। পাণিসাগর | ১৮ | ৫ | ৮ | ৫ |
| ৮। কাঞ্চনপুর | ১০ | ৫ | ১ | ৪ |
| মোট উঃ ত্রিপুরা | ৪৭ | ১৭ | ১৫ | ১৫ |
| ৯। খোয়াই | ১০ | ৩ | ৬ | ১ |
| ১০। তেলিয়ামুড়া | ৮ | ৩ | ২ | ৩ |
| ১১। জিরানিয়া | ১১ | ৯ | ২ | — |
| ১২। মোহনপুর | ২৪ | ১৫ | ৯ | — |
| ১৩। বিশালগড় | ২৬ | ৬ | ১৩ | ৪ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪। | মেলাঘর | ২১ | ৭ | ১১ | ৩ |
| ১৫। | আগরতলা পৌরসভা | ৫ | ৫ | — | — |
| | মোট পঃ ত্রিপুরা | ১০৫ | ৪৮ | ৪৩ | ১৪ |
| ১৬। | গণ্ডাছড়া | ২ | ২ | — | — |
| ১৭। | ছাওমনু | ৬ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৮। | সালেমা | ২৬ | ১৪ | ৯ | ৩ |
| | মোট ধলাই জেলা | ৩৪ | ১৯ | ১১ | ৪ |
| | মোট ত্রিপুরা : | ২৭৭ | ১২১ | ১৩২ | ৫৪ |

**প্রশ্ন**

৩। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়টি অচল পাওয়ার টিলারকে সচল করে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে ?

**উত্তর**

৩। মেরামত অযোগ্য অর্থাৎ বাতিল পাওয়ার টিলারগুলি ব্যতিত সমস্ত পাওয়ার টিলারগুলিকেই বিভিন্ন সময়ে মেরামত ক্রমে চালু করা হইয়াছে।

**Admitted Un-Starred Question No. 65**

**Name of the Member :— Sri Panna lal Ghosh.**

Will the Hon' ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to State :—

**প্রশ্ন :—১** রাজ্যের মোট জলাশয়ের পরিমাণ কত ?

**উত্তর—১** রাজ্যে মোট জলাশয়ের পরিমাণ ২২,৬৮৪ হেক্টার, তারমধ্যে নদী, ছড়ার পরিমাণ ৫,২৬০ হেক্টার, গোমতী জলাধার ৪,৫০০ হেক্টার, মিনি ব্যারেজ ৪০০৬ হেক্টার, কমলাসাগর ২৪০ হেক্টার এবং পুষ্করিনী ও দীঘির পরিমান ৮.৬৭৮ হেক্টার।

**প্রশ্ন :—২** ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত মৎস্য সমবায় সমিতির সংখ্যা কত এবং সমিতিগুলিকে দেওয়া জলাশয়ের পরিমান কত ; ( আলাদা হিসাব ) ।

**উত্তর—২** ১৯৯৫-৯৬ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২৮টি এবং শীর্ষ মৎস্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ১টি।

৫৪ টি সমিতির কাছে ৪৪১. ২৯৮ হেক্টার জলাশয় রয়েছে এর মধ্যে ১৫টি সমিতির নিজস্ব মালিকানাধিন ২৬৫. ৭৭ হেক্টার জলাশয় রয়েছে। এছাড়া মৎস্য দপ্তর ১২টি সমবায় সমিতিকে ৫৩,২২৮ হেক্টার জলাশয় ইজারা দিয়েছে। আর পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে ৮৩৭৮ হেক্টার পরিমান জলাশয় ৩৩টি সমবায় সমিতি ইজারা নিয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ভিত্তিক নিজস্ব ও ইজারাকৃত জলাশয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সমবায় সমিতির নিকট মৎস্যচাষের মোট জলাশয়ের পরিমাণ :—

পরিমাণ হেক্টার

| মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নাম। | নিজস্ব জলাশয়। | মৎস্য দপ্তরের নিকট হইতে ইজারা প্রাপ্ত জলাশয়। | পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত জলাশয়ের পরিমাণ। | মোট জলাশয়ের পরিমাণ। |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। সদর :— | | | | |
| ক) পঞ্চবটী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, | — | — | ৬'০০০ | |
| খ) গান্ধীগ্রাম মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, | — | — | ২'৪৮০ | |
| গ) প: নারায়ণপুর পল্লীমঙ্গল " " " | ২'০০ | — | — | |
| ঘ) কুমারীটিলা " " " | — | ০'৪২০ | — | |
| ঙ) কালিকাপুর " " " | — | ৫'২৪০ | — | |
| চ) রানীরবাজার " " " | — | ১'০১০ | — | |
| ছ) সদর পূর্বাঞ্চল " " " | — | — | ২'২৫০ | |
| জ) চড়িলাম " " " | — | — | ২'১৬০ | |
| ঝ) বিবেকানন্দ " " " | ১'৬০০ | — | — | |
| ঞ) যোগেন্দ্রনগর " " " | — | — | ২'০০০ | |
| ট) হীরাপুর উপজাতি " " " | — | — | ১'৫৩০ | |
| | ৩'৬০০ | ৬'৬৭০ | ১৪'৪২০ | |
| ২। মেলাঘড় :— | | | | |
| ক) রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ২৪০'০০০ | — | — | |
| খ) মেলাঘড় " " " | — | ০'২০০ | ৬'০০০ | |
| গ) সোনামূড়া " " " | ২ ০০০ | — | — | |
| ঘ) কাজল " " " | ২'০০০ | — | — | |
| ঙ) জাগ্রত " " " | — | — | ১'২০০ | |
| | ২৪৪'০০০ | ০'২০০ | ৭ ২০০ | |
| ৩। খোয়াই :— | | | | |
| ক) খোয়াই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ১'০০০ | — | — | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| খ) | চেব্‌রী | ,, ,, ,, | — | — | ০'৮৪০ |
| গ) | তেলিয়ামুড়া | ,, ,, ,, | — | — | ০'১২০ |
| | | | ১'০০০ | — | ০'৯৬০ |
| ৪। | উদয়পুরে :— | | | | |
| ক) | জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | | — | — | ১০'০০০ |
| খ) | ত্রিপুরা সুন্দরী | ,, | — | — | ৮'০৯০ |
| গ) | পালাটানা | ,, | — | — | ৮'০০ |
| ঘ) | মুড়াপাড়া | ,, | — | — | ৬'২৪ |
| ঙ) | হরিজলা | ,, | ৪'০০০ | — | ২৫'৩৬০ |
| চ) | ইচাছড়া | ,, | — | — | ২'৫০০ |
| ছ) | উঃ মহারাণী | ,, | — | — | ৩'৬১০ |
| জ) | খিলপাড়া | ,, | — | — | ৮'৪০০ |
| ঝ) | উদয়পুর সমাজকল্যাণ | ,, | — | ২৩'২০০ | — |
| | | | ৪'০০০ | ২৩'২০০ | ৬৬'২০ |
| ৫। | সাব্রুম :— | | | | |
| ক) | দাসপল্লী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০'৩২০ | — | — |
| খ) | দুর্গানগর | ,, | ০'৬৪০ | — | — |
| | | | ০'৯৬০ | — | — |
| ৬। | বিলোনীয়া :— | | | | |
| ক) | রাধানগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | | — | — | ৭'৮০০ |
| খ) | রাজনগর | ,, | ০'১৬০ | — | ১'৪০০ |
| গ) | কমলপুর | ,, | — | — | ২'০০০ |
| ঘ) | মাগঙ্গা | ,, | ০'৮০০ | — | — |
| ঙ) | মীর্জাপুর | ,, | — | — | ০'৬৪০ |
| চ) | মাঅভয়া | ,, | — | — | ০'৪৮০ |
| ছ) | বিলোনীয়া | ,, | — | ৪'১৭৮ | — |
| জ) | মৎস্যজীবী কল্যাণ | ,, | — | ১,০২০ | ১,৩৪০ |
| ঝ) | সুকান্ত | ,, | — | — | ১,২৮০ |
| | | | ০,৯৬০ | ৫,১৯৮ | ১৪,৯৪ |
| ৭। | অমরপুর :— | | | | |
| ক) | অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | | — | ১১,০০ | — |
| খ) | মালবাসা | ,, | — | — | ১,৮০০ |
| | | | — | ১১,০০০ | ১,৮০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **৮। কমলপুর :—** | | | |
| ক) সাধক মহারাণী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ৪,২৫০ | — | — |
| খ) কলাছড়ি ,, | — | — | ১,০০০ |
| গ) গঙ্গাদেবী ,, | ১,৪০০ | — | — |
| ঘ) সালেমা ,, | ৩,৩২০ | — | ১,০০০ |
| | ৮,৯৭০ | — | ২,০০০ |
| **৯। গণ্ডাছড়া :—** | | | |
| ক) রইস্যাবাড়ী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ২'২৮০ | — | — |
| | ২'২৮০ | — | — |
| **১০। ধর্মনগর :—** | | | |
| ক) ধর্মনগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | — | ১,৯৬০ | — |
| খ) চালিতাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি | — | — | ০'৪০০ |
| গ) পানিসাগর প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | — | — | ১,৩০০ |
| | — | ১'৯৬০ | ১,৭০০ |
| **১১। কুমারঘাট :—** | | | |
| ক) জুরিভ্যালি উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | — | ২'০০০ | ১১'০০০ |
| খ) ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | — | ১'৪২০ | ০'৫৮০ |
| গ) মনুঘাট মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | — | ১,৫৮০ | — |
| | — | ৫'০০০ | ১৩'০৮০ |
| সর্বমোট = | ২৬৫'৭৭ | ৫৩'২২৮ | ১২২'৯০০ |

**প্রশ্ন ৩**

বিভিন্ন প্রকল্পে এই মৎস্য সমবায়গুলিকে কত টাকা এ পর্য্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছে ?

**উত্তর :**

১৯৯৩—৯৪ থেকে এ পর্য্যন্ত মোট ৫০টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি এবং ১টি শীর্ষ মৎস্য সমবায়কে

সমবায়কে মূলধন বাবদ ২২,৯২,০০০ টাকা এবং পরিচালন ভর্তুকী বাবদ ১০,৩২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ ইং বৎসরে N.C.D.C. দ্বারা ৮টি সমবায় সমিতিকে মোট ১৪.৬৮৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল এবং তার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ বৎসরে ৩.৭৫১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ -৯৬ এর শেষ ভাগে আরও ৩টি সমিতিকে মোট ৭৫'৮৪৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী করে।

পশ্চিম জিলায় ১১টি সমিতিকে I. C. D. P. প্রকল্পে মোট ১৪'৯৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

**প্রশ্ন :—৪**

মৎস্য সমবায় এবং দপ্তরের মধ্যে উৎপাদিত মৎস্যের বন্টনের হার ও ভিত্তি কি?

**উত্তর**

বর্তমানে সমবায় সমিতি দ্বারা উৎপাদিত মৎস্যের বন্টনের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বৎসরে দুইটি নির্দিষ্ট দিনে নায্য মূল্যে মাছ বিক্রি করা হয়ে থাকে। ১লা বৈশাখ ও বিজয়া দশমীতে। প্রত্যেক জলাশয় প্রাপ্ত সমবায় সমিতিকে অধিক পরিমান মাছ মৎস্য দপ্তরের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের উপর আদেশ জারী রাখা হয়েছে।

**Admitted Un-Starred Question No. 69**

**Name of the Member :— Shri Dilip Kumar Chowdhury**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—**

১। উগ্রপন্থী হামলায় বর্তমান বর্ষের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত সর্বমোট কয়টি যাত্রীবাহী গাড়ী ও জিপ আক্রান্ত হইয়াছে; ( বিভাগে রাস্তা ভিত্তিক তথ্য )

২। উল্লিখিত আক্রমণে কতজন যাত্রী নিহত ও আহত হইয়াছে। ( নিহত ও আহতের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

**ANSWER**

১। উগ্রপন্থী এবং বিভিন্ন দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনা সমূহ :— ( মোট ৪৫টি ঘটনা ঘটে )

যথা ১) বাস— ৪ টি
২) জীপ— ২০ "
৩) লরী— ১৮ "
৪) সরকারী বাস ৩ "

মোট— ৪৫ টি

বিভাগে রাস্তা ভিত্তিক আক্রমণ নিম্নরূপ :—

লংতরাইভেলী সাবডিভিশন— ১৩টি গাড়ী
জীপ—৮; লরী—৫
৬ টি ঘটনা

মনু ছৈলেংটা রাস্তা—

আসাম আগরতলা রোডস— ৩ টি ঘটনা

মানিকপুর ছৈলেংটা রোডস— ৩ ,, ,,

ছৈলেংটা হেওয়াছড়া রোডস— ১ ,, ,,

কমলপুর— ট্রাক— ১ ,, ,,

আসাম আগরতলা রোড লংথরাই— ১ ,, ,,

সদর : 3টি ঘটনা ( জীপ—১, ট্রাক—১, বাস—১ )

রাস্তা— টাকারজলা—জম্পুই— ১

জিরাণীয়া মান্দাই— ১

আগরতলা-অভিচরণ— ১

খোয়াই : ৩টি ঘটনা ( জীপ—১ এবং ট্রাক—২ )

রাস্তা : খোয়াই আগরতলা— ১

খোয়াই-আঠারমূড়া— ১

৪৪ মাইল আসাম-আগরতলা— ১

বিলোনীয়া রাস্তা : উদয়পুর-সাক্রম— ১

২টি ঘটনা—

( ট্রাক—২ ) আগরতলা-সাক্রম ১

উদয়পুর রাস্তা : অমরপুর-উদয়পুর— ১

৩টি ঘটনা ,, ,, — ১

( TRL—1, জীপ-২ ) উদয়পুর-কিল্লা— ১

ধর্মনগর রাস্তা : ধর্মনগর-পাণিসাগর— ১

১টি ঘটনা—

( জীপ )

অমরপুর রাস্তা : অমরপুর তেলিয়ামুড়া— ৬

১৫টি ঘটনা রাস্তা : অমরপুর-নূতন বাজার— ২

( টাক-৩, জীপ-৭ ) অমরপুর-শিলাছড়ি— ২

( বাস-৩ এবং ) নূতনবাজার-মন্দির ঘাট— ২

সরকারী গাড়ী-২

অমরপুর-চেলাগাং— ১

অমরপুর-তেলিয়ামুড়া— ২

কৈলাশহর

১টি ঘটনা রাস্তা : আসাম-আগরতলা

( সরকারী গাড়ী ) কুমারঘাট— ১

২ নং প্রশ্নের উত্তর :

২ ( দুইজন ) যাত্রী নিহত হন।

 

( ১ জন উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় এবং অন্যজন অম্পি-তেলিয়ামুড়া রাস্তায় )
৬ ( ছয় ) জন যাত্রী আহত হন। বিভাগ ভিত্তিক
হিসাব নিম্নরূপ :—

অমরপুর
১ জন যাত্রী অম্পি-তেলিয়ামুড়া রাস্তায়
লংতরাইভেলী
১ জন যাত্রী-আসাম-আগরতলা রাস্তায়
বিলোনীয়া।
৪ জন যাত্রী উদয়পুর-সাব্রুম রাস্তায় অনোয়ছড়া নামক স্থানে।

## Admitted Un-starred Question No. 87.

## Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতগুলি মোটর যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। ( থানাভিত্তিক হিসাব )

২। ইহা কি সত্য, ত্রিপুরাতে মোটর দুর্ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সরকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

## উত্তর

১,২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর।
তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

## Admitted Un starred Question No. 90

## Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

## প্রশ্ন

১। রাজ্যে শুকর পালন খামারের সংখ্যা কত ?

২। ঐ খামারগুলিতে কতগুলি শুকর, শুকরী এবং ছানা আছে ? ( বিভাগ ভিত্তিক আলাদা হিসাব )

৩। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের প্রমোদনগর শুকর খামারটি পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে ?

৪। সত্য হইলে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

৫। রাজ্যের আর কোথায় কোথায় নতুন খামার গড়ে তোলা হবে বলে আশা করা যায়।

## উত্তর

১। রাজ্যে শূকর পালন খামারের সংখ্যা মোট ৬টি।

২। ঐ খামারগুলিতে ৪৪টি শূকর, ১৩৬টি শূকরী এবং ৪৯০ টি শূকরী ছানা আছে ( ০ হইতে ৯ মাস বয়সের )।

৩। খোয়াই বিভগেীয় প্রমোদনগর খামারটি আপাতত: চালু নাই।

৪। পুনরায় প্রমোদনগর ফার্ম চালু করার ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে নেওয়া হয় নাই।

৫। নূতন কোন খামার গড়ে তোলার কোন প্রস্তাব এই আর্থিক বৎসরে নাই।

**Admitted Un-Starred Question No. 91**

**Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Fisheries Department be pleased to state :—**

## প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন মাছের উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা কত? ( কেন্দ্রের নাম ও স্থানের নাম )।

## উত্তর

রাজ্য সরকার পরিচালনাধীন মাছ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪টি। কেন্দ্রের নাম ও স্থানের নাম নিম্নরূপ :—

| কেন্দ্রের নাম | | | স্থানের নাম |
|---|---|---|---|
| ১। গঙ্গানগর মৎস্য | উৎপাদন | কেন্দ্র | গঙ্গানগর |
| ২। কমারঘাট | ,, | ,, | কমারঘাট |
| ৩। আভাঙ্গা | ,, | ,, | আভাঙ্গা |
| ৪। কমলাসাগর | ,, | ,, | কমলাসাগর |
| ৫। আর. কে. নগর | ,, | ,, | খয়েরপুর |
| ৬। লেম্বুছড়া | ,, | ,, | লেম্বুছড়া |
| ৭। চাকনাঘাট | ,, | ,, | চাকমাঘাট |
| ৮। রাজধর মাণিক্য দীঘি | ,, | ,, | উদয়পুর |
| ৯। অমরসাগর | ,, | ,, | ঐ |
| ১০। ধনী সাগর | ,, | ,, | ঐ |
| ১১। ফটিক সাগর | ,, | ,, | অমরপুর |
| ১২। মুহুরীপুর | ,, | ,, | মুহুরীপুর, বিলোনীয়া |
| ১৩। সাতচাঁদ লেইক | | | সাতচাদ |
| ১৪। গণ্ডাছড়া মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র | | | গণ্ডাছড়া |

**প্রশ্ন নং—২**

গত ৯৪-৯৫ এবং ৯৫-৯৬ ইং বৎসরে কত পোনা উৎপাদিত হয়েছে (তাদের আয় ব্যায়ের হিসাব)? এবং

**উত্তর**

সরকারী পরিচালনাধীন মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে উৎপাদিত মাছের পোনার হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৯৭—৯৫ ইং সনে—৯২.৫৫ লক্ষ

১৯৯৫—৯৬ইং সনে—১২১.৫৫ লক্ষ

পোনা উৎপাদনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

| | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | আয় সরকারী মুল্যে (লক্ষ টাকা) |
|---|---|---|
| ১৯৯৪—৯৫ | ৩.৬০ | ৬.৯৬ |
| ১৯৯৫—৯৬ | ৮.২০ | ১১.৪৭ |

উৎপাদিত মাছের পোনা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের জন্য গরীব মৎসচাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন নং—৩**

বর্তমান আর্থিক বৎসরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?

**উত্তর**

বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৯৬-৯৭ ইং) সরকারী পরিচালনায় মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২১৮.৫২ লাখ।

**প্রশ্ন নং—৪**

এই লক্ষ্য পুরণে কত হেক্টার জমিতে নতুন চাষ এবং কত বেনিফিসারী উপকৃত হবেন?

**উত্তর**

এই লক্ষ্য পূরণে নতুন জমি মৎস্যবীজ উৎপাদনের আওতায় আনার প্রয়োজন হবে না। বর্তমান বৎসরে মোট ১২,৫৮০ জন বেনিফিসারী উপকৃত হবেন।

**প্রশ্ন নং—৫**

সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি সুযোগ সুবিধা মৎসাচাষীরা পেয়ে থাকেন?

**উত্তর**

সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পে প্রত্যেক গরীব মৎস্যচাষীকে ২৪ কেজি চুন এবং ৫০০ মাছের পোনা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বর্তমান বৎসরে মোট ৯৫৭০ জন গরীব মৎস্যচাষীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হইবে।

**Admitted Un-Starred Question No.—104**

**Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to State :—**

**প্রশ্ন**

গত আর্থিক বছরে কতজন বেনিফিসারীকে মৎস্য দপ্তর থেকে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে ?

**উত্তর**

গত আর্থিক বছরে ( ১৯৯৫-৯৬ ইং) সনে মোট ১১,৭৭৬ জন বেনিফিসারীকে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে।

**প্রশ্ন**

যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তাতে কতজন উপকৃত হয়েছে তার সংখ্যা ( মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব ) ?

**উত্তর**

মোট ১১,৭৭৬ জন উপকৃত হয়েছে যার মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমা. | ব্লক | উপকৃত সংখ্যা— চাষীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১। সদর | ১। জিরানীয়া | |
| | ২। মোহনপুর | ১৭৯০ |
| | ৩। মান্দাই | |
| ২। বিশালগড়, | ১। বিশালগড, | |
| | ২। ডুকলি, | ১০০৯ |
| | ৩। জম্পুইজলা। | |
| ৩। সোনামুড়া | ১। মেলাঘর | ৬৪০ |
| ৪। খোয়াই | ১। খোয়াই | |
| | ২। তেলিয়ামুড়া | ১০৭৩ |
| | ৩। তুলাশিখর. | |
| ৫। উদয়পুর | ১। মাতাবাড়ী | ৯৯৭ |
| | ২। কিল্লা | |
| ৬। বিলোনীয়া | ১। বগাফা | |
| | ২। রাজনগর | ১০৩১ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৭। সাব্রুম | ১। শাঁতিচান্দ | |
| | ২। রূপাইছড়ি | ৭৮৮ |
| ৮। অমরপুর | ১। অমরপুর | |
| | ২। করবুক | ৮৭৭ |
| ৯। ধর্মনগর ও কাঞ্চণপুর | ১। পানিসাগর | |
| | ২। কদমতলা | ১২৮২ |
| | ৩। পেঁচারথল | |
| | ৪। দশদা | |
| ১০। কৈলাশহর ও লংতরাই ভ্যালী | ১। কুমারঘাট | |
| | ২। মনু | ১৭৬১ |
| | ৩। ছামনু | |
| ১১। কমলপুর | ১। সালেমা | ৫৮৪ |
| ১২। গণ্ডাছড়া | ১। ডম্বুরনগর | ১৪৪ |
| | | ১১,৭৭৬ জন |

Admitted Un-Starred Question No. 108

Name of Member : —Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be Plaesed to state :—

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন আদালত থেকে রাজ্য সরকার বহু ফৌজদারী মামলা ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৬ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর সংখ্যা কত ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) এবং

৩। যে সকল মামলা প্রত্যাহার হয়েছে, সেগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন কোন ধারার এবং কতগুলি মামলা ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )

**উত্তর**

১। তথ্য সংগ্রহাধীন

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 109

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state ;—

১। ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত হোমগার্ড, পুলিশ, সি, আর, পি, এফ এবং টি. এস. আর, বি, এস. এফ এবং অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর মোট কতজন উগ্রবাদীদের হাতে মারা গিয়েছেন ? ( থানা ভিত্তিক আলাদা হিসাব )

**উত্তর**

১। বিগত ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত হোমগার্ড, পুলিশ, সি, আর. পি. এফ, টি. এস. আর, বি. এস. এফ এবং অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল ঃ—

| থানার নাম | হোমগার্ড | পুলিশ | সি-আর-পি-এফ | পি.এফ. আর. | বি.এস. এফ | সি, আই, এস- এফ | এম-পি-এস-এ | ফরেষ্ট গার্ড | এস-এ-এফ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( ১ ) | ( ২ ) | (৩) | ( ৪ ) | ( ৫ ) | ( ৬ ) | ( ৭ ) | ( ৮ ) | ( ৯ ) | ( ১০ ) |
| ১। জিরানীয়া | — | ৮ | — | ৪ | — | — | — | — | — |
| ২। বিশালগড় | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — |
| ৩। মন্দ | — | — | — | — | ২ | — | — | — | — |
| ৪। তৈদু | — | — | — | — | — | — | ১ | — | — |
| ৫। আমবাসা | — | — | ২ | — | — | — | — | — | — |
| ৬। অম্পি | — | — | ২ | — | — | — | — | — | ১ |
| ৭। পূঃ আগরতলা | — | ১ | — | — | — | — | — | ১ | — |
| ৮। তেলিয়ামুড়া | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — |
| ৯। কমলপুর | — | — | — | — | ১ | — | — | — | — |
| ১০। পানিসাগর | ১ | — | ৩ | — | — | — | — | — | — |
| ১১। বৈষ্যাবাড়ী | — | ৩ | ১ | — | — | — | — | — | — |
| ১২। খোয়াই | — | ১ | — | — | ২ | — | — | — | — |
| ১৩। ছামনু | — | ৭ | — | — | — | — | — | — | — |
| ১৪। কাঞ্চনপুর | — | — | ২ | — | — | — | — | — | — |
| ১৫। আর, কে, পুর | — | — | — | — | ১ | — | — | — | — |
| ১৬। বাইখোরা | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — |
| ১৭। সালেমা | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — |
| ১৮। সিধাই | — | — | ৭ | — | — | — | — | — | — |
| ১৯। টাকারজলা | — | ২ | — | — | — | ৫ | — | — | — |
| | — | ১২ | — | ৯ | — | ৩ | ৫ | — | — |
| B. F. | ১ | ১৪ | ৮ | ৪ | ৩ | — | ১ | ১ | ১ |
| মোট | ১ | ২৬ | ১৭ | ৪ | ৬ | ৫ | ১ | ১ | ১ |

Printed by Janashiksha Co-op. Printing Works Ltd. 67, Vivekananda Sarani ( Central Road ) Agartala, West Tripura.